সানন্দা

পার্বণী
২ ০ ১ ৪


এবারে ফেয়ারনেসের সব কামনা পূর্ণ হবে।
পেশ করা হল
Fairness Naturals
নো অ্যাডেড অ্যামোনিয়া সমেত।
সাক্ষী 96%* মহিলারা যারা মনে করেন যে ফেম ত্বকের পক্ষে জেন্টল, সাক্ষীও তাদের মধ্যে অন্যতম একজন
সাক্ষী আনন্দ — কলেজ স্টুডেন্ট, মাইসোর
আমি চিরদিনই এমন একটি ফেয়ারনেস সলিউশন চাইতাম যা কেমিক্যাল ফ্রী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ত্বকের পক্ষে সেফ হোক। আর বিশ্বাস করুন এই নতুন ফেম ফেয়ারনেস ন্যাচারাল্স ব্লীচ রেঞ্জ এসে যাওয়ায় আমি ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছি।
Saffron Fairness
No Added Ammonia
নো অ্যাডেড অ্যামোনিয়া
fem
Fairness Naturals
SAFFRON
Crème Bleach
সুমন - হাউস ওয়াইফ, নিউ দিল্লী
ফেম ফেয়ারনেস ন্যাচারাল্স গোল্ড ব্লীচ সত্যিই চমৎকার। এটা ব্যবহার করে আমি পেয়েছি ইনস্ট্যান্ট গোল্ডেন গ্লো এবং অনেক কম্প্লিমেন্টস।
রিয়া চোপরা - মডেল, পুণে
আমার আস্থা আছে শুধুমাত্র ফেম ফেয়ারনেস ন্যাচারাল্স ব্লীচ রেঞ্জ-এর ওপর কারণ শুধু এটাই আমার ত্বকে আনে লং-লাস্টিং হেল্দি গ্লো।
ময়ূরী শর্মা - ফিল্ম মেকার, মুম্বাই
এর ইউনিক ফর্মুলেশন-এর কারণে এখন আর জ্বালাভাব হয় না এবং এতে থাকা ভিটামিন 'ই' আমার ত্বককে দেয় আরও বেশী পুষ্টি।
fem Fairness Naturals
হেল্দি ব্লীচিং
ব্লীচিং-এর বিষয়ে জানার জন্য লগ অন করুন
www.healthyfairness.com
To know more, please contact us at consumercell@dabur.com or call 0120-4181100. You can also log on to www.dabur.com
*As per the independent research conducted on 150 Indian women

বার্ষিক সংখ্যা
সানন্দা
পার্বণী ২০১৪

সূচিপত্র









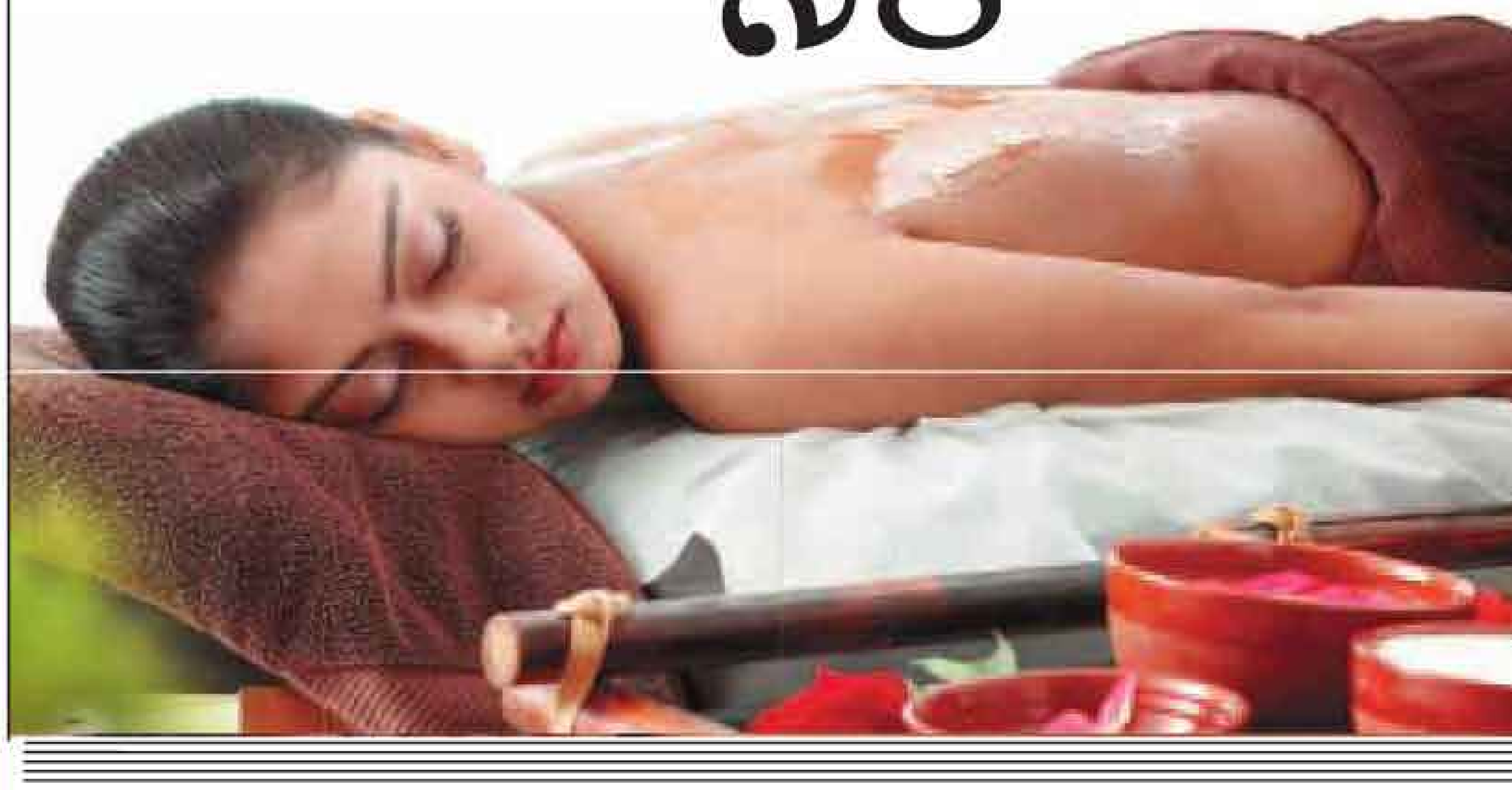
ময়শ্চারাইজার নয়।
আমার চাই বডি অয়েল!!
'জ্যাক অলিভল'
জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুষ্ক ত্বকে Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদ্রা, মনজিষ্ঠা, নিম ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাকে দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক।
জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল
প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।
শীতকালে • স্নানের পরে
গ্রীষ্মকালে • স্নানের আগে
Manufactured with
IMPORTED
ITALIAN
OLIVE OIL
NEW PACK
FOR SOFT, SMOOTH GLOWING & HEALTHY SKIN
With Italian Olive Oil
Rs.20/- Off
jac OLIVOL
AN EFFECTIVE HERBAL
BODY OIL
Net 200ml
Bumper Offer
500 ml Pack M.R.P. ₹ 248/- Now ₹198/- only
300 ml Pack M.R.P. ₹ 155/- Now ₹128/- only
200 ml Pack M.R.P. ₹ 114/- Now ₹94/- only
100 ml Pack M.R.P. ₹ 64/- Now ₹54/- only
Design: Anjan Chakraborty, Ph. 033 2548 3388
Hahnemann's
jac OLIVOL
AN EFFECTIVE HERBAL
BODY OIL
ORIGINAL HL PRODUCT
সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক

সানন্দা পার্বণী ২০১৪

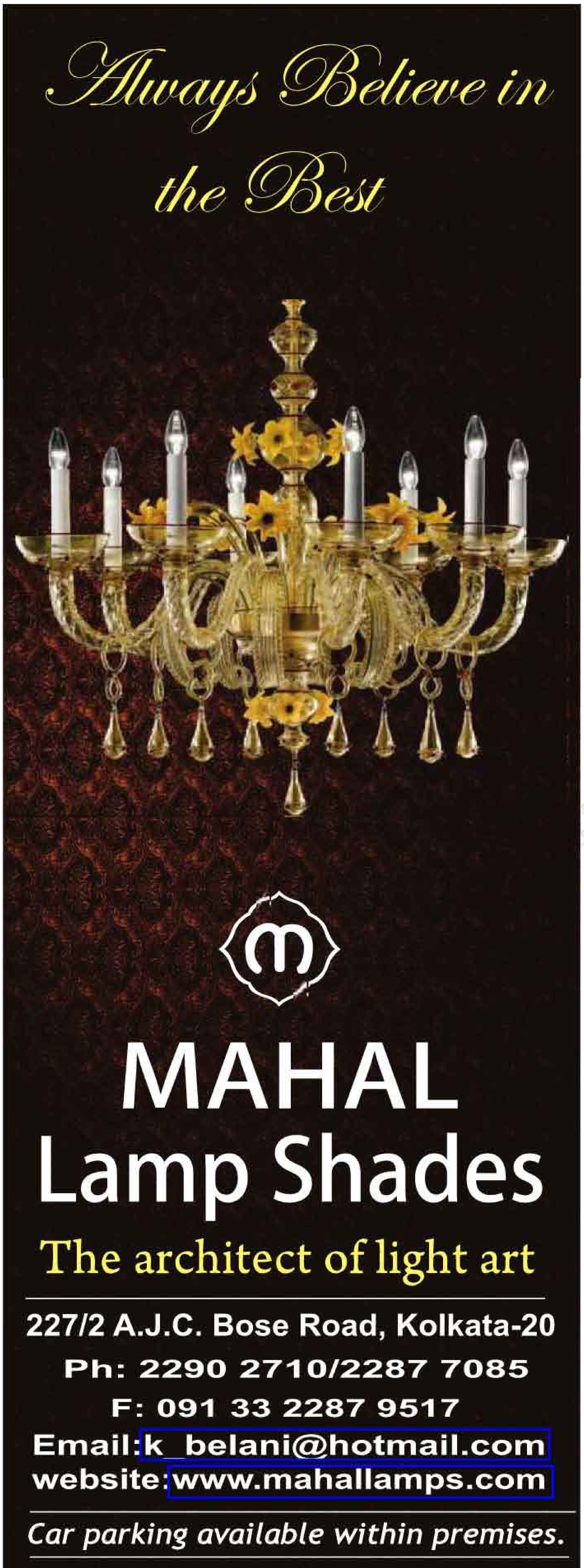
সূ চি প ত্র








Herbal
Revolution
Jovees herbal formulations are produced through state-of-the-art manufacturing process that helps to maintain the therapeutic properties of herbs thus giving optimum results.
JOVEES
Available at all leading Stores across India. Any assistance : 9830459626, 9874695123
FRANCE • SPAIN • ITALY • UK • AUSTRALIA • RUSSIA • HONG KONG • MALAYSIA • SRI LANKA • NEPAL • MALDIVES
Email: sales@jovees.com | www.jovees.com



সানন্দা পার্বণী ২০১৪

সূ চি প ত্র





প্রচ্ছদমডেল: তৃধা
মেক আপ: জিতু
পোশাক: রুকেরু
ছবি: সোমনাথ রায়


স ম্পা দ ক
মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

৬০ টাকা

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা-৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

Parbani 2014

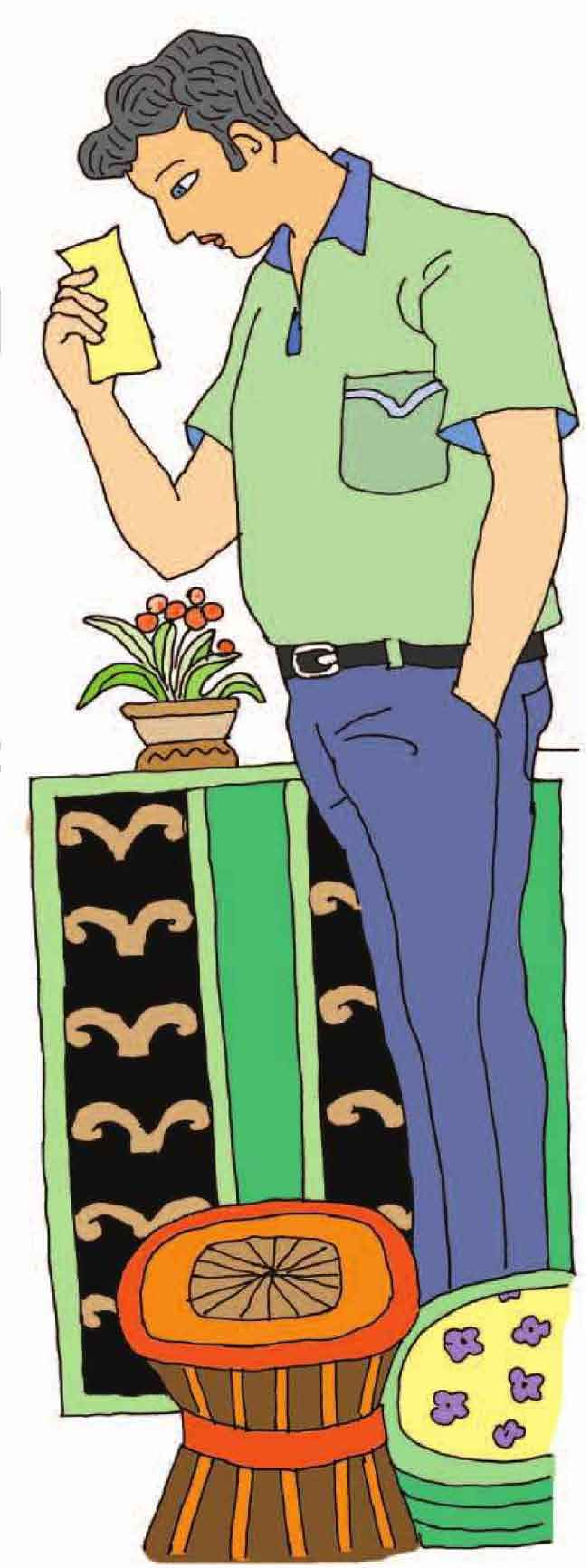


OVER
125
YEARS
CELEBRATING
EXCELLENCE
SINCE 1888
নতুন সাজে
নতুন ভাবে
বর্ষবরণের আনন্দ ছুঁয়ে থাক সারা বছর।
আমাদের নতুন এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার কালেকশনে
সেজে উঠুন নতুন ভাবে।
নতুনের সাজে...
সলিট্যার ও হীরের গহনার বৃহত্তম সম্ভার ■ পুরানো সোনার গহনা বদলের সুবিধা
HALLMARK
PLATINUM
PIAGET | OMEGA | LONGINES | RAYMOND WEIL | MONT BLANC
Everlites
COLLECTION
B.C. Sen
JEWELLERS
• Vaibhav 2nd & 3rd Floor 4 Lee Road : 2290 1125
• 74 & 74/1 Rafi Ahmed Kidwai Road : 2265 4098
• City Centre Blk-E 2nd Floor Salt Lake : 2358 0793
• City Centre Blk-B 2nd Floor Rajarhat : 2526 6161
• Gold Souk GF-7 Sushant Lok-1 Gurgoan : (0124) 411 5201
সোনা ও হীরের হাল্কা গহনা
AMS/BCS/13-14/108
www.bcsenjewellers.com


whisper®
Ultra Nights
পিছনদিকটা আরো বেশি চওড়া
প্রায়
75%
বেশি লম্বা*
clean · dry · fresh
whisper®


শান্তিপূর্ণ গভীর নিদ্রার
জন্যে চিন্তাহীন
পিরিওড সুরক্ষা।
হুইস্পার আল্ট্রা নাইটস প্রায় 75% বেশি লম্বা*, পিছন দিক থেকে বেশি চওড়া, যাতে আপনি পান অনেক বেশি কভারেজ* এবং দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা। বিশেষভাবে রাত্রে ব্যবহার করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে 10X# বেশি শোষণক্ষমতাযুক্ত করে যা এক নিশ্চিন্ত সুনিদ্রায়^ সাহায্য করবে।
এছাড়াও উপলব্ধ
whisper Ultra Nights
XXXL Wings™
whisper Ultra Nights
XL Wings™
P&G
*প্রায় 75% বেশি দীর্ঘ মানে হল হুইস্পার আল্ট্রা নাইটস XXXL উইংস™ বনাম হুইস্পার চয়েস উইংস
#বনাম ভারতীয় সাধারণ লোড প্রতি প্যাডের জন্যে ^উপরের সকল ডেটাগুলি এসেছে P&G R&D সেন্টার থেকে।





মুখোমুখি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আপনি যে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হবেন, এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমি ভেবেছিলাম আপনি ফোনে আমার প্রস্তাব শুনেই রেগে যাবেন কিংবা আমাকে অপমান করবেন।

—ম্যাডাম, আমাকে কি আপনার খুব রগচটা, বিচ্ছিরি অভদ্রস্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়েছিল?

—না, তা নয়। তবে গায়ে পড়ে একটি নাকচ হয়ে যাওয়া মেয়ে ফের দেখা করতে চাইছে— এ ব্যাপারটা তো সন্দেহজনক বলে মনে হতেই পারে।

—একটু অবাক হয়েছিলাম ঠিকই তবে রেগে যাইনি। বরং একটু কৌতূহল হয়েছিল।

—হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক, আপনি কি কফি খাবেন? না কি অন্য কিছু?

—হ্যাঁ, কফি খাবো, তবে একটা শর্তে, বিল আপনি মেটাতে পারবেন না, আমি মেটাব।

—ও মা, কেন? আপনাকে তো ডেকে এনেছি আমি, আর আমি তো ভদ্রগোছের চাকরিও করি।

—সে সব আমি জানি, শুধু বড়সড় চাকরিই করেন না, আপনার বাবার লোহা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। কিন্তু আমি যুবক হলেও পুরনো ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত। মহিলারা রেস্তরাঁর বিল মেটালে আমার প্রেস্টিজে লাগে।

—ঠিক আছে, বিল মেটানোর মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই আমি লড়াই করব না। তার চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার আছে।

—আপনি ফোনেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু ম্যাডাম, আপনাদের বাড়িতে আপনাকে পাত্রী হিসেবে দেখতে আমি সদলবলে গিয়েছিলাম বোধহয় মাস দুয়েক আগে। সাত মাস এগারো দিন।

—তা হবে। কিন্তু এই গুরুতর কথাটা বলার জন্য এত সময় নিলেন কেন? আরও আগেই তো বলা যেত।

—বলব কিনা তাই নিয়েই একটু দ্বিধা ছিল। আর একটা কথা, আপনাকে পাত্রী হিসেবে অমনোনীত করা হয়েছিল বলে আমি কিন্তু ভীষণ লজ্জিত। পাত্রী-দেখা ব্যাপারটাই আমার ঘোর অপছন্দ। আপনিই প্রথম ও শেষ। আমি কিন্তু আর পাত্রী দেখিনি।

—তাতে আপনার বিয়ে আটকাবে না। আগে এদেশে বিয়ের আগে বরের কনেকে দেখার প্রথা ছিল না। এখনও দু'-চার ক্ষেত্রে ওরকম হয়।

—হ্যাঁ, তা জানি, যাকগে, আমরা নিশ্চয়ই আজ পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বসিনি।

—না, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটাই খুব বাজে বলে আমার মনে হয়। যেসব পুরনো কথা আমি মন থেকে ঝেড়েও ফেলেছি। আজ আপনার সঙ্গে আমার অন্য একটা দরকার।

—বেশ তো, গো অ্যাহেড।

—আগে কফিটা তো খান। এই রেস্তরাঁর ক্যাপুচিনো কফির খুব নামডাক আছে।

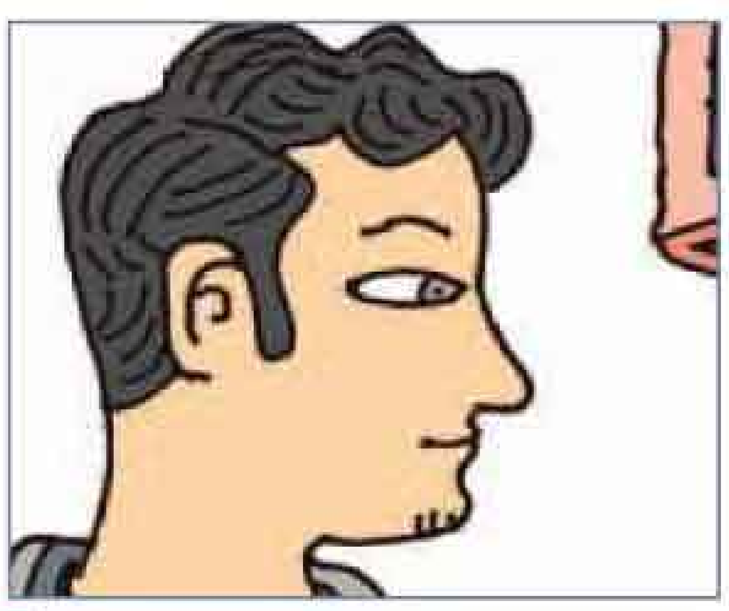
—রক্ষে করুন। ক্যাপুচিনো আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। আমার জন্য ব্ল্যাক কফি অ্যান্ড নো সুগার।

—ব্ল্যাক কফিকে অনেকেই মনে করে ম্যাসকুলিন ড্রিংক। আপনিও কি তাই?

—না ম্যাডাম। আমি খুব ফাঁকিবাজ ছাত্র ছিলাম। সারা বছর আমি ফুটবল খেলে বেড়াতাম। দারুণ খেলার নেশা, ফার্স্ট ডিভিশনে একটা ছোটখাটো ক্লাবের হয়ে

নানা টুর্নামেন্টে যেতে হত। পরীক্ষার সময় রাত জেগে না পড়লে উপায় ছিল না। তাই তখন থেকে ব্ল্যাক কফির নেশা।
—চিনি খান না কেন?
—চিনি হল হোয়াইট পেরিল। সভ্যতার শ্বেত অভিশাপ। আমার দাদু মিষ্টি খেতে বারণ করতেন। আর ছেলেবেলায় একবার যা মাথায় ঢোকে তা সারাজীবন আর মাথা থেকে তাড়ানো যায় না। তবে এগুলো নিশ্চয়ই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়?
—না, তবে এসব ছোটখাটো ব্যাপার ওপেনিং হিসেবে খারাপ নয়।
—ওপেনিং বলতে কিছু বোঝাতে চাইছেন কি?
—হ্যাঁ, মানে কথাবার্তা শুরুর কথা।
—কথাবার্তা তো আজ আপনি বলবেন, আমি শ্রোতা।
—না উজানবাবু, আপনিও কিছু বলবেন।
—নামের সঙ্গে বাবুটা বড্ড কানে লাগছে, শুধু উজান বললেই হবে। আমি বয়সে হয়তো আপনার চেয়ে দশ বারো বছরের বড়। কিন্তু ওটা কোনও ফ্যাক্টর নয়।

আমি মেনে নিয়েছিলাম কেন? আমি একটা ভাল চাকরি করি, বাবার টাকা আছে, লেখাপড়া শিখেছি, তবু আমি কনে দেখার মতো প্রিমিটিভ একটা সিস্টেম মেনে নিচ্ছি কেন, এরকম একটা প্রশ্ন কি আপনার মনে উঁকি দেয়নি?
—না, ঠিক ওভাবে ভাবিনি। কিন্তু এখন আপনি ধরিয়ে দেওয়ার পর অসঙ্গতিটা বুঝতে পারছি। সত্যিই তো, সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে বসবার কথা তো আপনার নয়? আপনি শুধু ধনীকন্যা আর শিক্ষিতা আর চাকরিবতীই নন, রীতিমতো সুশ্রী। আপনার তো পাত্রর জন্য হা-পিত্যেশ করার কথাই নয়।
—কী যেন একটা শব্দ বললেন? চাকরিবতী না কি যেন?
—ঠিকই শুনেছেন, আমার বাংলা খুব খারাপ, ভুলভাল বলে ফেলি। আপনি খুব হাসছেন? তার মানে একটা বোকার মতো ভুল কথা বলেছি বোধহয়?
—ভুল কিনা জানি না, তবে কথাটা নতুন, চাকরিবতী শব্দটা আমি আর কথাও শুনিনি।



পরীক্ষার সময় রাত জেগে না পড়লে উপায় ছিল না। তাই তখন থেকে ব্ল্যাক কফির নেশা।

—আপনি আমার চেয়ে ঠিক সাত বছর তিন মাসের বড়। মোটেই দশ বারো বছরের নয়।
—অত নিখুঁত হিসেব পেলেন কোথায়?
—পেতে চাইলেই পাওয়া যায়।
—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলুন তো আত্রেয়ী, আজ কি আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি কিছু হবে?
—ঝগড়াঝাঁটি? না তো? ঝগড়া হবে কেন?
—কেন হবে তা জানি না। তবে আমার ওপর তো আপনার রাগ থাকারই কথা। যদি সেই রাগ পুষে রেখে থাকেন তাহলে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
—ক্ষমা একটু আগেই অলরেডি চেয়েছেন। কিন্তু রাগ পুষে রাখার কোনও কারণই তো নেই। আপনি তো আর জানেন না যে, আপনার আগে ও পরে আরও অন্তত তিন পাত্রপক্ষ আমাকে দেখতে এসেছে এবং কোনওবারই আমি পাশ করতে পারিনি?
—আপনি ওভাবে বলবেন না, আমার কষ্ট হচ্ছে। এভাবে পাত্রী নির্বাচন খুব অপমানজনক সিস্টেম, এটা ঠিক নয়।
—কিন্তু প্রশ্ন হল এই অপমানজনক সিস্টেম

আমিও শুনিনি, বোধহয় চাকরিরতা বললে ঠিক হত, তাই না?
—আপনার কি ধারণা আমি আপনার চেয়ে ভাল বাংলা জানি? আমি স্ট্যাটিস্টিক্সের ছাত্রী, বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। চাকরিবতী কথাটা কিন্তু খারাপ নয়, চলতে পারে।
—হ্যাঁ, কী যেন প্রসঙ্গটা হচ্ছিল।
—পাত্রপক্ষের সামনে সেজেগুজে গিয়ে বসা নিয়ে, সত্যি কথা হল আমি ওটা ইচ্ছে করেই করতাম।
—নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে?
—অবশ্যই। যে সব পাত্রপক্ষ আসছে তাদের মোটিভ, অ্যাটিটিউড, চরিত্র, কথাবার্তা সব কিছু স্টাডি করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর গোটা ঘটনাটা গোপনে ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখা হত। আমি মোট চারটি পাত্রপক্ষকে মিট করি। আপনি ছাড়া বাকি তিনজনই আমাকে সিলেক্ট করেছিল এবং বিয়ের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।
—কিন্তু এই যে একটু আগেই আপনি

বলছিলেন যে, আপনি পাশ করতে পারেননি।
—সোজা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমি তাদের মনোনয়ন পেলেও তারা আমার মনোনয়ন পায়নি। আর পছন্দ করতে না পারাটাও তো এক ধরনের ফেলিওর!
—তাই বলুন। আসলে আমাদের কেসটা একটু অন্যরকম। আপনার একটা কথায় আমার কাকা অপমানিত বোধ করায় বিয়েটা নাকচ করে দেন। প্রথম পাত্রী দেখতে গিয়ে আমি একটু নার্ভাস ছিলাম বলে সব কথাবার্তা ভাল করে শুনিনি। পরে কাকা বলেছিলেন, আপনি নাকি ওঁর একটা ইংরিজি কথার ভুল ধরেছিলেন।
—বাঙালিরা প্রচুর ভুল ইংরিজি বলে, তবু ইংরিজি তাদের বলাই চাই। এ ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয় বলে, আর বিয়েটা যাতে নাকচ হয়ে যায় তার জন্যও ওই কাণ্ডটা করেছিলাম।
—আমার কাকা সম্পর্কে আপনি দয়া করে খারাপ ভাববেন না। উনি ভুল ইংরিজি বলতেই পারেন। আরও দু'-চারটে ছোটখাটো নেগলিজিবল দোষ ওঁর আছে বটে, কিন্তু হি ইজ এ জেম অফ এ ম্যান।
—কাকার কথা এখন থাক, তাঁকে নিয়ে ভাবতে আমি যাবই বা কেন? আমি সে দিনের ঘটনার জন্য আপনাকে ডেকে আনিনি। বলতে কি, আমি ওসব কথা ভুলেই গেছি।
—ঠিক আছে ম্যাডাম, ক্যারি অন। এঃ, আমিও ভুল করে একটু ইংরিজি বলে ফেললাম।
—মাপ করে দিলাম। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, সেদিন আপনার সঙ্গে আপনার এক বউদিও আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন?
—তা থাকবে না কেন? আমার একটাই দাদা। আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। আগে আমরা একসঙ্গেই থাকতাম। কয়েক বছর হল দাদা ফ্ল্যাট কিনে আলাদা থাকে। তবে আমাদের খুব ভাল সম্পর্ক।
—আমি সেটা জানি। আপনার বোধহয় মনে আছে যে, আপনার বউদি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিয়ে অন্দরমহলেও গিয়েছিলেন?
—মনে আছে। বউদি খুব বলিয়ে কইয়ে মহিলা। তবে পেটে কথা রাখতে পারেন না।
—হ্যাঁ, সেদিন আপনাদের তিনজনের মধ্যে ওঁকেই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল।
—কিছু মনে করবেন না, আমার বউদি খুব সরল মহিলা। মানে যাঁকে এখনকার বিচারে একটু বোকা বলা হয়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি সেদিন বউদি কি আপনার কাছে আমার সম্পর্কে কোনও গোপন কথা বলে গেছেন? আপনার হাসিটা কিন্তু মারাত্মক। হ্যাঁ-ও হয় না-ও হয়।


GREEN
DECOWOOD
Natural Veneers
FOR THE 1st TIME IN INDIA
GREEN DECOWOOD INTRODUCES
NATURAL PREMIUM TEXTURED VENEERS
AVAILABLE IN 2 VARIANTS
HD BX VENEERS
BX offers the deep groovy textures along the grains to prettify your spaces.
HD EX VENEERS
EX has the ash patterns that form an enthralling impression on the veneers.
HD PREMIUM VENEERS
FOR MORE INFORMATION CONTACT US AT: decosales@greenply.com | SMS: GRNDWD 53030 | www.greendecowood.com

—আপনার কি গোপন করার মতো কিছু আছে?
—তা আর নেই? আমরা তো দোষেগুণে মানুষ। গোপন করার কত কী আছে।
—হ্যাঁ, আপনার বউদি আপনার প্রশংসা করতে গিয়ে সেদিন আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন।
—এই রে? বউদির তো মাত্রাজ্ঞান নেই। তিলকে তাল করে ফেলেন।
—আপনার বউদির কাছেই শুনেছি যে, আপনি একজন হ্যাকার। সত্যি নাকি?
—সর্বনাশ! একথা কি বউদি আপনাকে বলেছেন?
—ভুল কিছু বলেছেন কি?
—তা নয়। কিন্তু বউদি কম্পিউটার-বিষয়ে কিছুই জানেন না। উনি যদি বলে থাকেন তাহলে উড়ো কথা শুনে বলেছেন।
—তাহলে কি ধরে নেবো যে, আপনি হ্যাকার নন?
—মুশকিলে ফেললেন। আমি বিদ্যেটা শিখেছিলাম। ভালবেসেই শিখেছিলাম। এথিক্যাল হ্যাকিং দোষেরও নয়—



আমাকে বিশ্বাস কি! আমি তো আপনার কোনও চেনা মানুষও নই। তবু যে জানতে চাইলাম তার কারণ আছে।

—আমি আপনার মরালিটি নিয়ে প্রশ্ন করছি না। শুধু জানতে চাইছি।
—জেনে কি হবে?
—আপনি এর জন্য একবার বোধহয় খুব বিপদেও পরেছিলেন?
—এসব কথা বউদি আপনাকে বলে খুব খারাপ করেছেন।
—ঘটনাটা কি? আপনাকে একদল লোক গান পয়েন্টে অ্যাটাক করে নিয়ে গিয়েছিল কি?
—হ্যাঁ।
—তারপর কি হয়েছিল?
—খুব বিপদ হয়েছিল ম্যাডাম। আমরা তো জন্মগত ভাবেই কাপুরুষ। বন্দুক পিস্তল দেখার অভ্যেস নেই। আর ওরা প্রফেশনাল ক্রিমিনাল।
—আপনি যদি আর ডিটেলসে বলতে না চান তাহলে বলার দরকার নেই।
—ম্যাডাম, আমার লুকোবারও কিছু নেই। তবে পুলিশকে জানালে কিছু ঝামেলা হতে পারে।
—আমাকে বিশ্বাস কি! আমি তো আপনার কোনও চেনা ঘনিষ্ঠ মানুষও নই। তবু যে জানতে চাইলাম তার একটা কারণ আছে।
—কি কারণ?
—শুনলে হাসবেন।
—সিরিয়াস কথাবার্তার মধ্যে একটু হাসি আমদানি করা গেলে তো ভালই হয়। আর আপনি মাঝে মাঝে একটুআধটু হাসেন বটে, কিন্তু বেসিক্যালি গোমড়ামুখো এবং সিরিয়াস টাইপ, তাই না?
—আপনি বোধহয় গোমড়ামুখো মানুষ পছন্দ করেন না, না?
—না। গোমড়ামুখোদের আমি ভয় পাই।
—কি, আমাকে ভয় পাচ্ছেন বলে তো মনে হচ্ছে না?
—পাচ্ছি ম্যাডাম, খুব পাচ্ছি। তবে মানুষ তো নিজের ভাব গোপন রাখার কূটকৌশল নিয়েই জন্মায়।
—বাজে কথা। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আর আমি মোটেই গোমড়ামুখো নই।
—নন? বাঁচা গেল।
—ঘটনাটা বোধহয় আর বলতে চান না, তাই না?
—শুনবেন?
—আমাকে বিশ্বাস করলে বলুন, শুনি।
—পেশাদার অপরাধীরা কেমন হয় আমার জানা ছিল না। ওরা বাইপাসে আমার গাড়ি আটকায়। তারপর আমার চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায়। আমার অনুমান খিদিরপুর অঞ্চলের কোথাও। ওরা একটা কোম্পানির অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা সরানোর প্ল্যান করেছিল। আমি রাজি না হওয়াতে তাদের হাতে প্যাঁদানি খেতে হল। আমি এমনিতেই বীরপুরুষ নই, তার ওপর মারধর খাওয়ার অভ্যাসও ছিল না। তবু ফুটবল খেলতাম বলে বডি ফিটনেসটাই যা ছিল। ওদের হাবভাব দেখে বুঝলাম প্রাণে বাঁচতে হলে এদের কথা না শুনে উপায় নেই। অগত্যা কাজটা করে ছিলাম। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ট্রানজ্যাকশন। ওরা ফের আমার চোখ বেঁধে বাইপাসে আমার গাড়ির কাছে এনে আমাকে ছেড়ে দেয়।
—ওরা আপনাকে কোনও পারিশ্রমিক বা বখরা দেয়নি?
—আশ্চর্য? এটা তো নিশ্চয়ই বউদি আপনাকে বলেনি। কারণ বউদি এটা জানে না।
—আমি অনুমান করছি।
—ইয়েস, ম্যাডাম, ওরা আমাকে একটা ব্যাগে ভরে বিশ লাখ টাকা কমিশন দিয়ে গিয়েছিল। পাপের টাকা ম্যাডাম, এর পরিণাম হয়তো ভাল হবে না।
—সেই টাকাটা দিয়ে কী করলেন?
—কী আর করব। অতগুলো বেহিসেবি টাকা তাই খরচ করে ফেললাম।
—কি ভাবে?
—খরচের কি মা-বাপ আছে ম্যাডাম?
—কতভাবেই তো খরচ করা যায়।
—ওটা জানতে চাইছেন কেন?
—নিছক কৌতূহল।
—ছেড়ে দিন ম্যাডাম, ও পাপের টাকা।
—ফকিরা বিবি নামে কাউকে চেনেন? মধ্যবয়সী রোগাভোগা এই ভিখিরি তার বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সি আই টির ফুটপাথে থাকত। আর বিষ্ণু নস্কর নামে একজন অন্ধ মানুষ, যার বাস ছিল সোনারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে? মনে পড়ছে?
—বাপ রে! এ যে অলৌকিক ব্যাপার? আপনি এদের কথা জানলেন কি করে?
—আজাদগড় কলোনিতে আপনি সস্তায় একটা বাড়ি কিনে এই দু'টি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঠিক তো? ফকিরা বিবির ছেলে এখন স্কুলে যায় বিষ্ণু আর তার বউ এখন ধূপকাঠি বিক্রি করে। ঠিক বলছি?
—আমাকে আপনি ভারী চমকে দিয়েছেন ম্যাডাম! এসব তো আমার বাড়ির লোকেও জানে না।
—আমার বাবা জানতে চেয়েছেন, আপনার এরকম আর কোনও ক্ষ্যাপাটে প্রোগ্রাম আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তিনি আপনাকে খুব খুশি হয়ে মদত দেবেন।
—ম্যাডাম, শুনুন। আমি তেমন ভাল লোক নই। ওই অ্যান্টিসোশ্যালদের টাকা পেয়ে আমি সেটা দিয়েই একটু পরোপকার করেছি। এতে কোনও মহত্ব নেই ম্যাডাম।
—আচ্ছা, আমি কি আর কিছু শুনতে চেয়েছি?
—না, আপনি হয়তো ভুল একটা ধারণা করে নিয়েছেন?
—ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে চান তো?
—হ্যাঁ, চাই। ভীষণভাবে চাই?
—তাহলে মাঝে মাঝে আমাদের মিট করা দরকার। বুঝলেন।
—হ্যাঁ, এটা একটা ভাল প্রস্তাব।
—সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন? কখনও কফি শপে, কখনও অন্য কোথাও।
—ডান, সরি, ইংরিজি বলে ফেললাম।
—মাপ করে দিলাম।

অলংকরণ: দেবাশিস দেব


SUPREME BLACK
EXTRAORDINARY CARE
A STROKE OF MAGIC
NEW
KAJAL
MAGIQUE
KAJAL MAGIQUE
L'ORÉAL
MAGICAL RESULT
PRECISE APPLICATION
UPTO 12H SMUDGE PROOF
WATERPROOF
"MY KAJAL, IT'S SO MAGICAL."
Aishwarya Rai
Want MAGIQUE now?
SMS 'Magique' to 99020 99020.*
*Charges are applicable as per your SMS plan.
Because you're worth it.
L'ORÉAL
PARIS

শীত মানেই খাওয়াদাওয়ার দারুণ আয়োজন। বিকেলের কফির সঙ্গে হোক বা সান্ধ্যআড্ডায়, ভাজাভুজির ডিমান্ড এই সময়ে থাকে সবচেয়ে বেশি। সেই ভাবনা থেকেই চটজলদি মুখরোচক স্ন্যাক্সের রেসিপি দিলাম আমরা। ‘চা’ এর সঙ্গে ‘টা’ এবার ভালই জমবে!

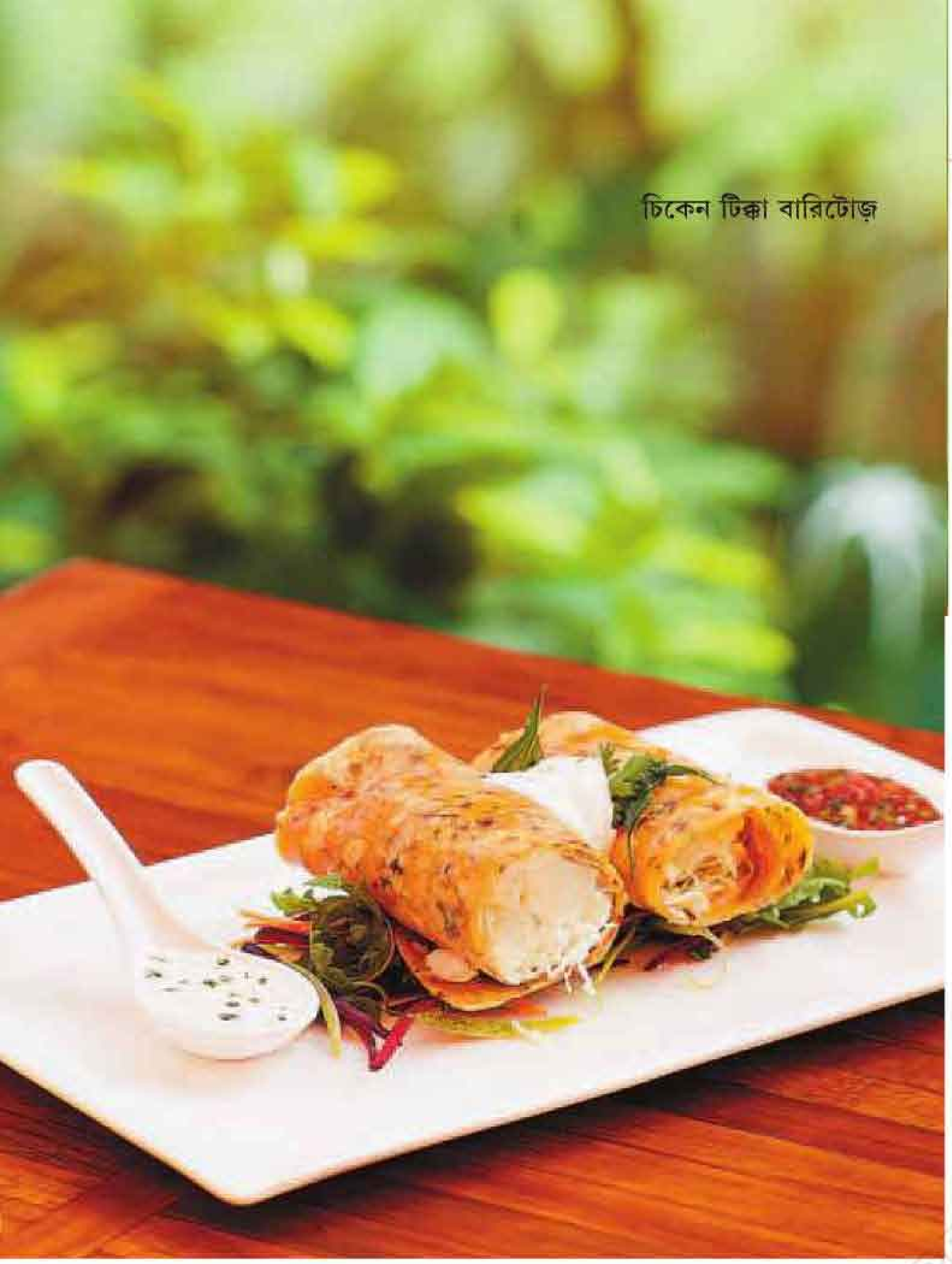
মুচমুচে মুখরোচক

মুখের স্বাদ বদলাতে ভোজনরসিক, আয়েসি শীত হাজির আপনার হেঁশেলে। গরমের হাঁসফাঁস ভাব নেই, বর্ষাকালের পেটব্যথা নেই, শীত যেন নিজেই এক জব্বর ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজক। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ধোঁয়া ওঠা গরম চা। আলু, পটল, ঢ্যাঁড়শের ঘ্যানঘ্যানানি ভুলে মটরশুঁটি, ফুলকপি, বেগুন, পালং শাক, গাজর, বিট, ক্যাপসিকাম, স্প্রিং অনিয়নের রঙিন প্রেজ়েন্টেশন। আর শীতের বিকেল মানেই তো কফি কিংবা সুগন্ধী চায়ের সঙ্গে টা-এর জন্যে মন আনচান। ক্যালরির চোখ রাঙানি এই সময়ে নেহাতই তুচ্ছ মনে হয়। সোনালি চিজ়ের পরত দেওয়া পিৎজ়া, শিকে



কটেজ চিজ় কর্ন র‍্যাপ


Heavenly
Wedding Collections
যা কিছু শুভ
P. C. CHANDRA
JEWELLERS
A jewel of jewels



চিকেন টিক্কা বারিটোজ়



পেপারি পোট্যাটো র‍্যাপ

ঝলসানো কাবাব, রোল, র‍্যাপ তো আছেই, পিছিয়ে নেই আমাদের অতিপ্রিয় কাটলেট কিংবা ফিশ ফ্রাই। শীত সন্ধের মৌতাত জমাতে তাই রইল স্ন্যাক্সের অভিনব রেসিপি। ট্রাই করেই দেখুন না!

পেপারি পোট্যাটো র‍্যাপ

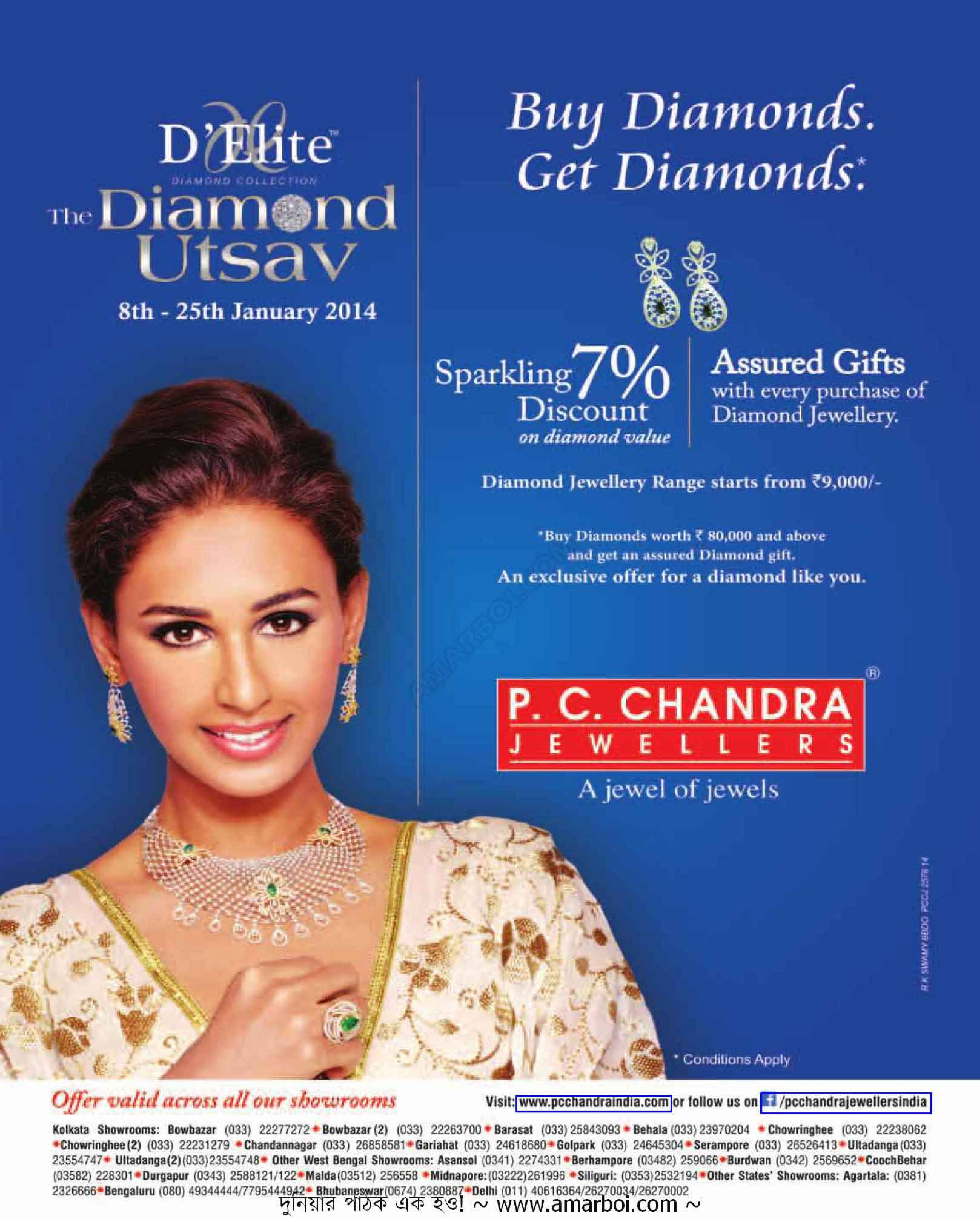
উপকরণ: তর্তিয়া ব্রেড ৪টে, পেঁয়াজকুচি ২৫০ গ্রাম, রসুনকুচি ২২০ গ্রাম, সেলেরিকুচি ৮০ গ্রাম, সিদ্ধ আলুর টুকরো ২০০ গ্রাম, রেড বেল পেপার ৪০ গ্রাম (সরু করে কাটা), ইয়েলো বেল পেপার ৪০ গ্রাম, বেসিলকুচি ৪০ গ্রাম, ক্রিম চিজ় ১০০ গ্রাম, পারমেসন চিজ় ৫০ গ্রাম (কুরানো), কাঁচালঙ্কাকুচি ৪০ গ্রাম, সিদ্ধ কাবুলিছোলা ১০০ গ্রাম, তাহিনা ১৫ গ্রাম, লেবুর রস স্বাদমতো, গোটা মরিচ ২৫ গ্রাম, মাখন ৪০ গ্রাম, অলিভ অয়েল ৪৫ মিলি, নুন-গোলমরিচগুঁড়ো স্বাদমতো।
প্রণালী: কড়াইতে মাখন আর অলিভ অয়েল দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি আর সেলেরি দিয়ে নাড়ুন। সামান্য ভাজা ভাজা হলে আলু ও বেল পেপার দিন। আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। নরম হলে চিজ়, লঙ্কা আর লেবুর রস দিন। নুন আর মরিচ দিয়ে নাড়ুন। গোটা মরিচ দিন। ভাল করে নেড়ে নামান। তর্তিয়ার মধ্যে মিশ্রণ ভরে বেলে নিন। ননস্টিক প্যানে সাঁতলে নিয়ে নামিয়ে নিন। হামাসের জন্যে কাবুলিছোলা, রসুন, অলিভ অয়েল, তাহিনা, বেসিল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। লেবুর রস মিশিয়ে নিন। র‍্যাপের সঙ্গে বেসিল হামাস সার্ভ করুন।

কটেজ চিজ়, কর্ন র‍্যাপ

উপকরণ: তর্তিয়া ব্রেড ৪টে, পেঁয়াজকুচি ২৫০ গ্রাম, রসুনকুচি ২২০ গ্রাম, সেলেরিকুচি ৮০ গ্রাম, অ্যাসর্টেড হার্বসকুচি ৪০ গ্রাম, ক্রিম চিজ় ১০০ গ্রাম, পারমসন চিজ় কুরানো ৫০ গ্রাম, সিদ্ধ কচি পালংপাতা কুচানো পরিমাণমতো, পনির ২০০ গ্রাম (ছোট ছোট টুকরো করা), আমেরিকান কর্ন ১০০ গ্রাম (শুকনো খোলায় ভাজা), জায়ফলগুঁড়ো ২৫ গ্রাম, মাখন ৪০ গ্রাম, অলিব অয়েল ২৫ মিলি, নুন-মরিচ স্বাদমতো।
প্রণালী: পনির ভেজে গরম জলে ডুবিয়ে রাখুন। এতে পনির চামড়ার মতো শক্ত হয় না। কড়াইতে মাখন আর অলিভ অয়েল দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি আর সেলেরি দিয়ে নাড়ুন। ভাজা ভাজা হলে পালংপাতা, কর্ন, আর ভাজা পনির দিন। হার্ব আর জায়ফল মিশিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। নামিয়ে তর্তিয়া ব্রেডের মধ্যে মিশ্রণটি ভরুন। বেলে নিয়ে নন স্টিক প্যানে সাঁতলে নিন। টোম্যাটো সসের সঙ্গে সার্ভ করুন।

চিকেন টিক্কা বারিটোজ় উইথ হট সালসা

উপকরণ: চিকেন টিক্কার জন্য: পেঁয়াজ ১টা (কুচানো), রসুনকোয়া ২টো(কুচানো), ভেজিটেবল অয়েল ২ চা-চামচ, চিকেন টিক্কা ৬ টুকরো, ব্ল্যাক বিন ১ ক্যান, হট সালসা ১ ১/২ কাপ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, হোলহুইট তর্তিয়া ৬টা, চেদার চিজ় ৩/৪ কাপ (কুরানো), দই ১/২ কাপ, পুদিনাপাতাকুচি ১৫ গ্রাম। হট টোম্যাটো সালসার জন্য: টোম্যাটো ২টো, পেঁয়াজ ১টা, কাঁচালঙ্কা ১টা, হোয়াইট পেপার পাউডার ১/২ চা-চামচ, মধু ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২



D'Elite
DIAMOND COLLECTION
The Diamond Utsav
8th - 25th January 2014
Buy Diamonds. Get Diamonds.*
Sparkling 7% Discount on diamond value
Assured Gifts with every purchase of Diamond Jewellery.
Diamond Jewellery Range starts from ₹9,000/-
*Buy Diamonds worth ₹ 80,000 and above and get an assured Diamond gift.
An exclusive offer for a diamond like you.
P. C. CHANDRA JEWELLERS
A jewel of jewels
* Conditions Apply
Offer valid across all our showrooms
Visit: www.pcchandraindia.com or follow us on /pcchandrajewellersindia
Kolkata Showrooms: Bowbazar (033) 22277272 • Bowbazar (2) (033) 22263700 • Barasat (033) 25843093 • Behala (033) 23970204 • Chowringhee (033) 22238062 • Chowringhee (2) (033) 22231279 • Chandannagar (033) 26858581 • Gariahat (033) 24618680 • Golpark (033) 24645304 • Serampore (033) 26526413 • Ultadanga (033) 23554747 • Ultadanga (2) (033) 23554748 • Other West Bengal Showrooms: Asansol (0341) 2274331 • Berhampore (03482) 259066 • Burdwan (0342) 2569652 • CoochBehar (03582) 228301 • Durgapur (0343) 2588121/122 • Malda (03512) 256558 • Midnapore: (03222) 261996 • Siliguri: (0353) 2532194 • Other States' Showrooms: Agartala: (0381) 2326666 • Bengaluru (080) 49344444/7795444942 • Bhubaneswar (0674) 2380887 • Delhi (011) 40616364/26270034/26270002



স্টার ফ্রায়েড চিকেন



ফিশ কর্ডন ব্লিউ

টেবলচামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, চিলি টোম্যাটো সস ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো। ডিপ তৈরির জন্য অলিভ অয়েল পরিমাণমতো।

প্রণালী: প্রথমে দই ও পুদিনাপাতা দিয়ে ডিপ তৈরি করতে হবে। একটি পাত্রে দই, পুদিনাপাতাকুচি, লেবুর রস ও অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। টোম্যাটোর থেকে বীজ বের করে কুচিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে রাখুন। দইয়ের মধ্যে টোম্যাটো, পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কাকুচি মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। প্যানে তেল গরম হলে পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। পেঁয়াজ স্বচ্ছ হয়ে গেলে চিকেন টিক্কাগুলো টুকরো করে মেশান। তারপর বিন, অর্ধেক সালসা ও লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে ২ মিনিট মতো নাড়ুন। ননস্টিক প্যানে তর্তিয়া দিয়ে হালকাভাবে সেঁকে নিন। সার্ভিং প্লেটে তর্তিয়া রেখে, তার মধ্যে চিকেন টিক্কার ফিলিং দিন। ওপরে ১ টেবলচামচ চেদার চিজ় কুরানো দিন। বারিটোতে ফোল্ড করে সালসা সস, চিজ় ও দইয়ের ডিপের সঙ্গে সার্ভ করুন।

ফিশ কর্ডন ব্লিউ

উপকরণ: ভেটকি ফিলে ৮টা, চিজ় কিউব ৩টে (কুরানো), পার্সলেকুচি ১ টেবলচামচ, কাসুন্দি ২ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ১টা (বাটা), রসুনবাটা ৪চা-চামচ, আদাবাটা ৪ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, ডিম ২টো, ব্রেড ক্রাম ২০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কাবাটা ২ চা-চামচ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, সাদা তেল ভাজার জন্য পরিমাণমতো।

প্রণালী: মাছ ধুয়ে নুন, লেবুর রস ও পেঁয়াজ-আদা-রসুন ও কাঁচালঙ্কাবাটা মাখিয়ে কয়েকঘণ্টা রাখুন। কোরানো চিজ়ের মধ্যে কাসুন্দি ও পার্সলেকুচি মিশিয়ে নিন। ফিলের ওপর চিজ় ও কাসুন্দির মিশ্রণ মাখিয়ে ওপরে আর একটা ফিলে দিয়ে চাপা দিন। নুন দিয়ে ডিম ফেটিয়ে রাখুন। প্রতিটা ফিলে এরপর ডিমে ডুবিয়ে, ব্রেডক্রামে গড়িয়ে নিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলুন। মাঝখান দিয়ে কেটে সার্ভ করুন।

স্টার ফ্রায়েড চিকেন উইথ ভেজিটেবল

উপকরণ: বোনলেস চিকেন ১কাপ (সিদ্ধ, কিউব), সিদ্ধ মটরশুঁটি ১/২ কাপ, সিদ্ধ কর্ন ১/২ কাপ, লাল, হলুদ ও সবুজ বেলপেপার ২ টেবলচামচ (প্রতিটি), অরিগ্যানো ১/২ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ চা-চামচ, পার্সলেকুচি ১টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, মাখন ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: ননস্টিক প্যানে মাখন গরম হলে চিকেন দিয়ে হালকা নেড়ে, সবজি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দিন। অরিগ্যানো, পার্সলে, চিলি ফ্লেক্স ও নুন মিশিয়ে নামিয়ে নিন। ইচ্ছে হলে লেবুর রস দিতে পারেন।



রান্নাঘরে: আফরা ডেলি (পোট্যাটো র‍্যাপ, চিকেন বারিটোজ়, কটেজ চিজ় র‍্যাপ)
রুকমা দাক্ষী (ফিশ কর্ডন ব্লিউ, স্টার ফ্রায়েড চিকেন)
৯৮৩০২৮১৬১৮


wilmar
For a healthy growing India
Fortune®
Besan.
100% ছোলার ডাল থেকে তৈরি
Purafresh Promise
Fortune
Besan
MADE FROM 100% CHANA DAL
Purafresh Promise
Net Weight: 500 g
আপনার প্রিয় ফরচুন এবার নিয়ে এসেছে বিশুদ্ধ, টাটকা বেসন। ফরচুন বেসনের সাথে আছে পিউরাফ্রেশ প্রমিস, যা আপনাকে দেয় শুদ্ধতা ও টাটকা থাকার প্রতিশ্রুতি আর স্বাদেও সবার সেরা।
Fortune®
সবার মনে, সবার ঘরে
TRITON/013/AWL/156/Ben.





আনন্দেরই সাগর থেকে...

ভাঁড়ের চা থেকে অরেঞ্জ স্টিক আইসক্রিম, সবেতেই প্রবল উৎসাহ। শীতের মিঠে রোদে প্রিয় প্রিন্টেড সিল্ক শাড়িতে সেজেগুজে জমজমাট ডে আউট। ক্যামেরা হাতে আমরাও সদলবলে পিছু নিলাম। রঙিন ফ্লোরাল প্রিন্ট আর মসৃণ জমির সব শাড়িতেই দারুণ স্বচ্ছন্দ। স্টাইলিশ ব্লাউজ় আর গয়নায় সম্ভ্রান্ত স্টাইল স্টেটমেন্ট।



কফি, কাপকেক আর চিয়ারফুল মুড। খুশির রেশ শাড়িতেও। সিল্ক শাড়ির জমি জুড়ে ট্র্যাডিশনাল ফ্লোরাল মোটিফ। সাদা বেসে কালো, লাল, সবুজ, কমলা রঙের সমাহার। কন্ট্রাসটিং কাট আওয়ে ব্লাউজে দারুণ।

লোকেশন সৌজন্য:
মিসেস ম্যাগপাই
ফোন: ৮৬৯৭৭৩১৪৯১



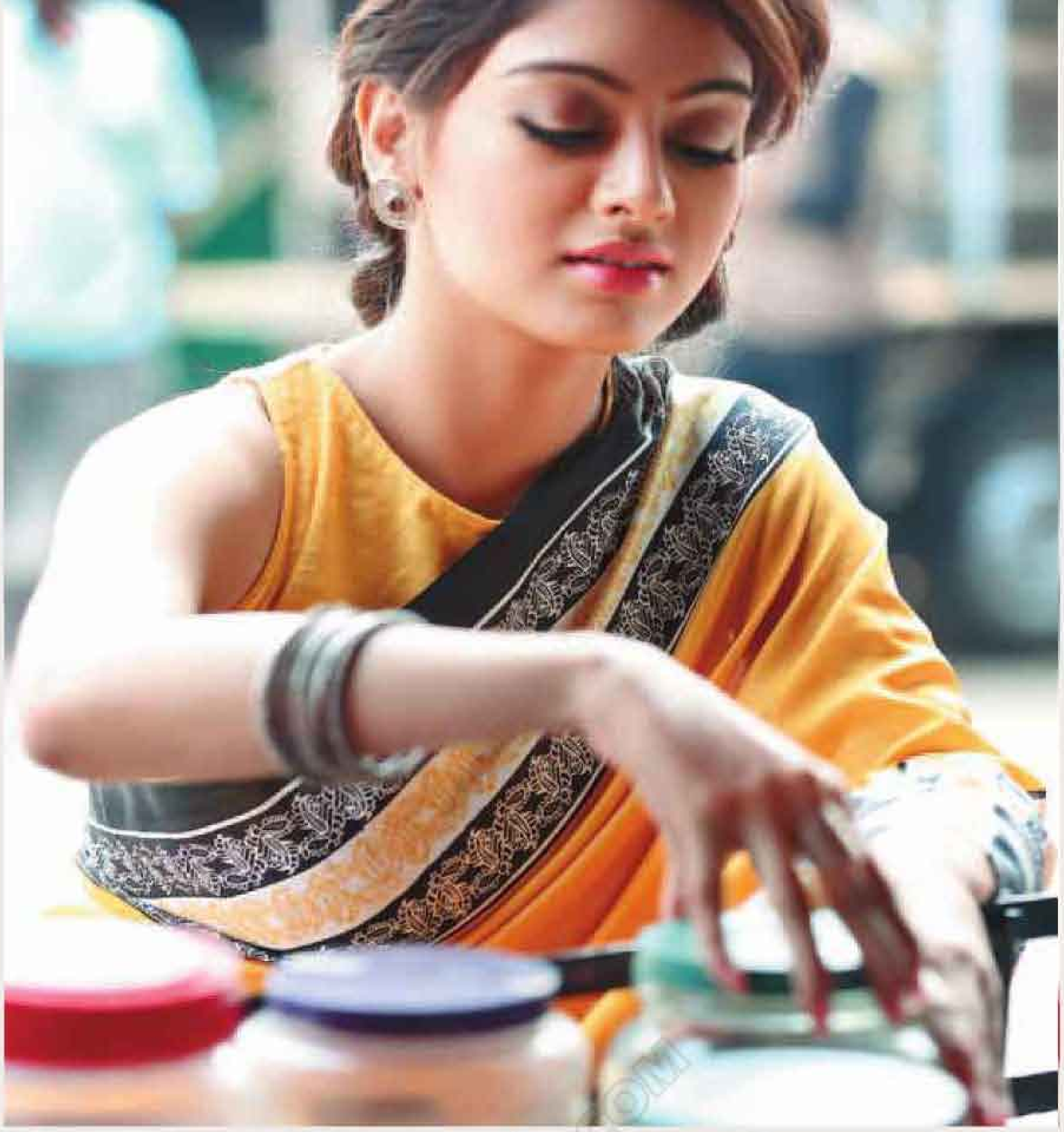
অনেকদিন বাদে পছন্দের ক্যাফেতে। সাজগোজেও তাই বিশেষ প্রস্তুতি। অফ হোয়াইট ডায়েড ক্রেপ শাড়ির জমিতে সবুজ, মেরুন, নীল রঙের জিওমেট্রিক ও ফ্লোরাল প্যাটার্ন। সঙ্গে মানানসই কচি কলাপাতা রঙের হাই নেক ব্লাউজ়।

লোকেশন সৌজন্য:
কর্নার কোর্টইয়ার্ড
ফোন: ৪০৬১০১৪৫

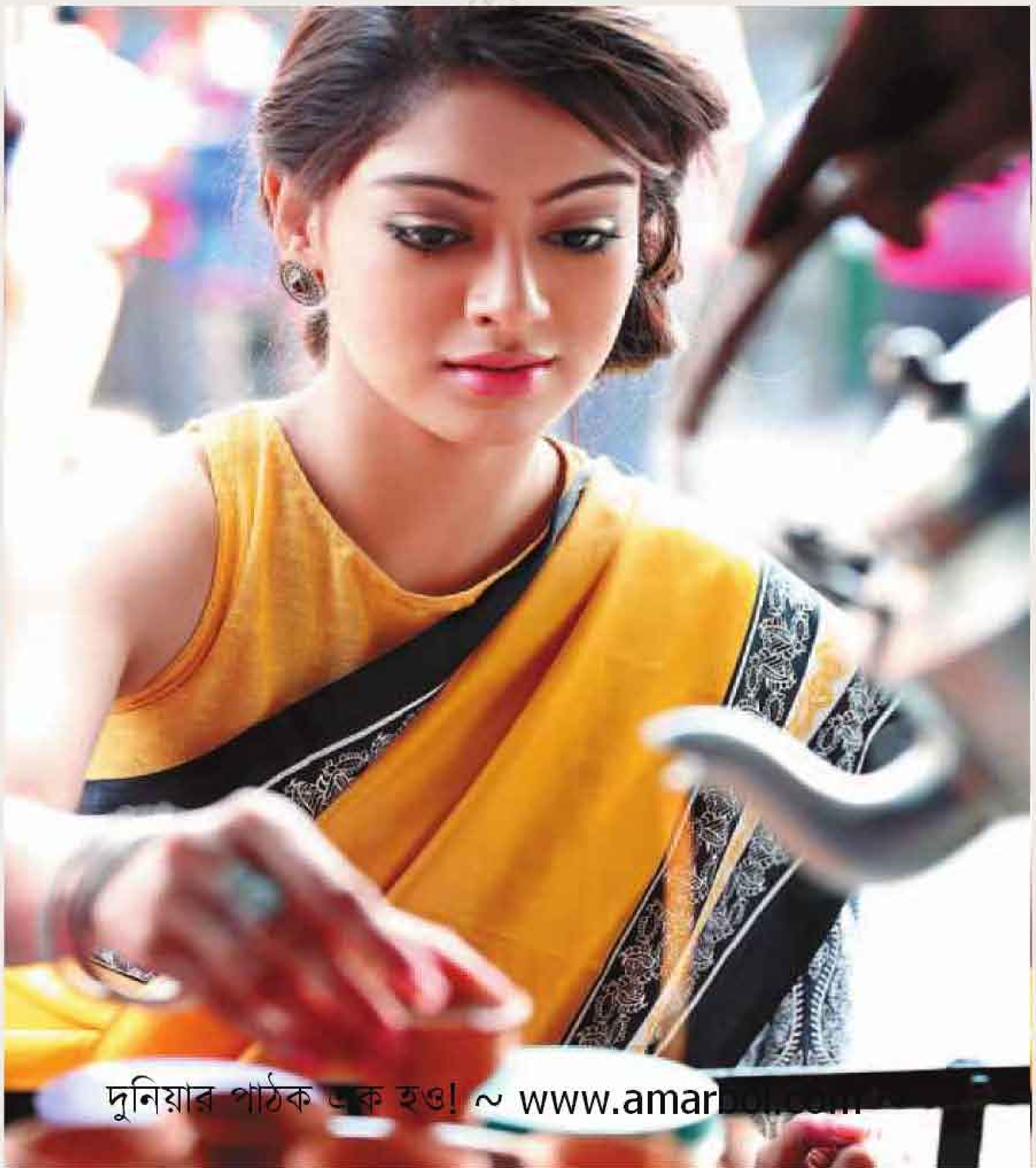


রাদে প্রিয় প্রিন্টেড সিল্ক শাড়িতে সেজেগুজে জমজমাট ডে আউট। ক্যামেরা হা





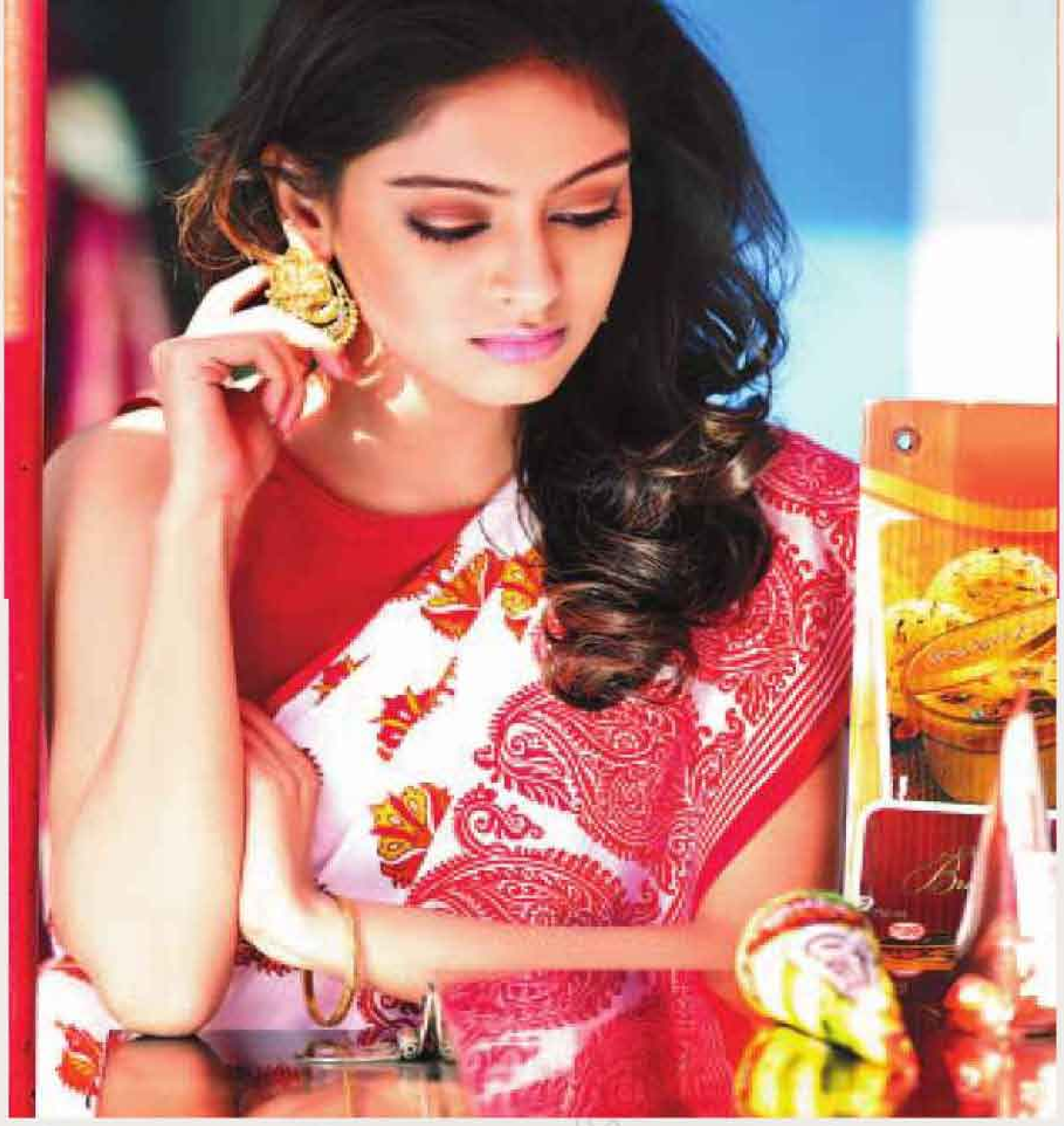
রেঞ্জ স্টিক আইসক্রিম, সবেতেই প্রবল উৎসাহ। শীতের মিঠে রোদে প্রিয় প্রিন্টে



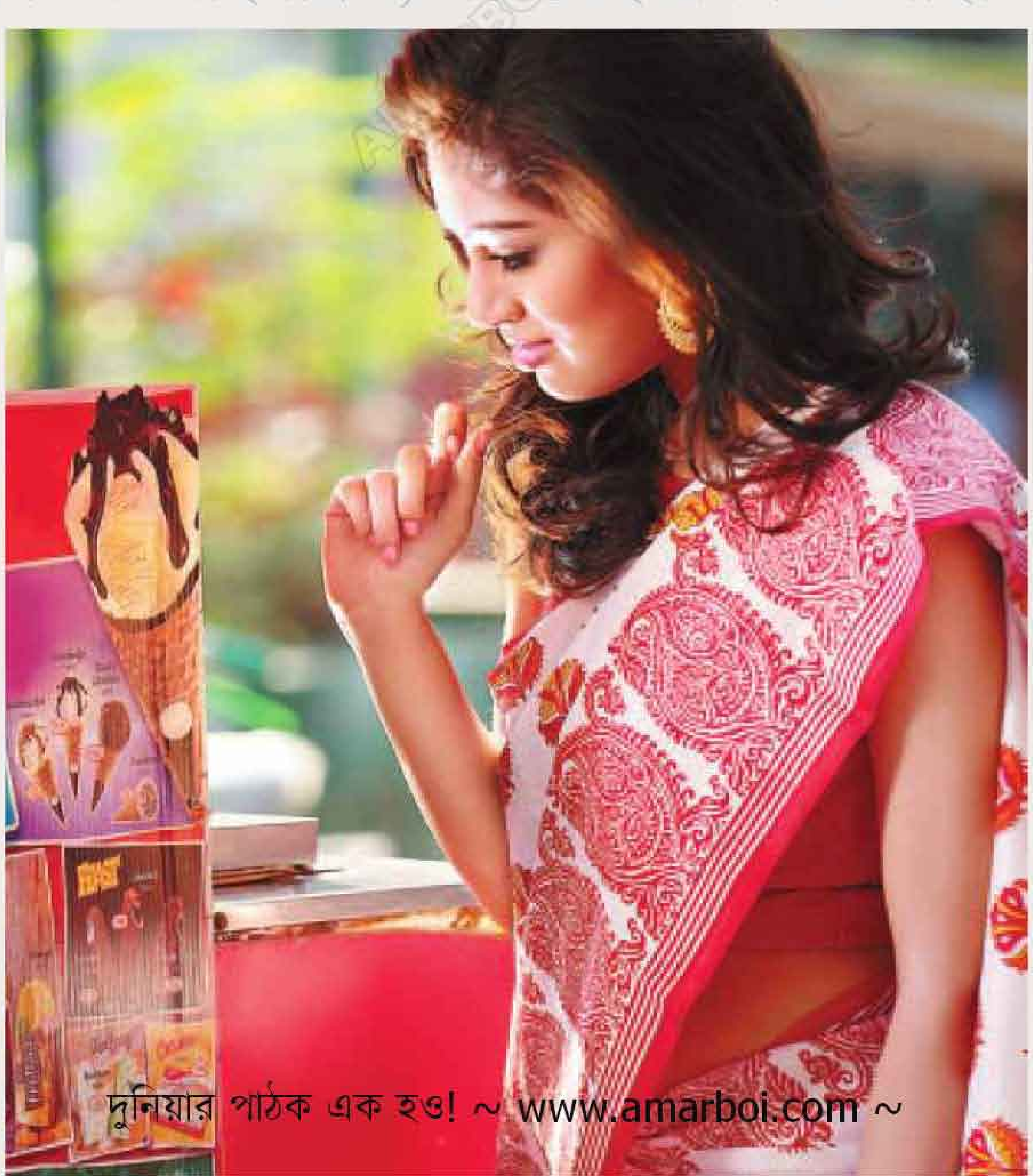


বোন চায়নার পেয়ালায় নয়, আজ ভাঁড়ের চায়েই মন মজেছে। সকালের উষ্ণ আমেজ ধরা পড়েছে শাড়িতেও। পটলিপল্লু শাড়িতে উজ্জ্বল সরষে আর কালোর কম্বিনেশন। ফ্লোরাল মোটিফ ও পেজ়লি প্যাটার্নের অপূর্ব সমন্বয়।





র চা থেকে অরেঞ্জ স্টিক আইসক্রিম, সবেতেই প্রবল উৎসাহ। শীতের মিঠে রো




উপলক্ষ আমি!
SINCE 1945
M.P. JEWELLERS
কারণে। অকারণে।
Gold Exchange FACILITY
PLATINUM
Easy-Gold-Buy Scheme
• পুরোনো গয়নার বদলে হলমার্ক গয়না নিন • স্বর্ণকোষ–সহজে সোনা জমানোর আকর্ষণীয় স্কিম • প্লাটিনাম গয়না • সার্টিফায়েড হীরে এবং গ্রহরত্ন
JORASANKO: (033) 2259 2903/04, 6535 2502 GARIAHAT: (033) 4001 4856/57/58 BIDHAN SARANI: (033) 2241 5502/81, 2219 1538 KANKURGACHI: (033) 2355 1223/24/25 BARASAT: (033) 4063 9157/58 BEHALA: (033) 2396 7777/6666
CITY CENTRE II: (033) 4062 0156 GARIA: (033) 2430 2107/7695 BARRACKPORE: (033) 2545 0030 BAGMORE: (033) 2585 0003/0004/0101 UTTARPARA: (033) 2663 8787 CHANDANNAGAR: (033) 2685 0309 BURDWAN: (0342) 2550234/266 2596
DURGAPUR: (0343) 254 3268 ASANSOL: (0341) 227 4138/39 KRISHNANAGAR: (03472) 223 128 SILIGURI: (0353) 264 0501/0502 MIDNAPORE: (03222) 261416 GUWAHATI: (0361) 246 4069/9868 SILCHAR: (03842) 260 063
DIBRUGARH: (0373) 232 1740 TEZPUR: (03712) 222 444 AGARTALA: (0381) 238 2238 / 9238/7238 GURGAON: (0124) 411 5051/52/53 NEW DELHI: (011) 4058 7631/32
www.mpjewellers.com
ideainc/MPJ/14



অরেঞ্জ স্টিকটাই সবচেয়ে প্রিয়। হাতে পেয়েই তাই একগাল হাসি। একই কালার প্যালেট যেন শাড়িতেও। সাদা জমিতে লাল, সরষে রঙা ফুলের মোটিফ। পাড় ও আঁচলে বোল্ড পেজ়লি প্যাটার্ন।

মডেল: বিবৃতি
মেকআপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
শাড়ি:আনন্দ
ফোন: ২২২৯২২৭৫
ব্লাউজ়: বাইলুম
ফোন:২৪১৯ ৮৭২৮
গয়না: করিশমা, নিউ মার্কেট
ফোন: ৯৩৩০০৩৪৩৫১
ছবি: সোমনাথ রায়


TRUPEARL®
SINCE 1985
CHANDRANI PEARLS®
Year long friendship with Pearls
OPEN ALL DAYS
ANNUAL SALE
10% OFF*
Jan 17th - 27th
Code T 6214
₹ 605/-
Code T 7326
₹ 700/-
Code T 7327
₹ 400/-
Code T 7329
₹ 400/-
Code A 0783 - ₹ 1995/-
Code S 5663
₹ 13300/-
Code S 5703
₹ 2650/-
Code S 5626
₹ 2100/-
Assured Gifts*
On purchase of ₹ 1500 & above*
On purchase of ₹ 3000 & above*
On purchase of ₹ 5500 & above*
/pearlsandyou SMS CPEARLS to 56677
*Conditions apply.
*after discount before tax.
Genesis 4590





বড় হওয়ার দিনটা

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবার দিনটা টায়রার পাড়া বেড়ানোর দিন। এখন একটু একটু শীতকাল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে টায়রা যেই বলে ওঠে, "মা?" অমনি মা এসে একটা সোয়েটার পরিয়ে দেয়। এই সোয়েটারটা একটু নোংরা হয়ে গেছে। সোয়েটারের গলার কাছটায় দুধ পড়ে গিয়েছিল কাল। দুধ কর্নফ্লেক্সের দুধ। তাতে কলা ছিল, চিনি ছিল। তাই ওই জায়গাটা কেমন একটু শক্ত মতো হয়ে গেছে। নোংরা জামা, নোংরা সোয়েটার পরতে টায়রার কক্ষনোও ভাল লাগে না। কিন্তু মা ব্যাপারগুলো তেমন খেয়ালই করে না। মাঝে মাঝেই বাসি জামা পরিয়ে দেয় টায়রাকে। এরকম নোংরা সোয়েটার পরে পিসির কাছে গেলে পিসি ভীষণ রাগ করে, "টায়রা তোমার মা তোমাকে একটু টাইডি রাখতে পারে না? কি করে সে সারাদিন? আজকালকার মেয়েরা তো মাল্টিটাস্কিং করছে, সংসার সামলিয়ে, অফিস করে, বাজার হাট, ব্যাঙ্ক সব করে বাচ্চা সামলাচ্ছে। আর তোমার মা জাস্ট পায়ের ওপর পা তুলে বসে খাচ্ছে! তাও সে বাপ মরা মেয়েটাকে একটু যত্ন করতে পারে না কেন? যেমন হাল করেছে বাড়ি ঘর দোরের, ঠিক তেমনি হাল মেয়ের। তোমার স্কুল ড্রেস দেখেও আমার কান্না পায়। স্কুলে তোমাকে কিছু বলে না? আচ্ছা টায়রা, তুমি তো এখন বড় হচ্ছো, আট বছর বয়স। নিজের জামাকাপড় তুমি নিজেই কেচে নিতে পারো!"

এ বাড়ির অনেক পুরনো লোক সুধাদি এই সব কথাবার্তার সময় যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে বলে উঠবে, "রঞ্জাদি, টায়রার জামাকাপড় তো আমিই কেচে দিতে পারি। কিন্তু সে নিয়ে আবার অশান্তি হবে!"

পিসি বলবে, "না তুমি কেন করবে, মেয়ের ব্যাপারে যে এত পজেসিভ তাকে আমাদের আগ বাড়িয়ে কোনও সাহায্য করার প্রশ্নই ওঠে না। আচ্ছা টায়রা, তুমি রোজ ফ্রেশ প্যান্টি পরো তো?"

"হ্যাঁ পরি। স্নান করে উঠে।"

"শোনো এখন তুমি বড় হচ্ছো, তুমি টোয়াইশ আ ডে প্যান্টি চেঞ্জ করবে বুঝেছ?"

টায়রা মাথা নাড়ে।

"স্কুলে যাওয়ার সময় একটা ফ্রেশ প্যান্টি পরে যাবে। আবার স্নান করে উঠে ফ্রেশ পরবে। এসব তোমাকে কে শেখাবে টায়রা? হাইজিন সেন্সটা তোমার মায়ের একদম নেই। কলোনির লোকেদের থাকেও না। সে নিজেই তো দেখি সারাদিন ওই এক ছেঁড়া খোঁড়া ম্যাক্সি গলিয়ে বসে আছে। আচ্ছা, টায়রা তুমি রোজ রাতে দাঁত ব্রাশ করে বিছানায় যাও তো?"

"হুঁ যাই!"

"আবার সকালে উঠে ব্রাশ করও?"

"না, সকালে তো ঘুম থেকে উঠলেই মা খাওয়াতে শুরু করে দেয়। আমার তো খেতে একটু টাইম লাগে। তাই!"

"বলো কি? তুমি কি বিছানায় বসেই খাবার খাও?"

"হুঁ!"

"দেখেছ সুধাদি। এর কোনও শিক্ষাদীক্ষা নেই। বিছানায় বসে খাবার খাবে? উঠে মুখ ধুয়ে দাঁত ব্রাশ করে প্রপারলি টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট করবে না? সময় লাগে

তো কি হয়েছে? আগে আগে ঘুম থেকে উঠতে পারো না? ছিঃ, বিছানায় বসে কেউ খাওয়াদাওয়া করলে আমার এত খারাপ লাগে। উফঃ, এসব শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। সুধাদি, আমি তোমাকে বলি না—এ হল সেই পরিবারের মেয়ে যারা ভাত খেয়ে উঠে হাতে সাবান দেয় না, তাদের মুখ থেকে হাত থেকে মাছের গন্ধ বেরোয়, আর এরা দরজা জানলার পর্দায় হাত মোছে। জয়তীকে আমি নিজের চোখে পর্দায় হাত মুছতে দেখেছি!"

সুধাদি বলবে, "তুমি আর মাথা গরম করো না, যা চলছে চলতে দাও! তোমার শরীরের তো এই হাল!"

"আমার কিছু আসে যায় না, শুধু টায়রাকে দেখলে আমার দিব্যর মুখটা মনে পড়ে যায়। মনে হয় ও আমাকে বলছে, 'দিদি, তুমি আমার মেয়েটাকে চোখে চোখে রেখো।' সুধা আমার মা থাকলে না জয়তীকে কিছুতেই এভাবে আমাদের চোখের সামনে যা খুশি তাই করতে দিত না!"

টায়রার পিসির নাম রঞ্জনা, দেখতে ভীষণ সুন্দর। বিয়ে করেনি। মা বলে, তাই এত খিটখিটে। পিসি বাবার থেকে অনেক বড়। টায়রার দিদা আর পিসি দেখতে প্রায় এক বয়সী। কিন্তু সেটা ছাড়া পিসি আর দিদার মধ্যে কোনও তুলনাই টানা চলে না। পিসি ইংলিশ লিটারেচর-এ পি এইচ ডি। কলেজে পরাত। আর টায়রার দিদা যেন কেমন ঝুলকালি মাখা। সত্যি সত্যি মামাবাড়িতে ঢুকলেই কেমন আঁশটে গন্ধ পায় টায়রা। বালিশের কাভারগুলোও কেমন নোংরা। ভাগ্যিস মা একটা দিনের জন্যও বাপেরবাড়ি গিয়ে থাকে না। থাকলেই নাকি পিসি দোতলাটা দখল করে নেবে। এই বাড়িটা নাকি পিসির নামে। বাবা মাকে বিয়ে করেছিল বলে বাবার মা বাড়িটা রাগ করে পিসিকে দিয়ে দিয়েছিল। পিসি কিন্তু টায়রাকে ভীষণ ভালবাসে। টায়রাও তাই। শুধু সারাক্ষণ মায়ের নামে নিন্দে করা ছাড়া পিসির তার সবই খুব ভাল লাগে টায়রার। পিসি অবশ্য বলে, "আমার ব্র্যান্ড অফ ভদ্রতা ইজ ডিফারেন্ট। আমি পরনিন্দা পরচর্চা একদম পছন্দ করি না!" মায়ের অনেক জিনিস টায়রাও মেনে নিতে পারে না, তা সত্ত্বেও রাতে যখন সে মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয় গায়ে পা তুলে দেয়, আর মা তাকে ঢুকিয়ে নেয় পেটের ভিতর তখন টায়রার এত ভাল লাগে, সেটা কাউকে বোঝানো মুশকিল!

মা একদিন তাকে বলেছিল, "তোর তো পিসিকে এত ভাল লাগে তুই তাহলে পিসির কাছে থাক। আমি মরে যাই!"

"তুমি মরলে আমিও আর বাঁচতে চাই না মা।" বলে খুব কেঁদেছিল টায়রা। এরপর থেকে টায়রা আর কখনও মায়ের কাছে পিসি সম্পর্কে কোনও ভাল কথা বলে না। কি দরকার, অবশ্য স্কুল থেকে ফিরে একটু সময়ের জন্য সে ঠিকই পিসির কাছে যায়। পিসি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কুকিজ, ডালিম আর আমন্ড খাওয়ায়। মা জানলে মুশকিল। সে খেয়ে-টেয়ে মুখ ধুয়ে নেয় পিসির টয়লেটে। পিসির টয়লেটে বাথটাব লাগানো আছে। বাথটাবের এক পাশে কত সুন্দর সুন্দর গন্ধের শ্যাম্পু, বডি কেয়ার-এর বোতল। তাদের দোতলাতেও বাথটাব আছে। কিন্তু মা কি একটা ছুঁড়ে ছিল বলে বাথটাবটা ফেটে গেছে। আর বাথটাবটার গায়ে জলের দাগ। মা বাথটাবের মধ্যে বাসি জামাকাপড় রাখে, বালতি রাখে। টায়রার ইচ্ছে করে একদিন পিসির বাথটাবে স্নান করতে। সত্যি কথা বলতে সেটা তার একটা স্বপ্ন বিশেষ। কিন্তু মা অ্যালাউ করবে না!

ঘুম থেকে উঠতেই মা নোংরা সোয়েটারটা পরিয়ে দিয়ে তাকে দুধ কর্নফ্লেক্সের ঘ্যাটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "আজ রবিবার বলে সারাদিন নেচে নেচে বেড়িও না, এখন হোমওয়ার্ক করে নাও। বিকেলে এক জায়গায় যেতে হবে!"

টায়রা বুঝে নিল কোথায় যেতে হতে পারে বিকেলে। সে এই কথাটা শুনে আজ হঠাৎ বাবার ছবির দিকে তাকাল। আজ তার প্রথমবার বাবার জন্য একটা অন্যরকম কষ্ট হল। কি ঠিক বুঝতে পারল না সে। বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে দেখে মা বলল, "কি ব্যাপার? হাঁ করে কি দেখছ টায়রা?"

টায়রা বলল, "আমার টায়রা নামটা বাবা রেখেছিল, তাই না মা?"

"এখন পড়তে বসতে হবে বলে টায়রার অমনি বাবার কথা মনে পড়ে গেল? তাই না?"

বাবার কথা জানতে চাইলে মা সব সময় বিরক্ত হয়। ব্যস্ততা দেখায়। টায়রা লক্ষ্য করেছে মা যখন জামাকাপড় বদলায় তখন বাবার ছবির দিকে পিছন ফিরে যায়। সে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "মা, তোমার কি মনে হয় বাবা ছবির মধ্যে থেকে আমাদের দেখছে?"

"বোকার মতো কথা বোলো না টায়রা, ছবির মধ্যে থেকে কেউ দেখতে পায়? যে মানুষ মরে গেছে সে কি করে দেখবে?"

মরে গেছে কথাটা মা খুব জোর দিয়ে বলে সব সময়। আজ প্রথম তার মনে হল বাবা যে মরে গেছে এটা মা নিজেকেও বোঝাতে চায় সব সময়। অথচ পিসি বলে, "দিব্য মরেনি। দিব্য আমাদের লুকিয়ে থেকে কষ্ট দিচ্ছে। দিব্য তো আমার ভাই ছিল না। দিব্য ছিল আমার ছেলে। ওকে আমিই মানুষ করেছি, দিব্য একটু অন্যরকম ছিল বলে ওর কোনও বন্ধু ছিল না। ওর সব কথা ছিল আমার সঙ্গে।" তারপরই পিসি বলবে, "সেই দিব্য একদিন আমাদের কাউকে কিছু না বলে ওই কলোনির মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে এল?"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হোমওয়ার্ক শেষ করে টায়রা বলল মাকে, "আমি একটু পিউদিদের বাড়ি যাই এবার?"

"আর কোথাও যাবে না কিন্তু?" কার সঙ্গে একটা ফোনে কথা বলছিল মা, খুব নিচু গলায়। টায়রা দোতলার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে একবার ভাবল টুক করে তিনতলায় উঠে যায় পিসির কাছে। তারপর সে ভাবল এখন তিনতলায় গেলে যদি মা দেখে ফেলে তাহলে বকবে। আর ঘরে ঢুকিয়ে নেবে তাকে। তারপর আবার পড়াতে বসাবে, সামস করতে দেবে নিশ্চয়ই। আর ভুল হলেই মারবে। মাঝখান থেকে পাড়া বেড়ানো হবে না। টায়রা নিজের পিংক রঙের ব্যালে শু পায়ে গলিয়ে এক দৌড়ে রাস্তায় নেমে এল। আর আজই প্রথম তার মনে হল



টায়রা পিংক রঙের ব্যালে শু পায়ে গলিয়ে এক দৌড়ে রাস্তায় নেমে এল। আজই তার মনে হল একটা কথা!

একটা কথা! বাড়ির বাইরে বেরোতে পারলে কেমন একটা অন্যরকম আনন্দ হয় তার। যেন কেমন একটা কেমন একটা..., টায়রা শব্দ হাতড়াল মনে মনে। আসলে যেন সে বলতে চাইল নিজেকে সে বাড়ির বাইরে এসে সে একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারল। টায়রার কাছে 'অন্যরকম' শব্দটা দিন দিন বেশি প্রিয় হয়ে উঠছে। অনেক অজানা অনুভূতিকেই 'অন্যরকম' লাগছে—বলছে সে নিজেকে! পিসি বলেছে, "টায়রা প্রচুর বই পড়তে হবে তোমাকে। নতুন নতুন শব্দ শিখতে হবে। ভাষাটা হল হাতিয়ার। তুমি যদি ভাষা না জানো, ভাষার ওপর যদি দখল না থাকে তাহলে তুমি নিজের ভিতরের কথা নিজেই বুঝতে পারবে না। এই যে সুধাদি, সুধা বলে ও বাঙালি, আরে ও কিসের বাঙালি তুমি বলো তো? সারাজীবনে ও তিনশোটার বেশি বাংলা শব্দ শেখেনি! ইংল্যান্ডে গিয়ে আমি এরকম ইংলিশও দেখেছি যে ওই সুধার মতো, তিনশোটার বেশি ইংরিজি শব্দের ব্যবহার জানেই না!" মা বলে, "বুড়ির সারাদিন কাজ নেই, বারান্দায় বসে বসে বক বক করে যাচ্ছে!" মা পিসিকে বুড়ি বললে টায়রার রাগ হয়। পিসির ব্র্যান্ড অফ ভদ্রতায় কাউকে বুড়ি বলাটা অসম্মান করা। বৃদ্ধা বলা উচিত।

টায়রা এক দৌড়ে পিউদিদের বাড়ির কাছে চলে এল। তখন সাদা রঙের বাড়ির একতলার ঘর থেকে তকাইদা ডাকল তাকে। তকাইদা বলল, "এ্যাই টায়রা, টায়রা, শোন, শোন একবার আয়। তোর সোয়েটারটা কি সুন্দর, দেখি একবার!"

গোলপার্কের মোড় থেকে যেদিকে রাস্তাটা একদম বাঁ'হাতে বেঁকে যাচ্ছে, মৌচাক ডানদিকে রেখে, সেই রাস্তা বরাবর পাড়াটার ভিতর দিকেই টায়রাদের বাড়ি। এ পাড়ায় এখনও পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে ফ্ল্যাট তৈরি হওয়ার হিড়িক পড়েনি। কেন কে জানে। কয়েকটা যে নেই, তা নয়। সোজা তাকালেই চোখে পড়ে মেঘমল্লার। তবে খুব বেশি নেই। পুরনো বাড়িগুলোর মধ্যেও তফাত আছে। কেউ কেউ খুব মেনটেন করেছে বাড়িকে। রং-টং করিয়ে, আগাপাশতলা রেনোভেট করিয়ে রীতিমতো ঝাঁ চকচকে করে রেখেছে। আবার কোনও কোনও বাড়ির বাসিন্দাদের পড়ন্ত অবস্থা। তাই জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। যেমন টায়রাদের বাড়িটা। শেষ কবে রং করা হয়েছিল কে জানে। অথচ বিরাট বাড়ি। একতলাটা একটা কোচিং সেন্টারকে ভাড়া দেওয়া আছে। দোতলায় টায়রা আর মা থাকে। তাও অর্ধেক ঘর বন্ধ পড়ে আছে। তিনতলায় থাকে পিসি।

তকাইদাদের বাড়িটা হল এ পাড়ার সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। সাদা রং করা আপাদমস্তক। বাড়ির সামনে বাগান, ছাদেও বাগান। তকাইদার বাবা ডাক্তার। মা-ও ডাক্তার। তকাইদাও ডাক্তার হতে চায় কিন্তু চান্স পাচ্ছে না। তাই তকাইদা ক্লাস টুয়েলভ-এর পর আর কলেজে ভর্তি হয়নি। দু'বছর ধরে বাড়িতে বসে বসে পড়াগুলো করে যাচ্ছে আর জয়েন্ট দিচ্ছে। তকাইদার মা নাকি রোজ বাড়ি ফিরে তকাইদাকে পেটায়! এইটা ভেবেই টায়রার মুখে পিচিক করে হাসি চলে এল। সে সঙ্গে সঙ্গে হাতের পাতাটা দিয়ে মুখে চাপা দিল। আসলে এই নিয়ে ছ'-সাত মাসের মধ্যে টায়রার তিনটে দাঁত পড়ে গেছে। তিন নম্বরটা একদম ওপরের পাটির সামনের দাঁত। টায়রা সারাদিনই অন্যমনস্ক অবস্থায়

ওই ফাঁকা জায়গাটায় জিভ রোলায়। মা দেখলে বলে, "টায়রা, এবার স্কেলের বাড়ি মারব ঠোঁটে। বলেছি না, জিভ দেবে না, দিলে এবড়ো খেবড়ো দাঁত উঠবে?" টায়রা মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল, "কি বলছ?" এই কি বলছ বলার সময় সে ছোট্ট শরীরটা ঝুকিয়ে দিল একটু। তার এইটুকু দেহের ভিতর অনেক ছটফটানি আছে, কথায় কথায় তার ইচ্ছে হয় লাফ দিতে, কথায় কথায় চরকি পাক দিতে ইচ্ছে হয়। অকারণে রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া লোকদের জিভ ভেঙাতে ইচ্ছে হয়। সিঁড়ি দিয়ে এক পায়ে লাফিয়ে নামতে ইচ্ছে হয়, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচ প্র্যাকটিস করতে ইচ্ছে হয়, অথচ প্র্যাকটিস অতরার দরকারই নেই, কারণ স্কুলের ফাংশানে ওই নাচটা তিনমাস আগেই হয়ে গেছে! এই নানান রকম ছটফটানি টায়রার শরীরের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা সত্ত্বেও আপাতভাবে টায়রা কিন্তু বাড়িতে চুপচাপ থাকে। নইলেই মা টায়রাকে শাসন করতে শুরু করে দেয়। টায়রা বেশি হাসলেও মা রাগ করে। মা নিজে একদম হাসে না। ওদিকে পিসির সান্নিধ্যে আর যাই থাক, আনন্দ হইহুল্লোড় তো নেই। সব মিলিয়ে টায়রার বাড়ির পরিবেশটা যেন কেমন, কেমন, বিষাদময়। স্কুলে যেতে এই জন্যই খুব ভাল লাগে টায়রার। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কত কথা বলে সে, গল্প করে, অকারণ খিল খিল করে হাসে। এবং বেশ ভাল ঝগড়াও করে অনেকের সঙ্গে। স্কুল ছাড়া আর ভাল লাগে টায়রার পাড়া বেড়াতে, বিশেষত পিউদিদের বাড়িতে যেতে। পিউদিরা থাকে ঠিক তকাইদাদের বাড়ির উলটোদিকে। পিউদিদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। তাই পিউদিদের বাড়িতে সব সময় অনেক লোকজন আর অনেক কাণ্ড-কারখানা। সবচেয়ে বড় কথা পিউদিরও একটা পিসি আছে যে বিয়ে করেনি আর কাকলি পিসি আবার টায়রার পিসির স্টুডেন্ট ছিল।



পাগলামি আর চুমু—টায়রা কোনও তল পেল না ব্যাপারটার। চুমু তো আদর করে খায় লোকে।

পিসির অনারেই কাকলি পিসি টায়রাকে খুব ভালবাসে, এলেই কাছে টেনে নেয়। টায়রা পুরোপুরি বুঝতে পারে না কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা মনে হয় তার যে কাকলি পিসি এবং পিউদিদের বাড়ির সকলেই তার বাবা নেই বলে তাকে একটু বেশি ভালবাসে। পিউদিদের বাড়ির সামনের বারান্দাটা লম্বা টানা, একদম রাস্তার ওপর। ওখানে পাড়ার অনেকে বসে আড্ডা দেয়। রবিবার সকালে পিউদি, ইলিনাদির বন্ধুরা অনেকেই আসে এই রকে বসে আড্ডা দিতে। পিউদিদের বাড়িতে তিনটে কুকুর আছে। মা আর তার দুই ছেলে মেয়ে। ল্যাব্রাডর, মায়ের নাম সাসা, ছেলের নাম পটলা, আর মেয়ের নাম টুকটুকি। পিউদিদের বন্ধুরা সবাই এই তিনজনের আকর্ষণেও আসে রবিবার রবিবার। তাছাড়া পাড়ার শমীকদা, ময়ূরদা, তিতিরদিরাও আসে। টায়রাও গিয়ে হাজির হয় সেই আড্ডায়। টায়রাকে দেখতে ভীষণ সুইট। কালো কালো থোকা থোকা এক মাথা চুল, টোপা টোপা লাল গাল। টায়রা গেলে ইলিনাদি তাকে কোলে টেনে নেয়। মোটামুটি ভাবে টায়রা এর কোলে ওর কোলে বসে বড়দের কথা শোনে আর ফিকফিক হাসে।

তকাইদা ডাকতে টায়রা বলো, "কি গো তকাইদা?"

তকাইদা বলল, "আয় না টায়রা একবার।"

"কেন?" টায়রা একটু হাওয়ায় হাত পা ছুঁড়ে বলল, হাসল, "তোমার সোয়েটার নেই? আমারটা নেবে?"

"কাল আমি একটা নতুন মাছ এনেছি। কালো রঙের। নাম ব্ল্যাক টাইগার। কালোর ওপর হলুদ ডোরা কাটা দাগ। তোকে দেখাবো বলে ডাকছি!"

"ব্ল্যাক টাইগার? কালোর ওপর হলুদ ডোরা কাটা দাগ?" টায়রার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। এর আগে একদিন টায়রা পিসির সঙ্গে তকাইদাদের বাড়িতে এসেছিল। তকাইদার ঘরে এই বড় একটা অ্যাকোরিয়াম আছে। তাতে নানান রঙের মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে দেখে একদম মোহিত হয়ে গিয়েছিল টায়রা। ব্ল্যাক টাইগার শুনে সে টুক করে গেট খুলে ঢুকে পড়ল তকাইদাদের বাড়িতে। জানলা থেকে সরে গিয়ে একটু পরেই তকাইদা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল তাকে। টায়রা বলল, "কই? কই ব্ল্যাক টাইগার?"

"আয় আমার সঙ্গে!"

"জেঠু জেঠি কেউ নেই বাড়িতে?"

"নাহ, বাবা মা কেউ নেই। ওরা পিকনিকে গেছে।"

"পিকনিক? ওমা, তোমায় নিয়ে যায়নি?"

"নাহ, আমার পরীক্ষা তো তাই!"

"কবে তোমার পরীক্ষা?"

"মার্চ মাসে?"

টায়রা গুনে দেখল, "সে তো অনেক দেরি!"

"অনেক পড়াও তো!"

বলতে বলতে তকাই টায়রাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আর তখনই অ্যাকোরিয়ামটা দেখে ভীষণ পুলকিত হয়ে উঠল টায়রা। সে হাততালি দিয়ে লাফাল, "ও, ও, ও, কত্ত মাছ! কি দারুণ কালার সব।"

"ওইটা হল ব্ল্যাক টাইগার!" বলল তকাইদা।

"কি দারুণ দেখতে! কি দারুণ। তকাইদা একটু ধরা যায় না?"

"ধরলে ওরা মরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে!"

টেবিলের ওপর থেকে তকাইদা একটা বড় ক্যাডবেরি চকোলেট এনে টায়রার হাতে দিয়ে বলল, "খাবি?"

টায়রা সবিস্ময়ে মাছ দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল, "হুম, দাও!"

সে বলল, "তোমার কত মজা। আমারও যদি একটা অ্যাকোরিয়াম আর একটা পেট ডগ থাকত কি মজা হত!"

"তুই চলে আসিস না, যখন খুশি। অবশ্য বাবা মা না থাকলে আসবি!"

"আমার তো স্কুল থাকে, মর্নিং স্কুল!"

তকাইদা করল কি এক টুকরো ক্যাডবেরি নিজের মুখে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ঝুলিয়ে রেখে টায়রার মুখের সামনে নিয়ে এসে বলল, "নে!"

টায়রা ভুরু কুঁচকে হাসল, "এমা, এঁটো!"

"ধ্যাৎ নে না!"

এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে টায়রা খুব আস্তে আস্তে মুখটা নিয়ে গিয়ে তুলে নিল


কোটি কোটি মহিলা,
প্রত্যেকেরই নিজেকে মনে হয়
কোটির মধ্যে একজন।
প্রশ্ন হ'ল, আপনার কবে মনে হবে।
PANTENE
PANTENE
আগে
পরে
পার্টির নাম শুনলেই আমার মন বলে উঠত একদম না। সুন্দর পোশাক, জুতো আর সঠিক মেকআপ থাকা সত্ত্বেও আমার রুক্ষ আর জট পাকানো চুল সব মাটি করে দিত। কিন্তু প্যান্টিন ব্যবহারের পরে পার্টি হোক বা না হোক, আমার চুল বদলে গেছে। এখন চুল সবসময় নরম আর ম্যানেজেবল। এখন আমি সত্যিই জানি ড্যামেজড থেকে ড্যাম গুডের আসল অনুভূতিটা কি।
-ভাবিশা জৈন
আগে
পরে
চুল ম্যানেজ করা সবসময়ই আমার কাছে কঠিন ব্যাপার ছিল। সাঁলোর দামী ট্রিটমেন্টসও আমার এলোমেলো, উস্কোখুস্কো চুল ঠিক করে দিতে পারত না। ঘরোয়া উপায়ও কাজে দিত না। তারপর, একজন বন্ধুর পরামর্শে প্যান্টিন ট্রাই করলাম আর ফলাফল দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম সিল্কি, সফ্ট আর কত ম্যানেজেবল। প্যান্টিন দিয়ে ড্যামেজড থেকে ড্যাম গুড চুল সত্যিই সম্ভব!
-শ্রেয়া দাস
আগে
পরে
গত বছর আমি চুল স্ট্রেটেন করিয়েছিলাম। অজস্র প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ডগা চেরা চুলও পেয়েছিলাম। যাকিছুই ট্রাই করেছিলাম, তাতে শুধু সাময়িকভাবে সমাধানই মিলেছিল। কিন্তু যখন দেখলাম এটা আমার এক বন্ধুকে ডগা চেরা চুলের থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও এটা ট্রাই করলাম। আর রেজাল্ট সত্যিই দারুণ। এখন আমার স্ট্রেটেন চুলের আর কোনো ভয় নেই। ধন্যবাদ প্যান্টিন। চুলের জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।
- রবিনা শেঠিয়া
এদের মত কোটি কোটি মহিলারা* নতুন প্যান্টিন ট্রাই করেছেন আর এখন ড্যামেজড চুলের থেকে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছেন। ট্রাই করুন আর এরপরে আপনার গল্পও এখানে ছাপা হতে পারে।
PANTENE PRO-V
HAIR SO HEALTHY IT SHINES
*based on third party household panel data from 2013 across Asia



চকোলেটটা দাঁতে করে। তকাইদা হাসল। বলল, "আবার করবি?"
সে চকোলেটের স্বাদ নিতে নিতে বলল, "এটা কি এমন খেলা? মাছগুলো দেখি না। দাঁড়াও।"
তকাইদা বলল, "দাঁড়া আমার কোলে বসে দ্যাখ!"
চেয়ার টেনে তকাইদা কোলে বসিয়ে নিল তাকে। এই দ্যাখ এই সুইচটা টিপলে কি হবে দ্যাখ, আলোটা জ্বলবে আর নিভবে। আর মাছগুলো অমনি ছুটোছুটি করবে আলোর চারপাশে।"
তকাইদা লাল টুকটুকে ফর্সা আর লম্বা। একটা হাফ প্যান্ট পরে আছে এই ঠান্ডায়। তকাইদার ঠ্যাং-এর ওপর বসতে গিয়ে টায়রার কেমন ওই 'অন্যরকম' লাগল। ঠিক ইচ্ছে করছিল যে তার তা নয়, তবু বসল সে। বসতেই কি একটা শক্ত মতো টায়রার ছোট্ট পাছুতে বিঁধল। ওখানে যে ছেলেদের হিসি থাকে এটা টায়রা জানে। কিন্তু সে মশগুল হয়ে মাছ দেখতে দেখতে চেষ্টা করল শক্ত জিনিসটা সরিয়ে দিতে। অমনি তকাইদা বলল, "অ্যাই তুই খুব অসভ্য তো! আমার এটা ধরছিস?"
টায়রা বলল, "এটা লাগছে। আমি তোমার কোলে বসব না।"
"এটা কি তুই জানিস?"
টায়রা নেমে পড়ল কোল থেকে, সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি খুব বাজে। আমি এবার যাব পিউদিদের বাড়ি।"
তকাইদা বলল, "আমি অসভ্য? দাঁড়া সবাইকে বলে দেব তুই অসভ্য মেয়ে। পাকা মেয়ে।"
টায়রা ভয় পেয়ে গেল খুব, "না প্লিজ কাউকে বোলো না, মা খুব মারবে।"
"তাহলে এটা ধর!"
"না!"
"ধর না!"
"এখন তুমি অসভ্যতা করছ। আমি তো যেতে চাইছি।"
"ধর না, দ্যাখ না, নতুন জিনিস। আগে কখনও দেখিসনি!"
"এটা তো লজ্জার জিনিস। কেউ কাউকে দেখায় না। তুমি বাজে!"
তকাইদা এবার জাপটে কোলে তুলে নিল তাকে। আর টায়রার ছোট্ট শরীরটা কিরকম করে যেন চটকাতে লাগল দু'হাতে। মুখ ঘষতে লাগল টায়রার মুখে। টায়রার লাগছিল। সে বলল, "ছাড়ো, ছাড়ো!"
তকাইদার পুরো মুখটা লাল হয়ে গেছে, আর গরম। টায়রা দারুণ ভয় পেয়ে গেল এসব দেখে। কোনও মানুষকে এরকম করতে দেখার অভিজ্ঞতাই নেই তার। পিউদিদের বারান্দায় মাঝে মাঝে একটা পাগল এসে বসে। সে হঠাৎ হঠাৎ এরকম ছটফট করে দেখেছে টায়রা। তার তকাইদাকেও এই মুহূর্তে পাগল মনে হল। এই রকম ঝটাপটির মধ্যেই তকাইদা বার বার তার হিসির জায়গায় চুমু খেতে লাগল।
পাগলামি আর চুমু—টায়রা কোনও তল পেল না ব্যাপারটার। চুমু তো আদর করে খায় লোকে। তাকে অবশ্য হার্ডলি চুমু খায় কেউ। মা বা পিসি তেমন খায় না। সুধাদি খায়। পিউদি খায়। দিদা খায়। স্কুলের কাজরী খায়! তকাইদা তার ফ্রক তুলে যেই প্যান্টি খুলতে গেল টায়রা কামড়ে দিল তকাইদার হাতে! তখন তকাইদা কোল

থেকে নামিয়ে দিল তাকে কিন্তু ছাড়ল না! "এ্যাই, অসভ্য মেয়ে, এটা দ্যাখ, দ্যাখ একবার!" তকাইদা প্যান্টের ভিতর থেকে বের করে দেখাল ওটাকে। টায়রা বলল, "দেখেছি। এবার যেতে দাও!"
"দোবো, একবার চুমু খা!"
"ইস। ছিঃ!"
"তুই আমাকে কিন্তু কামড়ে দিয়েছিস। এবার আদর করে দে?"
টায়রা কোনওমতে একটা চুমু খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে। তকাইদা দরজা খুলে দিল। টায়রা ছুটতে ছুটতে মুখটা মুছতে লাগল সোয়েটারের হাতায়। থু, থু করল কয়েক বার। বাড়ি গেল না টায়রা। পিউদিদের বাড়িতে সোজা ঢুকে পড়ে কাকলি পিসিকে বলল, "একটু জল, একটু জল দাও!"
"কি হয়েছে রে তোর?"
"কিছু না তকাইদা একটা তেতো চকোলেট খাইয়ে দিয়েছে।" মিথ্যেটা অবলীলায় বলে দিল টায়রা।
"তেতো চকোলেট? কি পাজি রে তকাইটা? বাচ্চা মেয়ে পেয়ে সবাই দুষ্টুমি করে তাই না?"
"তকাইদা, খুব বাজে।" এবার কান্না পেয়ে গেল টায়রার। জোর করে কেমন খারাপ জায়গায় চুমু খাওয়াল তকাইদা। আবার তাকেই অসভ্য বলছে! জল খেয়েও বার বার ঠোঁট মুছতে লাগল সে।
একটু পরে টায়রা পিউদিদের কাছে গেল, বারান্দায়। তিনটে দাদা এসেছে। শিলাজিৎদা, শুভ্রদা আর পাপানদা। তিনজনেই পাড়ার দাদা। বাড়ির ভিতর থেকে পিউদিদের কাজের মাসি কফি দিয়ে গেছে ট্রে করে। সবাই কফি খাচ্ছে আর কি নিয়ে যেন হাসছে। এখনও পিউদির কলেজের বন্ধুরা কেউ আসেনি। কিন্তু আসবে ঠিক। দুপুর দু'টো অবধি সবাই হই হই করে এখানে বসে। পিউদিদের বাড়িটা এমন জায়গায় যে দিব্যি বড় রাস্তাটা দেখা যায়। তাছাড়া এখান দিয়ে সমানে লোকজন গাড়ি যাওয়া-আসা করে। আশেপাশে বেশ কয়েকটা খাবারের দোকান। আইসক্রিম পার্লার, বেশ জমজমাট এলাকা। টায়রা যেতেই ইলিনাদি তাকে পাশে টেনে বসাল। বলল, "কি রে টায়রা তুই তকাইদের বাড়িতে গিয়েছিলিস?"
"হুঁ।" মাথা নাড়ল সে।
"কি বলল?"
মাছ দেখাল।"
"ও!"
তখন পিউদি বলে উঠল, "এ্যাই শুভ্র তুই মহা মিথ্যুক। সব বানিয়ে বানিয়ে বলিস।"
"মাইরি বলছি শোন। আরে প্রদ্যুতদা আমাকে নিজে বলেছে!"
পাপানদা বলল, "শালা! কি লোকজন এই পাড়ার। তুই বনলতা বউদির কেসটা জানিস?"
"কি? কি?" বলে উঠল সবাই।
"আরে হিমাংশুদা নাকি 'শঙ্কর ঔষধালয়' থেকে 'রমনী মোহন' ওষুধ কিনে এনেছে। এবার সজলদা, শঙ্করের কম্পাউন্ডার সেটা আবার পাড়ায় বলে দিয়েছে, ব্যস!"
ইলিনাদি বলল, "রমণী মোহন' সে আবার কি ওষুধ?"
"তুমি কচি খুকি তুমি কিছু জানো না?" বলল পাপানদা।
শুভ্রদা বলল, "আরে ওই টাইপের ওষুধ। বুঝলি না, শীঘ্রপতন এই সব ওষুধ। প্লেবয় টাইপের, বিজয় বটিকা, জানিস না মাল? তোর বরের যখন লাগবে তখন জানবি!"
"আমার বরের লাগবে কেন? ওরকম বরকে দু'দিনে ফুটিয়ে দেবো!" বলল ইলিনাদি।
শিলাজিৎদা বলল, "আরে বনলতা বউদির কেসটা শোন আগে!"

একটু পরে টায়রা পিউদিদের কাছে গেল। তিনটে দাদা এসেছে। শিলাজিৎদা, শুভ্রদা আর পাপানদা। পাড়ার দাদা।

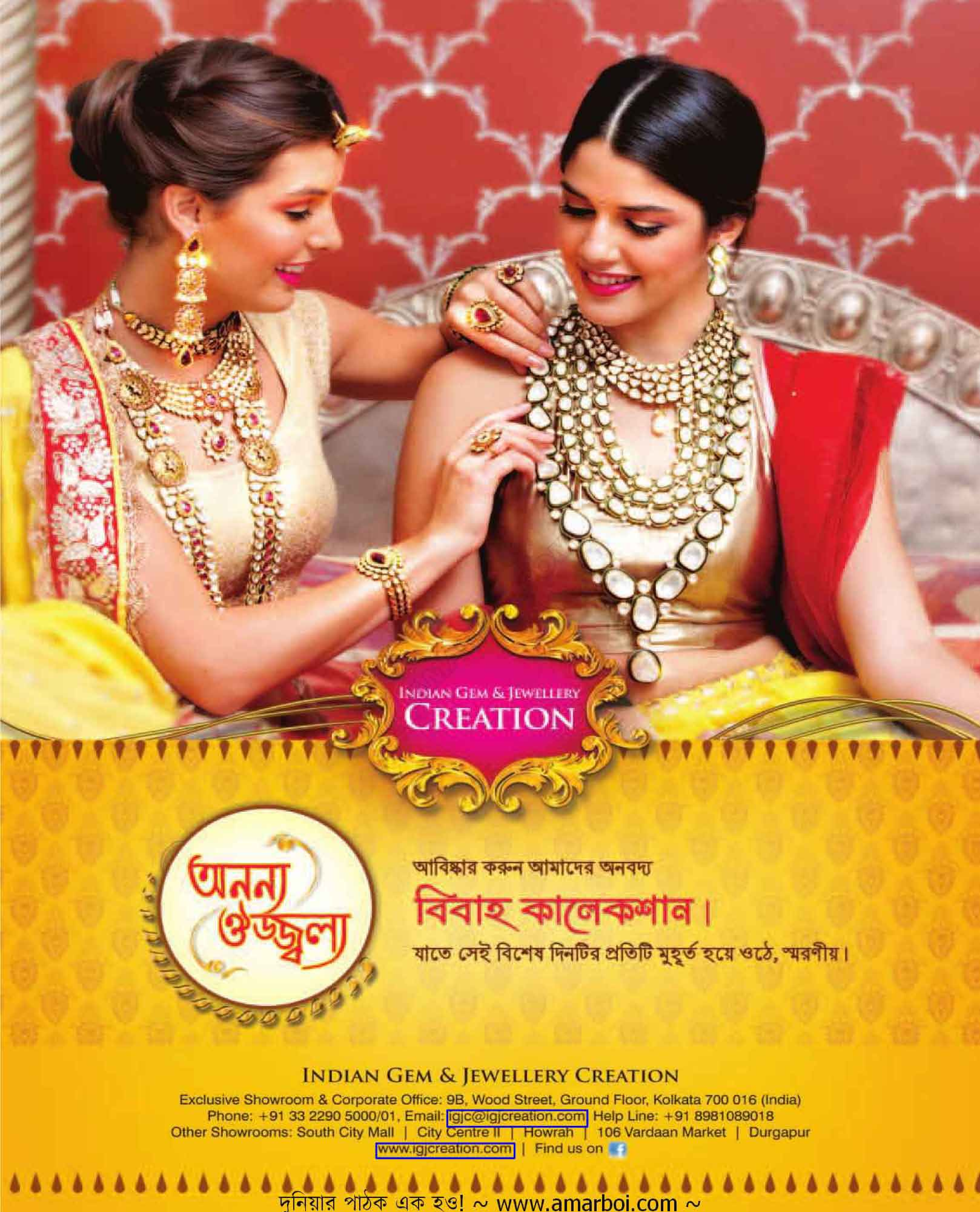


"হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর।"
"আর সজলদা সব রসিয়ে গল্প করেছে পাড়ায়। হেভি খচ্চর মাল ওটা। ব্যস, রটে গেছে হিমাংশুদা পারে না। আর যায় কোথায়। এবার বনলতা বউদি, বাবুদা, লালুদা, লাল্টুদা, সবার টাগ্রেট! রাস্তায় বেরোলেই কি বউদি বলে সবাই দাঁত ক্যালাচ্ছে। লালুদা কালীপুজোর দিন ঠেকে বলেই বসল বনলতা আর দু'দিনে উঠে আসবে হাতে! এবার লাল্টুদা আর লালুদার মধ্যে লেগে গেছে—কে চান্স পাবে!"
পিউদি বলল, "হিমাংশুদাটা এত আতা ক্যালানে টাইপ কেন বলত? পাড়ার দোকান থেকে এসব কেউ কেনে?"
টায়রা হাঁ করে শুনছে সব। এ ধরনের আলোচনা সে আগেও শুনেছে এই বারান্দায়। আজ প্রথম সে যেন বুঝতে পারছে মানেটা। এই সব কথার মধ্যে একটা গোপন কাণ্ড আছে। সেই রহস্যময়তার একটা দিক আজই খুলে গেছে তার সামনে। সে খুব সন্তপর্ণে পাপানদা, শুভ্রদাদের প্যান্টের ওই জায়গায় চোখ বোলাল। কেউ বলবে না যে ওর মধ্যে ওরকম একটা জিনিস থাকে।
বাড়ি ফিরে স্নান করে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল টায়রা। ঠিক চারটের সময় মা দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে ডাকল তাকে, "ওঠ টায়রা, উঠে পড়ো। রেডি হয়ে নাও, বেরোতে হবে!"
টায়রা দেখল মায়ের সাজগোজ হয়ে গেছে। একটা নীল রঙের শাড়ি পরেছে মা। চোখে একটু কাজল, ছোট একটা নীল টিপ। মায়ের ঠোঁট দু'টো খুব পাতলা আর গোলাপি।
মা একটুও লিপস্টিক লাগায় না। কিন্তু এই সামান্য সাজেই মাকে কি যে দারুণ লাগছে দেখতে। টায়রা বুঝে গেল মা সেজেছে মানে মা আজ অর্ণবমামার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। এই একটা মাত্র সময় মাকে দেখতে একটু খুশি খুশি লাগে। আর মা এই একটা মাত্র সময় টায়রাকে খুব বেশি না বকে কথা বলে। তাকে নিয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে মা দোতলায় ভাল করে তালা দিল। তিনটে তালা।
তালাগুলো ভাল করে টেনে টেনে দেখল কয়েক বার। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মৌচাকের সামনে থেকে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল মা। বলল এলগিন রোড। কিন্তু মাঝপথেই ফোন এল একটা। মা বলল, "আমরা দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি। ঠিক আছে, নামছি!" ওখানে ট্যাক্সি, নেমে পড়তেই দু' মিনিটের মধ্যে অর্ণবমামার কালো রঙের গাড়িটা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। টায়রা জানে গাড়িতে তাকে পিছনে বসতে হয়। মা দরজা খুলে দিতে সে উঠে বসল গাড়ির পিছনের সিটে। অর্ণবমামা পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে একটা লাল রঙের ক্যাডবেরির বাক্স দিল তার হাতে। বলল, "কি টিকলি? কেমন আছ?"
"আমার নাম টিকলি নয়। টায়রা!" বলল সে।



টায়রা বুঝে গেল মা সেজেছে মানে মা আজ অর্ণবমামার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। এই সময় মাকে খুশি খুশি লাগে।

"ও হো, আমি তো ভুলেই যাই।"
এতে মা আর অর্ণবমামা হেসে উঠল একটু। এতে এত হাসার কি আছে কে জানে? এমনিতেই আজ দুপুর থেকে টায়রার মেজাজটা ভাল নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে খুব ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে। ওই বিচ্ছিরি জিনিসটার স্বপ্ন! সে না হেসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মা অর্ণবমামাকে বলল, "আমাকে ঠিকঠাক দেখাচ্ছে তো? পছন্দ হবে তো তোমার মায়ের?"
অর্ণবমামা বলল, "তুমি কি মায়ের কাছে নতুন নাকি?"
"সে তো কোন ছোটবেলায় দেখেছিল জয়ন্তীমাসি! তারপর তো আর যোগাযোগ ছিল না!"
"আমার বিয়েতে তোমরা কেউ আসোনি তাই না?"
"নাহ, আমার তো তখন বিয়ে হয়ে গেছে। মা-রা গিয়েছিল মনে আছে। সেই সময় দিব্যর পাগলামিটা খুব বেড়ে ছিল। তারপরই তো সেই ঘটনা!"
সেই ঘটনা মানে কি টায়রা জানে। বাবা মাঝখানে কয়েকদিন খুব ভাল ছিল। একদিন বন্ধুর বাড়ি টালিগঞ্জে গেল বেড়াতে। তারপর হঠাৎ কথা বলতে বলতে সেই বন্ধুর বাড়ির পাঁচ তলার বারান্দা থেকে সোজা লাফ মারল নীচে! টায়রা তখন দেড় বছরের মেয়ে!
অর্ণবমামা গাড়িটা দাঁড় করাল একটা খুব সুন্দর বাড়ির সামনে। এখান দিয়ে টায়রা আগে গেছে। অনেক বার। এই জায়গাটার নাম রিচি পার্ক। মা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, "এইটুকু রাস্তা অথচ পেরোতে কত বছর লেগে গেল অর্ণবদা!"
অর্ণবমামা বলল, "একটা একটা করে গিঁট খুলতে খুলতে এগোতে হল!"
টায়রা এসব কথার মানে বোঝে না। সে বার বার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। মায়ের মুখটা চকচক করছে যেন আনন্দে! কিসের আনন্দ? বেল দিতে একজন বৃদ্ধা একতলার দরজা খুলে দিয়ে সরে গেল ভিতরে। এ নিশ্চয়ই এ বাড়ির সুধাদি! বাড়ির ভিতরটা বেশ সুন্দর। মাঝখানে মার্বেল দেওয়া উঠোন। তার চারপাশে ঘরের পর ঘর। মার্বেল বাঁধানো উঠোনে পায়রা ঘুরছে। অর্ণবমামা তাদের নিয়ে উঠে এল দোতলায়। খুব চুপচাপ বাড়িটা। কেউই যেন নেই। একটা ঘরের সামনে গিয়ে মায়ের দিকে তাকাল অর্ণবমামা। সেই ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধা। শুয়ে ঠিক না, আধ শোওয়া মতন। গায়ে লেপ চাপা দেওয়া। অর্ণবমামা ডাকল, "মা?"
বৃদ্ধা বললেন, "আয়। কে এসেছে? জয়তী?"
অর্ণবমামা বলল, "হ্যাঁ, জয়তী আর ওর মেয়ে টায়রা!"
"কই মেয়েকে দেখি?"
মায়ের দেখাদেখি টায়রা লেপের ওপর থেকেই প্রণাম করল অর্ণবমামার মাকে।
"বাহ, মেয়ে তো খুব মিষ্টি হয়েছে। জয়তী তোমার বাবা, মা সব কেমন আছে? তোমার একটা ভাই ছিল না?"
এসব কথায় কান না দিয়ে টায়রা ঘরের ভিতরটা দেখছিল। কিন্তু আবার তার মনোযোগ ফিরল কথায় যখন সে শুনল অর্ণবমামার মা বলছে, "আমি আর ক'দিন। আমার দিন ফুরিয়েছে। শেষ দিনগুলো ছেলের বউয়ের হাতের সেবা পাব এই আমার আশা। বাড়িটা মৃত্যুপুরী হয়ে আছে। এখানে আবার প্রাণের ছোঁয়া লাগবে, লোকজন আসবে—আমার তো


INDIAN GEM & JEWELLERY
CREATION
অনন্য ঔজ্জ্বল্য
আবিষ্কার করুন আমাদের অনবদ্য
বিবাহ কালেকশান।
যাতে সেই বিশেষ দিনটির প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে, স্মরণীয়।
INDIAN GEM & JEWELLERY CREATION
Exclusive Showroom & Corporate Office: 9B, Wood Street, Ground Floor, Kolkata 700 016 (India)
Phone: +91 33 2290 5000/01, Email: igjc@igjcreation.com Help Line: +91 8981089018
Other Showrooms: South City Mall | City Centre II | Howrah | 106 Vardaan Market | Durgapur
www.igjcreation.com | Find us on

বিশ্বাসই হয় না। একটা ডাইনি এসে সব ছারখার করে দিয়ে গেছে!"

মা বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে জয়ন্তীমাসি!" বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন। মাকে এত নরম গলায় কোনওদিন কথা বলতে শোনেনি টায়রা। সে অবাক হয়ে মাকে দেখতে লাগল।

অর্ণবমামা বলল, "তুমি আর কেঁদো না তো মা। জয়তী তোমাকে খুব যত্ন করবে। টায়রা তোমার সঙ্গে গল্প করবে। তোমাকে আর একা একা থাকতে হবে না!"

অর্ণবমামার মা বলল, "তোমরা কবে তাহলে বিয়ে করবে বলো? পুরোহিত মশাইকে খবর দিতে হবে। শান্তা, তপতী ওদেরও খবর দিতে হবে।"

মা এই কথায় লজ্জায় মুখ নিচু করল আর আড় চোখে এক বার তাকাল টায়রার দিকে।

অর্ণবমামা বলল, "আমি শান্তামাসিকে খবর দিচ্ছি। পুরোহিতের কি দরকার। শুধু রেজিস্ট্রি করে নিলেই হবে।"

"আত্মীয়স্বজনদের ডাকব না? তাই কখনও হয়? একটা বিয়ে বলে কথা?"

"কে করবে মা এত কিছু?"

"না, না তা বললে হবে না, জয়তীর জন্য লাল বেনারসি কিনতে হবে। আর টায়রার জন্য ব্রোকেডের জামা।"

এই কথায় মাকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখল টায়রা।

অর্ণবমামা তাদের রাতে বাইরে খাইয়ে নামিয়ে দিয়ে গেল মৌচাকের সামনে। মায়ের হাত ধরে সে বাকি পথটা ফিরল হেঁটে। বাড়ি ফিরে মা বলল, "টায়রা তুমি বুঝতে পারছ? কি হতে যাচ্ছে? পিসিকে কিন্তু কিছু বলো না?"

"কেন?"

"নাহ। দরকার নেই তো। ব্যস!"

"আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাব মা?"

"হ্যাঁ!"

"পিসি একা একা থাকবে?"

"আমি জানি না!"

একটা 'অন্যরকম' অনুভূতি হল টায়রার। কি সেটা ভাষায় সে নিজেকেও বোঝাতে পারল না। পিসি কি সুন্দর হেঁটে চলে বেড়াত। তখন দোতলার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে অনেক রাগের কথা হত পিসির। সেই পিসি হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে আর হাঁটতে পারল না। এখন সুধাপিসিকে ধরে ধরে বাথরুমে যায়। বারান্দায় গিয়ে বসে। প্রায় অর্ণবমামার মায়েরই মতো অবস্থা।

রাতে শুয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল টায়রা। মা তখন অন্য ঘরে ফোনে কথা বলছিল অর্ণবমামার সঙ্গে! কাঁদতে কাঁদতে টায়রা ভাবল, আজকের দিনটা একদম ভাল না। এরকম খারাপ দিন তার জীবনে আর কখনও আসেনি! রাতে উঠে একবার টয়লেট গেল টায়রা। প্যান্টি খুলতেই সে দেখল প্যান্টিতে রক্ত! তার ওখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে! সে আঁতকে উঠল, মুখে হাত চাপা দিল। নিশ্চয়ই তকাইদা ওরকম করেছে বলেই ওখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে তার! মাকে এসব কখনও বলা যাবে না, বললে মা মারবে। মাকে অর্ণবমামার মা বলেছে, "আমি নাতির মুখ দেখে মরতে চাই জয়তী। টায়রার মতোই ফুটফুটে একটা আসবে বাড়িতে। আর একজন তো বাচ্চার নামেই মুখ বিকৃত করত। শুধু সাজগোজ করবে, ঘুরবে বেড়াবে। এই তার জীবনের ব্রত!"

মা টায়রাকে কোনওদিনও যে ভালবাসেনি এ বিষয়ে টায়রার কোনও সন্দেহ নেই! এখন যদি মা জানতে পারে যে সে খারাপ হয়ে গেছে তাহলে মা হয়তো তাকে ফেলে রেখেই অর্ণবমামার সঙ্গে যাবে। মাকে যখন অর্ণবমামা বলল, "চলো, তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে আনি, তুমি তো আগে কখনও আসোনি।" তখন মায়ের পিছন পিছন সে-ও যাচ্ছিল বাড়ি দেখতে আর মা তার কাঁধে সাঁড়াশির মতো আঙুল চেপে দিয়ে এক নিমেষে মুখটা নিষ্ঠুর করে ফেলে তাকে বলল, "তুমি দিদার কাছে থাকো!" তখনই সে বুঝে গেছে মায়ের কাছে এখন অনেক সময়ই তার উপস্থিতিটা অপ্রয়োজনীয়!



মা অর্ণবমামাকে বিয়ে করছে। আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাব পিসি। তুমি খুব একা হয়ে যাবে।

বাথরুমের মেঝেতে উবু হয়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় উঠে দাঁড়াল টায়রা। নিঃশব্দে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে দোতলার দরজার খিল খুলে সে চলে গেল তিনতলায়। তিনতলায় তখনও আলো জ্বলছে পিসির ঘরে—ল্যাম্পশেড। সে টুক টুক করে টোকা দিল দরজায়। সুধাপিসি দরজা খুলে তাকে দেখে অবাক! "কি হয়েছে? এত রাতে তুমি উঠে এসেছ?"

সে কোনও কথা না বলে শুধু গিয়ে জড়িয়ে ধরল পিসিকে, "পিসি, আমাকে বাঁচাও!"

পিসি একটা বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে, "কি হয়েছে টায়রা? কি? কি?"

সে সুধাপিসির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে পিসিকে দেখাল প্যান্টি খুলে, "দ্যাখো, কত রক্ত!"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল পিসি। সে ভাবছিল এবার পিসি তাকে দারুণ বকবে! কিন্তু পিসি খুব নরম করে হাসল, "টায়রা, তুই তো একদম বড় হয়ে গেছিস! কাঁদছিস কেন?"

পিসি বলল, "ওরে বোকা! বড় হয়ে গেলে এরকম হয়। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে এরকম হয়! ও সুধা ফ্রিজে মিষ্টি আছে না? শীগগিরি আন, আর দু'-চারটে মোমবাতি জ্বাল। লেটস সেলিব্রেট রাইট নাউ! আমার দিব্যর মেয়ের ওম্যানহুড শুরু হয়ে গেল যে!" সুধাপিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে দেখল টায়রা। সে বলল, "তুমি সত্যি বলছ?"

"সত্যিই তো!"

শক্ত করে রাখা শরীরটা ছেড়ে দিল টায়রা। পিসি ভুল বলতে পারে না! পিসি বলল, "বাট দা স্যাডেস্ট পার্ট ইজ, একবার বড় হয়ে গেলে আর কখনও ছোট হওয়া যায় না। তখন শুধু আরও বড় আরও বড় হয়ে যেতে হয়।

তখন ভীষণ আবেগের বশে ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল টায়রার। সে পিসিকে বলতে চাইল, "মা অর্ণবমামাকে বিয়ে করছে। আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাব পিসি। তুমি খুব একা হয়ে যাবে।"

কিন্তু কথাটা সে বলতে গিয়েও বলল না, ভাবল সময় এলে পিসি এমনিই জানতে পারবে। পিসির হাসি মুখটাই এখন দেখতে ইচ্ছে হল তার। আর সে এও ভাবল, আজকের দিনটা মনে রেখে দিতে হবে তাকে, এই বড় হওয়ার দিনটা!

অলংকরণ: কুণাল বর্মন

মাছ, মাংস ও গুড়

হ্যাঁ। ঠিকই পড়লেন। গুড় দিয়ে কিমা-কাবাব থেকে রোস্ট অ্যান্ড গ্রিলড। সহজ, অভিনব ও



জ্যাগারি কিমা অবারজিন

জিভে জল আনা। গুড় দিয়ে রকমারি আমিষ রান্নার আয়োজনে অপরাজিতা ঘোষ।

শীতের খাওয়াদাওয়া বললেই গুড়ের কথা মনে হয়। আর গুড় বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পিঠে-পুলি, পায়েস কিংবা রসগোল্লা, সন্দেশ। তাই এবার আমরা এই চেনা গণ্ডির বাইরে পা রাখলাম। গুড় দিয়ে শুধুই মিষ্টিমুখ করবেন কেন? স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে তো গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। তাই গুড় দিয়ে এবার একটু আমিষ রান্না করলে কেমন হয়? চিকেন, মাটন হোক বা মাছ। সবেতেই গুড়। কখনও সস হিসেবে, কখনও সরাসরি রান্নার উপকরণ হিসেবে আবার কখনও ম্যারিনেশনের জন্য। গুড়ের সামান্য উপস্থিতিই বদলে দিয়েছে খাবারের পুরো টেক্সচার, ফ্লেভার ও এসেন্স। এমনই এর জাদু। অভিনব ও অন্যরকম। অনায়াস ও সহজ পদ্ধতিতে কীভাবে তৈরি করবেন এই জাদু? সেই হদিশই এবার আমরা দিলাম রান্নার পাতায়। আপনাদের জন্য হাজির গুড়ের রকমারি আমিষ রেসিপি।

জ্যাগারি কিমা-অবারজিন

উপকরণ: ছোট বেগুন ৪০০ গ্রাম, রসুনকুচি ১ টেবলচামচ, আদাকুচি ১ টেবলচামচ, রেডচিলি পেস্ট ১ টেবলচামচ, মাটন কিমা ২৫০ গ্রাম, কাজুবাদাম বাটা ১ চামচ, চিকেন স্টক ১০০ মিলি বা প্রয়োজনমতো, আখের গুড় ২ চামচ, সয়া সস ২ চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ চামচ, সাদা তেল ১ কাপ, নুন স্বাদমতো।

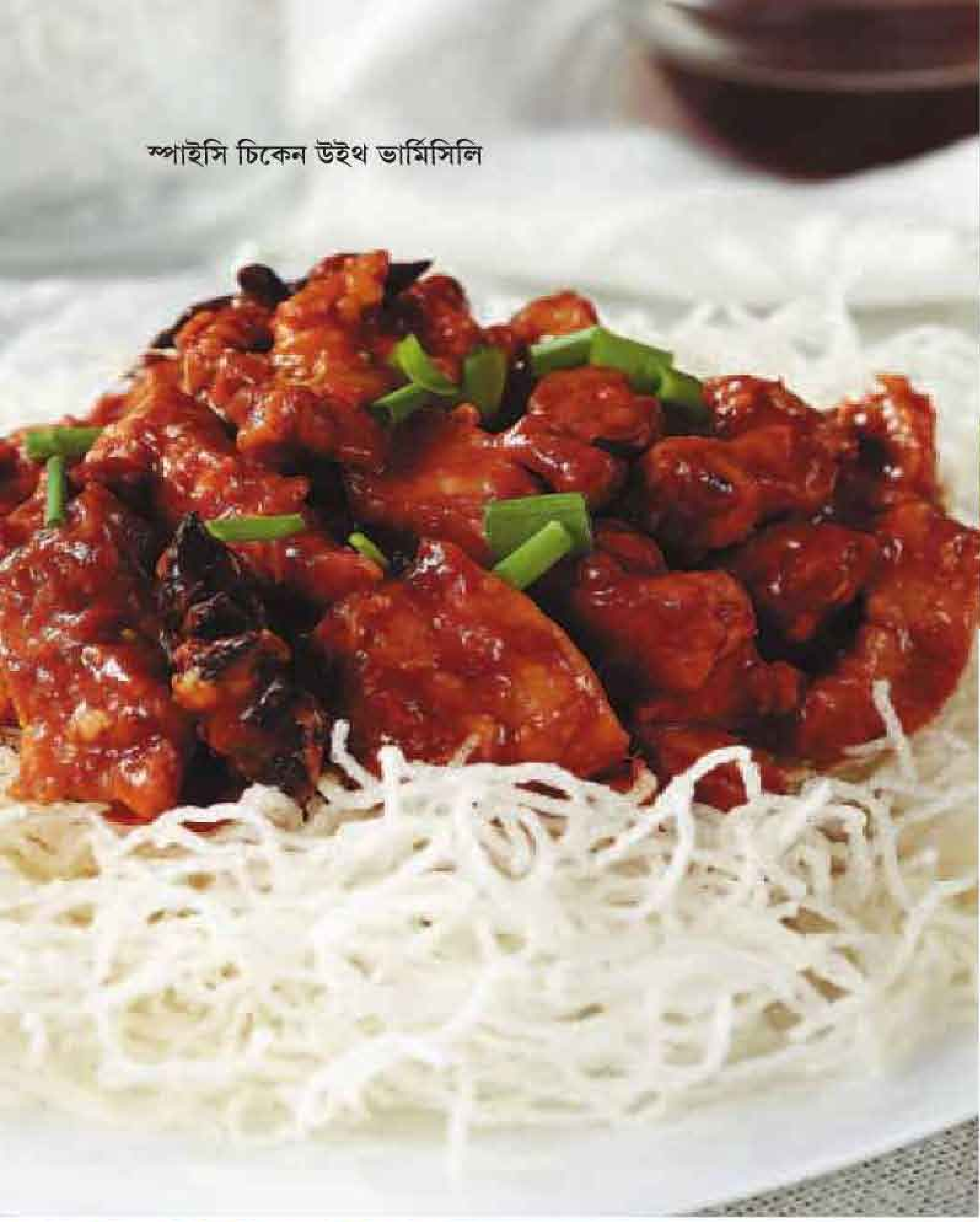
প্রণালী: প্রথমে প্যানে তেল দিন। তেল গরম হলে বেগুন হালকা লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার প্যানে ২ চামচ তেল রেখে বাকি তেল তুলে নিন। রসুন ও আদাকুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। রসুনের কাঁচাভাব চলে গেলে রেডচিলি পেস্ট দিন। ভাল করে নেড়ে নিন। তেল বেরতে শুরু করলে কিমা মেশান। নেড়েচেড়ে চিকেন স্টক দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ কমিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর কাজু পেস্ট, গুড় ও সয়া সস একে একে দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে নিন। আরও কয়েকমিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। একটা বাটিতে প্রয়োজনমতো জলে কর্নফ্লাওয়ার গুলে ভাল করে মিশিয়ে নিন। কিমা সিদ্ধ হয়ে গেলে ২-৩ মিনিট পর জলে গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নেড়ে মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন। ভেজে রাখা বেগুন দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

চিকেন রোস্ট উইথ জ্যাগারি সস

উপকরণ: চিকেন উইংস ১০টা, পেঁয়াজবাটা ২ চামচ, রসুনবাটা ২ চামচ, সাদা তেল ১ কাপ, বারবিকিউ সস ৫০ মিলি, হোয়াইট ওয়াইন ভিনিগার ১/২ চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চামচ, গুড় ২ চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চামচ, আদাবাটা ১ চামচ, নুন স্বাদমতো, চিলিফ্লেক্স ১/২ চামচ, ময়দা ৫০ গ্রাম, টোম্যাটো সস ৩-৪ চামচ, স্পুন ভিনিগার অর্ধেক।

প্রণালী: প্রথমে প্যানে ২ চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজবাটা ২ চামচ, রসুনবাটা ১ চামচ দিয়ে নেড়ে নিন। পেঁয়াজ-রসুনের কাঁচাগন্ধ চলে গেলে বারবিকিউ সস মেশান। তারপর হোয়াইট ওয়াইন ভিনিগার দিন। একটু লঙ্কাগুঁড়ো ও ১ চামচ গুড় দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। গ্রেভিটি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে রাখুন। এবারে চিকেনে লঙ্কাগুঁড়ো, বাকি পেঁয়াজ, রসুন ও আদাবাটা, নুন ও গোলমরিচ মাখিয়ে ২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। এবার ময়দা ও নুন মিশিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো তার উপর গড়িয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে চিকেন ডিপ ফ্রাই করে নিন। অন্য প্যানে গ্রেভি ঢালুন। এর মধ্যে ভাজা চিকেন দিয়ে শুকনো করে নেড়ে নামিয়ে নিন। জ্যাগেরি সস তৈরির জন্য একটা প্যানে ১ চামচ গুড় দিয়ে আঁচে বসান। গুড় গললে টোম্যাটো সস ও চিলিফ্লেক্স দিয়ে নেড়ে নিন। এর মধ্যে ১/২ চামচ ভিনিগার মেশান। ঘন হলে নামিয়ে নিন। এবারে সার্ভিং প্লেটে ফ্রায়েড চিকেন ও জ্যাগেরি সস দিয়ে





স্পাইসি চিকেন উইথ ভার্মিসিলি



স্টিকি রাইস উইথ স্কচ এগ

গরম গরম পরিবেশন করুন। স্লাইসড বেলপেপার ও লেবু দিয়ে খেতে ভাল লাগবে।

স্পাইসি জ্যাগারি চিকেন অ্যান্ড ক্রিসপি ভার্মিসিলি

উপকরণ: বোনলেস চিকেন ৬০০ গ্রাম (ছোট করে কেটে রাখুন), ডিম ১টা (সাদা অংশ), কর্নফ্লাওয়ার ২ চামচ, নুন স্বাদমতো, আদাকুচি ১/২ চামচ, রসুনকুচি ১ চামচ, স্টার অ্যানিস ৪-৫টা, স্টার অ্যানিস পাউডার ১/২ চামচ, স্প্রিং অনিয়ন ৪-৫ চামচ, রাইস ভার্মিসিলি ১/২ প্যাকেট, তেল ২ কাপ।
সসের জন্য— চিলি পেস্ট ১ ১/২ চামচ, গুড় ২ চামচ, রেড ওয়াইন ২ চামচ, জল ১ চামচ, সয়া সস ২ চামচ।
প্রণালী: প্রথমে প্যানে তেল দিন। তেল গরম হলে ভার্মিসিলি ভেজে তুলে রাখুন। এবার বোনলেস চিকেনে নুন, ডিমের সাদা অংশ, কর্নফ্লাওয়ার মাখিয়ে ১৫ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন। সস তৈরির উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তাহলেই সস তৈরি হয়ে যাবে। সামান্য জল গরম করে তাতে ১ চামচ তেল দিন। এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো দিয়ে ১ মিনিট পর নামিয়ে জল ফেলে দিন। এবারে প্যানে ২-৩ চামচ সাদা তেল দিন। তেল গরম হলে আদা-রসুন দিয়ে নেড়েচেড়ে তৈরি করা সস মেশান। স্টার অ্যানিস, স্প্রিং অনিয়ন ও স্টার অ্যানিস পাউডার দিয়ে নেড়ে চিকেনগুলো দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রাখুন। চিকেন সিদ্ধ হয়ে গেলে বাকি কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে মিশিয়ে দিন। ঘন হলে নামিয়ে নিন। ভাজা ভার্মিসিলির সঙ্গে সার্ভ করুন স্পাইসি জ্যাগেরি চিকেন।



স্টিকি রাইস উইথ স্কচ এগ

উপকরণ: স্টিকি রাইস ১ বাটি (সিদ্ধ চালের ভাতই একটু নরম করে রান্না করুন), গুড় ২-৩ চামচ, লেবুর রস ১/২ চামচ, চিলিফ্লেক্স ১ চামচ, নুন স্বাদমতো, পেঁয়াজকুচি ২ চামচ, রসুনকুচি ১/২ চামচ, ডিম ৩টে, ব্রেড ক্রাম ১ কাপ, টোম্যাটো সস ২ চামচ, আলু সিদ্ধ ২ কাপ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১/২ চামচ, সাদা তেল ২ কাপ, ধনেপাতাকুচি ১/২ চামচ।
প্রণালী: রান্না করার ৪ ঘণ্টা আগে ডিম ডিপ ফ্রিজে রাখুন। তারপর ডিম ১০ মিনিট সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। এবার প্যানে ২ চামচ তেল দিন। একটু গরম হলে ১ চামচ গুড় দিয়ে নেড়ে নিন। তারপর স্টিকি রাইস দিন। নেড়েচেড়ে নুন, চিলিফ্লেক্স দিয়ে ভালভাবে নেড়ে লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি স্টিকি রাইস। আবার প্যানে ২ চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নেড়ে রসুন, কাঁচালঙ্কা দিন। ভাল করে নেড়েচেড়ে নুন, ১ চামচ গুড় ও টোম্যাটো সস মেশান। এর মধ্যে সিদ্ধ আলু দিয়ে ভালভাবে নেড়ে ধনেপাতাকুচি দিন। ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে তারপর নামিয়ে নিন। আলুর এই পুর ঠান্ডা করতে


Catch®
SALTS & SPICES
DS GROUP
আমার
100% ম্যাচ,
শুধুমাত্র ক্যাচ
100% ভারতীয় মহিলাদের
ম্যাচ হল কেবলমাত্র ক্যাচ
Catch
GARAM MASALA
Catch
KITCHEN KING
Catch
CHANA MASALA
জীবনের কিছু জিনিস আপনাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে
আনন্দ প্রদান করবে। ক্যাচ স্পাইসেসকে অসাধারণ কম
তাপমাত্রা গ্রাইণ্ডিং প্রযুক্তির সাথে তৈরি করা হয় যা
প্রতিটি স্কুপে বিশুদ্ধতা এবং সতেজতার গ্যারাণ্টী দেয়।
সেইজন্যে আপনি ক্যাচ স্পাইসেস দিয়ে যাই রান্না করুন
না কেন, সেটাই দারুণ সুস্বাদু হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি
পাওয়ার জন্যে ক্যাচ ব্যবহার করুন আর
নিজের 100% ম্যাচ খুঁজে পান। ঠিক যেমন
আমি পেয়েছি ক্যাচ
www.catchfoods.com


জ্যাগারি সয়া চিজ় কাবাব


জ্যাগারি উইথ রোস্টেড চিকেন

দিন। ডিমের গায়ে আলু ভাল করে কোট করে নিন। কোট করার পর পুর ভরা এই ডিম, ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নিয়ে তারপর ব্রেডক্রামে গড়িয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিন। গরম হলে ডুবো তেলে ভেজে তুলুন। তৈরি স্কচ এগ। এবারে সার্ভিং প্লেটে স্টিকি রাইস রেখে তার উপরে স্কচ এগ রেখে একটু কেটে দিয়ে স্যালাডের সঙ্গে সার্ভ করুন। বয়েলড পটেটো, ব্রকলি ও ফ্রায়েড অনিয়নের সঙ্গে সার্ভ করতে পারেন।

জ্যাগারি সয়া চিজ় কাবাব

উপকরণ: সয়া গ্র্যানিউলস ১ ১/২ কাপ, আদাকুচি ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, রসুনকুচি ১ টেবলচামচ, আলু সিদ্ধ ১/২ কাপ, ধনেপাতাকুচি ২-৩ টেবলচামচ, ডিম ১টা, নুন স্বাদমতো, ব্রেডক্রাম ১ কাপ, গুড় ২ চামচ, সাদা তেল ১ কাপ, পনির ৫০ গ্রাম, চিজ ৪-৫ চামচ, কাবাব স্টিক ৪-৫টা।

প্রণালী: প্রথমে সয়া গ্রানিউলস সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। সিদ্ধ সয়ার সঙ্গে এক এক করে আলু সিদ্ধ, নুন, গুড়, পেঁয়াজ-আদা-রসুন সব একসঙ্গে ভাল মতো মেখে নিন। খেয়াল রাখবেন পুরো মাখাটা যেন নরম হয়। খুব বেশি শক্ত করে মাখবেন না। এর মধ্যে পনির, ডিম, ব্রেডক্রাম, ধনেপাতা দিয়ে মেখে নিয়ে ছোট ছোট করে বল তৈরি করে নিন। বলের ভিতর একটু করে চিজ দিয়ে টিকিয়া আকারে গড়ে নিন। প্যানে তেল গরম হলে শ্যালো ফ্রাই করে দিন বা ডিপ ফ্রাইও করতে পারেন। এবার সার্ভিং প্লেটে স্টিকে গাঁথা কাবাব রেখে দিন। চিজ ও সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন চিজ় সয়া কাবাব।

জ্যাগারি অ্যান্ড সয়া গ্রিলড ফিশ

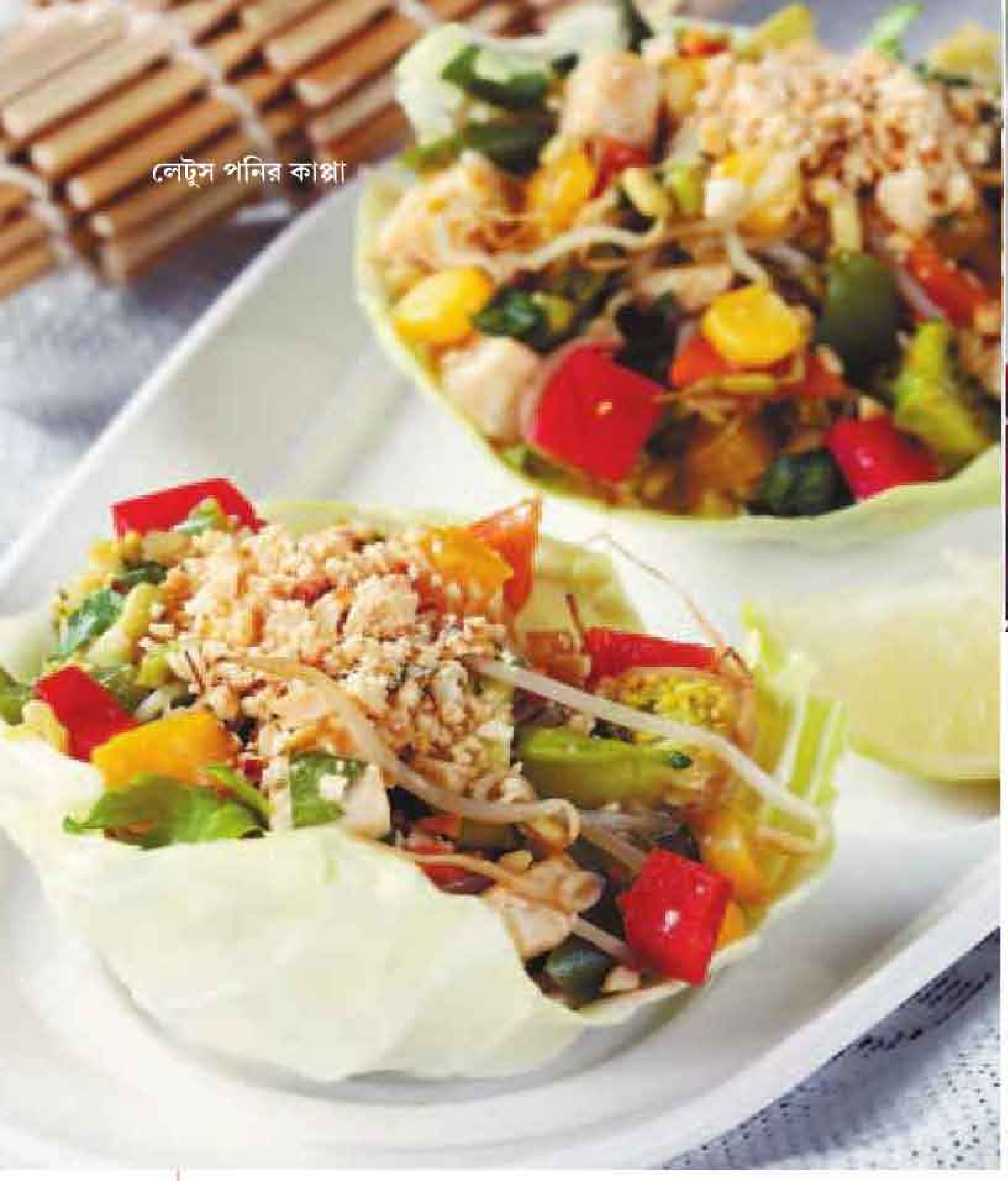
উপকরণ: লিকুইড জ্যাগারি বা গুড় ২ চামচ, সয়া সস ২ চামচ, অরেঞ্জ জুস ২ চামচ, অরেঞ্জ জেস্ট ১৫ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, গোলমরিচ ১/২ চামচ, ভেটকি ফিলে ৬টা, তেল ২ চামচ, ডিমের সাদা অংশ ২-৩ চামচ।

প্রণালী: প্রথমে লিক্যুইড জ্যাগারি, সয়া সস, অরেঞ্জ জুস, অরেঞ্জ জেস্ট, নুন, গোলমরিচ, ডিমের সাদা অংশ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে ভেটকি ফিলে মাখিয়ে ৫ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন। এবারে প্যানে তেল দিন। তেল গরম হলে ফিলেগুলো দিয়ে আঁচ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে ঢাকা দিন। সিদ্ধ হলে সবজি বা সস-এর সঙ্গে গরম গরম সার্ভ করুন।

লেটুস পনির কাপ্পা

উপকরণ: আইসবার্গ লেটুসপাতা ৫০ গ্রাম, অলিভ অয়েল ২ চামচ, মাখন ১ চামচ, সুইট কর্ন ২০ গ্রাম, সিদ্ধ ব্রকলি ১ কাপ, গাজরকুচি ১ ১/২ কাপ, সেলারিকুচি ২ কাপ, বিন স্প্রাউটস ২০


জ্যাগারি অ্যান্ড সয়া গ্রিলড ফিশ



লেটুস পনির কাপ্পা



জ্যাগারি ব্লুবেরি ব্লাশ

গ্রাম, গুড় ২ চামচ, নুন ১/২ চামচ, হোয়াইট পেপার ১/২ চামচ, সয়া সস ১/২ চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ চামচ, চিলি সস ১ চামচ, পিনাট ২ চামচ, লাল-হলুদ-সবুজ ক্যাপসিকাম ৩ চামচ (কুচানো), পনির ৮০ গ্রাম (ছোট করে কাটা)।

প্রণালী: পনির হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। প্যানে তেল দিন। তেল গরম হলে সমস্ত সবজি ও মাখন দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিন। কয়েক মিনিট পর গুড়, নুন, হোয়াইট পেপার ও সয়া সস দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে নিন। সবজি নরম ও সিদ্ধ হয়ে এলে ভাজা পনির দিয়ে নেড়ে নিন। তারপর জলে গোলা কর্নফ্লাওয়ার ও চিলি সস মিশিয়ে দিন। এরপর নামিয়ে লেটুসপাতার ভিতরে এই মিশ্রণ সার্ভ করে তার উপরে পিনাট ও ক্যাপসিকামকুচি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাগারি সিসমি পমফ্রেট

উপকরণ: পমফ্রেট ৪টে, লিকুইড জ্যাগারি ১ চামচ, কামরাঙা ১টা, তিলবাটা ১ চামচ, নুন স্বাদমতো, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চামচ, কাঁচালঙ্কা চেরা ৪-৫টা, হলুদ ১ চামচ, তেল ৪-৫ চামচ, টোম্যাটো সস ১ চামচ, রসুনবাটা ১/২ চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ চামচ, আদাবাটা ১/২ চামচ, রোস্টেড তিল ১চা-চামচ।

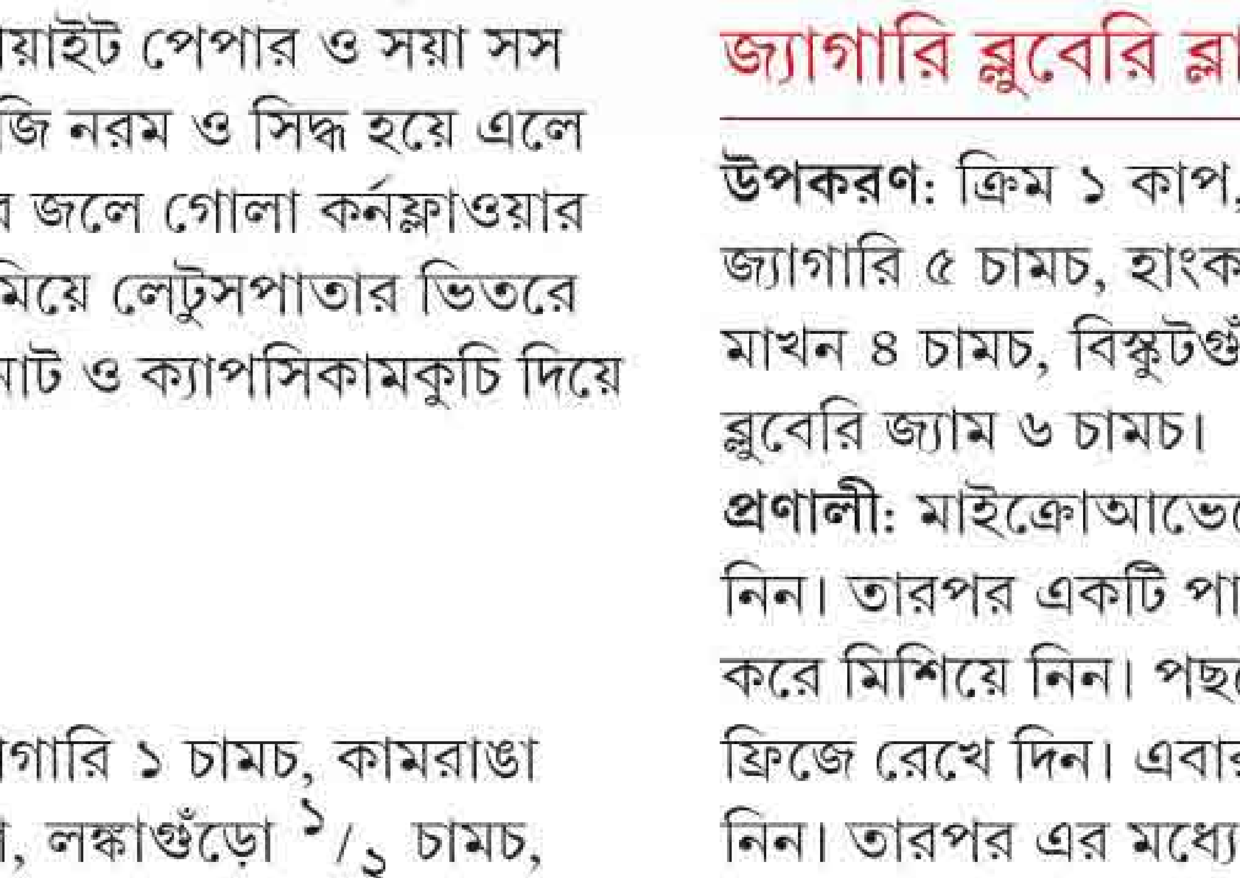
প্রণালী: পমফ্রেট মাছে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। প্যানে তেল গরম হলে নুন, হলুদ মাখা মাছ একটু হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এবার প্যানে তেল গরম হলে পেঁয়াজবাটা দিয়ে নেড়ে নিন। পেঁয়াজের কাঁচাভাব চলে গেলে আদা-লঙ্কা, লঙ্কাগুঁড়ো, নুন, হলুদ দিয়ে কষে নিন। তেল বেরতে শুরু করলে টোম্যাটো সস, কামরাঙা, কাঁচালঙ্কা, তিলবাটা ও গুড় দিয়ে নেড়ে নিন। এর মধ্যে অল্প জল দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। ৭-৮ মিনিট পর মাছ সিদ্ধ হয়ে এলে উপরে রোস্টেড তিল ছড়িয়ে দিতে হবে। তিলের চাটনির সঙ্গে গরম গরম সার্ভ করুন।

জ্যাগারি ব্লুবেরি ব্লাশ

উপকরণ: ক্রিম ১ কাপ, চিনির পাউডার ৫ চামচ, লিকুইড জ্যাগারি ৫ চামচ, হাংকার্ড ৩০০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চামচ, মাখন ৪ চামচ, বিস্কুটগুঁড়ো ১ কাপ, জিলেটিন পাউডার ২ চামচ, ব্লুবেরি জ্যাম ৬ চামচ।

প্রণালী: মাইক্রোআভেনে বা গ্যাসে একটি পাত্রে মাখন গলিয়ে নিন। তারপর একটি পাত্রে বিস্কুটগুঁড়ো ও গলানো মাখন ভাল করে মিশিয়ে নিন। পছন্দের মোল্ডে এই মিশ্রণ ঢেলে ১০ মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন। এবার অন্য বোলে ক্রিম ভালভাবে ফেটিয়ে নিন। তারপর এর মধ্যে লিক্যুইড গুড় ও চিনির পাউডার, ভ্যানিলা এসেন্স ও হাংকার্ড দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। জিলেটিন গরম জল গুলে ক্রিমের সঙ্গে মেশান। বিস্কুটের উপর ক্রিম দিয়ে আবার ফ্রিজে ২০-২৫ মিনিট রাখুন। তারপর ফ্রিজ থেকে বের করে উপরে ব্লুবেরি জ্যাম দিয়ে ৭-৮ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করুন। গুড়ের মিশ্রণ বা ব্লুবেরি জ্যাম দিয়ে সার্ভিং প্লেটের ওপর সাজিয়ে দিতে পারেন।

☎ ৯৮৭৪১৩৮৮৯৮
ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়



জ্যাগারি সিসমি পমফ্রেট


'সানরাইজ আলুর দম মশলা
- আমার সিক্রেট'
আলু আমার ফেভারিট, তাই চান্স পেলেই আলুর দম খাই ।।
যেমন এই সানডে ব্রেকফাস্ট - লুচি দিয়ে আলুর দম মাস্ট ।।
আমার গিন্নীর রাঁধা আলুর দম !! জাস্ট গ্রেট !!!
SUNRISE PURE
ALOO DUM masala
NET 50G
SUNRISE PURE
আলুর দম ... জমে যায় একদম ।।



Creative Canvas

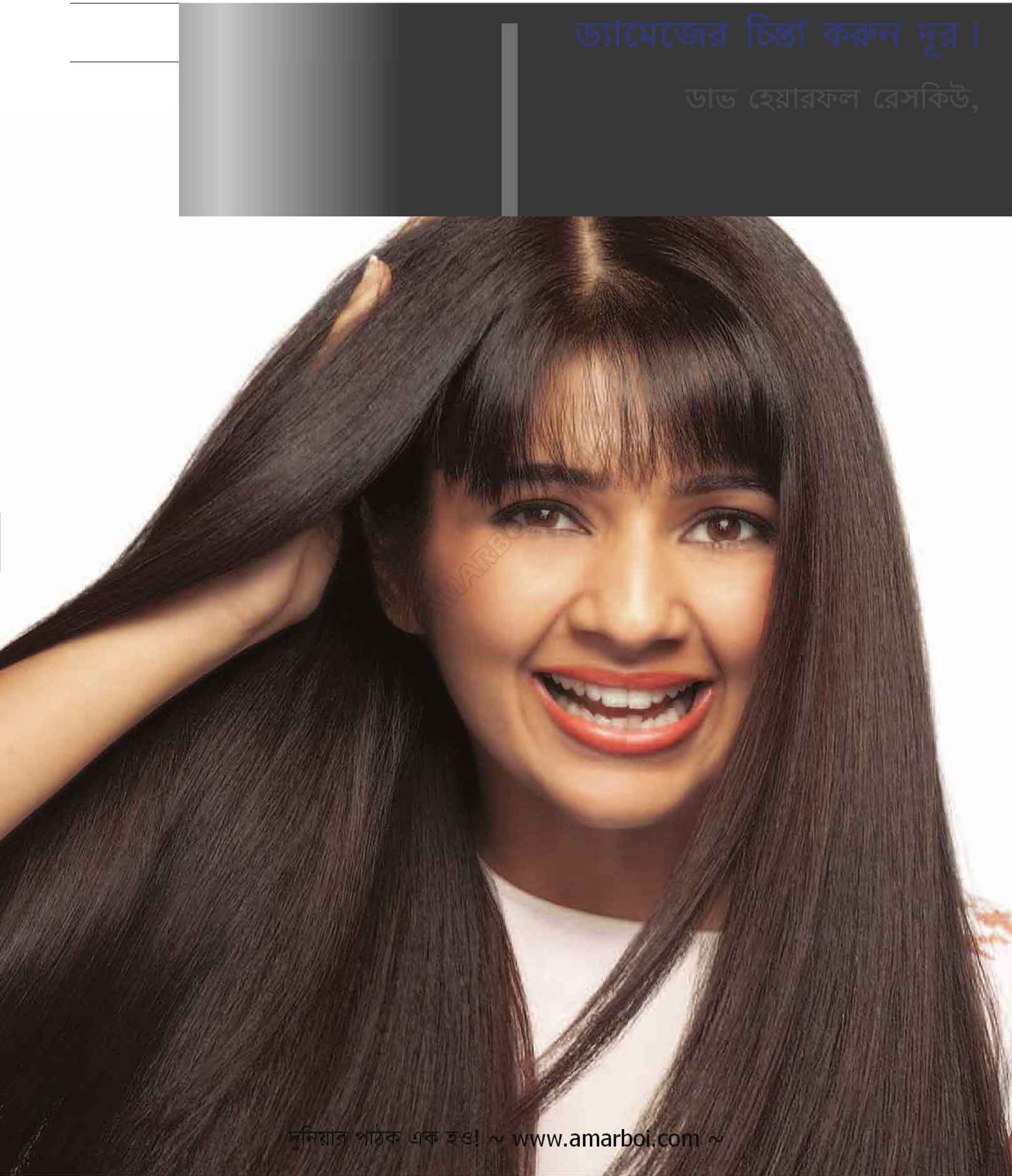
রং, রেখা, টেক্সচার আর ডিজ়াইনে ক্রিয়েটিভ প্রেজ়েন্টেশন। ডিজ়াইনার ডুয়ো শান্তনু-নিখিলের আল্ট্রা গ্ল্যামারাস ওয়েস্টার্ন ওয়্যার কালেকশন। ইনোভেটিভ, ড্রামাটিক, লার্জার দ্যান লাইফ।



ফ্লোর কিসিং গাউনে লেয়ার্ড ফ্রিলস। সঙ্গে এম্বেলিশড লং জ্যাকেট। নেটের কাফ লেংথ শিয়ার ড্রেসে ইনট্রিকেট সেল্ফ ওয়র্ক। ড্রেসেও হেভি এম্বেলিশমেন্টের একই রেফারেন্স।


ড্রেস, গাউন,
শেরওয়ানি। ওয়ান
শোল্ডার এম্বেলিশড
গাউনে রাফলস।
সাদা বন্ধগলাতেও
এম্বেলিশড ওয়ার্ক।
সঙ্গে ফিটেড চোস্ত
আর ওড়নি।




ড্যামেজের চিন্তা করুন দূর।
ডাভ হেয়ারফল রেসকিউ,

চুলের থেকে পান অনেক কিছু।

নজরকাড়া ঘন চুলের জন্য*।



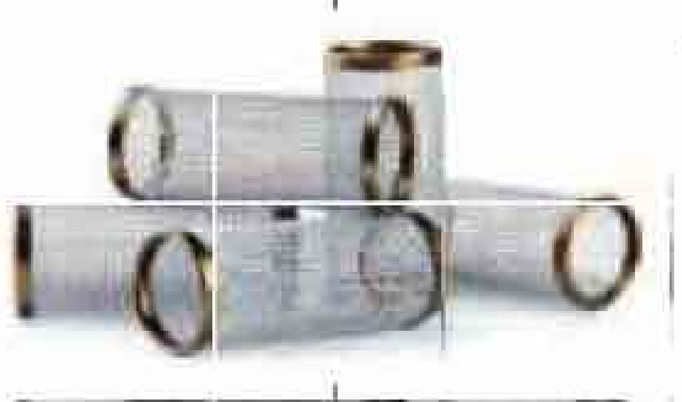
MEETI[illegible]

চুলের [illegible]
সেই সকাল [illegible]
ইচ্ছেসত্ত্বেও [illegible]
আপনার আর উপায় থাকে না। দিনের পর দিন ক্রমশ পাতলা^ হতে থাকা এই চুল নিয়ে এখন আপনি কী করবেন? উত্তরটা খুবই সোজা – ডাভ ব্যবহার করুন।

এলো ডাভ হেয়ারফল রেসকিউ, নিউট্রিলক অ্যাক্টিভস যুক্ত। এটি পুষ্টিকে ধরে রাখে, চুল মজবুত করে এবং চুলপড়ার^ থেকে সুরক্ষিত রাখে। শুধু তাই নয়, আপনিও টের পাবেন যে এত ঘন* নজরকাড়া চুলের সাহায্যে আপনার দিনগুলো কেমন পাল্টে যেতে পারে।



ঘন চুল শুধু যে আপনার সৌন্দর্য বাড়ায় তাই নয় আপনার ব্যক্তিত্বও বাড়িয়ে তোলে। জানুন ঘন চুল আপনার জন্য কী কী করে এবং আপনি তা দিয়ে কী কী করতে পারেন:



চুল খোলা রেখে উড়তে দিন:

নিজের লম্বা চুলে আঙুল চালান আর খোলা রেখে হাওয়ায় উড়তে দিন। প্রতিদিন ঘন চুল দিয়ে উপভোগ করুন নানান ছোটোখাটো আনন্দ।

নিজের চুল থেকে পান অনেক কিছু:

ক্লাসিক হেয়ারস্টাইল থেকে দারুণ কার্লস, সকালে ওঠার পরে ওলোটপালোট চুল থেকে ঢেউখেলানো চুল পর্যন্ত–নিজের ঘন চুল দিয়ে মনের সুখে যত খুশি হেয়ারস্টাইল ট্রাই করতে পারেন।





আপনার চুল আপনার পরিচয়:

আপনার চুল আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচয়। আপনি মিষ্টি দেখতে বা আত্মবিশ্বাসী, কথা বলতে ভালোবাসেন বা চুপচাপ থাকতে, যখন আপনার চুল দেখায় ঘন, তখন আপনার ব্যক্তিত্ব যেন আরও ফুটে ওঠে।



নজরকাড়া ঘন* চুলের জন্য ব্যবহার করুন ডাভ আর দেখুন আপনার জীবন কেমন আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

^চুল ভাঙার কারণে চুলপড়া *ডাভ হেয়ারফল রেসকিউ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করলে

O&M 1182 BEN



Metal *Magic*

ব্রোঞ্জ, সিলভার , গোল্ড কিংবা কপার—চোখে মেটালের ছোঁয়া। আর তাতেই আপনি পেতে পারেন অনন্য মায়াবী আবেদন।

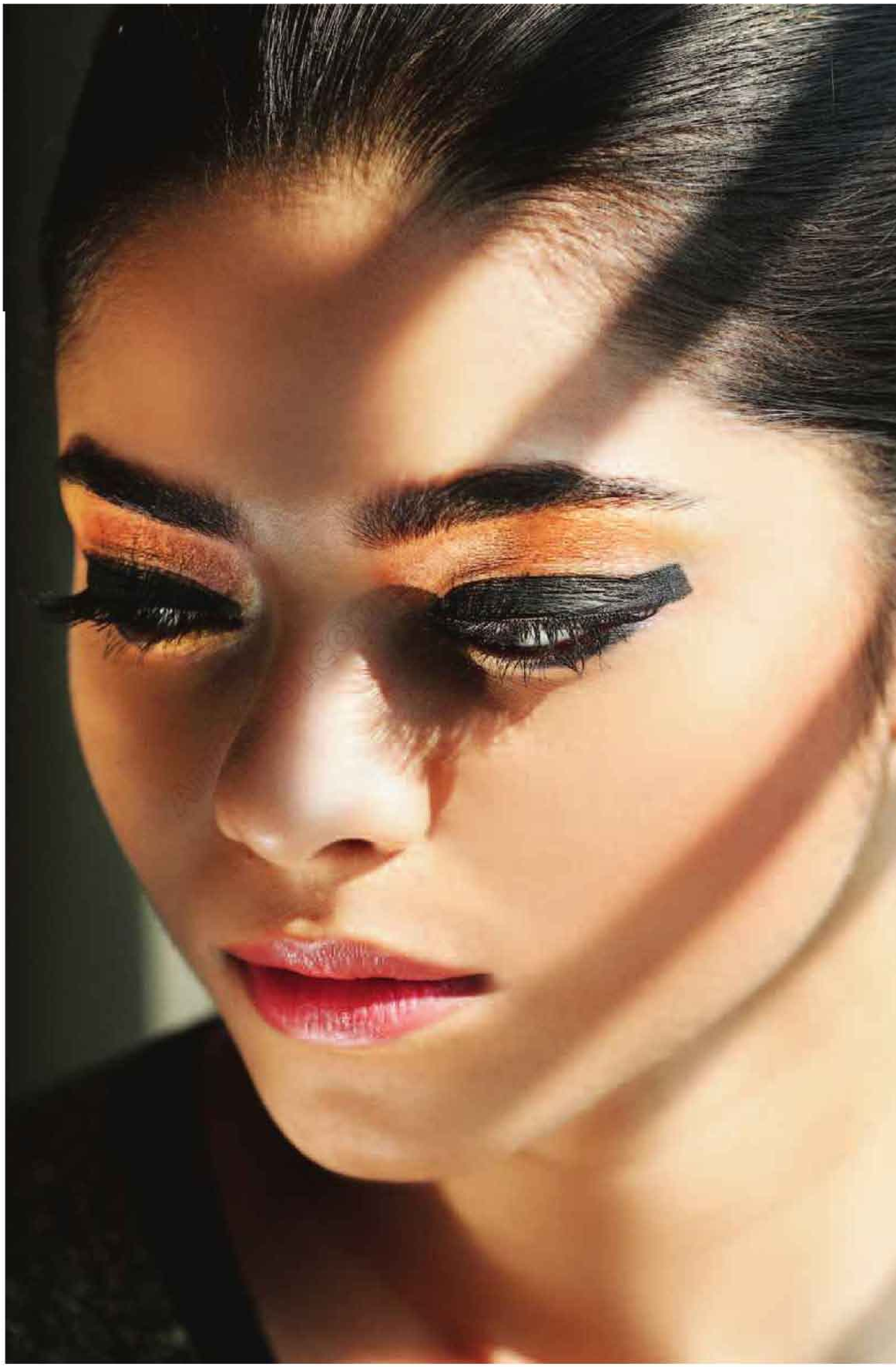
আইলিডে ব্রোঞ্জ আর ব্ল্যাকের পারফেক্ট যুগলবন্দি। আউটার কর্নারে স্মাজ়ড এক্সটেনশন। নীচে কাজলের মোটা রেখা। গর্জাস অ্যান্ড এলিগেন্ট।

পোশাক: ফ্রেঞ্চ কানেকশন ইউ কে, সাউথ সিটি মল
ফোন: ৪০৬৪৩৪৪১

◀ (বাঁদিক)

চোখের পাতায় মেটালিক গোল্ড আইশ্যাডো। আপার আইলিডে মোটা আইলাইনার। আউটার কর্নারে বক্স এক্সটেনশন। ড্রামাটিক লুক।

(ডানদিক) ▶

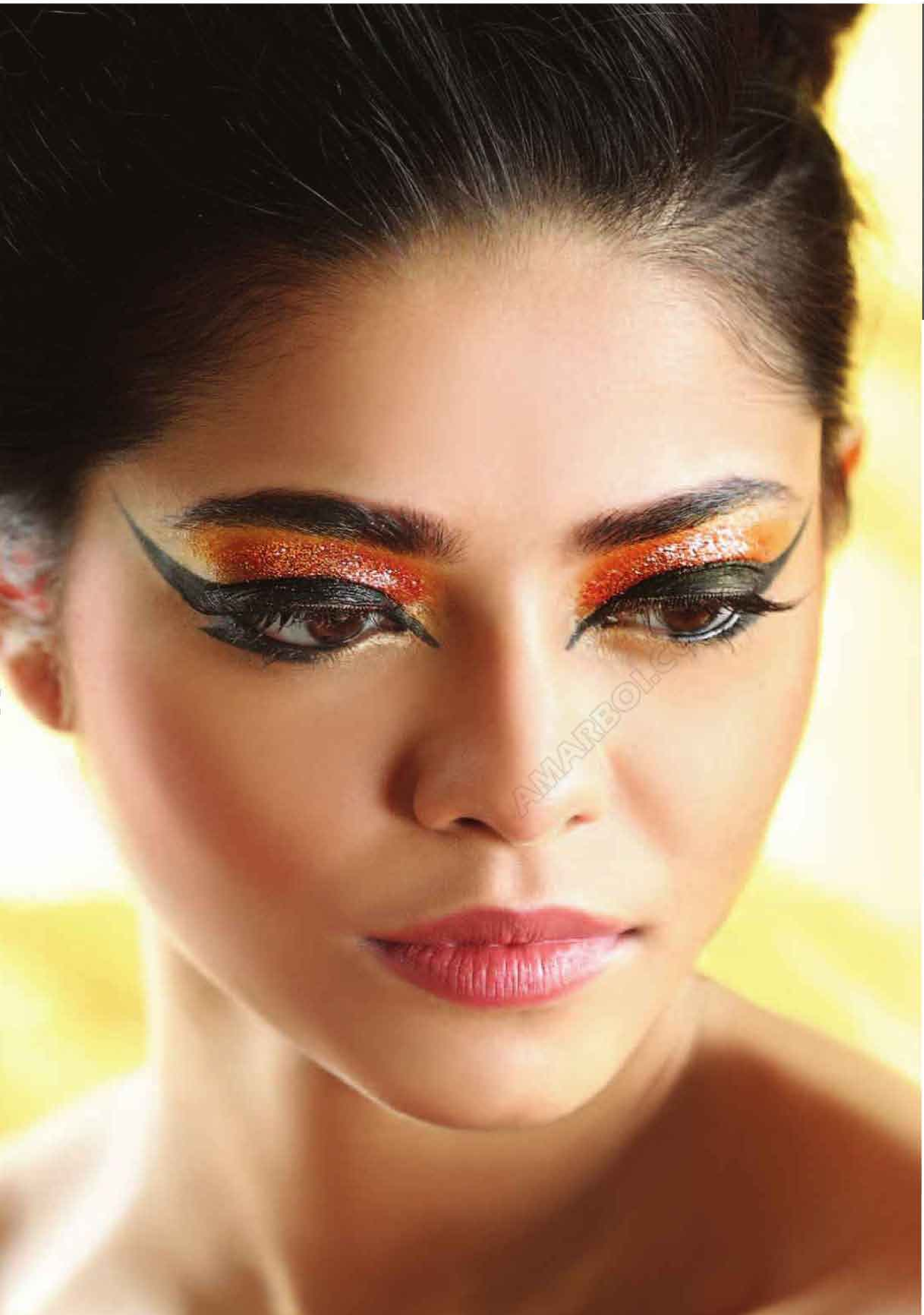




আপার আইলিডে মেটালিক সিলভার আইশ্যাডো। সঙ্গে সরু আই লাইনার ও কাজল। চোখের পাতায় ঘন মাসকারার ছোঁয়া। সফট অ্যান্ড বোল্ড।



Olay
TOTAL effects
আপনি যখন 25 হন,
আপনার মুখের ওপর ডার্ক স্পট মানে সতর্কবাণী.
আপনার মুখের ওপরে কোনও ডার্ক স্পট দেখা দিলে আপনি বোধহয় সেটাকে কোনও সাময়িক সমস্যা ভেবে নিয়ে তার কোনও চটপট সমাধান খোঁজেন. কিন্তু ডার্ক স্পট হচ্ছে আসলে স্কিন এজিংএর এক প্রাথমিক লক্ষণ. আসলে নিষ্প্রাণতা, শুকনো ত্বক, অসমান কমপ্লেকশন এ সবকিছুই ইঙ্গিত দেয় যে আপনার স্কিন আর আগের মতো নেই.
Start Young, Stay Young!
লাইন্স আর রিঙ্কল্‌সের অনেক আগে থেকেই স্কিনের এজিং শুরু হয়ে যায়.
বেশিরভাগ মেয়েরাই ভাবেন যে যখন লাইন্স আর রিঙ্কল্‌স দেখা দেয়, তখন শুরু হয় স্কিনের এজিং, আর তাই বয়েস যখন কুড়ির ঘরে থাকে, তখন তাঁরা নানান ফেয়ারনেস ক্রিম আর সাধারণ ময়শ্চারাইজার লাগান. কিন্তু ওলে 14 থেকে 30 বছর বয়েসি প্রায় 300 জন মেয়েদের ফেসিয়াল স্কিন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে, আর ফলাফলে ঠিক উল্টোটা পেয়েছে. তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই একেবারে মাঝ-কুড়িতেই স্কিন এজিংএর প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করেছিল.
ওলে টোটাল এফেক্টস দিয়ে স্কিন এজিংএর সঙ্গে লড়ুন.
আপনার স্কিন এজিংএর প্রাথমিক লক্ষণগুলো থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সাধারণ ময়শ্চারাইজার বা ফেয়ারনেস ক্রিম হয়তো যথেষ্ট নাও হতে পারে. আপনার স্কিনকে দিন সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যা, ওলে টোটাল এফেক্টস দিয়ে. এতে আছে উচ্চ মাত্রায় ভিটানিয়াসিন যা আপনাকে স্কিন এজিংএর 7টি লক্ষণের সঙ্গে বেশি তাড়াতাড়ি লড়তে সাহায্য করে, যাতে আপনার চেহারা থাকে ইয়ং.
Olay
day cream
normal
SPF 15
টোটাল এফেক্টস কেন সবচেয়ে প্রথম পছন্দ ?
VITAMIN B3
নিষ্প্রাণভাব আর ডার্ক স্পটগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে আপনার স্কিনকে এনার্জি দেয়.
VITAMIN E&C
ওপেন পোর্স খুলতে সাহায্য করতে আপনার স্কিন ময়শ্চারাইজ আর টানটান করে তোলে.
PRO VITAMIN B5
শুকনোভাব আর অসমান কমপ্লেকশনের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে ড্যুয়াল অক্সিডেন্ট-রোধক আর ময়শ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে.
Log on to www.olay.in | Join us on www.facebook.com/olayindia
SAATCHI & SAATCHI-3254/2013 M BEN



আপার আইলিডে শিমার কপার আইশ্যাডো। সঙ্গে কালো আইলাইনার। আউটার কর্নারে শার্প এক্সটেনশন। নীচে কাজলের এক্সটেনডেড স্ট্রোক। পার্টি মেক-আপের জন্য আদর্শ।

মডেল: অর্পিতা
মেক-আপ: জিতু
ফোন: ৯৭৪৮২১৩৬৮৬
ছবি: সোমনাথ রায়


head&shoulders
10x MOISTURISERS**
শীত যখন মাথার ওপরে, শুরুটা মাথা থেকেই করুন.
শীতে আপনার ত্বকের এক্সট্রা যত্ন নেওয়ার সময়ে মনে রাখবেন যে আপনার স্ক্যাল্পও এক ধরনের ত্বক. শীতকালে তা রুক্ষসুক্ষ হয়ে পড়ে আর স্বাভাবিক ত্বকের মতো স্ক্যাল্পেরও ময়শ্চারাইজারের দরকার. কারণ বেশি রুক্ষতা মানে বেশি ড্যানড্রাফ. এসেছে নতুন হেডঅ্যান্ডশোল্ডার্স. এমন একটা শ্যাম্পু যাতে আছে 10 গুণ বেশি ময়শ্চারাইজার,** যা স্ক্যাল্প থেকে ড্যানড্রাফ দূর করে আর আপনি থাকেন ড্যানড্রাফ-ফ্রী, সবসময়*.
head&shoulders
smooth & silky
head&shoulders
smooth & silky
CONDITIONER
**Moisturiser amount in head&shoulders shampoo v/s non conditioning shampoo.
*Visible flakes only with regular use.
SAATCHI & SAATCHI-3292/2013 M BEN





সুখ অসুখ

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

অনেকক্ষণ থেকে রিকিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে উশখুশ করে খানিকটা আপনমনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'রিকি কোথায় গেল?' আর আমার গলাটা ঠিক শুনে ফেলল বিনীতা আন্টি। মুখ টিপে হেসে চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই তো একদম বউকে চোখে হারাচ্ছিস। তোর বউটা কি আর ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে?" লজ্জা পেলাম। ছোট পিসির ড্রয়িং রুমটা এখন একদম জমজমাট। সোফায় একটাও বসার জায়গা খালি নেই। জেঠু থেকে ছোটকাকা, আমাদের গোটা ফ্যামিলিকেই ছোটপিসি আজ নেমন্তন্ন করেছে। উপলক্ষ্য আমি আর রিকি। আমাদের বিয়ের পর জোড়ে নেমন্তন্ন। আমাদের গোটা পরিবার ছাড়া, ছোটপিসি ওর হরিহর আত্মা বন্ধু বিনীতা আন্টিকেও ডেকেছে। আমাদের পরিবারে বড়দের সঙ্গে ছোটদের সম্পর্কটা একটু ফর্মাল গোছের। বড়রা ছোটদের পেছনে লাগে না। নতুন বউকে নিয়ে চটুল মন্তব্যের প্রশ্নই ওঠে না। তাই জেঠু কাকুরা বিনীতা আন্টির কথা না শোনার ভান করল। আমিও অস্বস্তি এড়াতে সোফা ছেড়ে উঠে গেলাম।

ছোটপিসির ফ্ল্যাটটা পেল্লায়। প্রোমোটারকে নিজের পৈতৃক জমিবাড়ি দিয়ে বিনিময়ে একরাশ টাকার সঙ্গে পাশাপাশি দুটো চোদ্দোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট জুড়ে পিসেমশাই নিজের পেল্লায় ফ্ল্যাটটি তুলেছেন। এখানে বেডরুমের সংখ্যাই ছয়। তাই রিকি কোন ঘরে আছে, ঘুরে খুঁজে বের করতে হবে। আমি আলগোছে সব বেডরুমগুলোর খোলা দরজা দিয়ে চোখ বোলাতে থাকলাম। রিকিকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

রিকি কি তাহলে বাথরুমে গেল? চোখের সামনে না থাকলেও ভিতরে ভিতরে আমি রিকির গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। আমার বিশ হাত দূরে থাকলেও আমি রিকির পারফিউম মাখানো গায়ের গন্ধ পাই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সেটাও পাচ্ছি না। আমি ছোটপিসির কিচেনে লোম। ছোটপিসির সঙ্গে কিচেনে মা, কাকিমা সবাই। ছোটপিসি কিছুটা নিজে রান্না করছে। বাকিটা বাইরে অর্ডার দিয়েছে। রান্নার ফাঁকে সবাই মিলে একটা আড্ডাও চলছে। এখন তো আড্ডার বিষয়বস্তু একটাই, আমার সদ্য হওয়া বিয়ে। আমাকে দেখতে পেয়েই মা জানতে চাইল, "ডিভিডিগুলো এনেছিস তো?" ডিভিডিগুলো আমার বিয়ের। দুটো ডিভিডি। একটা গায়ে হলু আর বিয়ের। অন্যটা বউভাতের। র-ফুটেজ। এডিটেড ভার্সনটা পেতে সময় লাগবে। কিন্তু মায়ের তর সয়নি। আমাকে দিয়ে র-ফুটেজের একটা করে কপি আনিয়ে নিয়েছে। কাল বিকেল থেকে বসে ডিভিডি দুটো এক রাউন্ড মায়ের দেখা হয়ে গেছে। আজকে আবার সবার সঙ্গে বসে দেখবে। মায়ের প্রশ্নের সুযোগ নিয়ে বললাম, "আছে তো রিকির ব্যাগে। দাঁড়াও দিচ্ছি। রিকি কোথায়?"

আমি যে আসলে রিকিকে খুঁজছি। সেটা কেউ ধরতে পারল না। ছোটপিসি বলল, "ছাড় এখন। খাওয়া দাওয়ার পর জমিয়ে বসে সবাই মিলে একসঙ্গে দেখব।"

কিচেন থেকে বেরিয়ে এলাম। আরেক দফা ফ্ল্যাটের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দেখলাম। এবার বেডরুমগুলোর মধ্যে অল্প ঢুকে ঢুকে। রিকি কোথাও নেই। গেল

কোথায়?

আজকে এবাড়িতে রিকির সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সী কেউ নেই। আমার তুতো ভাইবোনেরা কলকাতায় একজনও নেই। ফ্লোরিডা, দুবাই, দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরুতে চাকরি বা পড়াশোনার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমার বিয়েতে কেউ কেউ এসেছিল। আমার বউভাত মিটে গিয়েছে এগারো দিন হল। সবাই যে যার নিজের জায়গায় চলে গিয়েছে। তাই রিকি কারও সঙ্গে আড্ডা মারছে, সেই সম্ভাবনাও নেই। ছোটপিসির ফ্ল্যাটটা তিন তলায়। সদর দরজা একটাই। সেখান দিয়ে রিকি বাইরে বেরলে আমার চোখে পড়তই। তাছাড়া, রিকি আমাকে ছাড়া বাইরে যাবেটাই বা কোথায়?

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলাম। স্ক্রিনের ওয়ালপেপারে ভেসে উঠল রিকির মুখ। এই ছবিটা ফুলসজ্জার রাত্রে আমার নতুন ডিএসএলআর ক্যামেরাটায় সফ্‌ট ফোকাসে তুলেছি। রিকির সিঁথির সিঁদুরটা অল্প ধেবড়ে আছে। আমার ফোনে এর চেয়ে ভাল পার্সোনাল ছবি আর হয় না। ফেসবুকে স্টেটাস আপডেট করার সময় ওয়ালেও এই ছবিটা দিয়েছি। ছবিটা দেখলে রিকি অল্প লজ্জা পায়, অন্য ছবি রাখতে বলে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রিকির আপত্তি শুনিনি। স্ক্রিনের ছবি থেকে রিকির টানা টানা বড় বড় চোখদুটো আমার দিকে চেয়ে আছে। রিকিকে ফোন করলাম। ফোনটা বাজতে থাকল। রিকি ধরল না। এবার আমার সত্যিই দুশ্চিন্তা হল। আমাদের বিয়েটা সম্বন্ধ করে। বিয়ের আগে তিনমাস কোর্টশিপের মেলামেশা আর তারপরে এই দু'সপ্তাহের দাম্পত্য। রিকিকে বুঝেছি মিশুকে স্বভাবের। ওর ভান্ডারে গল্পের স্টকও অফুরান। রিকির সবার সঙ্গে কিচেন বা ড্রয়িংরুমে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। ফোনটা রিং হয়ে হয়ে থেমে গেল। আমি আবার কল করলাম। এবার ফোনটা কানে নিয়ে ছোটপিসির একেকটা বেডরুমে আরও ভিতরে ঢুকতে থাকলাম।

একটা ঘরে ঢুকে রিকির মোবাইলের চাপা রিংটোন শুনতে পেলাম। বেডরুমের কোণায় একটা টেবিলের ওপর রিকির হ্যান্ডব্যাগটা আছে। তার মধ্যে মোবাইলটা বাজছে। ঘরে ঢোকার দরজাটা ছাড়া ঘরে আরও দুটো বন্ধ দরজা। একটা অ্যাটাচ্‌ড টয়লেটের, অন্যটা একটা ছোট বারান্দার। টয়লেটের দরজাটা ল্যাচ ঘুরিয়ে অল্প ঠেলতেই খুলে গেল। রিকি নেই। এরপর বারান্দার দরজাটা খুলতেই, উফ! একরাশ শান্তি পেলাম। টানা লম্বা বারান্দাটার রেলিংয়ে দু'কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে রিকি। ওর গোটা পিঠে ছড়িয়ে আছে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের মসৃণ সিল্কের মতো কালো কুচকুচে চুলগুলো।

আমি চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে রিকির পিঠে হাত রাখলাম। ফুলসজ্জার এগারো দিন পরেও রিকির খোলা পিঠে হাত রাখলে একটা তাৎক্ষণিক গা শিরশিরানি অনুভূতি হয়। রিকি অবশ্য চমকে উঠল না। আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমাকে দেখে আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কী করছ?"

রিকি আমাকে ঠিক সামনের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কারা থাকে জানো?"

পিসেমশাইয়ের পৈতৃক জমির উপর প্রোমোটার দুটো চারতলা বিল্ডিং তুলেছে। সামনে অন্য বিল্ডিংটা। ছোটপিসেমশাইয়ের এই হাউজিং হয়ে যাওয়া বাড়িতে আমি প্রথম দিন থেকে আসছি। বিনীতা আন্টির মতো ছোটপিসির বন্ধুবান্ধবদের চিনি। এখানকার হাউজিংয়ের পুজোটুজোতেও বেশ কয়েকবার এসেছি। অনেকের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে। কিন্তু এক বিনীতা আন্টি ছাড়া, কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে জানি না। রিকির শরীরের সঙ্গে আরেকটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন বলো তো?"

রিকি চাপা গলায় বলল, "সামথিং ইজ় হ্যাপেনিং ওভার দেয়ার!"

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, "মানে?"

"একটা লোক একটা মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টর্চার করছে।"

রিকিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না। পেছনে বিনীতা আন্টির মোটা গলা পেলাম, "এই তো রিকি এখানে! কপোত কপোতীর এখানে প্রেম করা হচ্ছে! আমি কখন থেকে ক্লাচারটা দেব বলে তোকে সারা বাড়ি খুঁজছি। বিয়ে যেন তোরাই প্রথম করেছিস। এত প্রেম থাকবে তো? নে, ধর।"

২

আমার নিজের বেডরুমটা হঠাৎ করে আমূল পাল্টে গেছে। বিয়ের একমাস আগে যখন রং হয়েছিল, তখন ঘরের

রংটা পাল্টে নিয়েছিলাম। চিরকাল আমার ঘরটার হলুদ রং ছিল। এখন হালকা ল্যাভেন্ডার গোছোর একটা রং। ঘরের পুরনো আসবাবগুলো সব বিদায় নিয়েছে। বিয়ের পাকা কথা হওয়ার সময় বাবার মাধ্যমে ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, কোনও ফার্নিচার যেন ওঁরা না দিয়ে বসেন। আমার ঘরটা ঠিক কেমনভাবে সাজানো হবে, সেটা ঠিক করার জন্য একজন ইন্টিরিয়র ডেকরেটরকে ঠিক করেছিলাম। এটা আমার বহুদিনের শখ ছিল। মডিউলার ফার্নিচার দিয়ে ঘরটাকে একদম ঝকঝকে সাজিয়ে দিয়েছে ইন্টিরিয়র ডেকরেটর। অন্দরসজ্জায় রেখেছে একটা বড় আপলাইটার স্ট্যান্ড। ঘরের সব আলো নিভিয়ে ওটা জ্বালালে অদ্ভুত মোহময় হয়ে ওঠে ঘরটা। একেবারে নতুন আইডেন্টিটি। ওই আলোটা জ্বালিয়ে আমি রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তুলতুলে নতুন গদিতে আধশোওয়া হয়ে অধীর আগ্রহে রিকির জন্য অপেক্ষা করি। আমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে হলেও রিকি মায়ের সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। টুকটাক সাহায্য করে মাকে। তবে এইসময় বাবা একবার আমার ঘরে আসে।

আসলে বাবারও আমার নতুন সাজানো ঘরটা আপলাইটারের আলোয় খুব পছন্দ। আমার ঘরের একদিকের ডিজাইনার ওয়ালে একটা বিয়াল্লিশ ইঞ্চির এলসিডি টিভি বসিয়েছি। বাবা খাওয়ার পর রিকি ঘরে না আসা পযর্ন্ত সময়টা আমার ঘরে কাটিয়ে যায়। টিভিতে ওই সময় সপ্তাহের তিনদিন দাদাগিরি থাকে। টিভিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্যাপ্টেনসি দেখা একটা সময়ে বাবার যেমন ফেভারিট ছিল, এখন কুইজ় দেখাটা সেরকম ফেভারিট। যেদিন কুইজ় থাকে না, খবরের চ্যানেল দেখে। রিকি ঘরে আসার আগে মা তাগাদা দিয়ে বাবাকে বের করে নিয়ে যায়।

এই তেরো দিনে আমার জীবনটা অনেক পাল্টে গিয়েছে। চারদিকে যেন খুশি আর সুখের বন্যা। বিয়ের পরে হানিমুনে যাওয়ার জন্য টানা ছুটি পাইনি আমি। অফিসে দুটো ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট আছে। সপ্তাহ তিনেক পরে আবার এক সপ্তাহের ছুটি পাব। সেই ছুটিতে হানিমুনে যাব ম্যাকাওতে। নতুন ডিএসএলআর ক্যামেরাটায় প্রাণভরে রিকির ছবি তুলব। জীবনে সুখের আরেকটা এপিসোড অপেক্ষা করে আছে। এখন রিকির সঙ্গে সারারাত আদর আর গল্পগুজবে কাটে। আজকে রাত্রে আদরের ফাঁকে ফাঁকে হানিমুনে যাওয়ার শপিং লিস্টটা ফাইনাল করতে হবে। আমার মনের মতো কয়েকটা পোশাক আমি রিকিকে কিনে দিতে চাই। সেসব পোশাকে রিকির দুর্ধর্ষ সব ছবি তুলতে চাই। বেডসাইড টেবিল থেকে ল্যাপটপটা বের করে শপিং লিস্টের এক্সেল ফাইলটা খুললাম।

"ওফ! অসাধারণ প্রশ্ন! পারবি বলতে?" বাবা বলে উঠল।

আমি মন দিয়ে শুনিনি। এবার স্ক্রিনের দিকে তাকালাম। প্রশ্নটা স্ক্রিনে ফুটে রয়েছে। বাবা উশখুশ করছে। বাবার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, উত্তরটা বাবার জানা। এখন আমার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করে দেখছে। আমি উত্তরটা মন দিয়ে ভাবলাম না। আমার মন পড়ে রয়েছে রিকি কখন ঘরে আসবে।

এমন সময়ে দরজার বাইরে মায়ের গলা পেলাম, বাবাকে ডাকছে, "এদিকে শোনো তো একবার।"

মায়ের এই ডাকটাতে সবচেয়ে লজ্জা পায় রিকি। রিকির মুখে শুনেছি, মা নাকি চাপা গলায় বাবাকে ধমকায়, "বাড়িতে কি ওই একটাই টিভি নাকি? তোমার কি হুঁশ হবে না..." ইত্যাদি। রিকি বাবকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেতে দেয় না। বলে, "বসো না বাবি। অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যাক।" বাবাও জানে রিকি এই প্রোগ্রামগুলো দেখতে খুব ভালবাসে। সেদিন কথায় কথায় রিকি বলেছিল, "জানো, আমরাও বাড়িতে সব ক্যুইজ় প্রোগ্রাম দেখি। আমার বাবা একবার ক্রোড়পতিতে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি!" আমি আর বাবা লাফিয়ে উঠেছিলাম।

"কিন্তু গেলে কী হবে, হট সিট অবধি পর্যন্ত আর পৌঁছতেই পারেনি। ফাস্টেস্ট ফিঙ্গার ফার্স্টে লাস্ট হয়েছিল।" আমি হেসে উঠলেও বাবা নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

"সত্যি বলছি, একেবারে লাস্ট। তবে তুমি একবার কুইজ় প্রোগ্রামে চেষ্টা করে দেখো বাবি। তুমি গেলে ফার্স্ট হবেই।" রিকি বাবাকে বাবি বলে। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই বাবার সঙ্গে রিকির এই সহজ বাবা-মেয়ের মতো সম্পর্কটা দেখতে আমার খুব ভাল লেগেছে। বাবাও রিকির সঙ্গে দাদাগিরিটা দেখতে খুব উপভোগ করে। আমার বিয়ের পর

থেকে মাত্র কয়েকটা এপিসোড হয়েছে। কিন্তু তাতেই খেয়াল করে দেখেছি, মাঝেমাঝে খুব সহজ উত্তর রিকি বাবাকে আগে বলার সুযোগ করে দেয়।
রিকি যখন ঘরে ঢুকল তখনও খালি পেটে রসগোল্লা খাওয়ার প্রশ্নটা স্ক্রিনে ঝুলে আছে। প্রতিযোগী তখনও উত্তর দিতে পারেনি। বাবা চকচকে চোখে রিকিকে জিজ্ঞেস করল, “পারবে?”
রিকি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, “না”। তারপর নতুন ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা খুলে খুব বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, “ধ্যুত!”
রিকির শরীরের অনেকটা ওয়ার্ডরোবের পাল্লায় ঢেকে আছে। বিরক্তির কারণটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাবা একটু যেন হকচকিয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। সৌরভ ততক্ষণে উত্তরটা বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছে। উত্তরটা হল একটা রসগোল্লা। কারণ একটা রসগোল্লা খেয়ে ফেললেই পেটটা আর খালি থাকবে না। জানা উত্তর হলে বাবা কোনওদিন সৌরভকে উত্তরটা দেওয়ার সুযোগ দিত না। টিভির ভলিউমের ওপর গলা চড়িয়ে নিজেই উত্তরটা দিত। রিকি এমনিতে খুব মার্জিত স্বরে কথা বলে। তাই ওই ‘ধ্যুত’ শব্দটাই আমার কানে বেশ রূঢ় লাগল। নিশচয়ই বাবার আরও খারাপ লেগেছে। নাহলে এরকম চুপচাপ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত না। আমার মন অবশ্য রিকির পক্ষ নিল। একটা মেয়ে শান্ত বলে কি সবসময় সবার সব আবদার ভাল লাগতে পারে! একটা মেয়ের নিজের বেডরুমেও কোনও প্রাইভেসি থাকবে না! তাছাড়া, আজ সারাদিন ছোটপিসির বাড়িতে একটা ধকল গেছে। একপাল প্রায় অপরিচিত সদ্য আত্মীয়ের সঙ্গে সারাদিন কাটানোটা যে কী ধকলের সেটা আমি অষ্টমঙ্গলায় গিয়ে টের পেয়েছিলাম।
রিকি দেখলাম আজকে আরেকটা জড়তা কাটিয়ে উঠল। বাবা মায়ের শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আগে কখনও আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে না। আজ দরজা বন্ধ করে খাটে উঠে এল।



তেরো দিনে আমার জীবনটা পাল্টে গিয়েছে। বিয়ের পরে হানিমুনে যাওয়ার জন্য টানা ছুটি পাইনি আমি।

আমি রিকির হাতটা ধরে একটু কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে বললাম, “খুব টায়ার্ড?”
রিকি কোনও উত্তর দিল না। টিভির রিমোটটা নিয়ে বলল, “চ্যানেলটা চেঞ্জ করব?”
“করো। আমি দাদাগিরি দেখছি না।”
খেয়াল করলাম, রিকির কোনও নির্দিষ্ট চ্যানেল দেখার নেই। অসহিষ্ণু হয়ে ক্ষণে ক্ষণে রিমোটের বোতাম টিপে টিপে চ্যানেল পাল্টাচ্ছে। খবর থেকে সিনেমা, সিনেমা থেকে সিরিয়াল, সিরিয়াল থেকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কোথাও থিতু হচ্ছে না। রিকির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে জানতে চাইলাম, “শরীর খারাপ নাকি তোমার?”
“না!” রিকি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।
“তাহলে? মুড অফ? কেউ কিছু বলেছে নাকি ছোটপিসির বাড়িতে?”
রিকি কোনও উত্তর না দিয়ে আবার মাথা নাড়ল। আমি রিকির হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, “এসো, তোমার সব মুড অফ ঠিক করে দিচ্ছি।”
দু’হাত দিয়ে রিকির মুখটা ধরে আমার মুখের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই রিকি আমার হাত দুটো ছাড়িয়ে অস্ফুট গলায় বলল, “তোমাদের বাড়িতে কিছু একটা আছে...”
“কী আছে আদার দ্যান টন্‌স অ্যান্ড টন্‌স অফ লাভ ফর ইউ?” এক গাল হেসে চোখ টিপে বললাম।
রিকি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ফিল করোনি কোনদিন...অশরীরী কিছু...সামথিং ইজ় রং ইন দিস হাউজ়।”

৩

দু’সপ্তাহ পরে আজ বেশ সকালে উঠলাম। আসলে এই দু’সপ্তাহ ধরে সারারাত ধরে একটা নেশার ঘোরে রিকির সঙ্গে কেটেছে। রিকি এত সুন্দর সব গল্প বলতে পারে। ওর জীবনে কত রকম যে অভিজ্ঞতা। গল্প বলার ব্যাপারে রিকির কোনও জড়তা নেই। নির্দ্বিধায় বলতে পারে ক্লাস সেভেনে সরস্বতী পুজোর দিন কোন ছেলে ওকে চুমু খেয়েছিল, ফার্স্ট ইয়ারে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখার সময় কোন ছেলে ওর হাত চেপে ধরেছিল, ক্লাস টেনের পরীক্ষায় কীভাবে টুকলি করেছিল...অনেক অনেক গল্প। আমার জীবনটা, বড় হয়ে ওঠাটা রিকির তুলনায় নেহাতই ম্যাড়ম্যাড়ে, ঘটনাবিহীন। আমি তাই শুনি। আরব্য রজনীর মতো সারারাত রিকি গল্প শুনিয়ে যায়। ঘুমোতে যাই আকাশ ফিকে হয়ে ওঠার পর। স্বভাবতই ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। অফিসে পৌঁছতে রোজই দেরি হয়ে যাচ্ছে। সবে বিয়েটা হয়েছে বলে এই দেরিটা অফিসে আপাতত সবাই মাফ করে দিচ্ছে। অফিসেও লাঞ্চের পর একটা ঢুলুনি আসে। রিকি অবশ্য মা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে। এত কম ঘুমিয়েও এত ফ্রেশ থাকে কী করে জানি না।
কাল রাত্রে অবশ্য রিকি আমার কোনও ডাকেই সাড়া দেয়নি। ঘুমোতে চেয়েছিল। আমি আর জোর করিনি। অশরীরী ব্যাপারটা পাত্তা দিইনি। এসব কম ঘুমনোর সাইড এফেক্ট। একটা মেয়ে কি দিনের পর দিন মাত্র দু’তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকতে পারে! নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরে যখন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল, দেখলাম রিকি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। জানলা দিয়ে বাইরের নরম আকাশটা দেখে, ইচ্ছে করল জগিং করতে যেতে। বিয়ের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে থেকে জগিং করাটা আর হয়ে উঠছিল না।
আমি জগিং করি পার্কে। আমাদের হাউজ়িং থেকে একটু দূরে। আমি যে সময়টা জগিং করি, তখন বিভিন্ন বয়সের যাঁরা জগিং করেন তাঁদের মধ্যে আমাদের একটা গ্রুপ হয়ে গেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই মিহিরদা হই হই করে উঠলেন, “ওয়েলকাম ব্যাক!”
“ভাবিনি তুই এত তাড়াতাড়ি বউয়ের আঁচলটা ছেড়ে চলে আসবি।” রিপনদা ফুট কাটল।
“কেন ওর পেছনে লাগছ? চলো, শুরু করো।” অশোকদা বলল।
রিপনদা আমার পেটে দুটো টোকা মেরে বলল, “একি রে! মেয়েদের তো শুনেছি বিয়ের জল পড়লে গতরে বাড়ে। তোর দু’দিনে এ কী করে হল...”
রিপনদা আরও কিছু যৌনগন্ধি মন্তব্য করতে যাচ্ছিল। অশোকদা ধমকে থামিয়ে দিল, “আঃ! রিপন! আমাদের চেয়ে অনেক ছোট!”
আমরা জগিং শুরু করলাম। মিহিরদা


Happy New Year
mine
diamonds unlimited
A STUNNING
PARTY COLLECTION
FOR
A GORGEOUS YOU.

বলতে আরম্ভ করলেন, “তোমার বউভাতে কিন্তু দারুণ খেয়েছি। চয়েস অফ মেনুটা অপূর্ব ছিল। ক্যাটারার খুব যত্ন করে খাইয়েছে।”
রিপনদা বলল, “কি রে বললি না তো, আমাদের গিফ্‌টটা তোদের পছন্দ হয়েছে কিনা?”
সত্যি কথা বলতে, কে কী গিফ্‌ট দিয়েছে আমি খুব আলগোছে দেখেছি। তবে একটা ব্যাপার ঘটেছিল, সেটা আমি রিকির মুখে শুনেছি। গিফ্‌টগুলো খোলা হয়েছিল বৌভাতের দু’দিন পর। সেদিন আমি ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে ভিসার ব্যাপারে গিয়েছিলাম। আমাদের ঘরে এক কোনায় থরে থরে রাখা ছিল গিফ্‌টগুলো। মা রিকিকে সঙ্গে নিয়ে খাটের ওপর গিফ্‌ট র‍্যাপারগুলো একটা একটা করে খুলছিল। আজকাল অনেকেই গিফ্‌ট ট্যাগ লাগায় না। সেরকমই একটা গিফ্‌ট খুলে বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছে দু’জনে। খুব সুন্দর কাটগ্লাসের ফুলদানি কেউ একটা দিয়েছিল। তবে ফুলদানির মধ্যে দিয়েছিল একটা কন্ডোমের প্যাকেট। রিকি বলেছিল এত অপ্রস্তুত ও জীবনে হয়নি। মা যেন সেটা দেখেও দেখেনি। আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে রান্না চাপানো আছের



ভোরে যখন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল, দেখলাম রিকি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে করল জগিং করতে যেতে।

অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি রিকিকে বলেছিলাম, “কোথায় সেই কন্ডোমের প্যাকেট? সব গিফ্‌টকে প্রপারলি ইউটিলাইজ় করে, যে দিয়েছে তাকে রেসপেক্ট দেখাতে হয়।” রিকির গালদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম এ নির্ঘাত আমার বন্ধু অর্জুনের কাজ। তবে অর্জুনকে ফোন করে চেপে ধরায় ও স্বীকার করেনি। এখন রিপনদার মুখে হাসিটা দেখে বুঝতে পারছি, ওটা রিপনদারই কাজ ছিল। গিফ্‌ট মর্নিং ওয়াকার গোষ্ঠী একসঙ্গে দিলেও শেষ মুহূর্তে চুপচাপ রিপনদার এই কীর্তিটা অবশ্যই অশোকদা, মিহিরদার অজানা।
আমি ঠোঁট চেপে বললাম, “কী বলি বলো তো!”
”কাজে লেগেছে তোদের?”
আমি জানি রিপনদা কী উত্তর আশা করছে। তবে রিপনদাকে হতাশ করে বললাম, “এখনও লাগেনি।”
“লাগলে তবেই জিনিসটা দেওয়া সার্থক।” অশোকদা তাড়া দিলেন, “চল, শুরু করি। রোদ চড়ছে আর তোরও তো অফিস আছে!”
আমরা একসঙ্গে জগিং শুরু করলাম। জগিং করতে করতে আমাদের আড্ডা হয়। হঠাৎ করে অশোকদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “তোদের বাড়িতে সবাই ঠিকঠাক...মানে, ভাল আছেন তো?”
বললাম, “কেন বলুন তো?”
“না, কাল দুপুরে ওয়ান্ডার্স মেডিক্যালে সুগারের ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম। মনে হল তোর বউকে দেখলাম। খুব তাড়াহুড়ো করছিল একটা ওষুধ কেনার জন্য। দোকানের ছেলেটার সঙ্গে তাই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটিও হচ্ছিল। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ছেলেটা ওষুধ দিতে চাইছিল না।”
“রিকি?” আমি হেসে বললাম, “না না, আপনি কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন। বাড়িতে কারো শরীর খারাপ হয়নি।”
ব্যাপারটাকে আমি গুরুত্ব দিলাম না। প্রথমত,বাবা মায়ের নিয়মিত যা ওষুধপত্র লাগে, সেসব আমি মাসের প্রথমেই গোটা মাসের স্টক এনে দিই। দ্বিতীয়ত, হঠাৎ করে যদি কোনও জরুরি ওষুধের দরকার পড়ে, বাবা দোকান থেকে নিজে কিনে নিয়ে আসবে। নতুন বউকে কখনই পাঠাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, ডেরফাইলিনের মতো জীবনদায়ী ওষুধ বাড়িতে এমন কারো দরকার হল যে রিকিকে গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধটা কিনে আনতে হল, সেটা আমি জানব না!
রিপনদা এবার আমাকে ছেড়ে অশোকদার পেছনে লাগতে শুরু করে দিল, “তোর টুসটুসে সুন্দরী বউটাকে দেখার পর থেকে অশোকদা সব মেয়ের মধ্যেই তোর বউকে দেখছে।”
অশোকদা লজ্জা পেয়ে বলে উঠলেন, “আঃ! রিপন! ও আমাদের চেয়ে অনেক ছোট!”
আমি অশোকদাকে রক্ষা করতে বললাম, “ছাড়ুন না রিপনদার কথা! আপনি তো রিকিকে বিয়ের কনের সাজে দেখেছেন। বিয়ের কনেদের সব একরকম দেখতে লাগে। আপনি অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। শনিবার বিকেলে রিকির হাতের চা খেতে আসুন, ভাল করে চিনে নেবেন।”
বাড়ি ফিরে সে অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হলাম। এই ক’দিনে আমি একটা নতুন অভ্যাস তৈরি করেছি। অফিস যাওয়ার আগে রিকিকে খুব চটকে আদর করে দিয়ে যাই। আজ আদর করার সময় রিকির কানের কাছে গুনগুন করে উঠলাম, “ও চাঁদ, সামলে রেখো জ্যোৎস্নাকে। কারো নজর পড়লে পরে...” রিকি আমার আদর পছন্দ করে। মুখে কপট রাগ দেখালেও বুঝতে পারি কোথাও একটা তৃপ্ত হয়। তবে আজ দেখলাম মুখটা আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে গেল। রিকির কানটা আলতে করে কামড়ে দিয়ে বললাম, “ কী জ্যোৎস্না ছড়িয়েছ হানি! লোকে এখন সবার মধ্যে তোমাকে দেখছে।”
রিকি হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে? এনিথিং রং?”
রিকি ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটু দম নিয়ে বলল, “মান্না দে’র শেষ জীবনটা কি দুঃখের ছিল, তাই না?”

৪

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমাদের সংসারে তিনজন মাত্র প্রাণী দেখেছি। বাবা, মা আর আমি। মায়ের আমাদের ভরা সংসার নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। রিকি এই সংসারে চতুর্থজন। কিন্তু রিকি রাত্রে বাড়িতে না থাকলে বাড়িটা যে এত ফাঁকা লাগবে, বুঝতে পারিনি।
আমাদের বিয়ে নিয়ে আমার শ্বশুরমশাইয়ের যথেষ্ট পরিশ্রম গিয়েছে। মেয়ের বিয়ে বলে খানিকটা মানসিক উদ্বেগও। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিয়েছেন একটা হেল্‌থ চেক আপ করে নেওয়ার। কালকে সেসব টেস্ট হবে। রিকি কাল বাবার সঙ্গে যাবে বলে আজ বাপেরবাড়িতে গিয়েছে। আমার রিকিকে কাছছাড়া করার একটুও ইচ্ছে ছিল না, হয়তো রিকির সঙ্গে আজকে রাত্রিটা ওদের বাড়িতে থেকেও যেতে পারতাম, কিন্তু কাল সকালে আমাকে অফিসে যেতেই হবে। রিকির সঙ্গে রাত কাটিয়ে ওর বাবার সঙ্গে সকালে হসপিটাল না গিয়ে অফিস

চলে যাওয়াটা খুব দৃষ্টিকটু। তাই একটা শূন্য মন নিয়ে রাত্রে বাড়িতেই আছি। রাত্রে খাওয়ার পর ঘরে এলাম। আপলাইটারটা জ্বালালাম, টিভিটা চালালাম। এলোমেলো করে খানিকক্ষণ চ্যানেল ঘোরালাম। একটু পরে বাবা এল। বাবাকে রিমোটটা দিলাম। আর একটু পরে মা এল। খাটের একদিকে বসল। খাটে বসা তো দূরে থাক, রিকি থাকলে মা পারতপক্ষে এই ঘরেই আসে না। আমার বেডসাইড টেবিল থেকে মা ফোটো ফ্রেমটা তুলে নিল। ফ্রেমের মধ্যে রিকির একটা কিশোরীবেলার ছবি। মা মুখের কাছে এনে খুব মন দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। মা যত ছবিটা দেখছে, আমার তত অস্বস্তি হচ্ছে। এই ফোটো ফ্রেমটা বিয়েতে উপহারে পাওয়া। রিকির মুখে শুনেছি গিফ্‌ট খোলার সময়ই মায়ের এটা খুব পছন্দ হয়েছিল। মা আমাদের চারজনের একটা গ্রুপ ফোটো রাখতে চেয়েছিল। সেদিন রিকি যখন ওর বাড়ি থেকে আনা জিনিসপত্রগুলো ওয়ার্ডরোবে গুছিয়ে তুলছিল, হঠাৎ করে একটা অ্যালবাম দেখেছিলাম। রিকির নানা বয়সের ছবি। তারমধ্যে এই ছবিটা দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রিকির কোনও আপত্তি শুনিনি। অ্যালবাম থেকে খুলে ছবিটা ফ্রেমবন্দি করে বেডসাইড টিবিলে রেখেছিলাম।

মা ছবিটা টেবলে রেখে অস্বস্তি নিয়ে বলল, "তোর রিকির সবকিছু ঠিকঠাক মনে হয়?"

প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। বাবা টিভির থেকে মায়ের দিকে মুখটা ঘোরালো। অবাক হয়ে বললান, "কেন?" মা খাটের মধ্যে আরেকটু গুছিয়ে বসে বলল, "রিকির সব খোঁজ রাখিস তুই? কী করে, কোথায় যায়?"

আমি আরও অবাক হলাম, " মানে? আমি অফিসে বেরিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে তো বাড়িতেই থাকে! রিকি একদিনই দুপুরে বেরিয়েছিল। সে তো আমিই যেতে বলেছিলাম। ম্যাকাও যাওয়ার আগে বেশ কিছু কেনাকাটা বাকি আছে। আমার অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে শপিং মলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তাই রিকিকে বলে রেখেছিলাম টুকটাক কেনাকাটা শুরু করে ফেলতে। পরশুই শুধু বেরিয়েছিল।" মাকে যেটা বললাম না, তা হল ওর বন্ধু শর্মিলা ছিল ওর সঙ্গে। লাঞ্চ করেছিল দু'জনে। যতবারই আমাদের কথা হয়েছে, শর্মিলা উঁচু গলায় ওর পেছনে লাগছিল। রিকি বলছিল, "শুনতে পাচ্ছ কীরকম পেছনে লাগছে আমার?"

মা একট চুপ করে থেকে বলল, "কী কেনাকাটা করেছে দেখিয়েছে তোকে?"

আমি খুব অবাক হলাম। রিকির যে আমাদের বাড়িতে হাঁফ ধরেছে, সেটা হতেই পারে। মায়ের রান্না, আমাদের বাড়ির খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস ওরকম দু'দিনে রপ্ত হয়ে যায় নাকি! একদিন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা, খাওয়াদাওয়ার ইচ্ছে হতেই পারে। আমার অবাক হওয়ার কারণ, মা কখনও আমাকে এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেনি। শাশুড়ি হয়ে মাত্র দু'সপ্তাহেই মা এরকম বদলে গেল? শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করলাম, "ও শপিং মলে গিয়েছিল।"

মা আমার মুখের দিকে সরাসরি একটু চেয়ে থেকে বাবার ওপর রেগে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, "টিভিটা বন্ধ করো তো!" বাবা টিভিটা বন্ধ করল না। মিউট করল। বোবা হয়ে চলতে থাকল টিভিটা। মা আর ওদিকে তাকালো না। থমথমে মুখে বলল, "শ্যামলীর ওখানে গিয়েছিল ও।"

শ্যামলী মানে আমার ছোটপিসি। আমার শুনে অবিশ্বাস্য লাগল। রিকি ছোটপিসির



বাড়ি গিয়েছিল আর আমি কিছু জানি না! আমাকে একবারও বলল না! মায়ের নিশ্চয়ই কিছু একটা ভুল হচ্ছে। আড়চোখে বাবার দিকে তাকালাম। বাবা একমনে টিভি দেখছে। তবে মনে হল আমাদের সব কথাই শুনছে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে আরেকটু জোর দিয়ে বললাম, "রিকি শপিং মলে গিয়েছিল। ফোনে কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে।"
মা গম্ভীর মুখে বলল, "তুই তো মাঝে মাঝে তোর অফিসের বসকে বলিস, এই তো জ্যামে আটকে আছি। পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি। এই ঘর থেকে মোবাইলে কথাগুলো বলিস, তখন কি তুই সত্যিই রাস্তায় থাকিস?"
আমি এবার বলতে বাধ্য হলাম, "কেন ওকে সন্দেহ করছ মা? ওর সঙ্গে ওর বন্ধু শর্মিলা ছিল।"
"কী করে জানলি?"
"রিকি বলেছে। আর আমি নিজে ফোনে ওর গলা শুনেছি।"
"তুই কার গলা শুনেছিস জানি না। তবে শুনে রাখ, রিকি তোর বাবর আর আমার মাথাটা একদম হেঁট করে দিয়েছে। ও আমাকে না জানিয়ে শ্যামলীর বাড়িতে গেলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু ও গিয়েছিল বিনীতার বাড়ি। কী লজ্জা বলতো! শ্যামলী বারান্দা থেকে ওকে দেখেছে। শ্যামলীদের ওখানে গেল, কিন্তু ওর বাড়ি না গিয়ে গেল বিনীতাদের বাড়িতে। বিনীতাকে ক'দিন চেনে ও? বিনীতার সঙ্গে ওর কিসের অত ভাব?"
বাবা, মা আর আমি। আমাদের তিনজনের এতদিনের একটা অটুট সংসার। আজ মনে হল একটা মেরুকরণ হয়ে গিয়েছে। একটা মেরুতে আমি। একটা মেরুতে বাবা আর মা। মা আমার কাছে একটা জবাবদিহি চাইছে। যে মাকে আমি কোনদিন কোনও ব্যাপারে সন্দেহ করিনি, আজ সেই মায়ের মুখটা দেখেই কেমন যেন মনে হতে থাকল, মা কি সত্যি কথা বলছে?
মা বাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কি গো, তুমি কিছু বলো!"
বাবা ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের একটা উত্তর দিল, "কোনও সমস্যা থাকলে ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা দরকার।"
যেন বারুদে স্ফুলিঙ্গ পড়ল। মা একদম ফেটে পড়ল, "কে কথা বলবে, তুমি? তোমার মুরোদ তো জানা আছে। বারবার করে বলেছিলাম অরুণবাবু যখন ওদের চেনেন, মেয়েটা সম্পর্কে, ফ্যামিলিটার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর নাও। তখন তো তোমার ভদ্রতায় বাধো বাধো ঠেকল। এবার এই উড়নচণ্ডী মেয়েটার জন্য সারাজীবন ভুগতে হবে কাকে? আমার ছেলেটাকে..."
আমি মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। এই মা যেন অনেক দূরের গ্রহের বাসিন্দা। মা কার সম্পর্কে এসব বলছে? রিকির সম্পর্কে? যে রিকি আমার জীবন ভরিয়ে দিয়েছে যে রিকির শরীরের ওম আমার সারা শরীরে জড়িয়ে আছে? একটা লম্বা শ্বাস নিলে যে রিকির গায়ের গন্ধ পাই আমি, সেই রিকিকে কী মা হিংসে করছে? ভাবছে আমি আর মায়ের ছেলে নই, আমার সমস্তটা রিকির হয়ে গিয়েছে!
হঠাৎ করে যেন পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা সংবাদের চ্যানেলে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি টিভিটা মিউট করা আছে। সুন্দরী সংবাদ পাঠিকার চোখ দুটো আমার দিকে আর ঠোঁট দুটো সমানে নড়ে যাচ্ছে। যেন বলছে, "তোমার মায়ের একটা কথাও তুমি বিশ্বাস কোরো না! শাশুড়ি তো! ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে দেখে মিথ্যে


HERO CYCLES
Play it your way.
Hero sprint
High-performance premium bicycles
Aerodynamic design
Super shock absorbers
World class shimano gears
Dramatized stunts performed by experts/professionals. Please do not imitate these stunts or actions.

বলছেন উনি!"
স্থবির পৃথিবীটা সচল করে উঠে দাঁড়াল মা। বেশ ভারাক্রান্ত গলায় বাবাকে বলল, "চলো, শুতে যাবে চলো।"
ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মা বলে গেল, "বিদেশ বিভুঁইয়ে বউকে নিয়ে যাওয়ার আগে সব দিক ভাল করে জেনে বুঝে নিস।"
বাবা মা বেরিয়ে যেতেই টিভির ভলিউমটা বাড়ালাম আমি। এখন শব্দ দরকার। অনেক শব্দ। এত শব্দ যে, আমি ফোনে রিকির সঙ্গে যা কথা বলব তার একটা শব্দও যেন পাশের ঘর থেকে মা শুনতে না পায়। টিভিতে সুন্দরী সংবাদ পাঠিকা, ওডাফা, মোহনবাগান ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু বলে যাচ্ছে। আমি মোবাইল ফোনটা নিয়ে রিকিকে একটা টেক্সট করলাম, "স্কাইপে আসবে?"
আমার স্মার্ট ফোনটা হাতে নিয়ে বসে আছি। ওয়ালপেপারে রিকির মুখ। সেই ফুলসজ্জার রাতের ছবিটা। স্কাইপে একটু পরেই কলটা এল। ফোনের বোতামে আঙুল ঠেকালাম আমি। স্ক্রিনে ফুটে উঠল রিকির ছবি। শুরু করলাম, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"
"না, ঘুম আসছে না।"
স্ক্রিনের ওপর আমি খুঁটিয়ে রিকিকে দেখলাম। রিকির ঠোঁটদুটো আমাকে চুম্বকের মতো টানছে। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে রিকিকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। মনে হচ্ছে মা যা বলে গেল সব মিথ্যে। মা আসলে আর মা নেই, একজন শাশুড়ি হয়ে গিয়েছে। স্ক্রিনের দিকে একটা চুমু ছুঁড়ে বললাম, "কেন? ঘুম আসছে না কেন? অভ্যেস খারাপ করে দিয়েছি বুঝি?"
রিকির মুখের আঁকিবুকিগুলো পাল্টে গেল। ঝরঝর করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে আমি বললাম, "অ্যাই রিকি কী হয়েছে?"
বেশ খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে উঠে রিকি কোনরকমে বলল, "দুপুরে ভীষণ খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি।"
"কী স্বপ্ন?"
রিকি মাথা ঝাঁকালো, "বলতে পারব না আমি। খুব খারাপ স্বপ্ন।"
আমি রিকিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম, "দুপুরের স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। আর খারাপ স্বপ্ন বলে দিলে সেটাও আর কখনও সত্যি হয় না। কী খারাপ স্বপ্ন বলো। বললে হালকা লাগবে তোমার।"
একটু চুপ করে থেকে রিকি বলল, "স্বপ্নে দেখেছি, বাবা মারা গিয়েছে..."

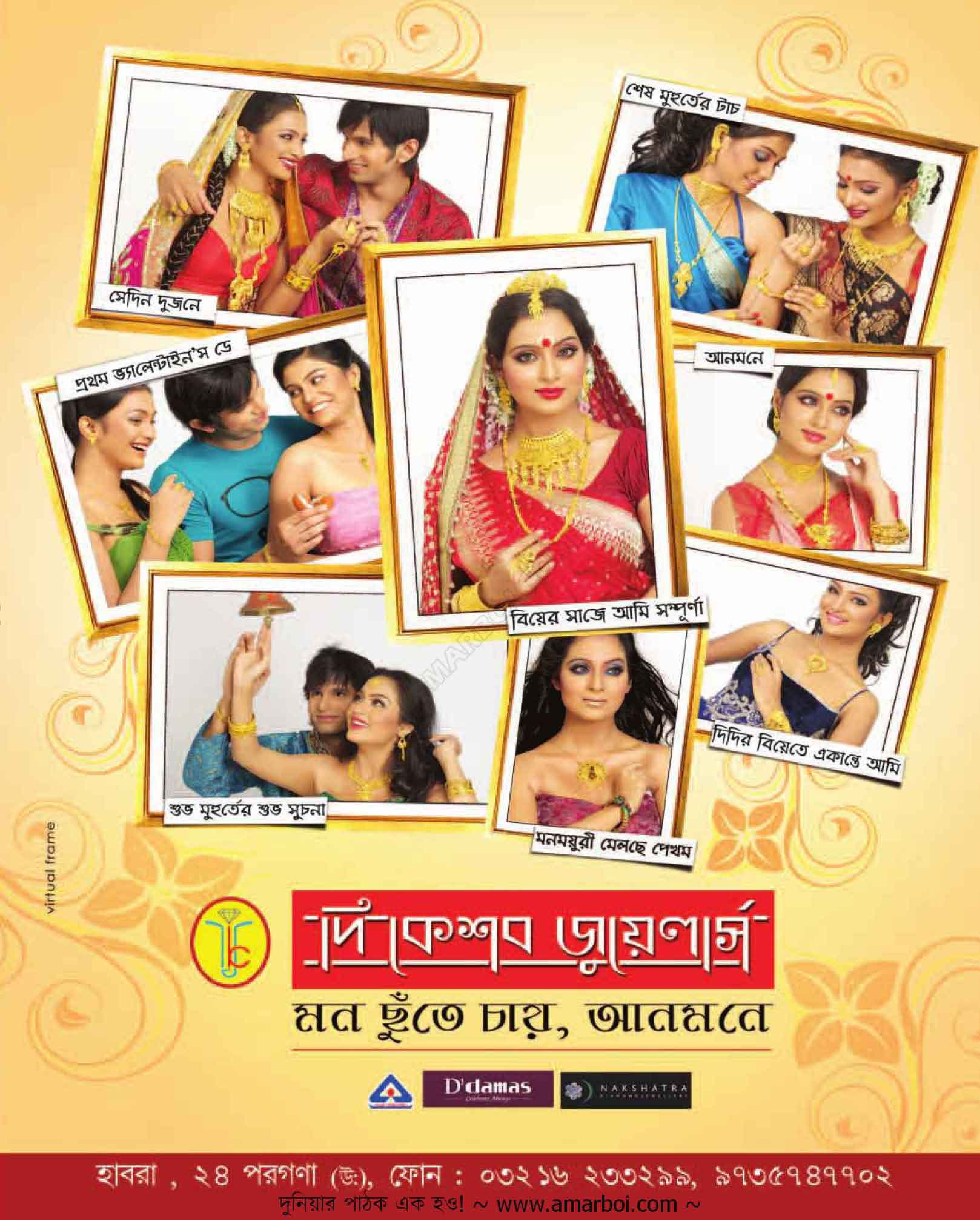
৫

আজ সকালে শ্বশুরমশাইয়ের চেক-আপ ছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে রিকি এত টেনশনে ছিল, আমার উচিত ছিল রিকির সঙ্গে থাকা। কিন্তু অফিসে আমি কিছুতেই এটা বলে ছুটি নিতে পারিনি। এমনিতেই দু'সপ্তাহ ধরে অফিসে লেট করে এসেছি, তারপর কিছুদিন পরেই ম্যাকাও যাওয়ার জন্য আবার এক সপ্তাহ ছুটি নেব। সশরীরে রিকির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলেও একটু আগে রিকিকে ফোন করে জেনেছি শ্বশুরমশাইয়ের চেক-আপে দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। রিকিকে ফোনে বলছিলাম আজ রাত্রে অফিস থেকে ফেরার পথে ওকে নিয়ে আসব। রিকি একটু ইতস্তত করে আমাকে আজকে যেতে বারণ করল। আমি বললাম, "প্লিজ় আজকে চলে এসো। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।" রিকি চাপা গলায় বলল, "না গো! আজকে যেতে পারব না। বাবার ভীষণ ধকল গিয়েছে। মুখে কিছু না বললেও আমাকে একদম কাছছাড়া করতে চাইছে না।" এতটুকু বলে রিকি হঠাৎ চুপ করে গেল। আমি বললাম, "কী হল হানি?" ফোনের মধ্যেই যেন রিকির একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম। অল্প অভিমানী গলায় বলল, "তুমি না হয় অফিসের কাজের চাপে আসতে পারলে না। আমি কিন্তু খুব এক্সপেক্ট করেছিলাম বাবি-মা কেউ একজন হসপিটালে আসবে। ঈশ্বর না করুন, ব্যাপারটা যদি উল্টো হত, আমার বাবা-মা কিন্তু ঠিক যেত।"



আমি মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। এই মা যেন অনেক দূরের গ্রহের বাসিন্দা।

এরপর আমার চুপ করে থাকার পালা। সত্যিই তো, বাবা সবে বছর খানেক হল রিটায়ার করেছে। বাবার শরীর স্বাস্থ্য যথেষ্ট শক্ত সমর্থ। বাবা ইচ্ছে করলেই সকালে যেতে পারত। বাবার আর কী কাজ আছে সারাদিন!
আমার গোটা পরিবারের তরফে আমি ক্ষমা চাইলাম রিকির কাছে, "আমি সত্যি সরি। বাবা মায়ের কথা বাদ দাও, অফিস কামাই করেও আমার যাওয়া উচিত ছিল। আসলে আমি ভেবেছিলাম কয়েকটা রুটিন চেক-আপ। রিয়েলি আই অ্যাম সরি। আমি কথা বলব ওনার সঙ্গে। ফোনটা একবার দাও।"
"বাবা এখন ঘুমচ্ছে।"
"তাহলে বাড়ি যাওয়ার সময় তোমাদের বাড়ি ঘুরে যাব।"
"প্লিজ় না। বাবা তাহলে ভাববে তুমি আমাকে নিতেই এসেছ। জোর করে আমাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে।"
অফিসে রিকির সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা গেল না। এমনিতে কাজের চাপ আছে। তাছাড়া ফোনে চাপা গলাতে বেশিক্ষণ কথা বললেও আশেপাশে সবাই ধরে ফেলে। আজকে যেমন রিকির ফোনটা ছেড়ে চুপ করে আনমনা হয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। পাশের টেবিল থেকে তুহিনদার কথায় চটকটা ভাঙল, "বিরহ বেশিদিন থাকবে না ভাই।"
তুহিনদার কথার পিঠে আমি মন্তব্য করতে ভীষণ ভয় পাই। যেকোনও কথা খপ করে তুহিনদা ধরে নিয়ে একথা ওকথার অলিগলি দিয়ে ঠিক একটা অপ্রস্তুতে ফেলার মতো কথা বলে। সবচেয়ে ভাল উপায় হল তুহিনদার মন্তব্যে নিরুত্তর থাকা। সুজিতদা অবশ্য তুহিনদাকে উসকে দিল, "যা বলেছিস তুহিন। ক'দিন যাক। তখন আমাদের লাইনে চলে আসবে। বউ তখন ফোনটা ছাড়লে কান জুড়োবে।"
"সেই প্রবাদপ্রতিম জোকটা জানিস তো? বিয়ের প্রথম কটা মাস শ্রীমান শ্রীমতী একে অন্যের কানে মধু ঢালে। কয়েক মাস পর থেকে বর বলে, বউ শোনে। বছর ঘুরলেই বউ খই ফোটাতে শুরু করে, বর শোনে। তার পরের বছর থেকে বর-বউ দুজনই গলা ফাটায়, পাড়া পড়শি শোনে...হা হা হা..."
আমার এসব শুনতে ভাল লাগছিল না। আমার কয়েকদিন আগের রাত্রের কথা মনে পড়তে লাগল। আমি আর রিকি ঠিক করেছি আমরা এই পৃথিবীতে একদম অনন্য দম্পতি হয়ে থাকব। ঝগড়া, কথা বন্ধ এসব আমরা কখনোও করব না। সব সমস্যা, ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য


শেষ মুহূর্তের টাচ
সেদিন দুজনে
প্রথম ভ্যালেন্টাইন'স ডে
আনমনে
বিয়ের সাজে আমি সম্পূর্ণা
দিদির বিয়েতে একান্তে আমি
শুভ মুহূর্তের শুভ সুচনা
মনময়ূরী মেলছে পেখম
virtual frame
দি কেশব জুয়েলার্স
মন ছুঁতে চায়, আনমনে
D'damas
NAKSHATRA
হাবরা , ২৪ পরগণা (উ:), ফোন : ০৩২১৬ ২৩৩২৯৯, ৯৭৩৫৭৪৭৭০২

আমরা নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে নেব। এই যেমন এক্ষুনি নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা আমরা নিজেরা মিটিয়ে নিলাম। আমার মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয় তৃতীয় কারও কারণে। যেমন এই তুহিনদা, সুজিতদা, রিপনদা, বাবা, মা...
আজকে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছি যে আমি আর বাবা-মা সত্যিই দুটো আলাদা গ্রহের বাসিন্দা। সরাসরি না হলেও ঠারেঠোরে বাবাকে বলেছিলাম শ্বশুরমশাইয়ের চেক-আপ নিয়ে রিকি ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে। যে গ্রহের বাসিন্দা বাবাকে আমি আঠাশ বছর চিনতাম, সেই বাবা বেছে বেছে আজ আমার শ্বশুরমশাইয়ের ওই চেক-আপের সময়টায় পোস্ট অফিসে গিয়েছিল এম.আই.এসের মাসিক কিস্তিটা তুলতে। মা কাল রাত্রে বলছিল রিকির জন্য মায়ের মাথাটা ছোটপিসির সামনে কতটা হেঁট হয়েছে। আমি ভাবলাম বাবার জন্য রিকির সামনে আমার মাথাটা কতখানি হেঁট হল।



আমার হাতের গ্রাসটা থেমে গিয়েছিল। মায়ের হাতের সুস্বাদু রান্নাগুলো তখন বিস্বাদ লাগছিল।

কালকের মধ্যে বড় দুটো রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। অন্য সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে লাঞ্চের পর রিপোর্টগুলো নিয়ে বসলাম। রিকিকে কাল অফিস থেকে ফেরার পথে বাড়ি নিয়ে আসব। আজ তাই খাঁ খাঁ বাড়িতে ফেরার কোনও তাড়া নেই। অফিসে ছুটি হওয়ার সময় একে একে অনেকেই বেরিয়ে গেল। অফিসটা ফাঁকা হয়ে যেতে আমার সুবিধাই হল। এবার একটু প্রাণ খুলে রিকির সঙ্গে কথা বলা যাবে। কিন্তু রিকিকে ফোন করতে গিয়ে নিজেরই বাধো বাধো লাগল। আজকের দিনটা ও ওর বাবার সঙ্গে কাটাতে চায়। সেখানে কি ফোন করে ডিসটার্ব করা উচিত!
আনমনে ফোনের এসএমএস'গুলো দেখছিলাম। বিয়ের দিন অনেক মেসেজ পেয়েছি। হঠাৎ বিনীতা আন্টির একটা 'শুভকামনা' মেসেজ চোখে পড়ল। ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা দানা বেঁধে উঠল। ছোটপিসির বাড়ির বারান্দায় রিকি সামনের একটা ফ্ল্যাট দেখিয়ে কী যেন বলতে চেয়েছিল। "একটা লোক একটা মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টর্চার করছে..." রিকির ব্যবহারে সেদিন থেকেই একটা পরিবর্তন দেখেছিলাম। রিকি কি সেই ব্যাপারেই কিছু জানতে বিনীতা আন্টির কাছে গিয়েছিল? অনেক ভেবে বিনীতা আন্টিকে ফোনটা করেই ফেললাম।
"বাবা! কী ব্যাপার! ভর সন্ধেতে আমাকে মনে পড়ল!"
"ভাল আছ আন্টি?"
"খুব ভাল আছি। তোরা কেমন আছিস? রিকি সেদিন বলছিল, তোদের কারখানায় নাকি লক আউট নিয়ে একটা খুব ঝামেলা চলছে, মিটেছে?"
কারখানায় লক আউট! ঝামেলা! আমি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসল প্রসঙ্গে এলাম, "তোমার কাছে তো পরশু না তার আগের দিন রিকি গেছিল।"
"হ্যাঁ, এত ভাল লেগেছে আমার! কী যে মিষ্টি বউ পেয়েছিস..."
ইতস্তত করে বললাম, "দ্যাখো তো ওর কী বুদ্ধি! তোমার ওখানে গেল কিন্তু ছোটপিসির ওখানে গেল না।"
"আমিও বলেছিলাম, শ্যামলীর কাছে একটু ঘুরে আয়। কিন্তু ও বলল ওর খুব তাড়া আছে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। কোনও মানে হয় বল, একটা সামান্য ব্যাপারে এভাবে আসার!"
এবার আর সরাসরি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, " কী বাপার বলো তো? আমাকে তো কিছুই বলল না!"
"আরে সেদিন তোর ছোটপিসির বাড়িতে ওকে একটা ক্লাচার দিয়েছিলাম, সেটা ফেরত দিতে এসেছিল।"
"ক্লাচার মানে?"
"আরে চুল বাঁধার বড় ক্লিপ। সেদিন চুল বাঁধার কিছু পাচ্ছিল না। আমার ব্যাগে ছিল, দিয়েছিলাম। ওটা ফেরত দিতে আসার কোনও মানে হয় বল? কিন্তু সো সুইট অফ হার..."
বিনীতা আন্টিকে শেষ করতে না দিয়ে বললাম, "বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা আন্টি, একটা কথা বলবে? সেদিন ছোটপিসির বারান্দায় সেই যে আমি আর রিকি দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি এসে রিকিকে ক্লাচারটা দিলে...ওই বারান্দার ঠিক উল্টোদিকের যে ফ্ল্যাটটা...সেখানে কারা থাকেন?"
বিনীতা আন্টি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মিত্র থাকতেন। বুড়োবুড়ি এখন লন্ডনে আছে, মেয়ের কাছে।"
"বাড়িতে এখন কেউ থাকে না?"
"কে আবার থাকবে? তালা বন্ধ। কেন বল তো?"
"না, এমনি! সেদিন আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাটটা দেখছিলাম। মনে হল, ওখানে কে থাকে। যাক গে! কবে আমাদের বাড়ি আসবে বলো!" আমি কথা ঘুরিয়ে নিলাম। অল্পক্ষণ একথা ওকথা বলার পর ফোনটা ছেড়ে দিলাম। তবে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার মনের মধ্যে অন্য কিছু দানা বাঁধছে।

৬

সকালে জগিং করতে করতে রিপনদা বলল, " কি রে! এরকম চুপ মেরে গিয়েছিস কেন? হানিমুনে যাওয়ার ছুটি পাচ্ছিস না বুঝি?"
আমি মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট্ট করে বললাম, "নাহ! ছুটি পাব।"
"তাহলে তোর মুখটা এরকম শুকনো লাগছে কেন? সব ঠিক আছে?"
"হ্যাঁ!"
রিপনদা আর কথা বাড়াল না। জগিং করতে করতে রিপনদাকে একটু আনমনায় জিজ্ঞেস করে ফেললাম, "আচ্ছা, তোমরা আমাদের বিয়েতে কোন গিফ্টটা দিয়েছিলে যেন?"
"ডিনার সেট। ছাব্বিশ পিসের। প্লেটগুলোতে হলুদ সূর্যমুখী ফুল আঁকা। কেন, ভাঙা বেরিয়েছে নাকি?"
" না না, খুব ভাল। আসলে তিনটে ডিনার সেট পেয়েছি। তোমাদেরটা বেস্ট। থ্যাঙ্ক ইউ।"
জগিংয়ের ছন্দে আর পা মেলাতে পারলাম না। আমার ভিতরে কী ভীষণ একটা ছটফটানি হচ্ছে আমিই জানি। কাল রাত্রি থেকে রিকিকে একটাও ফোন করিনি। ওর একটাও ফোন ধরিনি। কাল রাত্রে খাওয়ার টেবিলে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের বিয়ের গিফ্টগুলো মা রিকির সঙ্গে খুলেছিল কিনা। মা আকাশ থেকে পড়েছিল। বলেছিল, "তোদের বিয়ের গিফ্ট, আমি কেন খুলব? তোরা দুজনে মিলে আনন্দ করে একসঙ্গে খোলার কথা। তুউ বললি বলেই আজ বলছি। সেদিন



শ্রীনিকেতন
1964 - 2013
গায়ে গায়ে পঞ্চাশে
বিয়ে হয় লাখ কথায়,
বেনারসি এক কথায়
শ্রীনিকেতন®
কেনাকাটার আনন্দনিকেতন
সোদপুর • হাইল্যান্ড পার্ক • শ্যামবাজার • বারাসাত
Phone : 2583 4436 / 37/ 38
E-mail : info@sriniketan.com
Website : www.sriniketan.com

যখন রিকি একা একা গিফ্‌টগুলো খুলছিল, আমার দেখে তোর জন্য একটু খারাপই লাগছিল। মেয়েটা যদি আরেকটু এসব বুঝত!”
আমার হাতের গ্রাসটা থেমে গিয়েছিল। মায়ের হাতের সুস্বাদু রান্নাগুলো বিস্বাদ লাগছিল। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে আমার ঘরে এসেছিলাম। একটু পরে বাবা ঘরে এসেছিল। আমি রিমোট দিয়ে কুইজ় প্রোগ্রামটা চালিয়ে দিয়েছিলাম। বাবা ভলিউমটা মিউট করে দিয়েছিল। স্ক্রিনের মধ্যে ভেসে উঠছিল একটার পর একটা প্রশ্ন, উত্তর।
বাবা নিচু গলায় বলেছিল, বেয়াইমশাই আজ হসপিটালে যাননি। উনি গিয়েছিলেন ডেনটিস্টের কাছে।”
আমি চুপ করে ছিলাম। বাবা বলে যাচ্ছিল, “রিকির মনে হচ্ছে একটা সমস্যা আছে। অহেতুক মিথ্যে কথা বলা। ক্রোড়পতিতে বেয়াইমশাই কস্মিনকালেও যাননি। এখন ভেবে দেখছি রিকি এরকম অনেক ছোট ছোট মিথ্যে কথা বলেছে। বেয়াইমশাইও প্রচণ্ড লজ্জিত হয়ে স্বীকার করেছেন। তোর মাকে এখনও কিছু বলিনি। শুধু শুধু টেনশন করবে। রিকির এটা একটা অসুখ। মিথ্যে বলার অসুখ। তবে এখন ও আমাদের বাড়ির একজন। ও যাতে সমস্যাটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, আমাদের সবাইকে মিলে চেষ্টা করতে হবে। আমরা ভাল সাইকিয়াট্রিস্টের খোঁজ করব।”
কাল সারারাত্রি ঘুম হয়নি আমার। মিথ্যে বলার অসুখ? ইন্টারনেটে হাতড়েছি। পাতার পর পাতা গুগল করেছি। মানুষ কেন এরকম অকারণে মিথ্যে কথা বলে? কম্পালসিভ লাইং, প্যাথোলজিকাল লাইংয়ের মতো শক্ত শক্ত শব্দ আর তার মানে পড়েছি। কারণ হিসেবে ব্রেনের হোয়াইট ম্যাটার বলে একটা আর্টিকেল পড়তে গিয়ে মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু ভীষণ হতাশ হয়েছি এটা জেনে যে এর কোনও সরাসরি চিকিৎসা নেই। মনোবিদদের কাছে কাউন্সেলিং করে কিছুটা হয়তো অবস্থার উন্নতি হয়, কিন্তু সেই চিকিৎসাও করা কঠিন। কারণ রোগী নিজের চিকিৎসায় কোনও ফল পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও মিথ্যে কথা বলে। বুড়ো বয়সে এই অসুখ সেরে ওঠা খুব কঠিন। এই অসুখ চারপাশের লোকজনের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়।
জগিংটা এক ল্যাপ করে মাঠের একধারে বসে পড়লাম। রিপনদা, মিহিরদারা এগিয়ে গেল। আমার আবার কালকের রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। বাবা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও মাথা ঝুলিয়ে বসেছিলাম। আপলাইটারের আলোয় আমার শখ করে করা ঘরটা ভূতুড়ে লাগছিল। শুধু ভেবে যাচ্ছিলাম, যে মেয়েটা গত দু’সপ্তাহ ধরে সারা রাত আমাকে একটার পর একটা তার জীবনের গল্প বলে মুগ্ধ করে গিয়েছে, সেগুলো সব মিথ্যে! আমাকে ঠকিয়েছে? তাহলে যে তার শরীরের সব ওম দিয়ে আমায় একটা মায়াজালে বেঁধে নিয়েছে, সেই উষ্ণতাটাও মিথ্যে?
মোবাইলটা বাজতে আরম্ভ করল। স্ক্রিনে দেখলাম রিকি। কাল রাত্রি থেকে অনেকবার ফোন করেছে রিকি। আমি ধরিনি। ওর সঙ্গে কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না আমার। কিন্তু এভাবে ফোন না ধরে কতক্ষণই বা এড়িয়ে থাকব আমার সদ্য বিয়ে করা বউকে? মিহিরদারা অনেক দূরে। আমার চারপাশে কেউ নেই। ফোনটা ধরে নিরুত্তাপ গলায় বললাম, “বলো!”
“তুমি সব জেনে গিয়েছ, তাই না!”
আমি চুপ করে থাকলাম। রিকি বলতে থাকল, “আমি জানি...বাবি বাবাকে কৌন বনেগা ক্রোড়পতির কথাটা জিজ্ঞেস করেছে...” রিকির গলাটা ক্রমশ ধরা লাগতে লাগল, “বাবা বাবিকে বলে দিয়েছে। মা, বাবা আমাকে খুব বকেছে। ওরা আমাকে বিয়ের আগে পইপই করে বলেছিল, রিকি এটাই তোর শেষ সুযোগ, স্বভাব পাল্টা। নাহলে একদিন তোর শ্বশুরবাড়ির লোক তোকে বাপের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে যাবে। বিশ্বাস কর, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি জানি না কী করে এসব হয়ে যায়...হ্যালো...হ্যালো...তুমি শুনছ?”
“শুনছি।”
“বিশ্বাস করো ছোটবেলা থেকে কেন যে আমার এরকম হয়...আমি ভীষণ চেষ্টা করি। জানো এই জন্যই ছোটবেলা থেকে আমার একটাও বন্ধু নেই...আমি সত্যি বললেও আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ আমাকে বোঝে না। তুমি অ্যাট লিস্ট বোঝার চেষ্টা করো। আমার ভিতরে একটা ইনসিকিউরিটি কাজ করে। সবাইকে হারিয়ে একা হয়ে যাওয়ার ভয়।”
আমি দেখলাম রিকির জন্য আমার গলায় মধুটা আর নেই। আধগম্ভীর গলাতেই বললাম, “ম্যাকাও যাওয়াটা আপাতত ক্যানসেল করছি।”
“তুমি আমাকে নিতে আসবে না?”
একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, “আসব। বিয়ে যখন করেছি, তখন আমার দায়িত্ব আমি পালন করব।”
“শুধু দায়িত্ব, ভালবাসা নয়? তুমি তো আমার মতো মিথ্যে বলো না। তাহলে কেন বলেছিলে, আমরা এই পৃথিবীতে একদম অনন্য দম্পতি হয়ে থাকব! ঝগড়া, কথা বন্ধ এসব আমরা কখনও করব না। সব নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেব...”
ফোনটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পরও স্ক্রিনটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে বসে থাকলাম। ফোনের ওয়াল পেপার থেকে রিকির টানা টানা বড় বড় চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে আছে। যেন বলছে, “তুমি আমাকে ভালবাসো, এটাও কি মিথ্যে?”
মিহিরদারা দ্বিতীয় ল্যাপটা শেষ করে আমার সামনে এসে বলল, “কি দৌড়বে না? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?”
আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিহিরদা, রিপনদার পায়ের সঙ্গে ছন্দ মেলালাম। গুগল পৃথিবীর সব সমস্যার উত্তর এখনও খুঁজে দিতে পারেনি। গুগল জানে না ভালবাসার শক্তি কতটা। আমার দু’সপ্তাহের সুখের এপিসোডটাকে আমি সারা জীবনের এপিসোড করবই। রিকিকে আমি ভাল করে তুলবই। আমার পা দুটো শক্ত হয়ে উঠল। ভিতর থেকে একটা শক্তি উঠে আসছে। পেছন থেকে রিপনদার ক্ষীণ গলা পেলাম, “কী রে, এত জোর দৌড়চ্ছিস কেন? একশো মিটারের স্প্রিন্ট টানছিস নাকি!” আমি দৌড়তেই থাকলাম...দৌড়তেই থাকলাম...



স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম। ওয়াল পেপার থেকে রিকির টানা টানা বড় বড় চোখ দুটো চেয়ে আছে।

অলংকরণ: বৈশালী সরকার


apollogleneagles.in
Yet again,
Apollo Gleneagles
Hospital is No.1
Year on year,
Apollo Gleneagles has been
rated 'the best multi-speciality
hospital in Kolkata'*
*THE WEEK-NIELSEN Best Hospitals Survey 2013
HELPLINE
6060 1066
Apollo
Gleneagles HOSPITALS
KOLKATA
TOUCHING LIVES
Organization Accredited
by Joint Commission International
10
years of Healing



আমার বাড়ি একেবারেই সাজানো গোছানো নয়। আমরা যেভাবে থাকতে ভালবাসি, সেভাবেই সাজিয়েছি। ইট ইজ় আ



চাইল্ড ফ্রেন্ডলি, ডগ ফ্রেন্ডলি, ডান্সার ফ্রেন্ডলি হাউজ়। আর বাড়িটা সেভাবেই রাখতে চাই।

শ র্মি লা বি শ্বা স

ফ্ল্যাটের বাইরে মাটির ফলকে তুলি দিয়ে সযত্নে লেখা 'বিশ্বাস'। সামনে কাঠের পুতুল দিয়ে সাজানো। দরজার ঠিক পাশে পুরনো দিনের কারুকাজ করা আয়না, রাজস্থানি ফোক আর্টের ছবি। এখান থেকেই গল্প শুরু এ বাড়ির। ওড়িশি নৃত্যশিল্পী শর্মিলা বিশ্বাসের অন্দরমহল।

ম্যুর অ্যাভিনিউয়ের এই ফ্ল্যাটে ঢুকলেই মনে হবে নিজের বাড়ি। সারাদিন পরে নিজের বাড়িতে ঢুকলে যেমন আরাম হয়, ঠিক তেমনটাই মনে হয় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শর্মিলা বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকলে। নির্ভার, বাহুল্যহীন। একটা সহজ-সরল ভাব আছে। দেশ বিদেশে ঘোরা, খ্যাতিসম্পন্না অমায়িক মানুষটির কথায়ও একই সুর। 'অনেকের শখ থাকে বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে রাখার,



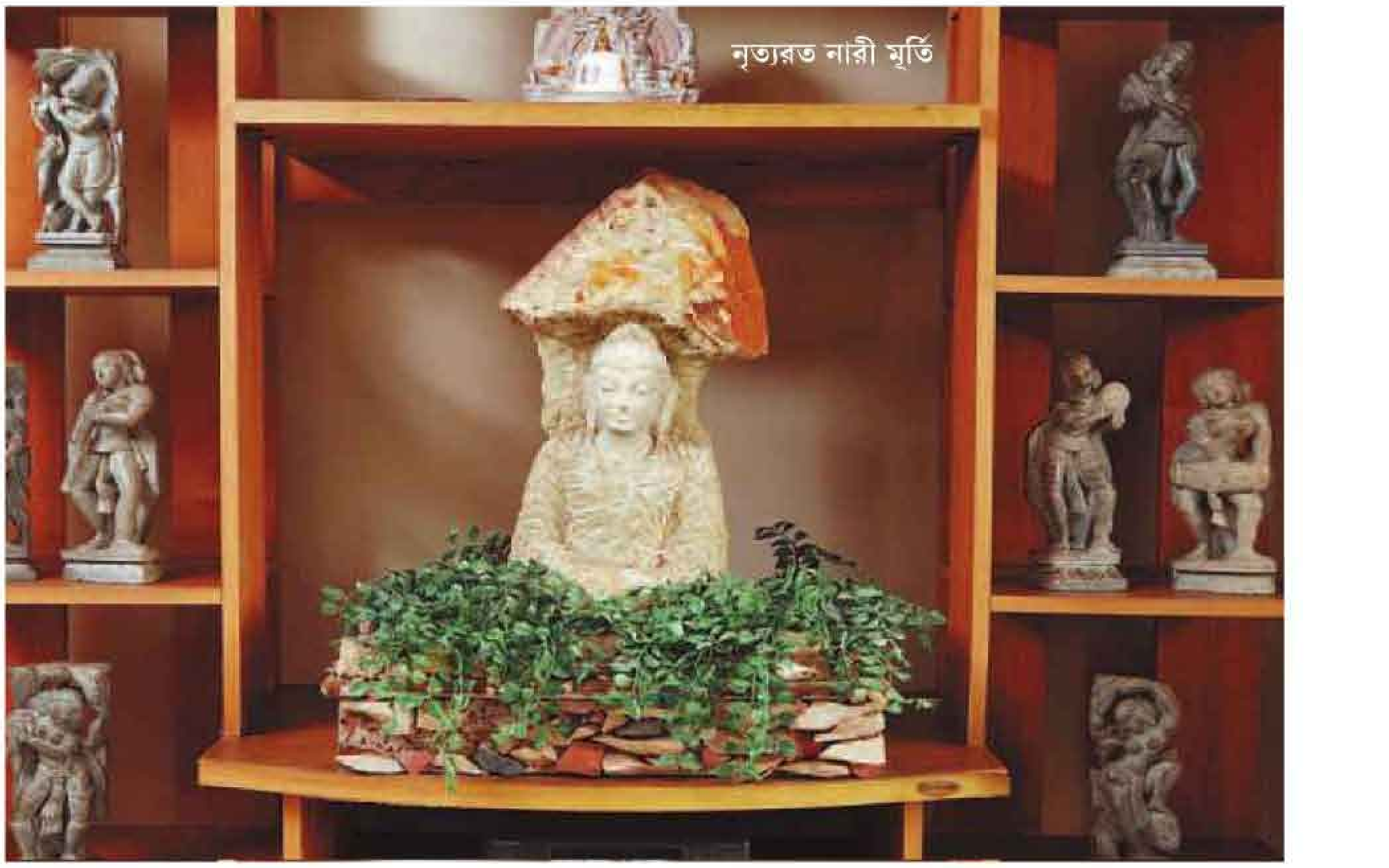
বসার ঘর

আমাদের নেই। বাড়ি হবে শুধুমাত্র রিল্যাক্স করার জন্যে। চাইনি যে আমাদের বাড়ি খুব আর্টিফিশিয়াল দেখাক।' সত্যিই তো প্রকৃত বাড়ি তো সেটাই যেখানে অন্দরমহলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সে বাড়ির বাসিন্দাদের যাপনচিত্র। আইসোলেশনে কোনও বাড়ির গল্প তৈরি হতে পারে না। রয়ে যায় নিছকই শুষ্ক কাঠামো হিসেবে।
অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে থাকার। তাই না থাকল, তা হলে সেটা কেমন বাড়ি বলুন তো? এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আছে বলেই তো নিজের বাড়ি মনে হয়।' কথায় কথায় জানালেন শর্মিলা বিশ্বাস। চাইল্ড ফ্রেন্ডলি, ডগ ফ্রেন্ডলি, ডান্সার ফ্রেন্ডলি বাড়ি হবে তাঁর, এমনটা ভেবেই অতিরিক্ত কোনও আসবাব রাখেননি। ছেলে, ছেলের বন্ধুরা, কুকুর যাতে অনায়াসে চলতে ফিরতে পারে, সেই ভাবনা থেকেই কোনও ফ্যান্সি জিনিসের স্থান নেই এই বাড়িতে। 'এমন জিনিস রাখতে চাইনি, যাতে বাচ্চাকে বা কুকুরকে অতি সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। এইটা ভেঙে যাবে বা ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ধরনের চিন্তার কোনও সুযোগ আমরা রাখতে চাইনি।' আর সেভাবে পরিপাটি, একেবারে নিখুঁত করে সাজানো নয় বলেই, বোধহয় একটা সহজ সরল আবেদন আছে। আসলে বাড়ি তো আর শুধুমাত্র আসবাবপত্র দিয়ে হয় না, হয় মানুষের বসবাসের উষ্ণতায়, সারল্য আর ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুন্দর সহাবস্থানে।


সাইড শেল্ফে হাতির দাঁত

ড্রয়িং রুমের সঙ্গেই লাগোয়া দু'টো বেডরুম, কিচেন আর শাশুড়ির হাতে গড়া ঠাকুরঘর। 'শাশুড়ি যখন ছিলেন বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখতেন, উনি যাওয়ার পর সব কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে।' তাই বোধহয় শাশুড়ির ঘরে কোনওরকম পরিবর্তন করেননি। পুরনো দিনের খাট, কাঁচ লাগানো কাঠের পুরনো আলমারি, দেওয়াল জোড়া পুরনো ছবির ঋদ্ধ অবস্থান এই বাড়ির অনন্য সম্পদ। নিজের বেডরুমেও বিশেষ কোনও আসবাব রাখেননি। খাট, ড্রেসিং টেবল, আর ওয়াক ইন ক্লজেট। 'বাড়িতে ক্লাটার আমার ভাল লাগে না। সারাদিন নানা ধরনের চিন্তাভাবনা করতে হয়। তাই বাড়িটা অগোছালো থাকলে ভাল লাগে না। ফিরে এসে বিছানার উপর স্তূপ করা জিনিস যাতে না দেখতে হয়, সেই জন্যে ওয়াক-ইন ক্লজেট।' ড্রয়িং রুমের লাগোয়া

তথাকথিত থ্রি বেডরুম ফ্ল্যাটে মন কোনওদিনই সায় দেয়নি। দু'টো বড় বড় ফ্ল্যাট মিলিয়ে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন অন্দরমহল। প্রায় ৩০০০ স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাট। স্বামী, ছেলে এবং অবশ্যই আদরের কুকুর নিয়ে গোছানো, পরিপাটি সংসার। দরজা দিয়ে ঢুকেই আয়তকার ড্রয়িং-ডাইনিং রুম। একদিকে লেদারের গা ডোবানো সোফায় রঙিন কুশনের বিন্যাস, অন্যদিকে ছোট চৌকিতে লো লায়িং সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। বেশ একটা রঙিন আমেজ আছে বাড়ি জুড়ে। ড্রয়িং রুমেরই একদিকে ছোট্ট গোল ডাইনিং টেবল আছে, মোটামুটি চারজন বসতে পারে। শো পিস রাখার একটা ক্যাবিনেটও আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা এবং উপহারে পাওয়া জিনিস স্থান পেয়েছে এই ক্যাবিনেটে। ড্রয়িং রুমের একপাশের দেওয়াল জুড়ে ছেলের হাতের আঁকা ছবি। 'বাড়িতে যদি পার্সোনাল টাচই


নৃত্যরত নারী মূর্তি


hindware
ITALIAN COLLECTION
As many designs as
your moods.
Armada
Cornnice
Torrin
Immacula
Skipper
Contessa
Axxis
Flora
Othello
Tarrot
Essence
Plazza
Graccia
Rubbic
DESIGNS
TO DESIRE
Presenting the stunning range of faucets from Hindware.
At Hindware, every creation carries that very hint. The premium line of faucets has been soulfully designed to add just the right amount of panache with an unmatched performance. Experience!
Hakuhodo Percept/Delhi/501/13
SELECTED
Superbrand
Follow us on
For more information SMS
HINDWARE FT SN to 56677
Scan to desire
www.hindwarehomes.com
HSIL LIMITED: 3rd Floor, Unit No. 301-302, Park Centra, Sector 30, NH 8, Gurgaon -122 001, Haryana.
Tel.: +91-124-477 9200, Fax: +91-124-429 2898/99. E-mail: marketing@hindware.in

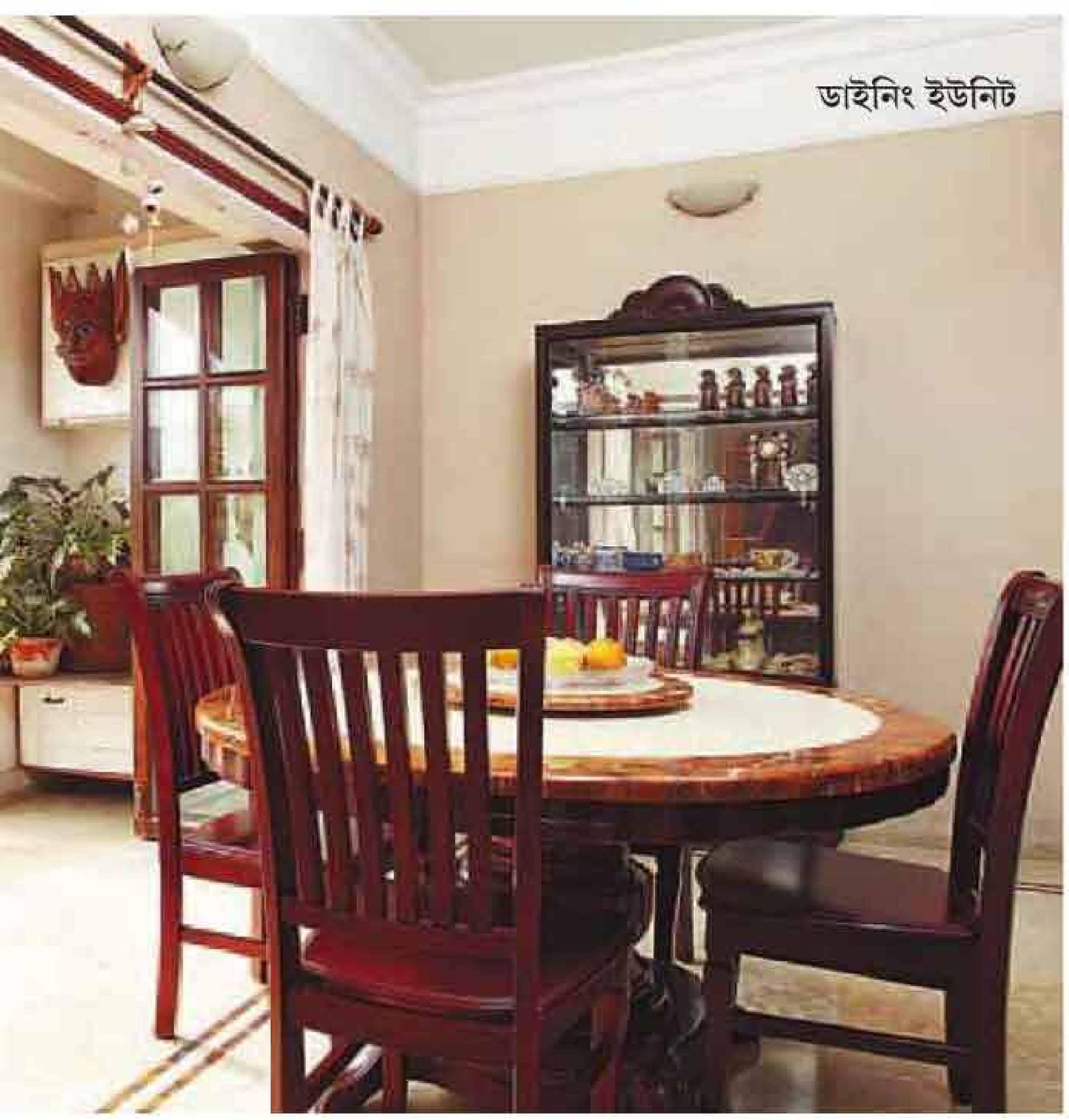


শাশুড়ির ঘরে পুরনো আসবাব

খোলামেলা বারান্দা, ছোট ছোট গাছ দিয়ে সাজানো। বেশিরভাগই বাইরে থেকে আনা। বারান্দা থেকে বাইরের আকাশটা পুরো দেখা যায়। 'এই বারান্দাটার জন্যেই জানেন বাড়িটা পছন্দ হয়েছিল আমার স্বামীর। ও যখন দেখতে আসে, তখন শুধু কাঠামোটাই ছিল, আর কিছুই তৈরি হয়নি। কিন্তু একটা পজিটিভিটি ছিল, একটা খোলামেলাভাব ছিল, সেটাই ভাল লেগে গেছিল। বলতে পারেন লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।' প্রায় ১০ বছর ধরে এই বাড়িটাই



যামিনী রায়ের ছবি



ডাইনিং ইউনিট

বিশ্বাসদের স্থায়ী ঠিকানা। এই ফ্ল্যাটে দু'টো ড্রয়িংরুম আছে। দু'টো আলাদা ড্রয়িংরুম হবে, তার ইচ্ছে ছিল বরাবরের। সেইমতো প্ল্যান করা হয়েছে। 'অনেকসময় আমার চেনাপরিচিতরা আর স্বামীর বন্ধুরা এক সময়ে আসেন, সেক্ষেত্রে যাতে প্রাইভেসি বজায় থাকে, তাই দু'টো ড্রয়িংরুমের পরিকল্পনা আমাদের প্রথম থেকে।' দ্বিতীয় বসার জায়গাতেও একই ধাঁচের সোফা। তবে সবচেয়ে সুন্দর লাগে কাঠের শো-কেসে সাজানো অসংখ্য নৃতত্য নারী মূর্তি। মাঝখানে একটা বুদ্ধ মূর্তিও আছে। শিল্পী মননের ছাপ সুস্পষ্ট। এখানেই আছে দেওয়াল জোড়া যামিনী রায়ের আঁকা ছবি। 'আসলে বাড়িতে তো আমি নৃত্যশিল্পী নই, তাই সেই আঙ্গিক থেকে বাড়ি সাজানোর চেষ্টা আমি কোনওদিনই করিনি। বাড়িতে আমি একেবারেই আমার মতো। আমার বেশিরভাগ সংগ্রহ করা স্কাল্পচার, ছবি নাচের স্কুলে সাজানো আছে। দু'একটাই বাড়িতে নিয়ে এসেছি মাত্র'। বসার ঘরের আর এক আকর্ষণ আফ্রিকা থেকে আনা হাতির দাঁত। সাইড শেল্ফের উপর গণেশ মূর্তির সঙ্গে রাখা। 'আমার বাবা এনে দিয়েছিলেন। বাড়িতে এটাই একমাত্র ফ্যান্সি জিনিস বলতে পারেন।' হাসতে হাসতে জানালেন শর্মিলা বিশ্বাস। প্রাণখোলা, হাসিখুশি মানুষটির মতোই ভানহীন তাঁর অন্দরমহল। অন্তরের প্রতিফলন এ বাড়ির অন্দরসাজে। তাই তো শুধু ভাল থাকার আশ্বাস জানায় নৃতশিল্পী শর্মিলা বিশ্বাসের বাড়ি।

ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়



তন্দুরি ফুল কি মেহেফিল



Vegetarian Delight

পনির, আলু, ফুলকপি— নিরীহ নিরামিষ উপকরণে তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই মোটেই। আসলে কী জানেন, সবটাই নির্ভর করবে আপনি কী রাঁধবেন? কেমন করে সাধারণ উপকরণেও আনতে পারবেন অসাধারণ স্বাদ, তা নির্ভর করবে আপনার রান্নার মুনশিয়ানার ওপর। এমনই কিছু তাক লাগানো সহজ চটজলদি রেসিপি দেওয়া হল আপনাদেরই জন্য। আমিষ ফেলে নিরামিষ খাবেন গ্যারান্টিড।

তন্দুরি ফুল কি মেহেফিল

উপকরণ: ফুলকপি ১ টা, চিজ় ২০ গ্রাম, কাজুবাদাম ৩০ গ্রাম, দই (জল ঝরনো) ৫০ গ্রাম, সাদা গোলমরিচগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, সরষের তেল ১০ গ্রাম, গরম মশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৫ গ্রাম, চাট মশলা সামান্য, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: ফুলকপি ছোট টুকরো করে কেটে সিদ্ধ করে নিন। কাজুবাদাম ও কাঁচা লঙ্কা আলাদা করে বেটে নিন। পাত্রে দই নিয়ে ভাল করে ফেটান। এতে একে একে চিজ়, কাজুবাদামবাটা, কাঁচা লঙ্কাবাটা, সরষের তেল, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, গরম মশলা, জিরেগুঁড়ো, চাট মশলা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন। আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা ফুলকপির টুকরোগুলো ব্যাটারে মাখিয়ে শিখে গেঁথে তন্দুর করে নিন। পাঁচ মিনিট পর তন্দুর থেকে বার করে সামান্য মাখন ব্রাশ করে নিন। আরও পাঁচ মিনিট ভাল করে তন্দুর করুন। তন্দুর থেকে বার করে প্লেটে সাজিয়ে স্যালাড ও ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কলকাতা লেকস পাপড়ি চাট

উপকরণ: ময়দা ১০০ গ্রাম, সুজি ২৫ গ্রাম, সাদা তেল ১ চা-চামচ, আলু ১৫০ গ্রাম, ধনেপাতা ৩ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ৪ গ্রাম (কুচানো), পেঁয়াজ ১ টা (কুচানো), টোম্যাটো ১ টা(কুচানো), লেবু ১ টেবলচামচ, ঝুরি ভাজা ২৫ গ্রাম, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, দই ৫০ গ্রাম, চিনি ১ চা-চামচ, মিষ্টি তেঁতুলের চাটনি ২ টেবলচামচ, পুদিনা ও ধনেপাতার চাটনি ২ টেবলচামচ , চাট মশলা ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: পাত্রে ময়দা নিন। এতে সুজি, সামান্য তেল ও নুন দিয়ে ভাল করে মেখে ডো তৈরি করে নিন। ডো থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে বেটে নিয়ে পাপড়ি বানিয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে গরম হতে দিন। ছাঁকা তেলে পাপড়ি সোনালি করে ভেজে আলাদা করে রাখুন। আলু সিদ্ধ করে নিন। পাত্রে সেদ্ধ আলু নিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এতে একে একে ধনে, কাঁচা লঙ্কাকুচি, পেঁয়াজকুচি, টোম্যাটোকুচি, লেবুর রস, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, চাট মশলা ও নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। একটা প্লেটে আগে থেকে ভেজে রাখা পাপড়িগুলো সাজিয়ে তারওপর আলুর মিশ্রণটি দিয়ে দিন। এর ওপর মিষ্টি চাটনি, ধনেপাতা ও পুদিনার চাটনি ও দই ছড়িয়ে দিন। সবশেষে ওপরে ঝুরি ভাজা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন কলকাতা লেকস পাপড়ি চাট।



কলকাতা লেকস পাপড়ি চাট





ভরওয়াঁ পনির টিক্কা

উপকরণ: পনির ১৫০ গ্রাম, ক্যাপসিকাম ২৫ গ্রাম, টোম্যাটো ২৫ গ্রাম, চিজ় ৫০ গ্রাম, ধনেপাতা ৫০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ১০ গ্রাম (কুচানো), দই (জল ঝরানো) ১০০ গ্রাম, আদা- রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, মাখন সামান্য, চাট মশলা পরিমাণমতো, গরম মশলা সামান্য, জিরেগুঁড়ো ১টেবলচামচ, সরষের তেল ২৫ গ্রাম, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: ধনেপাতা বেটে আলাদা করে রাখুন। পনির, ক্যাপসিকাম, আনারস, টোম্যাটো চৌকো টুকরো করে কেটে নিন। একটা পাত্রে একে একে ধনেপাতাবাটা ও চিজ় একসঙ্গে মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিন। পনিরের টুকরোগুলো মাঝখান থেকে সামান্য কেটে নিয়ে ভেতরে চিজ়ের পুর ভরে দিন। একটা আলাদা পাত্রে কাঁচা লঙ্কাকুচি, দই, আদা-রসুনবাটা, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, গরম মশলা, জিরেগুঁড়ো, সরষের তেল নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন। পুর ভরা পনির ব্যাটারে ডুবিয়ে লোহার শিকে গেঁথে নিন পাঁচ মিনিট তন্দুর করুন। পাঁচ মিনিট পর তন্দুর থেকে বার করে একবার মাখন ব্রাশ করে নিন। আরও পাঁচ মিনিট তন্দুর করে নিন। পনির সাবধানে তন্দুর থেকে বার করে প্লেটে সুন্দর করে সাজিয়ে দিন। সবশেষে ওপরে সামান্য ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে স্যালাডের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

তুর্কি আলু

উপকরণ: ছোট আলু ৬ টা, দই ১০০ গ্রাম, চিজ় ৫০ গ্রাম, মাখন সামান্য, পনির ৩০ গ্রাম, কাজুবাদাম ৩০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা ৫ গ্রাম, সাদা গোলমরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, চাট মশলা সামান্য, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: কাজুবাদাম ও কাঁচালঙ্কা আলাদা করে বেটে নিন। আলু মাঝখান থেকে কেটে অর্ধেক করে নিন। আলুর মাঝখান থেকে স্কুপ করে বের করে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে আঁচে বসান। তেল গরম হলে ছাঁকা তেলে আলু ভেজে আলাদা করে রাখুন। একটা পাত্রে ভাজা আলু, পনির, চিজ়, সাদা গোলমরিচগুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কাবাটা, ধনেপাতাবাটা ও নুন নিয়ে ভাল করে মেখে পুর তৈরি করে নিন। আলুর মাঝে এই পুর ভরে হাত দিয়ে সামান্য চেপে নিন। আলাদা একটা বাটিতে দই নিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এতে একে একে গোলমরিচগুঁড়ো, চাট মশলা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। পুর ভরা আলু ব্যাটারে ডুবিয়ে লোহার শিকে গেঁথে পাঁচ মিনিট তন্দুর করে নিন। পাঁচ মিনিট পর তন্দুর থেকে বার করে মাখন ব্রাশ করুন। এতে স্বাদ আরও বাড়বে। আরও পাঁচ মিনিট তন্দুর করে নিন। ব্যস তৈরি তুর্কি আলু। শিক থেকে আলুর টুকরোগুলো সাবধানে বার করে প্লেটে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।





চাইনিজ় ভেল

উপকরণ: নুডলস ৫০ গ্রাম, শসা ২০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১ টা, টোম্যাটো ১ টা, গাজর ২০ গ্রাম, ক্যাপসিকাম ১০ গ্রাম, টোম্যাটো কেচাপ ২ টেবলচামচ, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচা লঙ্কা ১ টা, সাদা তেল পরিমাণমতো, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: নুডলস সামান্য সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। প্যানে তেল দিয়ে গরম করুন। সিদ্ধ করে রাখা নুডলস ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। টোম্যাটো, শসা, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাপ, কাঁচালঙ্কা সরু সরু করে কেটে নিন। একটা পাত্রে টোম্যাটো সস ও লঙ্কাগুঁড়ো নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে একে একে আগে থেকে ভেজে রাখা নুডলস, টোম্যাটোকুচি, শসাকুচি, পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি ও ক্যাপসিকামকুচি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন দিন। সবশেষে ওপরে সামান্য ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

হট তন্দুরি স্যালাড

উপকরণ: দই ১ টেবলচামচ, পনির ৫০ গ্রাম, আনারস ২৫ গ্রাম, ক্যাপসিকাম ২০ গ্রাম, টোম্যাটো ১ টা, পেঁয়াজ ১৫ গ্রাম, শাজিরে ২ গ্রাম, টোম্যাটো কেচাপ ২ টেবলচামচ, মাখন সামান্য, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ভিনিগার ১ টেবলচামচ, সরষের তেল ১ টেবলচামচ, চাট মশলা সামান্য, নুন স্বাদমতো।



প্রণালী: পনির, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, আনারস, টোম্যাটো চৌকো করে কেটে নিন। পাত্রে দই নিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এতে একে একে কেচাপ, ভিনিগার, শাজিরে, চাট মশলা, লঙ্কাগুঁড়ো, সরষের তেল, ও নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। পনির, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, আনারস, টোম্যাটোর টুকরোগুলো দইয়ের মিশ্রণে ভাল করে মাখিয়ে নিন। শিকে একে একে মশলামাখানো পনির, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, আনারসের টুকরোগুলো গেঁথে দশ মিনিট তন্দুর করে নিন। তন্দুর থেকে বার করে সামান্য মাখন ব্রাশ করে নিন। আরও পাঁচ মিনিট তন্দুর করুন। ওপরে পুদিনা পাতা দিয়ে পরিবেশন করুন।

যোগাযোগ: এগজ়িকিউটিভ শেফ
অমলেন্দু সরকার
গো গ্রিন রেঁস্তরা
০৩৩৬৫০০২০৩৭

Welcome to Wellness

বডি পলিশিং, সুইডিশ মাসাজ, হার্বাল স্ক্রাবিং বা আয়ুর্বেদিক ফেশিয়াল—সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের





নতুন গন্তব্যে আপনাকে স্বাগত। ডা. সি.এম প্রদ্যুম্নর সঙ্গে কথা বলে লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

আচ্ছা, সিনেমার পরদায় নায়িকাদের উজ্জ্বল চকচকে ত্বক দেখে আপনি কখনও ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি যে 'ইস, আমারও যদি হত'! বা ধরুন, কলেজের বান্ধবী বা অফিসের সহকর্মী বা পাশের বাড়ির প্রতিবেশীটির ঝকঝকে ত্বক দেখে একটুও হিংসে হয়নি এমন কথা বলতে পারবেন না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন নিজের রোদে পোড়া, জেল্লাহীন মুখের দিকে তাকান, তখন মনে হয় যে এবারের নতুন বছরের রেজ়োলিউশনই হবে ত্বকের সঠিক যত্ন। যত্ন বলতেই তো আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একগাদা প্রসাধন সামগ্রী কিনে দিনে দু'-তিন ঘণ্টা মেক-আপের পিছনে খরচ করা! আর এরকম কিছু একটা ভাবলেই আমরা মনে মনে ভাবি, 'থাক বাবা, দরকার নেই।' আর যদিও বা আপনি মেক-আপবিলাসী হন, তাহলে আপনার ত্বকে চাকচিক্য আসতে পারে, কিন্তু সেই এক্স ফ্যাক্টরটা কোথাও যেন মিসিং! আসলে শুষ্ক, তৈলাক্ত, সমস্যাদীর্ণ, জেল্লাহীন—সবরকমের ত্বকেরই প্রয়োজন 'গ্লো ফ্রম উইদিন'। ভাবুন তো, দিনের পর দিন

হানি অ্যান্ড ইয়োগার্ট বডি পলিশ

আপনার ত্বকের উপর দিয়ে কত অত্যাচারই না যায়! ধুলো-দূষণ-স্ট্রেস তো আছেই, তার সঙ্গে সময়ের অভাবে অযত্ন। উপরের চাকচিক্য নয়, ভিতর থেকে ক্লেনজিং ও ময়েশ্চারাইজিংই আপনার চেহারার ভোল ১৮০ ডিগ্রি বদলে দিতে পারবে। আর এখানেই স্পায়ের কেরামতি। আয়ুর্বেদিক স্পা থেরাপি তো আছেই, সঙ্গে ওয়েস্টার্ন স্পায়েরও বহু থেরাপি আছে, যা আপনাকে দেবে রিল্যাক্সড ফিল, শরীর-মন ঝরঝরে তরতাজা করে তুলবে। স্পা ট্রিটমেন্টের মধ্যে আজকাল বডি পলিশিংয়ের কথা প্রায়ই শোনা যায়। এখনকার প্রজন্মের মধ্যে তো ঝকঝকে ত্বক পাওয়ার লক্ষ্যে অনেকেই স্পা-মুখী। তবে স্কিন পলিশিং বলতে আমরা সাধারণভাবে কয়েকটি বিশেষ স্পা ট্রিটমেন্টকেই বুঝে থাকি। কিন্তু আগেই বললাম, চেহারায় চাকচিক্য ভিতর থেকে আসে। আর সেই 'গ্লো ফ্রম উইদিন' পেতে গেলে প্রয়োজন বডি স্ক্রাব, অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ থেকে শুরু করে অভ্যাঙ্গম, রাসায়নির মতো আয়ুর্বেদিক উপায়। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, বডি পলিশিং মানে কিন্তু ক্লেনজিং, ময়েশ্চারাইজিং, স্ক্রাবিংয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিচর্যা ও ত্বকের সামগ্রিক স্বাস্থ্য



অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ

রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে হওয়ার ফলে শরীরের প্রতিটি কোষে পুষ্টির সঞ্চার হয়। টক্সিন দূর হয়ে যায়। আসলে সঠিক রক্ত সঞ্চালনের ফলে ত্বকে যেমন জেল্লা আসে, তেমনই শরীরেও আসে একটা তরতাজা ভাব।

যুগ যুগ ধরে সি সল্ট প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে সমাদৃত। এর প্রাকৃতিক উপাদান ত্বকে আনে উজ্জ্বলভাব। স্কিন এক্সফোলিয়েশনেও সি সল্টের বিকল্প নেই। বিশেষ করে যাঁদের ত্বক রোদে পুড়ে ট্যানড হয়ে গিয়েছে, তাঁদের জন্য সি সল্ট স্ক্রাব বেশ উপকারী। বডি স্ক্রাবিংয়ের সময় শরীরে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়, ফলে এমনিতেই ত্বক প্রাণ ফিরে পায়। ত্বকের বার্ধক্যও প্রতিরোধ করে।



সি সল্ট স্ক্রাব

ফিরিয়ে আনা। নতুন বছরে তাই সুস্থ ত্বক পেতে আজ থেকেই উঠেপড়ে লাগুন।

সুস্থ ত্বকের জন্য

এমনিতেই স্পা থেরাপির গুণাগুণ প্রচুর। রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে হওয়ার ফলে শরীরের প্রতিটি কোষে পুষ্টির সঞ্চার হয়। টক্সিন দূর হয়ে যায়। আসলে সঠিক রক্ত সঞ্চালনের ফলে ত্বকে যেমন জেল্লা আসে, তেমনই শরীরেও আসে একটা তরতাজা ভাব। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এক্সারসাইজ না করেও এক্সারসাইজের যাবতীয় সু-লাভ পাওয়া যেতে পারে। তবে স্পা থেরাপিতে চারটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ: প্রেশার, তাপমাত্রা, টেকনিক ও ওষুধ। এগুলির উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের থেরাপির সাহায্যে শরীর আর মন, দুইয়েরই যুগপৎ উন্নয়ন হয়। বডি পলিশিংয়ের মূল উদ্দেশ্য শরীরকে ভিতর থেকে 'পলিশ' করা, অর্থাৎ স্পা-তে আপনি যা-ই করুন না কেন, আপনার ত্বক যদি ঝকঝকে দেখায়, ভিতর থেকে যদি একটা 'ফিল গুড' জাতীয় ব্যাপার আসে, তাহলেই বুঝবেন উদ্দেশ্যসিদ্ধি ঘটেছে। বাইরে থেকে যতই রাশভারী প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করুন না কেন, বোতলের পর বোতল নামীদামি কসমেটিকস খরচা করে ফেলুন না কেন, আপনার ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চাই 'গ্লো ফ্রম উইদিন'। আর এখানেই কেরামতি স্পা থেরাপির। ত্বকের ধরন অনুযায়ী আয়ুর্বেদিক থেরাপি বা ওয়েস্টার্ন স্পা, দু'টোই আপনাকে সাহায্য করবে সুস্থ ত্বকের অধিকারী হয়ে উঠতে। প্রতিটি থেরাপিতেই রয়েছে রিল্যাক্সিং মাসাজ আর ত্বকের জন্য উপযোগী হার্বস ও ওষুধ। ডিপ টিস্যু রিল্যাক্সিং বা ক্লেনজিংয়ের মতো জিনিস কিন্তু আদতে বডি পলিশিংয়েরই







Rs. 150/-

মুখ

আলাপ করে নাও তোমার নতুন বেস্টফ্রেন্ডের সঙ্গে, ELLE 18 গ্লো ফাউন্ডেশন এবং কমপ্যাক্ট। এমন একটা শেড বেছে নাও যা তোমাকে মানাবে।
কিছুটা 'গ্লো ফাউন্ডেশন' হাতের চেটোতে ঢেলে আঙুলের সাহায্যে সারা মুখে মসৃণভাবে মেখে নাও।
'গ্লো কমপ্যাক্ট'টা সবসময় যেন ব্যাগেই থাকে। সুবিধে বা দরকার মতো মুখে একটু প্যাট করে নিলেই সারাদিনের জন্য পেয়ে যাবে একটা ফ্রেশ গ্লোয়িং লুক।



Rs. 75/-

চোখ



অনুষ্কার মতো বোল্ড আইস পেতে চোখের উপরের পাতায় 'ব্ল্যাক আউট লাইনার' ব্যবহার করো। তার উপর মোটা করে লাগিয়ে নাও 'গ্রিন কালার পপ লাইনার'। ব্যস, তুমিও পেয়ে যাবে অনুষ্কার মতো ওয়াও লুক!

নখ

নখে লাগিয়ে নাও 'নেল পপ' রেঞ্জের হট পিঙ্ক শেড।



Rs. 50/-

ঠোঁট

অনুষ্কার মতো পারফেক্ট পাউট পেতে ব্যবহার করো 'জুসি লিপ বাম' রেঞ্জের জুসি পিঙ্ক শেড।



Rs. 110/-

পাঁচমিনিটে মেকওভার

ELLE 18 কলেজ পার্টি লুক

মাত্র পাঁচমিনিটেই পেয়ে যাওয়া যায় একটা পারফেক্ট পার্টি লুক। দরকার শুধুমাত্র অনুষ্কার মতো দুর্দান্ত মেকআপ আর একটা হট পার্টি ড্রেস। সঙ্গে নিয়ন কালারের একটু ছোঁয়া দিলেই কেল্লা ফতে।

চুলটা একটা পনিটেল করে নাও।

সঙ্গে অ্যাকসেসরি হিসেবে নিতে পার একটা গর্জাস নিয়ন ব্যাগ এবং পায়ে হিল।



রকমভেদ। শুধু যে রূপচর্চাজনিত কারণেই আপনি স্পায়ের দ্বারস্থ হবেন, সেটা ভাবা ভুল। আজকালকার এই তথাকথিত 'বিউটি ডেস্টিনেশন'গুলোয় মেডিকেটেড স্পায়ের খুব চল। সেখানে বিশেষজ্ঞরা থাকেন সঠিকভাবে গাইড করার জন্য। বাড়িতেও করতে পারেন বিভিন্ন স্পা থেরাপি। তবে প্রথমে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের থেকে পরামর্শ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভাল করে রপ্ত করে নেবেন। কীরকম স্ট্রোকে মাসাজ করবেন, কী উপাদান ব্যবহার করবেন, এগুলো জেনে নেবেন। পেঁপে আর অ্যালেভেরা দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন বডি র‍্যাপ।

ওয়েস্টার্ন স্পা থেরাপি

আমরা প্রত্যেকেই তো চাই নিজেকে একটু প্যাম্পার করতে। পাশ্চাত্যের স্পা থেরাপির মধ্যে বডি পলিশিং, স্ক্রাবিং, নানাধরনের অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ বেশ জনপ্রিয়। আর এগুলির জনপ্রিয়তা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে মধ্যবিত্তের রূপচর্চার রুটিনেও। তবে স্পা থেরাপির সঙ্গে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, সঠিক ডায়েট ও ডাক্তারের পরামর্শও জরুরি।

বডি পলিশিং টেকনিক: বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন দই, পেঁপে দিয়েও বডি পলিশিং করা হয়। এরসঙ্গে সুইডিশ মাসাজ আর বিভিন্ন অ্যারোমাথেরাপির সাহায্যে ডিপ টিস্যু ক্লেনজ়িং করতে পারেন। ওই যে বললাম না, ভিতর থেকে 'পলিশ' করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক ও তৈলাক্ত ত্বকের জন্য করতে পারেন অ্যালো ফ্রুট বডি র‍্যাপ। পুরো শরীরে রিল্যাক্সিং অ্যারোমাথেরাপি বডি মাসাজ করা হয় প্রথমে। তারপরে সি সল্ট বডি স্ক্রাব ব্যবহার করে কলাপাতায় মোড়া ভেষজ অ্যালো ভেরা ও ফলের সংমিশ্রণে তৈরি প্যাক—সবকিছুই রয়েছে এই বডি র‍্যাপে। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ডেড সি মিনারেল মাড র‍্যাপও ভাল। শুষ্ক ত্বকের জন্য কাজে আসতে পারে অ্যারোমাথেরাপি উইথ হানি অ্যান্ড ইয়োগার্ট বডি পলিশ। মাসাজ আর স্ক্রাবিংয়ের পরে সারা শরীরে মধুর প্রলেপ দেওয়া হয়। শেষে দই দিয়ে মাসাজ। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে আর পুরো ন্যাচারাল ব্লিচের মতো কাজ করে।



আরেঞ্জ ফ্রুট স্ক্রাব



পত্রপিণ্ড স্বেদন (পায়ে)



অভয়াঙ্গম

ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে, এক্সফোলিয়েট করতে ও ডিপ টিস্যু ক্লেনজ়িংয়ের জন্য লং স্ট্রোকের আয়ুর্বেদিক মাসাজ অভয়াঙ্গম। এতে শরীর ও মন দুইই রিল্যাক্সড হয়, রক্ত চলাচল হয় ঠিকভাবে, টক্সিন দূর হয়। ত্বকের জেল্লা ফিরে আসে।

সুইডিশ মাসাজ: ত্বকের ক্লেনজ়িং ও রিল্যাক্সেশনের জন্য করিয়ে নিতে পারেন সুইডিশ মাসাজ। শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশি আর টিস্যুকে পুরোপুরি টেনশনমুক্ত করতে থেরাপিউটিক তেলের সাহায্যে করা হয় সুইডিশ মাসাজ।

অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ: রয়েছে অ্যারোমাথেরাপি মাসাজও। প্রাকৃতিক সি সল্টের সাহায্যে বডি স্ক্রাবিং করার পর একটা সুইডিশ মাসাজ বা অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ আপনাকে দেবে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। সেশনটি চলতে পারে এক ঘণ্টা থেকে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত।

এক্সটিক গ্রিন টি র‍্যাপ: পায়ের যত্নের জন্য তৈরি বিশেষ বাথ স্লটের পরে আমন্ড অয়েলের সুইডিশ মাসাজ করা হয়। টি জেল স্ক্রাবের সঙ্গে গ্রিন টি মিশ্রণের যৌথ পরিচর্যায় আরামদায়ক ফুট রিল্যাক্সেশন পেতে পারেন। শুধু পায়ের যত্নের জন্য রয়েছে ফুট স্ক্রাব। ব্যবহার করতে পারেন কমলালেবুর মতো প্রাকৃতিক উপাদান। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ফ্লোরাল ও হার্বাল বডি মাস্কও।

আয়ুর্বেদিক থেরাপি

অভয়াঙ্গম: ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে, এক্সফোলিয়েট করতে ও



ডিপ টিস্যু ক্লেনজিংয়ের জন্য লং স্ট্রোকের এই আয়ুর্বেদিক মাসাজ করা হয়। এতে শরীর ও মন দুইই রিল্যাক্সড হয়, রক্ত চলাচল হয় ঠিকভাবে, টক্সিন দূর হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত হার্বাল তেলের সাহায্যে মাসাজ করা হয়। শেষে করা হয় হার্বাল স্ক্রাবিং। ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় তেল।

পত্রপিণ্ড স্বেদন: এরপরই করা হয় সব ত্বকের জন্য উপযোগী পত্রপিণ্ড স্বেদন। মাংসপেশি, টেন্ডন, লিগামেন্ট, কার্টিলেজ ও হাড়ের


পত্রপিণ্ড স্বেদন


পেঁপে ও অ্যালোভেরা প্যাক

বডি র‍্যাপের জন্য যে শুধু স্পাতেই যেতে হবে তা নয়। বরং বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারেন বডি র‍্যাপ। পেঁপে ও অ্যালোভেরার প্যাক সহজেই হয়ে উঠবে হোম রেমিডি।

টিস্যুগুলির ডি-স্ট্রেসিংয়ের অন্যতম উপায় এটি। অফিসে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে আমাদের অনেকেই মাসল স্টিফনেসের মতো সমস্যায় ভোগেন। এঁদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই উপকারী এই টেকনিক। বিশেষ থেরাপিউটিক হার্ব ব্যাগকে হার্বাল তেলে ডুবিয়ে তার সাহায্যে দক্ষ স্ট্রোকে মাসাজ করা হয়। এরপরে করা হয় এক্সফোলিয়েটিং স্ক্রাব। আর এই পুরো পদ্ধতিটিই করা হয় অত্যন্ত সনাতন প্রক্রিয়ায়।

শিরোধারা: বডি পলিশিংয়ের সুফল আর রিল্যাক্সেশন, দু'টোই যদি একসঙ্গে পেতে চান, তাহলে শিরোধারা কাজে আসতে পারে। শরীরের কন্ডিশনিং, ক্লেনজিং আর এনার্জি বাড়ানোর জন্য থেরাপিস্টরা নিখুঁত স্ট্রোকে প্রথমে মাসাজ করেন। এরপরে উপর থেকে কপালের মধ্যভাগে ধীরে ধীরে ঢালা হয় হার্বাল তেল। মানসিক প্রশান্তির জন্য আদর্শ থেরাপি। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের শরীর যতটা সক্রিয় থাকার কথা, তাঁর মন ততটাই নিরুত্তেজ ও শান্ত থাকবে। কিন্তু আজকের দিনে ঠিক উলটোটাই হয়! মানে, শারীরিক পরিশ্রম যত কমতে থাকে, মানসিক চাপ ততই উর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়ায়। মাইন্ড-বডি পারফেক্ট ব্যালেন্সের জন্য শিরোধারা করাতেই পারেন।

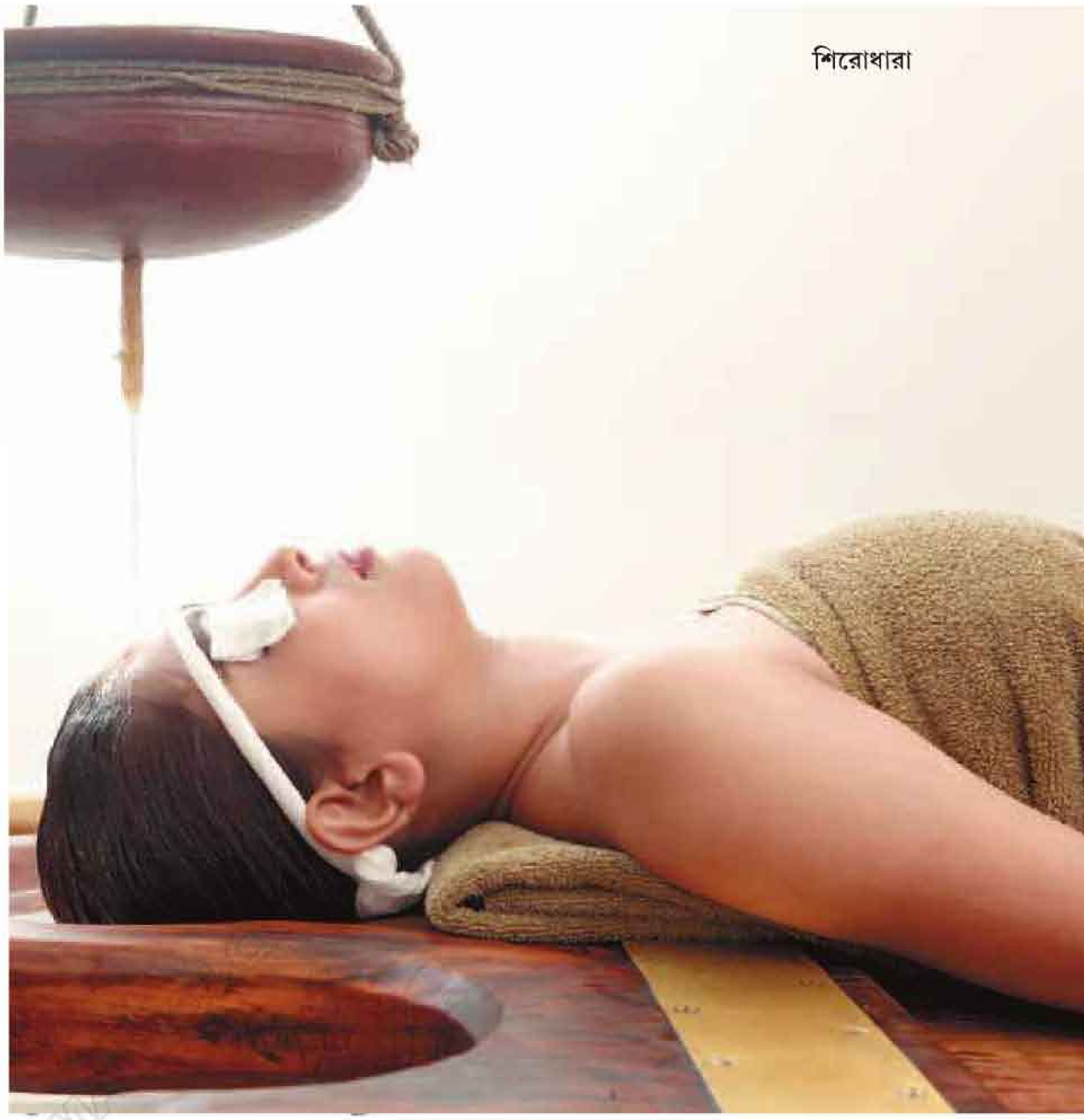
উপরের এই তিনটি পদ্ধতিকে একসঙ্গে বলে রাসায়নি। সংবেদনশীল ত্বকের জন্য এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় এলাদিতৈলম। একইভাবে অন্যান্য ধরনের ত্বকের জন্যও পদ্ধতি এক, শুধু ব্যবহৃত তেল আলাদা হয়। মানসিক প্রশান্তির জন্য আদর্শ।



ফেশিয়াল

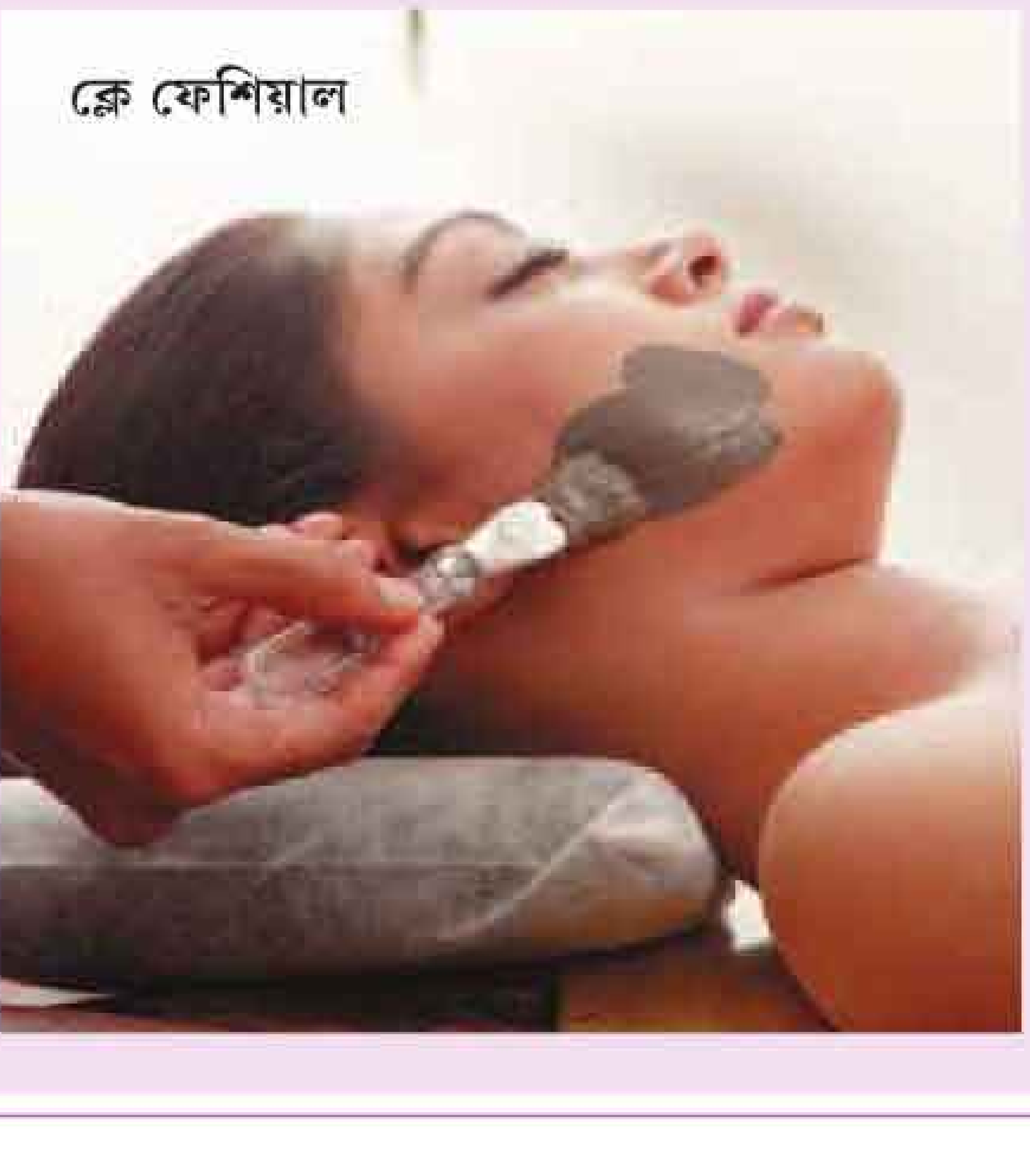
মুখের ত্বকের প্রকৃতি অনুযায়ী আয়ুর্বেদিক ফেশিয়ালও কিন্তু একধরনের বডি পলিশিং বলা যেতে পারে। মুখের জন্য রয়েছে

‘মুখলেপা’ বলে একটি বিশেষ ফেস প্যাক। মুখের ত্বকের টেক্সচার আরও উন্নত করে তোলা ছাড়াও ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও এটি উপযোগী। কুমকুমাদি তৈলম দিয়ে ফেস মাসাজ করে হার্বাল ফেস প্যাক লাগানো হয়। আয়ুর্বেদে কুমকুমাদি তৈলম নিষ্প্রাণ ত্বকের পুনরুজ্জীবনে অব্যর্থ বলে মনে করা হয়। কেসর ও অন্যান্য ভেষজ তেলের সমন্বয়ে তৈরি এই তেল দিয়ে থেরাপিউটিক মাসাজ করার পরে হার্বাল পাউডার স্ক্রাব ব্যবহার করা হয়। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য চন্দনকাঠের তেলের সঙ্গে মেশানো হয় অন্য ভেষজ উপাদান। শুষ্ক ত্বকের জন্য ‘স্বস্তিকা শালি’ বলে একধরনের ওয়াইল্ড রাইসের সঙ্গে মিল্ক ক্রিম মেশানো হয়। আর সেনসিটিভ স্কিনের জন্য রয়েছে রেড স্যান্ডাল পেস্ট ও অন্যান্য হার্বস।
এছাড়া ওয়েস্টার্ন স্পায়ের মধ্যে রয়েছে অ্যালো অ্যান্ড ফ্রুট ফেশিয়াল, অ্যারোমাথেরাপি ফেশিয়াল। অ্যালো অ্যান্ড ফ্রুট ফেশিয়াল মরশুমি ফলের গুণসমৃদ্ধ। ত্বকের আদ্রর্তা ধরে রাখতে এটি উপযোগী। আর অ্যারোমা ফেশিয়ালে তো ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় এক এক ধরনের অ্যারোমা অয়েল। করতে পারেন ক্লে ফেশিয়াল ও চকোলেট ফেশিয়ালও। চকোলেট ফেশিয়াল স্কিন টোনিংয়ে সাহায্য করে, ত্বককে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। আর ক্লে ফেশিয়াল স্কিন পিউরিফিকেশন বা ত্বকের শোধনের জন্য উপযোগী। পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় ত্বক পেতে এটুকু তো করা যেতেই পারে!



শিরোধারা

ক্লে ফেশিয়াল স্কিন পিউরিফিকেশন বা ত্বকের শোধনের জন্য উপযোগী। এছাড়া মাটির ভেষজ যৌগ ত্বককে টানটান করে। ওয়েস্টার্ন স্পা থেরাপির মধ্যে তাই অন্যান্য নানাধরনের রিজুভিনেটিং ফেশিয়ালের মধ্যে ক্লে ফেশিয়াল খুবই জনপ্রিয়।



ক্লে ফেশিয়াল

ভেষজ উপাদানের গুণাগুণ

স্পা-তে যে তেল ব্যবহার করা হয়, সেই বিশেষ তেল তৈরি করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। বেস অয়েল হিসেবে সাধারণত নারকেল তেল, তিলতেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করা হয়। এই তেলের নির্যাসের সঙ্গে প্রয়োজনে দুধ মেশানো হয়। তারপর একটি বিশেষ তাপমাত্রায় বারবার ফোটানো হয়। চাপ, তাপমাত্রা ও উপাদান, সবকিছুই মাথায় রাখতে হয়। অ্যারোমা অয়েলও ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয় এক বিশেষ পদ্ধতিতে।
আয়ুর্বেদের সব উপাদানেই রয়েছে কিছু না কিছু হিলিং প্রপার্টিস। তাই এগুলিকে বলা হয় ‘হিলিং হার্বস’। অ্যালোভেরা যেমন ব্যথা উপশমে কার্যকর, মার্শমেলো তেমনই আলসার বা অ্যাসিডের সমস্যায় উপযোগী। দারচিনি বা গাঁদাফুলেও রয়েছে এমনই কিছু উপাদান। গাঁদাফুলের নির্যাসে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান যা স্কিন র‍্যাশ, ত্বকের কাটাথেঁড়া নিরাময়ে সাহায্য করে। দারচিনি শরীর ও মনের উপরে টনিকের মতো কাজ দেয়। তলপেটে ব্যথা, হজমের গোলমাল ইত্যাদি সারিয়ে তুলতে কার্যকর। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য এদেরকে অস্বীকার করা যায় না।
পরিশেষে বলি, স্পা থেরাপির সঙ্গে প্রয়োজন সঠিক ডায়েট আর নিয়মিত এক্সারসাইজ। তা নাহলে সব প্রচেষ্টাই কিন্তু মাঠে মারা যাবে!

যোগাযোগ: ৯৮৩০৮২০৪৪৮

মডেল: বিবৃতি
মেক-আপ: সন্দীপ নিয়োগী
ফোন: ৯৮৩০১৩৬৫৩৪
লোকেশন: সঞ্জীবা আয়ুর্বেদ মেডিকাল স্পা, দ্য ভেদিক ভিলেজ, **ফোন:** ৯৮৩০৮২০৪৪৮

ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়





হলিডে যোগা

বেড়াতে বেড়াতে যোগাসন! ফিট থাকার এ এক অভিনব ট্রেন্ড। সঙ্গে হেলদি খাবারের দারুণ কম্বিনেশন। জানালেন হলিডে যোগা এক্সপার্ট অমৃত নাম কৌর। লিখছেন ঋতুপর্ণা রায়।





নামটা শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, বেড়ানোর সঙ্গে যোগাসনের এক দারুণ মেলবন্ধন। প্রাত্যহিক জীবনের স্ট্রেস, টেনশন, একঘেয়েমি পিছনে ফেলে কোনও অজানা, অচেনা জায়গার হাতছানি। সব ভুলে কয়েকটা দিন শুধুই প্রকৃতির কোলে সময় কাটানো, এর নামই তো বেড়ানো। শরীর-মন রেজুভিনেট করার অব্যর্থ দাওয়াই। আর এর সঙ্গে যদি যোগ হয় যোগাসন, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে শরীর চনমনে রাখতে এর চেয়ে ভাল কীই বা হতে পারে। আর যোগাসন তো শুধুই শরীর ভাল রাখার জন্যে নয়, মনের ওপর তার প্রভাব আছে। তাই শরীরচর্চার সঙ্গে মানসিক উন্নয়নের কাজটাও সেরে ফেলা যায়। স্ট্রেস রিলিফে বেড়ানো যে কতটা উপযোগী সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সূর্যের নরম আলো, নির্মল বাতাস, শান্ত পরিবেশে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়ে যায়। আর যোগাসনের উপকারিতার কথা বলতে গেলে কয়েকশো পাতা শেষ হয়ে যাবে। ফলে এ দুইয়ের মেলবন্ধনের নিট ফল যে আপনাদের জন্যে কতটা লাভদায়ক হবে বুঝতেই পারছেন। এতক্ষণে নিশ্চয় ভাবছেন, সুস্থ থাকার জন্যে বাড়িতেই তো যোগাসন করা যায়, বেড়াতে গিয়ে আবার এসবের কী দরকার। আসলে খোলামেলা পরিবেশে যোগাসন করলে তার উপকারিতা আরও বেড়ে যায়। শেখানো হয় কিছু নির্দিষ্ট মুভমেন্ট টেকনিকের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস-রিল্যাক্সেশন ও মেডিটেশনের আদবকায়দা। রেজ়াল্ট আরও ঝরঝরে শরীর মন।

কথায় আছে 'হেলথ ইজ় মুভমেন্ট, মুভমেন্ট ইজ় হেলথ'। প্রকৃতির নিয়মে আমাদের শরীরের নকশাটাই এমন যাতে আমরা সুস্থ সুন্দরভাবে চলেফিরে বেড়াতে পারি। কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইলের দোষ বলুন, কি খাওয়াদাওয়ার, আমরা অজান্তেই শরীরের ক্ষতি করে ফেলি। টক্সিন জমতে জমতে শরীর অসুস্থ বোধ করে। এই যেমন ধরুন হাই প্রোটিন আর ফ্যাট যুক্ত খাবার খাওয়া যদি আপনার অভ্যেস হয়, প্রথমদিকে শরীর এর সঙ্গ মানিয়ে নেবে, কিন্তু তারপর বিরোধিতা করবে। অতিরিক্ত ফ্যাট আর প্রোটিন গিয়ে জমা হবে আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশে। এতে শুধু ওজন বাড়বে তা নয়, অক্সিজেন শরীরের সমস্ত অংশে ঠিকঠাক পৌঁছতে পারবে না। পুষ্টিও অধরা থেকে যাবে। ফল শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা। যোগাসন আপনাদের এটাই কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। আর এর সঙ্গে যদি মিশে যায় যথাযথ প্রেক্ষিত তা হলে কথাই নেই। শহরের ধুলো, বালি, পলিউশন পিছনে ফেলে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে যোগাসনের তাই কোনও বিকল্প নেই। এর





অর্থ সারাদিন যোগাসনে ব্যস্ত থাকা নয়। ঘুরে বেড়ানোর মাঝে 'যোগা রিলিফ'। যোগা হলিডের তাৎপর্য কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যোগা ওয়র্কশপে আধ্যাত্মিক চেতনারও উন্মোচন হয়। অচেনা লোকেদের সঙ্গে আদানপ্রদানে দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত হয়। এ সবই তো ভাল থাকার আশ্বাস। যোগার সঙ্গে থাকে খাওয়াদাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাও। যোগাসনের পাশাপাশি টক্সিন দূর করতে খাওয়াদাওয়ারও জরুরি ভূমিকা আছে। 'জাঙ্ক ফুড' লাইফস্টাইলে অভ্যস্তদের চাই 'হিলিং ফুড'। এক্সপার্টরা বলেন মাক্রোবায়োটিক মিল। অর্গানিক উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় খাবার। শুধুমাত্র পুষ্টিতে ভরপুর নয়, শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রাকৃতিক নৈসর্গ, যোগাসন, হেলদি খাবারের কম্বিনেশনে হলিডে যোগা সত্যিই ভাল থাকার নতুন মন্ত্র।

যোগাসূত্র

শরীর ডিটক্সিফাই করতে কুন্ডলিনী যোগাসন করানো হয়। অন্যান্য যে কোনও ধরনের আসন থেকে কুন্ডলিনী যোগাসন অনেক তাড়াতাড়ি শরীর নামক যন্ত্রটি 'পিউরিফাই' করে। শুদ্ধ রক্ত পৌঁছে দেয় শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশে। এমনকী তা খাবার তাড়াতাড়ি হজম করাতেও কার্যকর। ৫০০০ বছর পুরনো এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শরীরের সমস্ত সিস্টেমের উপর ভাল প্রভাব ফেলে। সার্কুলেটরি, লিম্ফ্যাটিক, গ্ল্যান্ডুলার, অর্গান সিস্টেম টক্সিনমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস, মন্ত্র আর নির্দিষ্ট মুভমেন্ট প্যাটার্ন এই যোগাসনের মূল কথা। প্রতিটা সেশনেই নির্দিষ্ট পশ্চার প্র্যাক্টিস করানো হয়। থাকেন যোগাসন এক্সপার্ট। শরীরের আলাদা আলাদা অংশ ডিটক্সিফাই করার জন্যে থাকে আলাদা ক্লাস। কোনওটা কিডনির কোনওটা আবার লিভার বা গল ব্লাডারের জন্যে। শুধু তাই নয়। কুন্ডলিনী যোগাসন শিরদাঁড়ার ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়াতে সাহায্য করে। ব্রেন আর নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগ আরও ভাল করে। ফলে ব্রেন কেমিস্ট্রিও ভাল হয়। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে ফুসফুসের ক্ষমতাও বেড়ে যায়। থেরাপিউটিক হিলিং তো একেই বলে।

ম্যাক্রোবায়োটিক মিল

হলিডে যোগায় শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর অর্গানিক খাবারের উপরই জোর দেওয়া হয়। শরীরের প্রতিটা অংশের কর্মক্ষমতা যাতে বেড়ে যায় তার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। যেমন কিডনি, প্যানক্রিয়াস ভাল রাখতে ছোট লাল বিন, মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে তৈরি করা হয় হিলিং ডিশ। বিনে মিনারেলের পরিমাণ বেশি হওয়ায় কিডনি ভাল থাকে। কুমড়ো হজমশক্তি বাড়িয়ে প্যানক্রিয়াটিক ফাংশন ভাল করে। একইভাবে ব্লাড শুগার কমাতে, প্রেশার ঠিক রাখতেও থাকে মিল প্ল্যানিং। সঙ্গে থাকে ম্যাক্রোবায়োটিক ওয়র্কশপ। শেখানো হয় ওয়েট লস প্রিন্সিপল, খাবারের সঙ্গে শরীর মনের যোগাযোগ ইত্যাদি। উদ্দেশ্য 'হোলিস্টিক হিলিং'।

যোগা রিট্রিট

হিমাচল প্রদেশের কসৌলি রিট্রিট হলিডে যোগার জন্যে অনবদ্য। শান্ত পরিবেশে খোলা আকাশের হাতছানি, সবুজে ঘেরা পাহাড়ের স্তব্ধতার মাঝে কটেজের সারি। ভোরবেলা থাকে যোগা সেশন, তারপর নিজের মতো করে ঘুরে বেড়াতে পারেন। সারাদিনে ফাঁকে ফাঁকে থাকে অ্যাওয়ারনেস সেশন। আরও জানতে যোগাযোগ করতে পারেন ritalli.dhillon@gmail.com. কসৌলি ছাড়াও গোয়া, তিরুবনন্তপুরম, কোভালামেও যোগা রিট্রিট আছে।



যোগাযোগ: amritnkaur@gmail.com



পার্কের পাশে পানশালা। শুধু পানশালা বললে ভুল হবে। ছিমছাম, পরিপাটি এক রেস্তরাঁ, ফরাসি বিস্ত্রো

রান্না করাই এখানকার রীতি। 'আমি বলি বিস্ত্রোনমি। বিস্ত্রো আর গ্যাসট্রনমির মেলবন্ধন' হাসতে হাসতে বলেন নয়না। ট্র্যাডিশনাল ফরাসি রান্নায় কিঞ্চিৎ আধুনিকতার ছোঁয়া। মেনু পরিবর্তন হয় প্রতিদিন। কারণ বাজারে কী পাওয়া যাবে তার ওপর নির্ভর করবে কী রান্না হবে। সবটাই খুব খোলামেলা,

যেমন হয়। সুন্দরী, রন্ধনপটিয়সী নয়না দ্য বোয়া জুজ্যাঁর সঙ্গে কফির আড্ডায় শর্মিলা বসুঠাকুর।

ডিফেন্স কলোনি। দক্ষিণ দিল্লির অভিজাত এলাকা। মূলচাঁদ মার্কেটে সবুজ ঘাসে ঢাকা পার্কের গায়ে সার্থকনামা ল্য বিস্ত্রো দ্যু পার্ক। ইংরিজি করলে যার মানে দাঁড়ায় বিস্ত্রো অন দ্য পার্ক। কাজের ফাঁকে কিংবা ঘরোয়া মেজাজে অলস কিছু মুহূর্ত কাটাতে এ জায়গা একেবারে মনের মতো। কফি কিংবা ওয়াইন সহযোগে ফরাসি খাবারের স্বাদে আপ্লুত হতে হতে নেক্সট কবে আসবেন তার প্ল্যান আপনাকে করতেই হবে। ফরাসিদের কাছে বিস্ত্রো মানে আন্তরিক ও অনাড়ম্বর ছোট্ট রেস্তরাঁ যেখানে কম খরচে ভাল খাবার পাওয়া যায়। ইলাহি মেনুর মহাভারত না থাকলেও ফরাসি হোমস্টাইল কুকিং-এর অনন্য স্বাদ পাওয়ার আশ্বাস দেয় বিস্ত্রো।

দিল্লিতে পার্কের পাশে এই ছিমছাম রেস্তরাঁতে ঢুকলেই সেই ঘরোয়া, ফরাসি মেজাজ অনুভব করা যায়। মাত্র ৬০০ স্কোয়্যার ফিট। দুটো তলা মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক মানুষ বসতে পারেন। নীল দরজা ঠেলে রেস্তরাঁতে ঢোকার মুখেই চোখে পড়বে বাঁ কোনায় রাখা ব্ল্যাকবোর্ড। ছাপানো কেতাবি মেনু চার্টের বদলে বোর্ডের গায়ে চক দিয়ে লেখা মেনু চার্ট। বিস্ত্রোর নিয়ম মেনে সংক্ষিপ্ত তালিকা। কিন্তু একেবারে ফ্রেশ খাবার। ভেতরে ঢোকা মাত্র বেশ একটা আন্তরিক আমেজ। ঝাঁ চকচকে ফাইন ডাইনিংয়ের কেতাদুরস্ত মেজাজের সঙ্গে মিশে থাকা দিগন্ত দূরত্বের চেয়ে ঢের ভাল এই 'বাড়ি বাড়ি' অনুভব। কাঠের মেঝে, ছড়ানো ছেটানো ট্র্যাডিশনাল বিস্ত্রো স্বভাবের কাঠের টেবল চেয়ার, ওপেন কিচেন, ভারি কাটলারি সব মিলিয়ে বেশ একটা ওল্ড ওয়র্ল্ড চার্ম। এখানে ঢুকে বেশ একটা ছুটির আমেজ, লেড ব্যাক আবহ অনুভব করা যায়। তৎপরতার অভাব নেই, কিন্তু চেপে বসা তাড়নাও নেই।

অলিভ বার অ্যান্ড কিচেনের কোলাবরেশনে এই রেস্তরাঁর দেখভালের দায়িত্বে আছেন নয়না দ্য বোয়া জুজ্যাঁ। সুন্দরী, সপ্রতিভ, রন্ধনপটিয়সী নয়নার বাবা ফ্রেঞ্চ, মা ভারতীয়। তাই ফ্রান্স আর ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসা তীব্র। আর ভালবাসেন রান্না করতে। সেই ছেলেবেলা থেকে। 'আমাদের ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন মানেই ছিল সবাই মিলে বাজারে গিয়ে ফ্রেশ উপকরণ কেনাকাটা করে রান্না করা। সবাই একসঙ্গে ভিড় জমাতো রান্নাঘরে।' লবস্টার বিস্ক-এর মতো দুরূহ ফরাসি পদ রেঁধে বাড়ির সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন মাত্র আট বছর বয়সে। সেই প্যাশন থেকেই এই রেস্তরাঁ। সঙ্গে আছেন আরও একজন ফরাসি শেফ স্তেফান মাতনো। টাটকা, স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে



কিন্তু পেশাদারিত্বের কোনও অভাব নেই। এটাই এখানকার ইউএসপি। এদের বিটরুট র‍্যাভিওলি বেশ অচেনা ঠেকতে পারে। নরম, মুখে দিলে গলে যায় এমন পাতলা বিটও যে এত সুস্বাদু হতে পারে! লেবু আর বেসিলের গন্ধমাখা রোস্ট চিকেন একবার খেলে বহুদিন স্মৃতিতে থেকে যাবে আপনাদের এই প্রথম আলাপ। এখানে বেসিক কিছু রেসিপি দেওয়া হল,



মেনুর মহাভারত নেই। ফরাসি হোমস্টাইল কুকিং-এর অনন্য স্বাদ পাওয়ার আশ্বাস দেয় এই বিস্ত্রো। বিস্ত্রো আর গ্যাসট্রনমি মিলে বিস্ত্রোনমি এখানকার মূল মন্ত্র।

তবে এখানকার অভিনব খাবারের স্বাদ পেতে গন্তব্য পার্কের পাশের সেই বিস্ত্রো।

আমন্ড অ্যান্ড পেয়ার টার্ট

পেস্ট্রির উপকরণ: ময়দা ১৭০ গ্রাম, মাখন ৮৫ গ্রাম, ক্যাস্টর শুগার ৩০ গ্রাম, ডিম ১টা।

ফিলিং তৈরির জন্য: নাসপাতি ৩ টে, আমন্ডগুঁড়ো ১০০ গ্রাম, ময়দা ৫০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ১/৪ চা-চামচ, ডিম ২ টো, ক্যাস্টর শুগার ১০০ গ্রাম, মাখন ৩০ গ্রাম (গলানো)।

প্রণালী: নাসপাতি খোসা ছাড়িয়ে দু'টুকরো করে



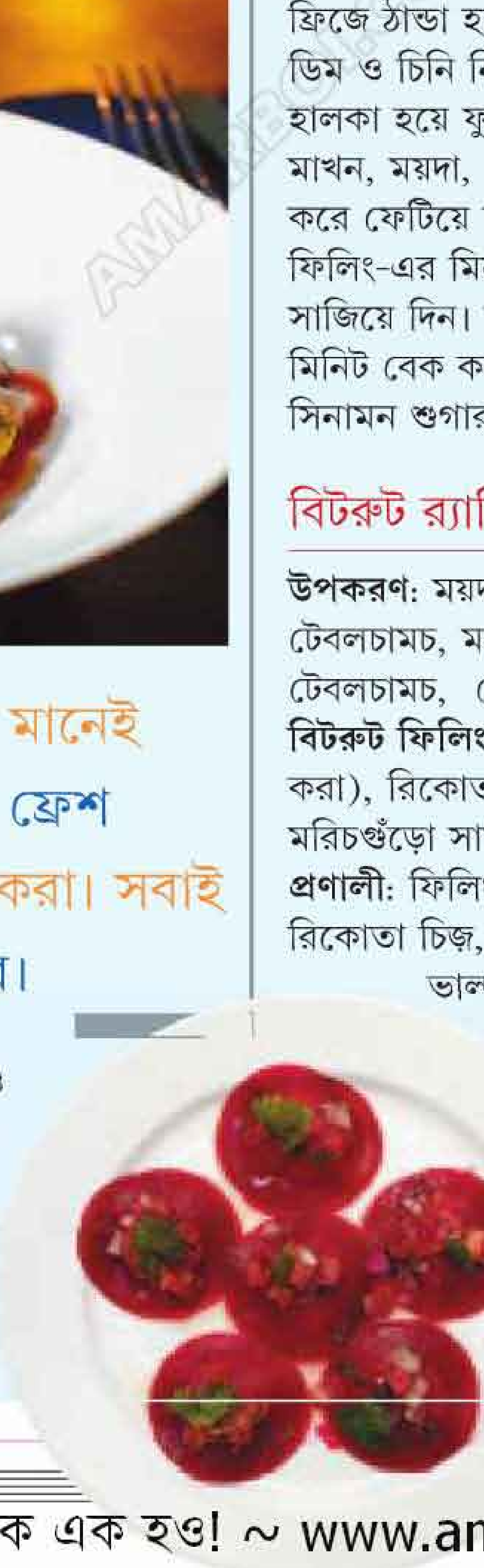


আমাদের ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন মানেই ছিল সবাই মিলে বাজারে গিয়ে ফ্রেশ উপকরণ কেনাকাটা করে রান্না করা। সবাই একসঙ্গে ভিড় জমাতো রান্নাঘরে।

নিন। পেস্ট্রি তৈরির জন্য একটা পাত্রে ময়দা ও মাখন একসঙ্গে নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এতে ক্যাস্টর শুগার মেশান। চিনি ও মাখন ভাল করে মিশে গেলে এর মধ্যে ধীরে ধীরে ডিম দিন। ভাল করে মেখে নিন। প্রয়োজন হলে সামান্য ঠান্ডা জল বা দুধ দিতে পারেন। ময়দার ডো একঘণ্টা রেখে দিন। ডো থেকে লেচি কেটে নিন। পাতলা করে পেস্ট্রি বেলে নিন। ২০ সেমি ফ্ল্যান টিনে ধরে যাবে এমন মাপে বেলে নিন। ফর্ক দিয়ে ফুটো ফুটো করে ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন। এবার ফিলিং তৈরির জন্য একটা পাত্রে ডিম ও চিনি নিয়ে মিক্সারে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। মিশ্রণটি হালকা হয়ে ফুলে উঠলে এতে একে একে আমন্ডগুঁড়ো, মাখন, ময়দা, বেকিং পাউডার দিয়ে আরও একবার ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ফ্রিজ থেকে টার্ট মোল্ড বার করে মাঝে ফিলিং-এর মিশ্রণটি ঢেলে দিন। ওপরে নাসপাতির টুকরো সাজিয়ে দিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ৪০ মিনিট বেক করুন। আভেন থেকে বার করে ওপরে সামান্য সিনামন শুগার ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

বিটরুট র‍্যাভিওলি

উপকরণ: ময়দা ৩০০ গ্রাম, ডিম ৪ টে, অলিভ অয়েল ১ ১/২ টেবলচামচ, মাখন ৬০ গ্রাম (টুকরো করা), পোস্ত ১ টেবলচামচ, গ্রেটেড পারমেসন চিজ় ৩ টেবল চামচ।
বিটরুট ফিলিং তৈরির জন্য: বিট ২ টি (খোসা ছাড়িয়ে রোস্ট করা), রিকোতা চিজ় ১২০ গ্রাম, ব্রেডক্রাম ২ টেবলচামচ, মরিচগুঁড়ো সামান্য, নুন স্বাদমতো।
প্রণালী: ফিলিং তৈরির জন্য একটা পাত্রে রোস্টেড বিট, রিকোতা চিজ়, ব্রেডক্রাম, মরিচগুঁড়ো ও সামান্য নুন নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ফ্রিজে কিছুক্ষণ সেট হতে দিন। ময়দা, তিনটে ডিম, অলিভ অয়েল, তিন চা-চামচ নুন নিয়ে ভাল করে মেখে ডো তৈরি করে নিন। ডো থেকে চারটে লেচি কেটে দু'হাতের মাঝে রেখে চ্যাপ্টা করে নিন। প্লাস্টিকের র‍্যাপে ভরে ফ্রিজে ঠান্ডা হতে দিন। ৩০ মিনিট পর



ফ্রিজ থেকে বার করে বেলে নিন। পাস্তা মেশিন প্রথমে ওয়াইডেস্ট সেটিং সেট করে নিন। সামান্য ময়দা ছড়িয়ে চ্যাপ্টা লেচি পাস্তা মেশিনে দিন। কিছুক্ষণ পর মেশিনের নব ঘুরিয়ে থিনেস্ট সেটিং করে নিন। পাস্তা শিট অর্ধেক করে কেটে নিন। অন্য বাটিতে বাকি একটা ডিম নিয়ে সামান্য জল দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ফিলিং চারভাগে ভাগ করে নিন। একটা ভাগ পাইপিং ব্যাগে ভরে দিন। ডিমের মিশ্রণটি দিয়ে পাস্তা শিট ব্রাশ করে নিন। একটা পাস্তা শিটের ওপর ফিলিং দিয়ে আরেকটা পাস্তা শিট চাপা দিয়ে দিন। হাত দিয়ে চেপে চারধার ভাল করে মুড়ে নিন, যেমন ভাবে আমরা পিঠে গড়ি। এইভাবে র‍্যাভিওলি তৈরি করে নিন। প্যানে মাখন নিয়ে হালকা গরম করে গলিয়ে নিন। এতে পোস্ত দিয়ে দিন। তিন মিনিট হালকা নাড়াচাড়া করুন। সুগন্ধ বের হলে নামিয়ে নিন। একটা পাত্রে জল নিয়ে আঁচে বসান। জলে নুন দিতে ভুলবেন না। এতে র‍্যাভিওলি দিয়ে চার মিনিট সিদ্ধ করুন। নামিয়ে একটা প্লেটে সাজিয়ে এপর থেকে মাখনে ভাজা পোস্ত ও পারমেসন চিজ় ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

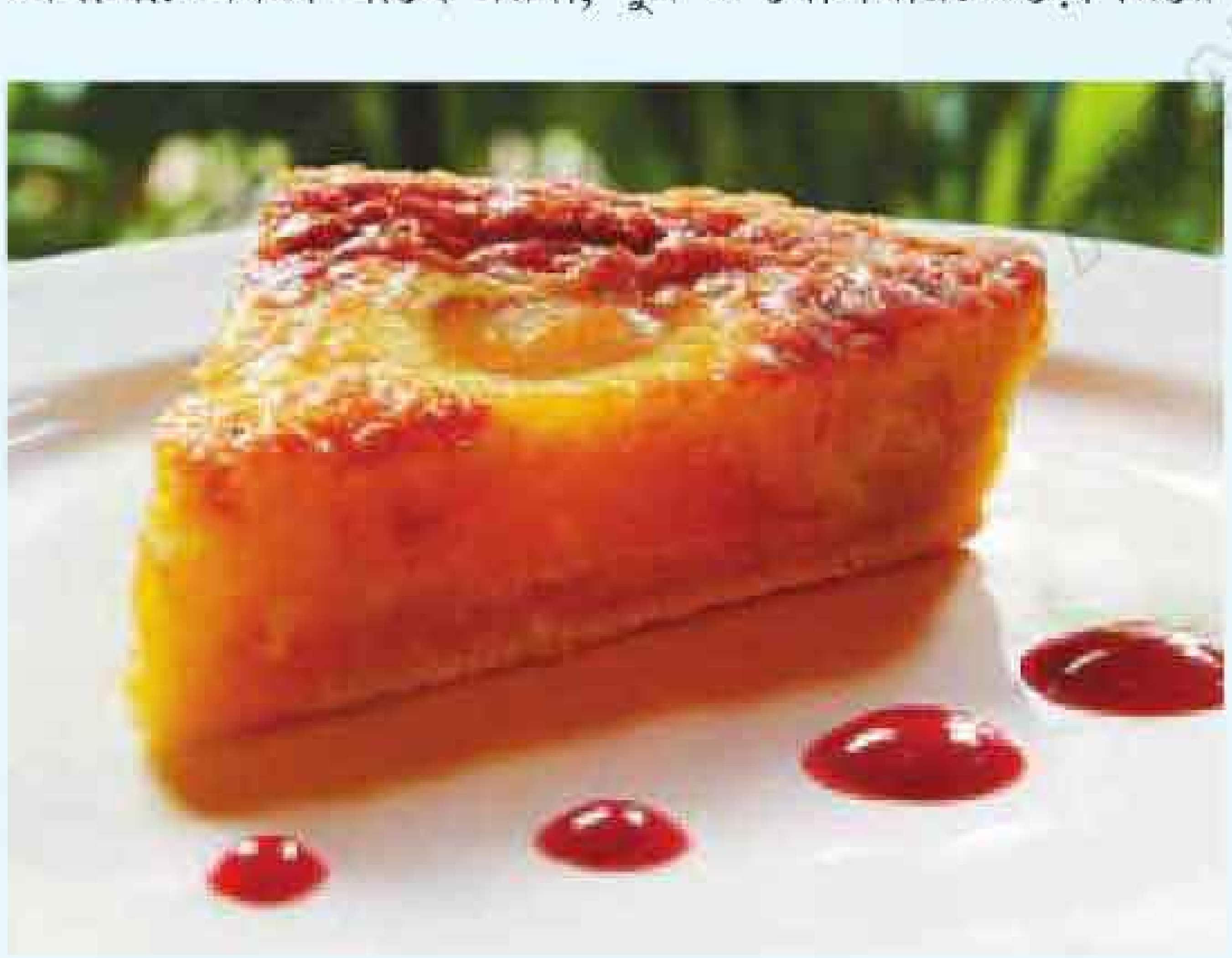




প্যান ফ্রায়েড কালামারি

উপকরণ: কালামারি ৪৫০ গ্রাম , ময়দা ১ কাপ, গোলমরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ডিম ৩ টে, ব্রেডক্রাম ১৭০ গ্রাম, ভেজিটেবল অয়েল ভাজার জন্য।

প্রণালী: একটা পাত্রে ময়দা, নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ইচ্ছা হলে এতে অন্যান্য হার্বসও দিতে পারেন। অন্য একটা বাটিতে ডিম ফেটিয়ে আলাদা করে রাখুন। একটা প্লেটে ব্রেডক্রাম নিন। প্যানে তেল দিয়ে আঁচে বসান। কালামারিগুলো ময়দার মিশ্রণে গড়িয়ে নিয়ে ডিমের মিশ্রণে ডুবিয়ে নিন। ব্রেডক্রামে গড়িয়ে নিন। গরম তেলে ভেজে নিন। সোনালি রং হলে তেল থেকে তুলে নিন। ব্যস তৈরি প্যান ফ্রায়েড কালামারি। গরম গরম পছন্দমতো ডিপের সঙ্গে সার্ভ করুন।



লেমন বেসিল রোস্টেড চিকেন উইথ পোট্যাটো

উপকরণ: চিকেন ফিলে ৪টে, রসুন কুচো ৩ টেবলচামচ আদাবাটা ১ চা-চামচ, কমলালেবু ২ টো, বেসিল বেশ কিছুটা, ছোট আলু ৪-৬টা, অলিভ অয়েল ২ টেবল চামচ, মরিচগুঁড়ো সামান্য, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: আভেন প্রুফ পাত্রে চিকেনে সব উপকরণ মাখিয়ে আধ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। আলু চারটুকরো করে কেটে রাখুন। ম্যারিনেটেড চিকেনের ওপরে গোল করে কাটা কমলালেবু সাজিয়ে, আলুর টুকরো দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রি-হিটেড আভেনে দিন। একটু পরে আঁচ বাড়িয়ে দিন। ২২০ ডিগ্রিতে ৪৫ মিনিট রাখুন। প্রয়োজনে আরও বেশিক্ষণ রাখতে হতে পারে। চিকেন নরম হয়ে এলে বের করে ফ্রেশ বেসিল, আর একটু অলিভ অয়েল দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছবি: প্রভাস রায়



প্রশস্ত বসার ঘর



আমি খুব একটা প্ল্যানিং বিশ্বাসী নই। বাড়ির ইন্টিরিয়র নিয়ে সেভাবে কোনও পরিকল্পনা ছিল



না। বাড়ির কাঠামোতে পরিবর্তন করতে চাইনি। শুধুমাত্র আসবাবেই আমাদের বাড়ির চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রং, তুলি, ক্যানভাস নিয়েই তাঁর কারবার। রঙের আঁচড়ে, তুলির টানে, ব্রাশের স্ট্রোকে ক্রিয়েট করেন ম্যাজিক। সেই যাদুর ছোঁয়া তাঁর বাড়ির অন্দরমহলেও। জাঁকজমক বাহারি চাকচিক্য, বাহুল্য নেই। পুরনো দিনের গন্ধ, সাবেকি মেজাজে ঋদ্ধ শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্যর অন্দরমহল।

কনট প্লেসের কাছে নিউ রাজেন্দ্র গার্ডেন। ১৯৯৮ সাল থেকে এটাই ঠিকানা শিল্পী সঞ্জয় ভট্টাচার্যর। পুরনো বাড়িগুলোকে বিদায় জানিয়ে দিল্লি শহরে যখন একের পর এক স্কাইস্ক্রেপার মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে পুরনো গন্ধটাকেই ধরে রেখেছেন এ বাড়ির বাসিন্দারা। উপর নীচ দু'টো ফ্ল্যাট মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ স্কোয়ারফিট। জায়গায়


বেডরুমে সাবেকি আমেজ

সাবেকি মেজাজ, পুরনো আমেজই বলে দেয় এই বাড়ি শুধুই ইট, কাঠ, বালির শুষ্ক কাঠামো নয়, বাড়ির মানুষজনের অন্তরের প্রতিবিম্ব।


কাঠের গোল টেবল

কোনও কার্পণ্য নেই, তাই সাজিয়েছেন মনের মতো করে। বাড়ির ভিতরে কোনও স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন অবশ্য করেননি। 'ভাঙাভুঙি করতে আমার ভাল লাগে না। কাঠামোটা একই রেখেছি। কিছুই বদলাইনি।' জানালেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। বাইরের রূপটা আর পাঁচটা বাড়ির মতো এক হলেও মননে এ বাড়ি একেবারেই স্বতন্ত্র। সাবেকি মেজাজ, পুরনো আমেজই বলে দেয় এই বাড়ি শুধুই ইট, কাঠ, বালির শুষ্ক কাঠামো নয়, বাড়ির মানুষজনের অন্তরের প্রতিবিম্ব। আসলে অন্দরমহলের সার্থকতা তো সেখানেই যেখানে নির্বাক আসবাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় বাড়ির বাসিন্দাদের বয়ে চলা জীবনের গল্প। অন্তরমহল আর অন্দরমহলের যথাযথ মেলবন্ধন।

বাড়ি সাজাবার সময় কোনও ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনারের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। নিজেদের অন্তরের ছবি যাতে প্রতিফলিত হয়, সেটাই ছিল একমাত্র ভাবনা। ঝাঁ চকচকে দেখানেপানা কোনওদিনও চাননি। নিজেই বলেন, 'আমি খুব একটা প্ল্যানিং বিশ্বাসী নই। বাড়ির ইন্টিরিয়র নিয়ে সেভাবে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। তবে যখন আসবাবপত্র কিনব ভাবছি, সেই সময় একটা ম্যাগাজ়িনে অর্জুন আনন্দের একটা প্রতিবেদন নজরে আসে। আর তার পর বলতে পারেন বাকিটা ইতিহাস।' অর্জুন আনন্দের সাবেকি ফার্নিচারের দোকান 'অ্যাটিক'ই বদলে দেয় সঞ্জয়ের চিন্তাভাবনা। ওখান থেকেই একটা একটা করে পুরনো আমলের ছত্রি দেওয়া খাট, কাঠের আলমারি, টেবল, সোফা বেছে বেছে নিয়ে আসা হয়। এরপর আধুনিক আসবাবের কথা আর ভাবতেই পারেননি। বার্মা টিক, মেহগনি কাঠের তৈরি ফার্নিচারের প্রাধান্য সারা বাড়ি জুড়ে। একতলায় বড় ছেলে থাকেন। তার ছবি আঁকার স্টুডিও ওটাই। প্রশস্ত বসার ঘরে কাঠের সোফায় রঙিন কুশনের



বসার ঘরে পিয়ানো



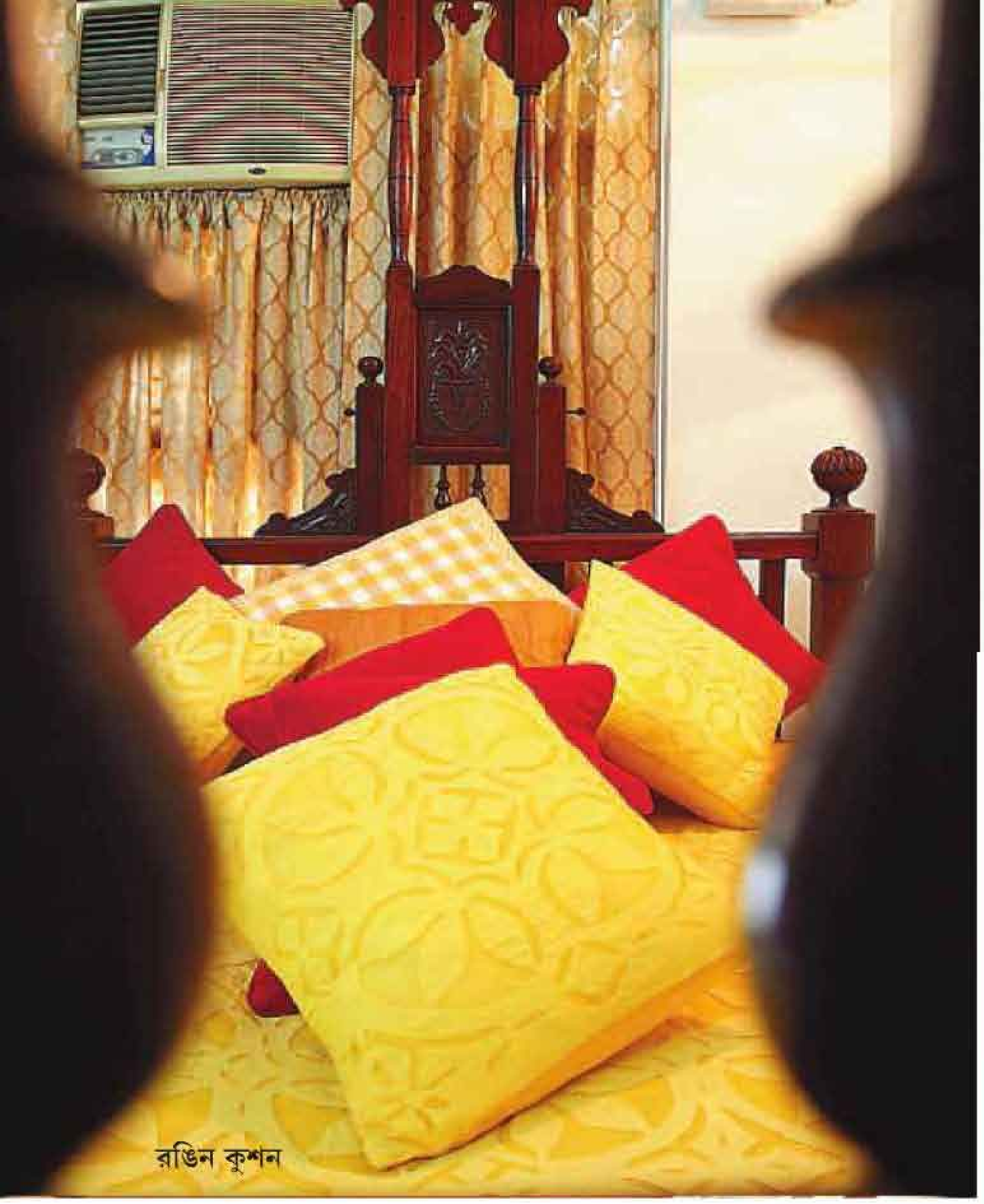
কাঠের আসবাব

পিয়ানোর ঠিক উপরেই আছে শিল্পী রঘু রাইয়ের ছবি। একপাশে মার্বেল টপ ডার্ক পলিশড টেবলে কাচের ফুলদানিতে ময়ুরপুচ্ছ সাজানো।

বিন্যাস। মাটিতে লাল, সবুজ, হলুদ সুতোর বুনটে ভারি কার্পেট। বড় ছেলের সাধের পিয়ানোটাও স্থান পেয়েছে এখানে। পিয়ানো পেয়েছিলেন এক বিদেশিনির কাছে। দিল্লি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় পিয়ানোটা বিক্রি করে দেন বিদেশিনী। তারপর থেকেই সে সঞ্জয়দের বাড়ির চির সদস্য। পিয়ানোর ঠিক উপরেই আছে বিশিষ্ট শিল্পী রঘু রাইয়ের ছবি। একপাশে সাদা মার্বেল টপ ডার্ক পলিশড টেবলে কাচের ফুলদানিতে ময়ুরপুচ্ছ সাজানো। টেবলের ওপর রাখা পিতলের ঘণ্টা কোনওভাবেই নজর এড়াবে না। ছোট জলচৌকির উপর বই খাঁতা ছড়ানো। ঘরে আধুনিক আসবাব বলতে একমাত্র মাথার উপর ঝাড়লণ্ঠন। এই নিয়ে অবশ্য বেশ আক্ষেপের সুর শিল্পীর গলায়। 'বাড়িতে আধুনিক কোনও আসবাব রাখার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু অনেক খুঁজেও মনের মতো ঝাড়লণ্ঠন পাইনি। বাধ্য হয়ে নতুনই কিনতে হল।' পুরনোর সঙ্গে নতুনের এই সহাবস্থানে কিন্তু অন্দরসাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। মূল সুরটা একই রয়ে গেছে। সত্যিই এ বাড়িতে একটা বিগত যুগের গন্ধ আছে। শুধুমাত্র বাড়ির অন্দরসাজে নয়, বাসিন্দাদের অভিব্যক্তিতেও।



দোতলায় সস্ত্রীক থাকেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। নিচের মতো এখানেও একই আবহ। বেডরুমে সাবেকি আমলের ছত্রি দেওয়া খাট, মুখোমুখি পুরনো দিনের কাঠের কারুকাজ করা আলমারি, বেতের আরামকেদারা আর রাইটিং ডেস্ক।



রঙিন কুশন



ডাইনিং টেবল

লাল পুরু গদি আঁটা কাঠের সোফায় লাল, সাদা কুশনের জ্যামিতিক বিন্যাস। বাড়ি জুড়ে রঙিন পরশ। কুশনে, পরদায়, কার্পেটে রঙের সমাহার।



ছত্রি দেওয়া খাট

ঠিক যেন কোনও পুরনো সিনেমায় দেখা ছবি। উষ্ণতার পরশে বাঙ্ময়। দোতলায় সেন্টার স্পেসে একটা কাঠের গোল টেবল। আর পাশে বইয়ের আলমারি। নিয়মিত ঘাঁটা হয় দেখেই বোঝা যায়। এটাই এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য। ইট ইজ় আ লিভড ইন হাউজ়।

ডাইনিং এরিয়ায় পলিশড কাঠের ডাইনিং টেবলে মার্বল টপ, সঙ্গে কাঠের চেয়ার। শো পিস রাখার একটা ক্যাবিনেটও আছে। বসার ঘরে দুধ সাদা মার্বল মেঝের উপর টুকটুকে লাল কার্পেট। লাল পুরু গদি আঁটা কাঠের সোফায় লাল, সাদা কুশনের জ্যামিতিক বিন্যাস। সারা বাড়ি জুড়ে রঙিন পরশ। কুশনে, পরদায়, কার্পেটে, নানা রঙের সমাহার। 'আমার বাড়িতে সব আসবাবই তো কাঠের, খয়েরি রঙের। সেই মোনোটনি ব্রেক করার জন্য সমস্ত আপহোলস্ট্রিতে রঙের ব্যবহার করেছি। বাড়িতে চিয়ারফুল মুড বজায় থাকে।' বসার ঘরের দেওয়ালে কাঠের কারুকাজ করা ফ্রেমের দেওয়াল জোরা আয়না। দেওয়ালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাচ্চাদের ছোটবেলার ছবি। নানা বয়সে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, নানা মুডে ফ্রেমে বাঁধানো। বাড়ি সাজানোর জন্যে এর চেয়ে ভাল আর কী-ই বা হতে পারে। ' আমার ছেলেরা প্রায়ই বলে এই ছবিগুলো এখনও কেন লাগিয়ে রেখেছ। আমি বলি ছোটবেলায় তোদের অনেক বেশি ভাল লাগত। এখন আর লাগে না তো, তাই ছেলেবেলার স্মৃতিটাই আঁকড়ে ধরে রেখেছি।' হাসতে হাসতে জানালেন সঞ্জয়। অমায়িক মানুষটির মতোই আন্তরিক তাঁর বাড়ির অন্দরসাজ। কোনও বাঁধাগত নিয়ম মেনে নয়, মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজানো সঞ্জয় ভট্টাচার্যর অন্দরমহল।



ছবি: প্রভাস রায়



ক্যাফে @ কলকাতা

এক কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি, টুকটাক স্ন্যাকস আর কোণের সোফায় গোল হয়ে বসা বন্ধুবান্ধবের দল। শহরের কফিশপগুলো আড্ডা, রিইউনিয়ন, প্রেম আর 'হ্যাংআউট'-এর নতুন জায়গা। পরিক্রমায় মধুরিমা সিংহ রায়।

পুরনো পাড়ার ঘিঞ্জি গলি লাগোয়া চায়ের দোকানটায় পড়ন্ত বিকেলে বসত প্রাক সান্ধ্য আড্ডা। কাঁচাপাকা চুলের সদ্য প্রৌঢ় থেকে শুরু করে পঁয়ষট্টির কোঠায় পা রাখা ভদ্রলোক, সবাই থাকতেন সেখানে। ক্রিকেট, রাজনীতি থেকে শুরু করে পাড়ায় পরের বারের পুজোর থিম কী হবে—সবকিছুই ঠাঁই পেত তাঁদের রোজকার আলোচনায়। তর্ক-বিতর্ক-হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল এক কাপ চা! কাঠের বেঞ্চির উপরে লাইন দিয়ে বসে চলত হালকা চালে আলোচনা। আর সামনে ধরা থাকত মাটির ভাঁড় উপচে পড়া চা। পাশের ঠেকেই জটলা পাকাত অল্পবয়সী ছেলেরা। আড্ডার বিষয় বদলে গেলেও চা বা কফির যোগানে কোনও অভাব দেখা গেলেই আড্ডার মেজাজ একেবারে মাটি! বাঙালির আড্ডা সংস্কৃতির সঙ্গে তাই 'চা' ও 'টা'-এর বহুদিনের আত্মিক সম্পর্ক। পাড়ার আড্ডায় বা বিকেলে বাড়িতে বন্ধুসমাগমে বাঙালির এই চা-প্রেমেরই প্রতিশব্দ শহরজুড়ে আত্মপ্রকাশ করা একের পর এক কফিশপ। কফি হাউজ়ের হাত ধরে শুরু। আর এখন তো কোথাও 'থিম' ক্যাফের রমরমা, তো আবার কোথাও ছিমছাম নিরিবিলিতেই সন্তুষ্ট আজকের প্রজন্ম। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদল এসেছে কফিশপের মেনুতেও। বাহারি কাপকেক, অ্যাসর্টেড কুকিজ়, চকোলেট আর আইসক্রিমে ঠাসা একশো একষট্টি রকমের ডেজ়ার্ট, দেশি-বিদেশি-ফিউশন নানারকমের স্ন্যাকস তো আছেই। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কফি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। স্বাস্থ্যসচেতন লোকেদের কথা মাথায় রেখে রয়েছে নানাধরনের গ্রিলড, বেকড ও রোস্টেড অ্যাপেটাইজ়ারও। অনেক ক্যাফেতে টুকটাক খাবারের পাশাপাশি পেয়ে যাবেন ইলাবোরেট মেন কোর্স। আসলে, কফিশপ মানেই শুধু টুকটাক জাঙ্কফুড নিয়ে মুখোমুখি বসে প্রেমালাপ নয়! বরং পরিবার-সহযোগে লাঞ্চ বা ডিনারও সেরে ফেলতে পারেন। আর তাই উত্তর থেকে দক্ষিণ, দমদম টু গড়িয়া—কফিশপগুলিতে ঢুঁ মারলেই চোখে পড়বে বিভিন্ন বয়সের মিক্সড ক্রাউড। লাইট মিউজ়িক, নয়নাভিরাম ইন্টিরিয়র, মুখরোচক খাবার, মধ্যমণি চা বা কফি আর অলিখিত উষ্ণ অভ্যর্থনা...জনমোহনের জন্য যথেষ্ট।



নিউ ইয়র্ক স্টাইলড চিকেন উইংগস উইথ পোট্যাটো সালাড

কর্নার কোর্টইয়ার্ড

শরৎ বোস রোডের এই রেস্তরাঁ যেখানে সেটি একটি ১১০ বছরের পুরনো বাড়ি! এখনকার ঝাঁ চকচকে পরিবেশেও তাই কোথাও একটা পুরনো কলকাতার গন্ধ লেগে আছে। সেই শতবর্ষ পুরনো বাড়িটাকেই ছিয়ে সংরক্ষণ করে বুটিক হোটেল খোলার কথা হয়। রেস্তরাঁটির ভিতরে ঢুকলেই সাবেক কলকাতার ুভূতি পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় তলে মোট সাতটি থিমড রুম আছে। কোনও ঘরে কলকাতার আর্ট তো কোনও ঘরে আগেকার কলকাতার টুকরো কিছু আর্টিফ্যাক্টস। দেওয়ালে পুরনো ফটোফ্রেমে ধরা আছে পুরনো বাড়ির ছবি। ওপেন রুফ বসার জায়গাটির উপর থেকে আবার ঝোলানো হয়েছে সুসজ্জিত ঝাড়বাতি, দেওয়ালে নানা হার্ডওয়্যারের আর্টিফ্যাক্ট, একদিকে পুরনো কলকাতার নানা সংগ্রহ, ক্যামেরা, কলকাতারা উপরে একাধিক বই— সবমিলিয়ে ভিতরে ঢুকলেই গ্রাস করে নস্ট্যালজিয়া। দেওয়ালে এমন অনেক টুকরো সামগ্রী আছে যেগুলি সারা বিশ্ব থেকে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা। তাই গ্লোবাল ফ্লেভারও আছে পুরো রেস্তরাঁ জুড়ে। সেই রঙিন নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েই বোধহয় এখানে ভিড় জমান নানা বয়সের মানুষ, প্রায় সারাদিনই ভিড়ে ঠাসা থাকে। একদিকে উজ্জ্বল রংয়ের প্যাতিসেরিতেও দল বেঁধে বসে বন্ধুবান্ধবরা। এখন এখানে যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে স্পেশাল রক লবস্টার খুব জনপ্রিয় ডিশ। স্যুপ, সিজ়নাল স্যালাড, পিৎজ়া, বার্গার, স্যান্ডউইচ থেকে শুরু করে টার্কিশ বা জামাইকান



জিউইশ
স্পাইসি
বিটরুট
উইথ
ক্রাম্বলড
ফেটা





গ্রিলড চিকেন, চিকেন উইংস, চিকেন অ্যান্ড ব্রকোলি পাস্তা, বিয়ার ব্যাটারড ফিশ খুবই জনপ্রিয়। রয়েছে ভিটামিন বুস্টার ড্রিংকস। আর এখানকার আর এক স্পেশালিটি হল এখানকার জিভে জল আনা ডেজ়ার্ট। চিজ়কেক, চকোলেট অ্যান্ড হেজ়েলনাট মুসেও একইরকম জনপ্রিয়। এই রেস্তঁরার কর্ণধারের ম্যানেজমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড। কলকাতায় ফিরে আসার পরে ভেবেছিলেন নিজের মতো করে নতুন কিছু করবেন। আর সেই ভাবনারই ফলশ্রুতি একটু অন্যস্বাদের এই রেস্তরাঁ।

যোগাযোগ: ৪০৬১০১৪৫

মিসেস ম্যাগপাই

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত লেক টেরাস রোডের কফিশপটির ভিতরে ঢুকলেই একটা 'ফিল গুড' অনুভূতি হয়। উজ্জ্বল রংয়ের ইন্টিরিয়রে বসার জন্য একদিকে রয়েছে কোজ়ি সোফা, অন্যদিকে ডেকরেটেড চেয়ার। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, জাপানিজ় থিম আর ইংলিশনেস—সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এখানকার ডেকর। এই ক্যাফে-কাম-প্যাতিসেরি জন্মায় ২৬ অক্টোবর ২০১২। এখানকার কর্ণধার প্যারিসে ফ্যাশন নিয়ে পড়ার সময় ওখানকার কেক বেকিং দেখে এতটাই উৎসাহী হন, যে দেশে ফিরে একটা আস্ত ক্যাফেই খুলে ফেলার কথা ভাবেন। শুধুই কেক, কুকিজ়ই নয়, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটাই আসল। সাধারণ গড়পড়তা কফিশপেও যে নতুন নতুন কনসেপ্টের আমদানি করা যায়, মিসেস ম্যাগপাইতে না এলে সেটা বোঝাই যাবে না। মিক্সড ক্রাউড আসেন এখানে। ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক মহিলা সবাই খুঁজে পান নিজস্ব কমফর্ট জোন। ক্যাফে খোলার পরে কাপকেকের

নানা বাহারি কাপকেক, নানারকম ফ্লেভারে সবসময়ই সরগরম মিসেস ম্যাগপাই। একটি নমুনা রইল এখানে:

চকোলেট অ্যান্ড স্ট্রবেরি মিনি কাপকেক

উপকরণ: মাখন ৩০ গ্রাম, চিনি ১০০ গ্রাম, ময়দা ৯০ গ্রাম, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, দুধ ১৩০ গ্রাম, ডিম ১টা, ভ্যানিলা এক্সট্রাক্ট ২ মিলিলিটার, স্ট্রবেরি জ্যাম ৭৫ গ্রাম, চকোলেট ১০০ গ্রাম, ক্রিম ১০০ গ্রাম।


অ্যাসর্টেড কাপকেক

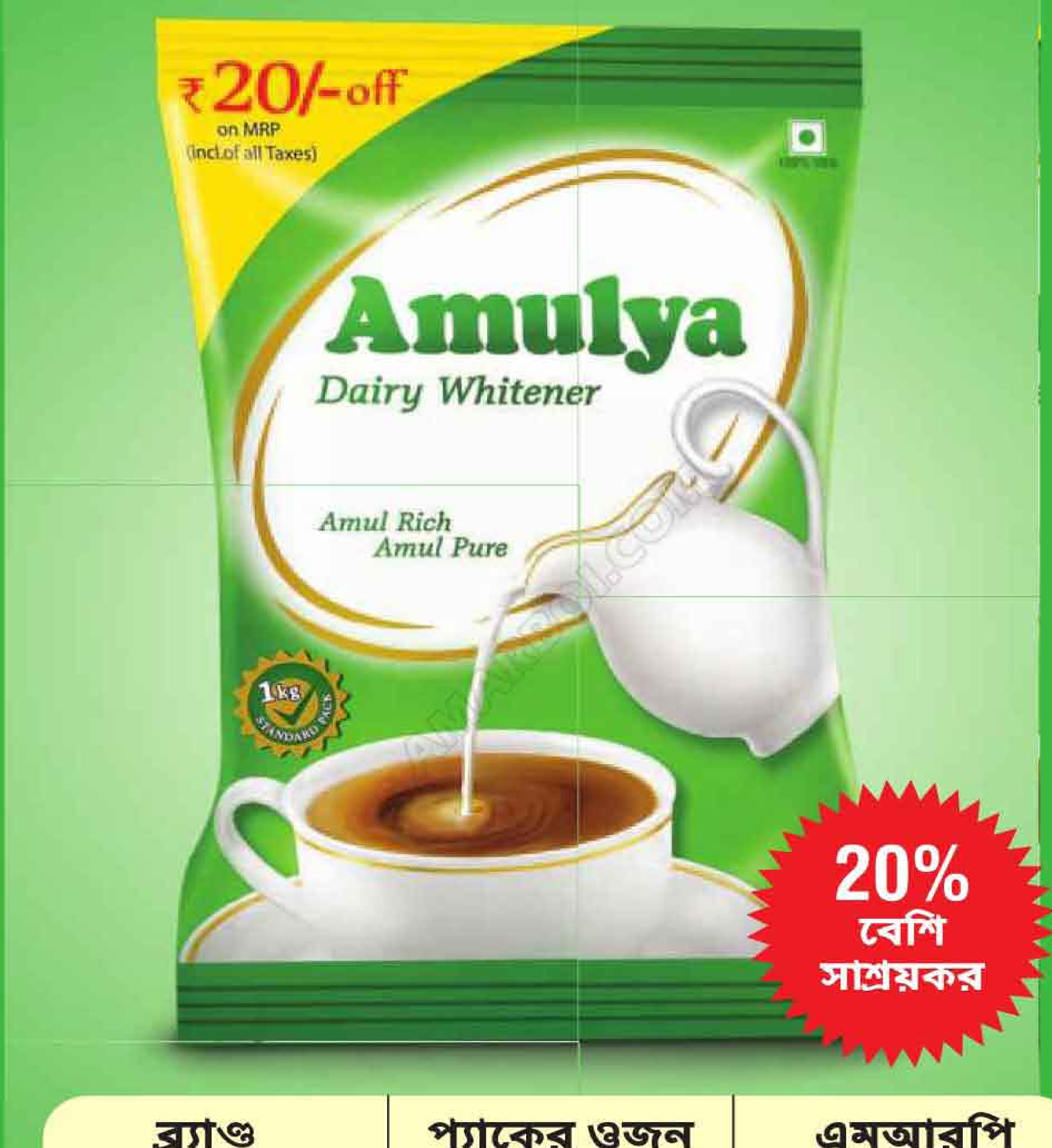
প্রণালী: ১৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আভেন প্রি-হিট করে রাখুন। ময়দা, বেকিং পাউডার একসঙ্গে ছেঁকে ডিম, দুধ, ভ্যানিলা এক্সট্রাক্ট মিশিয়ে দিন। মাখন, চিনি ফেটিয়ে মিশ্রণটিতে বেকিং পাউডার দিন। কাপকেক ব্যাটারে ডিমের মিশ্রণ দিয়ে মোল্ডের ভিতরে ব্যাটার ঢেলে দিন। ২/৩ অংশের বেশি যেন ভর্তি না হয়। আভেনে ১৫ মিনিট বেক করুন। বড় কাপকেকের জন্য ২০ থেকে ২৩ মিনিট বেক করতে হবে। ফ্রস্টিং তৈরি করতে মাইক্রোওয়েভে চকোলেট গলিয়ে নিন। ক্রিম গরম করে নিন, তবে ফোটাবেন না। চকোলেটের মধ্যে অল্প অল্প করে ক্রিম দিয়ে ভাল করে মেশাতে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে আসবে। কাপকেকের মধ্যে স্কুপ করে হোল করে স্ট্রবেরি জ্যাম ঢেলে দিন। পরে স্কুপ করা অংশটি আবার বসিয়ে দিন। এবার চকোলেট আর ক্রিমের মিশ্রণটি কেকের উপর থেকে ছড়িয়ে দিন।



Amul
The Taste of India

স্বাদে অমূল্য,
কম মূল্য।

ভারতের সবচেয়ে গাঢ়-ঘন ডেয়ারি হোয়াইট্নার নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সাশ্রয়করও বটে।
আপনার চায়ের কাপে অমূল্য দিন, আর সারাদিনে আলাদা আস্বাদ নিয়ে আসুন!



ব্র্যাণ্ড	প্যাকের ওজন	এমআরপি প্রত্যেক 1 কেজি
AMULYA	1 কেজি	₹ 313*
EVERYDAY	1 কেজি	₹ 375

*কন্সিউমার স্কীমগুলির নীট MRP

Amulya

ডেয়ারি হোয়াইট্নার

এমআরপি এবং কন্সিউমার স্কীম-গুলি স্থানীয় বাজারে 25-ত ডি, 2013 তারিখে যথাপ্রযোজ্যরূপে ধার্য থাকছে। Customer Care No.: 1800-258-3333 (Toll Free)

DRAFTFCB + ULKA 380256

সঙ্গে নোনতা কিছু রাখার কথা ভাবা হয়। আফটারনুন টি এখানকার সিগনেচার ডিশ। মিনি কাপকেক, স্কোনস, স্লাইস কেক, স্যান্ডউইচ, চা, কুকিজ় আর অ্যাসর্টেড পেটিট— সবমিলিয়ে আফটারনুন টি তৈরি হয়। এই কনসেপ্টটাও কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করা। মিনি ফ্রস্টেড, মার্জিপ্যান কাপকেক, মার্শমেলো, চিকেন রাতাতুই, রোস্টেড মাটন স্যান্ডউইচ, শেপার্ডস পাই এখানে রীতিমতো জনপ্রিয়। হট চকোলেট, কুকিজ়ও খেতে ভালবাসেন সকলে। চা আর কফিতেও নানারকম ভ্যারাইটি আছে। আর এখানকার ইউএসপি এর উদ্ভাবনী পরিবেশনা। দামটাও নাগালের মধ্যেই।

যোগাযোগ: ৮৬৯৭৭৩১৪৯১







ওয়াইজ় আউল—দ্য কফিশপ

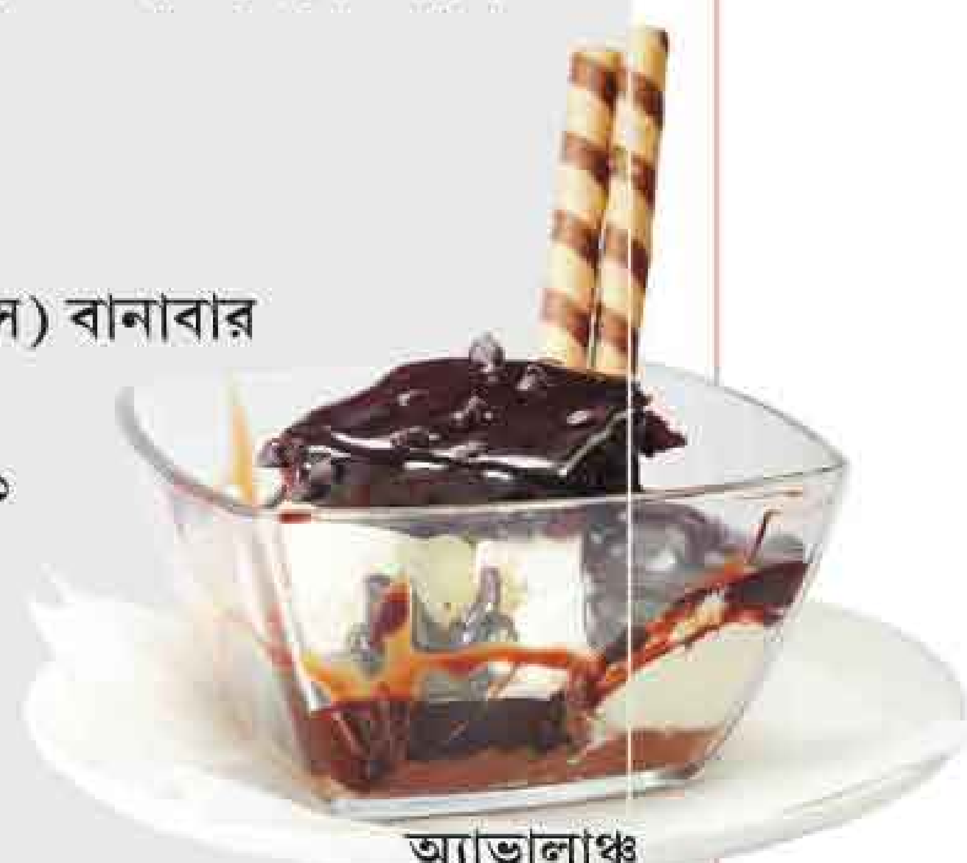
দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণদাস রোডের এই অঞ্চলটিতে ক্যাফে আর রেস্তরাঁর সংখ্যা নেহাতই কম নয়। তবুও এই কফিশপটি যে নিজস্ব একটা জায়গা ধরে রেখেছে তার প্রমাণ মেলে দিনের যে কোনও সময়ে এখানকার উৎসাহী খাদ্যরসিকদের ভিড় দেখে। শুরু হয়



স্পেশ্যাল ক্যাপুচিনো

ওয়াইজ় আউলের সিগনেচার ডেজ়ার্ট—আট থেকে আশি সবার হট ফেভারিট...

অ্যাভালাঞ্চ



অ্যাভালাঞ্চ

উপকরণ: চকোলেট কেক (১ স্লাইস) বানাবার জন্য: ময়দা ৪ ১/২ কাপ, চিনি ৩ কাপ, মিষ্টি ছাড়া কোকো পাউডার ১ কাপ, ভেজিটেবল অয়েল ১ কাপ, জল ৩ কাপ, বেকিং সোডা ৩ চা-চামচ, নুন ১/২ চা-চামচ, ভ্যানিলা নির্যাস ৩ চা-চামচ। **চকোলেট মুজ় (৩ টেবলচামচ) বানাবার জন্য:** চকোলেট ১৭০ গ্রাম (মাঝারি মিষ্টি), মাখন ২ টেবলচামচ, ব্রিউড কফি ২ ১/২ টেবলচামচ, ঠান্ডা ক্রিম ১ কাপ (ফেটানো), ভ্যানিলা নির্যাস ১/২ চা-চামচ। এছাড়া লাগবে চকো স্টিক ২টো, চকো চিপস ১ চা-চামচ, ভ্যানিলা আইসক্রিম ২ স্কুপ, চকোলেট সস ১ কাপ।

প্রণালী: ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে আভেন প্রি হিট করুন। প্যানে তেল, ময়দা মাখিয়ে রাখুন। পাত্রে ময়দা, কোকো পাউডার, সোডা, নুন ঢেলে নিয়ে চিনি মেশান। তেল, জল, ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে প্যানে ঢেলে ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ১ ঘণ্টা বেক করুন। চকোলেট কেক তৈরি। হিট প্রুফ পাত্রে সেমি সুইট চকোলেট, মাখন আর কফি নিন। ডাবল বয়লারে পাত্রটি বসিয়ে নেড়ে নিন যাতে চকোলেট পুরো গলে যায়। নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ক্রিম ফেটিয়ে ভ্যানিলা নির্যাস মেশান। চকোলেট মিশ্রণে ফেটানো ক্রিমের ১/৩ অংশ মেশান। ধীরে ধীরে বাকিটাও মিশিয়ে ভাঁজ করুন। চকোলেট মুজ় তৈরি। অ্যাসেম্বল করার জন্য পাত্রে তিন টেবলচামচ চকোলেট মুজ়ের বেস তৈরি করুন। উপরে দু' স্কুপ ভ্যানিলা আইসক্রিম, এক স্লাইস চকোলেট কেক ও চকোলেট সস দিন। চকো স্টিক আর চকো চিপস দিয়ে গার্নিশ করুন।





২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অর্থাৎ বয়সে বেশ নবীন। কিন্তু ইতিমধ্যেই রীতিমতো জনপ্রিয়। শুধু যে এক কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি হাতে নিয়ে নিরলস ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, তা শুধু নয়। এখানকার খাবারও বেশ ইম্প্রেসিভ। তবে শুধু যে কফি বা লাঞ্চের জন্যই লোকে এখানে ভিড় জমায় তা কিন্তু নয়। এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য স্পেশালিটি এখানকার কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট। সকাল ৭.৩০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হয়। কলেজপড়ুয়া ছেলেমেয়ে ও মধ্যবিত্তদের কথা মাথায় রেখে ব্রেকফাস্টের দামটিও বেশ সাধ্যের মধ্যেই রেখেছেন তাঁরা। আর ক্যাফে খোলা থাকে রাত ১০.৩০টা পর্যন্ত। স্যুপ, স্যান্ডউইচ, সালাড, ফিঙ্গার ফুড, বার্গার, পিৎজা, পাস্তা থেকে শুরু করে মেন কোর্স, ডেজ়ার্ট—মেনুতে বৈচিত্র্য আছে বই কী! স্পেশাল ক্যাপুচিনো, অ্যাভালাঞ্চ বা স্পেশাল মকটেল তো আছেই, খাবারের মধ্যে মিট লাভারস ক্লাব স্যান্ডউইচ, গার্লিক মিলানো প্রন, গ্রিলড চিকেন উইথ মাশরুম সস, পর্ক সসেজ সালাড বেশ জনপ্রিয়। তাই শুধু সন্ধেবেলা নয়, লাঞ্চ ক্রাউডও যথেষ্ট আসে এখানে। আর এখানকার ইনফর্মাল অ্যাম্বিয়েন্সের টানে এমন অনেকেই আসেন, যাঁরা কফির ফাঁকে ফাঁকে দেদার আড্ডা দিতে থাকেন, চলতে থাকে টুকটাক ফোটোসেশনও। ক্যাফের ইন্টিরিয়রে আভিজাত্যের সঙ্গে রয়েছে ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ। কোনে বসে টুকটাক খাবার নিয়ে অলস ভঙ্গিমায় বই পড়তেও পারেন এখানে। সময়ের কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কফিশপটির নামে হঠাৎ পেঁচার ব্যঞ্জনা কেন? এখানকার কর্ণধার জানালেন, তাঁর পরিবারে সবাই পেঁচা নিয়ে বেশ অবসেসড। তাই ক্যাফের ভিতরে চোখে পড়ে নানা আউল মোটিফ, আর বাইরের সিটিং এরিয়ার দেওয়ালেও আউল পেন্টিং। আর বিভিন্ন রকমের পেঁচার মোটিফ তিনি সংগ্রহ করেন দেশ-বিদেশ ঘুরে। তবে মজার বিষয় একটাই, পেঁচা তো নিশাচর, কিন্তু যেহেতু ওয়াইজ় আউল খোলে সকালবেলা, তাই এই পেঁচা যে-সে পেঁচা নয়, রীতিমতো 'বিজ্ঞ' পেঁচা, তাই কফিশপটির নামও অনুরূপ।

যোগাযোগ: ২৪৬৪৬৪২১


ক্যাফে মোকা

কুকি জার ক্যাফে

নতুন বছরের শুরুতে মনটা কেক, পেস্ট্রি, কুকিজ়ের জন্য উসখুস করতে শুরু করে। আর কেক প্রেমী মানুষদের কাছে লাউডন স্ট্রিটের এই ক্যাফেটি অল টাইম ফেভারিট। এপ্রিল ২০১৩ সালে ক্যাফেটি শুরু হয়। এর আগে এই একই নামে একটি জনপ্রিয় রেস্তরাঁও ছিল। প্রায় ২৮ বছর আগে খোলে রেস্তরাঁটি। নীচের এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টেকঅ্যাওয়ে কাউন্টার পেরিয়ে উপরে উঠতেই প্রশস্ত বসার জায়গা আপনাকে আপ্যায়ন করবে। ভিতরটি সত্যিই এলিগেন্টলি স্পেশিয়াস। একদিকের কাঠের





ওয়্যাফল উইথ স্টিউডবেরি

দেওয়ালে রাখা ম্যাগাজিন, ক্রকারি ও আরও কত কী! সিলিং ডেকরেশন ও হ্যাঙ্গিং লাইটের সৌজন্যে জায়গাটিতে আরামদায়ক একটা অনুভূতি হবেই। এক ঝলক দেখলে মনে হতেই পারে, দেশের বাইরের কোনও ক্যাফেতে আছি। সুদৃশ্য ক্যাফের ভিতরে অলস আড্ডায় ব্যস্ত কোনও তরুণীদের দল, কোথাও বা ফ্যামিলি ডিনারের তোড়জোড় চলছে। স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে পরিবার, সবধরনের ক্রাউডই আসে এখানে। স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হোমমেড এগলেস আইসক্রিম, এখানকার অন্যতম স্পেসালিটি ডিশ। এছাড়া এখানকার স্যান্ডউইচ, পেস্ট্রি আর ডেজ়ার্ট তো আছেই। এখানকার ব্লুবেরি স্মুদি, ওয়্যাফল উইথ স্টিউডবেরি, অ্যাপল পাই অ্যান্ড সিনামন আইসক্রিম, চকোলেট র‍্যাস্পবেরি স্লাইস থেকে শুরু করে পিৎজ়া, গ্রিলড চিকেন উইথ পেস্তো, হার্ব বাটারড রাইস, র‍্যাভিওলি, লাজ়ানিয়া সবই জনপ্রিয়। জনপ্রিয় এখানকার রেডি মিল আর ফ্রেশ বেকড পিৎজ়াও। পিৎজ়া এখানে স্লাইসে পাওয়া যায়। আর এখানে এলে অবশ্যই ট্রাই করবেন বেলজিয়ান চকোলেট দেওয়া ক্যাফে মোকা। খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। কোনও অকেশনে আগে থেকে টেবল বুক করিয়ে নিতে পারেন।
যোগাযোগ: ৪০৬০১১৯৭

কুকি জার ক্যাফের জিভে জল আনা ডেজ়ার্ট, চেখে দেখতে পারেন একবার...

ওয়্যাফল উইথ ব্লুবেরি ক্রাম্বল

উপকরণ: (ওয়্যাফল ব্যাটারের জন্য): ময়দা ³/৪ কাপ, আইসিং শুগার ১/২ কাপ, মাখন ১ টেবলচামচ, ডিম ১টা, দুধ ১/২ কাপ, লেবু ১টা (রস করা)। **(ব্লুবেরি ক্রাম্বলের জন্য):** ব্লুবেরি ১/২ কাপ, ক্যাস্টর শুগার ১/২ কাপ, ভ্যানিলা বিন ১ পড।
প্রণালী: ওয়্যাফল ব্যাটার তৈরি করার জন্য সবক'টি উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে মসৃণ ব্যাটার তৈরি করে নিন। ব্লুবেরি ক্রাম্বল তৈরি করার জন্য একটি প্যানে চিনি ও ব্লুবেরি মিশিয়ে ফোটান। ব্লুবেরি থেকে হালকা রস বের হয়ে সিরাপ তৈরি হবে। ওয়্যাফল আয়রন গরম করে সারফেসে অল্প মাখন লাগান। আগে থেকে তৈরি করে রাখা ব্যাটারটির কিছুটা নিয়ে ওয়্যাফল আয়রনে ঢেলে দিন ও ঢাকা দিয়ে দিন। চার মিনিট পরে এটি মুচমুচে হবে ও সোনালি রং ধরবে। ব্লুবেরি ক্রাম্বল ও ভ্যানিলা আইসক্রিমের সঙ্গে পরিবেশন করুন।



বাইলুম ক্যান্টিনের নিরামিষ ডিশ..

মাশরুম পিটা পকেট

উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, মাশরুম ৪-৫ টা, ইস্ট ১/৪ চামচ, ডিম ২টো, নুন-চিনি স্বাদমতো, তেল ১ চামচ।
প্রণালী: তেল, ডিম, নুন ও চিনি দিয়ে ময়দা মেখে নিন। রুটির আকারে বেলে তন্দুরের মতো করে সেঁকে নিন। প্যানে মাশরুম হালকা মাখনে টস করে রাখুন। রুটি হয়ে গেলে মাঝখান বরাবর কেটে ভিতরে মাশরুমের স্টাফিং দিতে হবে। সালসা সস দিয়ে পরিবেশন করুন। টোম্যাটো ব্লাঞ্চ করে নিন। এরসঙ্গে কাঁচালঙ্কাকুচি, রসুনকুচি ও টোব্যাসকো সস দিয়ে মিশিয়ে সালসা সস তৈরি করুন।



মাশরুম পিটা পকেট

বাইলুম ক্যান্টিন

বিদেশি খাবারের পাশাপাশি যদি বাঙালি খাবারেরও কিছু নমুনা পাওয়া যেত! এমনটা ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়া দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কের কাছে এই ক্যাফেটিতে। এই একই জায়গায়, একই নামে একটি ক্লোদিং স্টোর আগে থেকেই জনপ্রিয়। তবে শপিংয়ের ফাঁকে পেটপুজো করতে চাইলেও হতাশ হতে হবে না! আর এখানকার অন্যতম বড় ক্রাউড পুলিং ফ্যাক্টর কিন্তু এটাই। প্রায় দু'বছর আগে স্টোরের সঙ্গেই এই ক্যাফেও খুলেছিল। ক্লোদিং স্টোরের প্রোডাক্টগুলো বাংলার শিল্পের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনই খাবারেও আছে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। এখন তো প্রায় সব ক্যাফেতেই বিদেশি ফাস্টফুডের রমরমা। পিৎজা, স্যান্ডউইচ, বার্গারের বাইরে বাঙালির জলখাবারের উপাদানও রাখেন তাঁরা। লুচি মাংস, মাংসের চপ, লুচি ছোলার ডাল, আলুর ফোড়ন দিয়ে হিংয়ের কচুরি খাদ্যরসিকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এখানে এক-আধদিন ঢুঁ মারলে দেখা যাবে যে, এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সন্ধেবেলা আসেন শুধু কচুরি খেতে। তবে এর পাশাপাশি ফিশ অ্যান্ড চিপস, মাশরুম পিটা পকেট, শামি কাবাব, গোল্ডেন ফ্রায়েড প্রনও সসম্মানে বিরাজমান। মেনুকার্ডে তাই বিশেষ বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। পানীয়র মধ্যে ফ্রেঞ্চ প্রেস অ্যারেবিকা কফির পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে আমপোড়ার শরবত, ক্যারামেল কাস্টার্ডের সঙ্গে রয়েছে মিহিদানা রাবড়ি টার্ট। অনেক মহিলাই একা শপিং করতে আসেন। শপিং শেষে আর একটা জায়গায় গিয়ে একা একা খাবেন, এটা অনেকেই ভাবতে পারেন না। এখানে শপিং ও খাওয়া দু'টোই একসঙ্গে চলে। আর হ্যাঁ, একা খেতে এলেও এখানে কেউ একাকিত্ব বোধ করেন না, এটাই এখানকার আন্তরিকতার ফলশ্রুতি। আলো ঝলমলে ওপেন রুফ সিটিং এরিয়ার সঙ্গে ইনডোর ক্যাফেও রয়েছে এখানে। তবে খোলা আকাশের নীচে মোমবাতির আলোয় কফি খেতে ভালবাসেন সকলেই। ইনডোর সিটিং এরিয়ার উজ্জ্বল দেওয়ালে পুরনো দিনের সিনেমার পোস্টার। আর এখানকার ক্রেতাদের মধ্যে কলেজপড়ুয়া থেকে বয়স্ক মহিলা—সবাই আছেন। ইনফর্মাল অ্যাম্বিয়েন্সটাই এখানকার আসল পাওনা। দামটাও নাগালের মধ্যেই। খোলা থাকে সপ্তাহে প্রতিদিন। সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা।

যোগাযোগ: ২৪১৯৮৭২৮



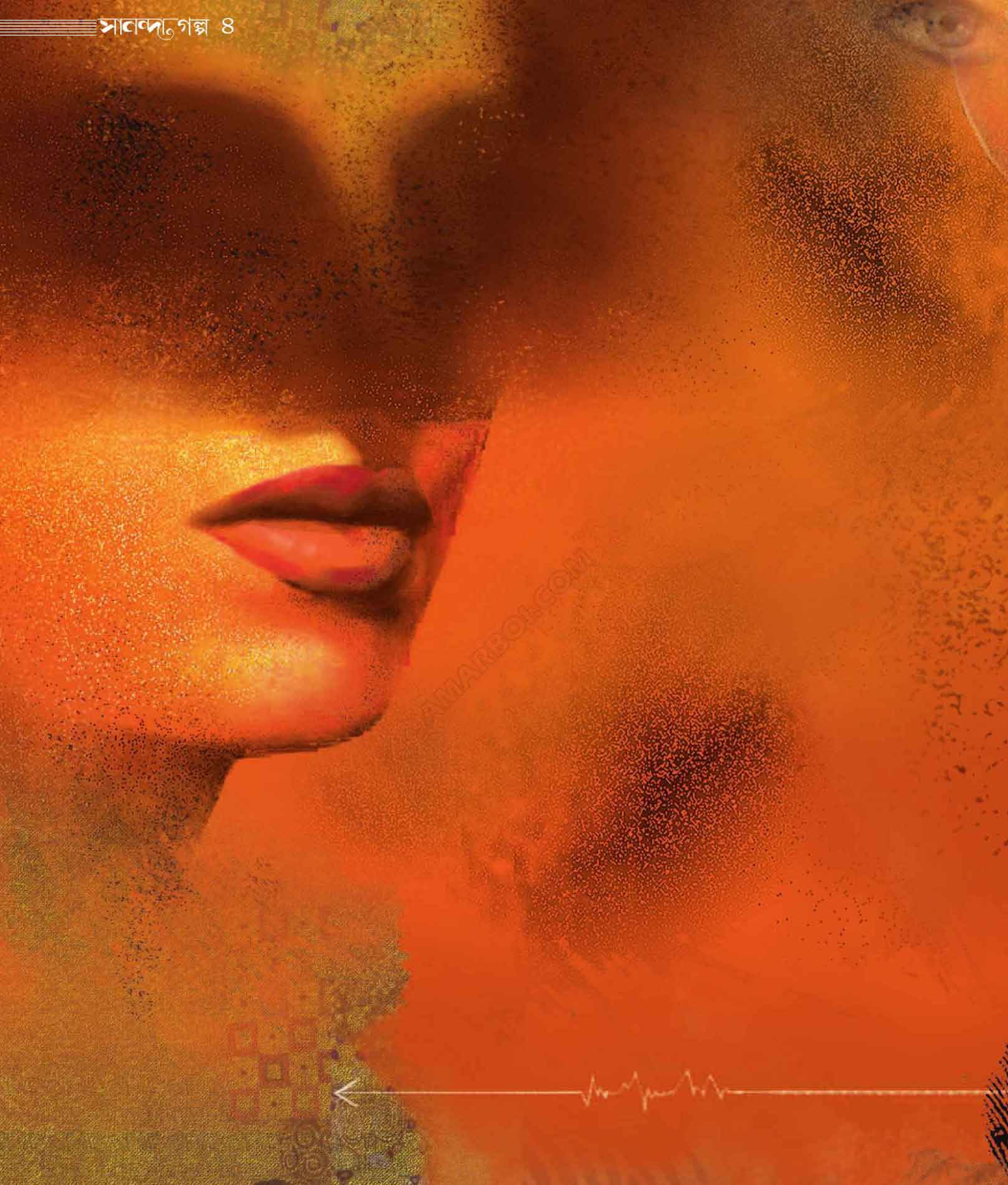


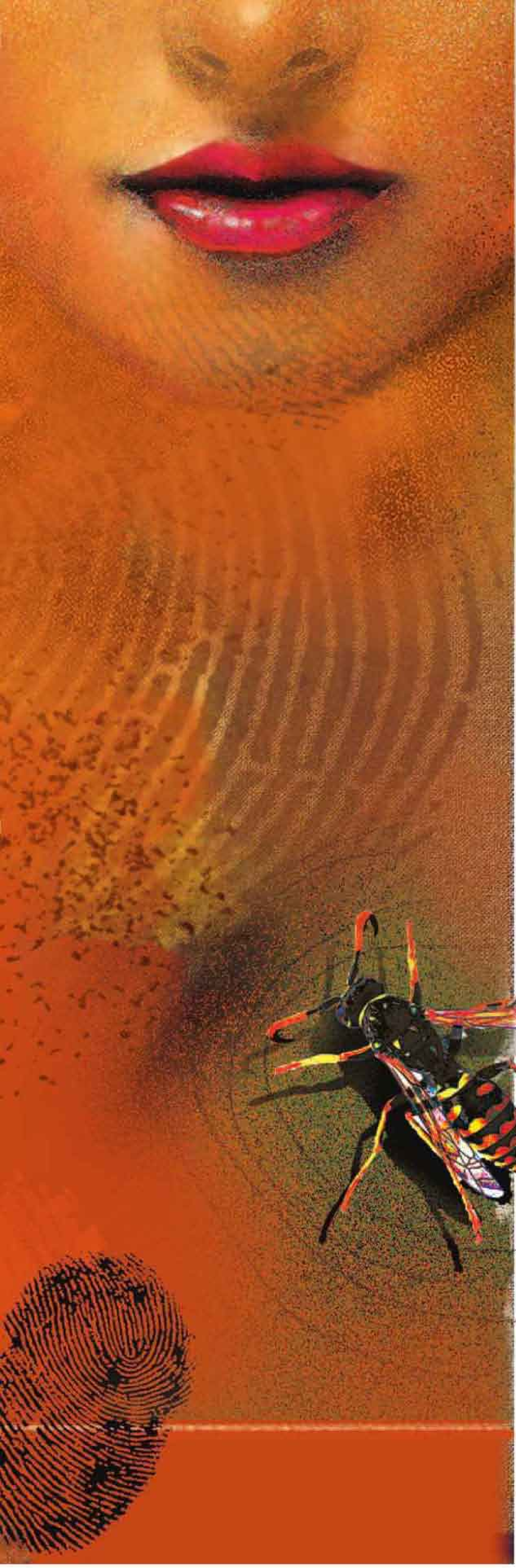


ফিশ অ্যান্ড চিপস

শেষে বলি, কলকাতার হাজারটা কফিশপের মধ্যে আমরা কয়েকটা অপশন আপনাদের দিলাম। নিজেরা একবার গিয়ে দেখতেই পারেন। কফির সঙ্গে আড্ডাটা জমে যাবে!

ছবি: শুভেন্দু চাকী





সোনার মাছি

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল তনুর। কত বছর পর আজ আবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ও? কীভাবে চোখ রাখবে চোখে?

বুকের কাছে দুলতে থাকা সোনার লকেটটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল তনু। এত বছর পরেও কেমন যেন হুল ফোটাল সোনার মাছির মতো দেখতে লকেটটা!

"মা তুমি এখানে? দেখো বাবা কী কাণ্ড করেছে?"

মিলুর কথায় পেছন ফিরে তাকাল তনু। মিলু ওর বড় মেয়ে। কলেজে পড়ায়। একটা ছেলে আছে। তবে ছোট। বছর ছয়েক বয়স। নাম মিশুক। খুব দুরন্ত। ছটফট করে সবসময়। তনুর কাছে নাতি হল জীবনের ভরকেন্দ্র। মিলুর বর রবীন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার। খুব ব্রাইট ছেলে। দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।

"কেন? কী হল আবার?" তনু জিজ্ঞেস করল।

মিলু হইহই করে উঠল, "আরে বাইরের লনে প্যান্ডেলটা দেখেছ? বাবা বলছে ওটা নাকি ছোট লাগছে। বড় করতে হবে। তাই গোটাটা আবার খোলাচ্ছে!"

"সে কী?" তনু অবাক হল।

মোহন এমন কাণ্ড করে মাঝে মাঝে! খুব বিরক্ত লাগে তনুর। লোকটা এত বড় বিজনেস চালায়। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে একদম ভুলভাল। কাল শিলুর বিয়ে। সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে। আর এখন কী না প্যান্ডেল খুলিয়ে আবার প্যান্ডেল করাবে!

আলিপুরে ওদের বাড়িটা খুব বড়। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বড় বাংলো। সবুজ লন, পুল, টেনিস কোর্ট সব আছে। তাই শিলুর বিয়ের জন্য আর আলাদা করে কোনও ক্লাব ভাড়া করতে হয়নি! বিয়ের মণ্ডপ। অতিথিদের বসার জায়গা। ডি.জে.-র পোডিয়াম আর খাওয়ার জন্য আলাদা টেন্ট, সব এখানেই করা হয়েছে।

মোহনদের পারিবারিক ব্যবসা। পেট্রোলিয়াম বাই-প্রোডাক্টের বড় ফ্যাক্টরি আছে অসমে। তার সঙ্গে আবার নর্থ বেঙ্গলে চা বাগান আর ডায়মন্ড হারবারের কাছে পেপার মিলও আছে। উত্তরাধিকার সূত্রেই সব পেয়েছে মোহন। বলা যায় সোনার চামচ মুখে করেই জন্মেছিল ও। তাই যখন যা চাই তাই করতে হবে ধরনের একটা মানসিকতা রয়েছে ওর। কী দরকার লনের প্যান্ডেলটা বড় করার? গেস্টরা কি সবাই একসঙ্গে এসে বসবে নাকি? মোহন বরাবর এমন! কোনও কিছু চিন্তাভাবনা করে না!

তনু খুবই সাধারণ বাড়ির মেয়ে। মোহনের মতো কোটিপতির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কোনো কথাই ছিল না ওর। কিন্তু কলেজের ফাংশানে মোহন ওকে দেখামাত্র যেন ঠিক করে নিয়েছিল ওকেই বিয়ে করবে! ছত্রিশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও মনে হয় সেদিনের ঘটনা। মোহন ওদের কলেজে নিজের বাবার সঙ্গে এসেছিল একটা প্রোগ্রামের গেস্ট হিসেবে। সেখানে তনুর নাচের ইভেন্ট ছিল।

তার সাত দিনের মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। বাবা-মায়ের সঙ্গে ও নিজেও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এত বড় বাড়িতে ওর বিয়ে! কিন্তু খুব দ্রুতই বিয়েটা হয়েছিল। আর

এখন দেখো, কীভাবে যেন কেটেও গেল তিন, তিনটে যুগ!
মোহন বেশ খামখেয়ালি। তবে তনুকে ভালবাসে খুব। অভাব রাখেনি কিছুরই। দুই মেয়ে, এক ছেলে সমেত মোহন সম্পূর্ণ এক রূপকথার সংসার দিয়েছে তনুকে। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে তনুর জীবনে। আর সেই ফাঁক দিয়ে এখনও যাতায়াত করে ওর সেই ষোলো বছর বয়সটা। যাতায়াত করে বেলঘরিয়ায় ওদের ছোট গাছ ঘেরা পাড়া, বাঙাল কলোনি, ছাতিম বিল আর অদ্ভুত গাছে-ঘেরা ফিঙে!
বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা দোতলা বাড়ির জানলা খুলে যায় আজও। সজনে গাছের ডালে এসে বসে বুলবুলি। কোথায় যেন শিস শুনে এখনও একটা মেয়ে ছুটে যায় লাল মেঝের সেই বারান্দাটায়!

"মা চলো। বারণ করো বাবাকে। তোমার কথা ছাড়া তো আর কারও কথাই শোনে না।" মিলু অধৈর্য হয়ে বলল আবার।
তনু জিজ্ঞেস করল, "চরণদা গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট গেছে কি? বিলু তো আসবে। সময় মতো না পৌঁছলে...."
"অনেকক্ষণ চলে গেছে।" মিলু বলল, "আর শুধু তো ভাই নয়, মাসিও তো..."
"হ্যাঁ।" নিজের অজান্তেই আবার কেঁপে উঠল তনু।
মিলু বলল, "ভাগ্যিস ভাই জোর করে ধরে আনছে। নাহলে কি মাসি আসত? আমার বিয়েতেও তো আসেনি!
কীসের এমন রাগ তোমার দিদির? জানি না সবাইকে ছেড়ে ভাইকে কেন এত ভালবাসে!"
সত্যি, বিলুকে দিদি ভালবাসে খুব। বিলু ডক্টরেট করেছে আমেরিকায়। সেখানেই দিদির সঙ্গে যোগাযোগ করে ও। আর কী অবাক, যে দিদি সরে সরে থাকে সবার থেকে, সে-ই যেন সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে বিলুকে। তনু জানে, বিলু জোর না করলে শিলুর বিয়েতেও আসত না দিদি।
তনুর বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে উঠল।
সেই সজনে গাছের ডাল থেকে উড়ে গেল বুলবুলি আর তার জায়গায় এসে বসল মনখারাপের চারটে তিড়িং-বিড়িং চড়াই! দিদিকে শেষ দেখেছে সেই বছর পনেরো আগে বাবার মৃত্যুর সময়। তাও কথা বলেনি বিশেষ। চুপচাপই ছিল দিদি। আচ্ছা, আজও কি তেমনই আছে?
বুকের লকেটটা আবার চেপে ধরল তনু। এত বছর একটা পাথর বুকে করে ঘুরছে ও। এবার, এটা নামিয়ে দেবে বুক থেকে! এবার তেতাল্লিশ বছর আগের সত্যিটা ও বলে দেবে দিদিকে!



দিদিকে শেষ দেখেছে বছর পনেরো আগে বাবার মৃত্যুর সময়। তাও কথা বলেনি বিশেষ। চুপচাপই ছিল দিদি।

১৯৭০। বেলঘরিয়া

১

দুপুরগুলো কেমন যেন একলা ঘুঘুর মত লাগে তনুর। দূরে ভাঙা মন্দিরের সামনের বড় ছাতিম গাছটার নীচে এক ঝাঁক ঘুঘুকে রোজ এই সময়টায় দেখা যায়। ওদের দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে বালিশে বুক চেপে অঙ্ক খাতা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেন কে জানে চোখে জল চলে আসে ওর! মনে হয় সব বৃথা। এই সময়, এই রোদ, ওই দূরের সায়র আর টিট্টি টিট্টি পাখির ডাক, সব সব বৃথা।
আজও তেমনই মনে হচ্ছে তনুর। আর খালি জল এসে যাচ্ছে চোখে। সামনের খোলা খাতাটার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে। ক্যালকুলাসের চিহ্নগুলো যে সেই একজনের স্পর্শ বহন করছে!
খাতাটা ভাঁজ করে চিৎ হয়ে শুল তনু। ও জানে এই মনখারাপের কোনও প্রতিকার নেই। কারণ যার জন্য ওর মনখারাপ, সে ওর নয়। কোনওদিন হবেও না!
"কী রে খাতা গুটিয়ে রাখলি যে!" কুটু এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।
মেয়েটা খুব ভাল। তনুর বেস্ট ফ্রেন্ড। সেই জ্ঞান হওয়ার থেকে দুজনের ভাব। একসঙ্গে ছোট স্কুল থেকে এই এখন ক্লাস ইলেভেন অবধি একসঙ্গে পড়ছে!
ওদের পাড়াতেই থাকে কুটুরা। তবে পাড়ার অন্য মাথায়। কুটুর বাবা পুলিশের এস.আই.। এমনিতে এলাকায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিসেবে নাম থাকলেও তনুর কিন্তু মলয়কাকুকে কোনোদিনও রাগি মনে হয়নি!
তনু বলল, "এই তোর দু'মিনিটে ঘুরে আসা হল?"
কুটু হাসল, "কী করব? ভাবলাম এক দৌড়ে গিয়ে খাতাটা নিয়ে আসব। কিন্তু বাড়ি যেতেই ঝামেলায় পড়লাম। বাবা মায়ের ঝগড়া আমি ছাড়া আর কে থামাবে বল?"
"ঝগড়া?" তনু উঠে বসল।
কুটু মাথা নাড়ল, "আর বলিস না। মা যা টেনশন করে না! কে যেন বলেছে নকশালরা বাবাকে মারবে বলে হুমকি দিয়েছে। সেই শুনে মা বাবাকে কাজেই বেরতে দেবে না বলছে!"
"তাই? সত্যি হুমকি দিয়েছে?" তনু অবাক হল।
"হ্যাঁ। আগেও তো দিয়েছে। তাতে বাবা ভয় পেয়েছে নাকি? বাবা বলে মুক্তির দশক বলে চেঁচিয়ে ভয় দেখালেই কি ভয় পেতে হবে?"
"তাও..." তনু কী বলবে বুঝতে পারল না।
"নিলয়দাকে বলিস সাবধানে থাকতে। বাবা বলছিল ওর নাকি খুব বাড় বেড়েছে।"
আচমকা নিলয়ের নামটা শুনে তনুর মনে হল কে যেন ওর শিরদাঁড়া দিয়ে এক মুঠো বরফ গড়িয়ে দিল।
ও বলল, "আ-আমি কেন বলতে যাব? দিদি বললে বলবে।"
কুটু খেয়াল করল না যে তনুর মুখে ক্ষণিকের জন্য পদ্মের পাপড়ির রঙ এসে গিয়েছিল।
"না বাবা, দিদিকে কে বলতে যাবে? তোকে এসে মাঝে মাঝে তো অঙ্ক দেখিয়ে দিয়ে যায় নিলয়দা। তখন বলে দিস। এইসব নকশাল-টকশাল যেন আর না করে! বাবা বলছিল ওকে নাকি ওয়াচ করা হচ্ছে!"
বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল তনুর। মনে হল কিছু একটা আটকে গেছে। নিলয়কে পুলিশ ওয়াচ করছে! কেন?
নিলয় বাবার ছাত্র ছিল। বাবা ফিজিক্স পড়ায় কলকাতার একটা নাম করা কলেজে। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে নিলয়ও পড়তে আসত বাবার কাছে। পাশ করার পর বাকিরা ছিটকে গেলেও নিলয় কিন্তু বাবার সঙ্গে আর এই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট করেনি। এখন একটা স্কুলে নিলয় নিজে ফিজিক্স পড়ায়।


C L A S S I C S
ম্যাঙ্গো মালাই
অর্থাৎ আমের মালা।
নেক্‌লেসটি বড়োই মিষ্টি এবং কেরালার এক
অতি প্রিয় বিয়ের গয়নার আদলে গড়া।
শুধু যা আমরা সেটাকে একটু অভিনব বাঙালি
ছোঁয়া দিয়েছি। তাই দেখবেন আমগুলি হাতে
কাটা ও এন্‌গ্রেভ করা — আপনার পছন্দ মত।
আবার ওল্টালে অন্যরকম ডিজাইন।
বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা
আমেরই মতন — কখনো টক, কখনো মিষ্টি।
সোনা কিন্তু সর্বদা sweet।
পাঁচ থাক ছোট্টো আমুদে ঝুমকো সহ সবটা
শুদ্ধ ২২ক্যারেট সোনায় তৈরী,
আর দিশি চুনিগুলির বদলে যে কোনো পাথর
বা মিনে দিলেও চলে।
A-SIRKAR®
www.asirkar.in
171/1A Rash Behari Avenue, Kolkata - 700 019, Phone: 4030 1711
Thoughtshop Cpl '14

বাবা খুব পছন্দ করে নিলয়কে। কিন্তু মা খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। তার কারণ দিদি।
তমালিকা মানে তামি তনুর চেয়ে ছ' বছরের বড়। গম্ভীর, কম কথা বলা মেয়ে। যেন ঋত্বিক ঘটকের ছবির নায়িকা। তনু জানে দিদিকে দেখতে ওর থেকে অনেক ভাল। রাস্তায় বেরলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কেউ দিদিকে অ্যাপ্রোচ করে না। কেমন যেন একটা আগুনের পরিখা দিয়ে দিদি ঘিরে রেখেছে নিজেকে।
কী করে যে নিলয় সেই পরিখাটা পার করল কে জানে!
কুটু আবার বলল, "না না তুই বলবি। তোর বলতে আপত্তি কোথায়?"
তনু বিরক্ত হল এবার, "তোর এত ইন্টারেস্ট কেন বল তো? আর কাকু কার সঙ্গে কী কথা বলছে সেসব কান পেতে শুনিস?"
"বেশ করি শুনি," কুটু জেদি গলায় উত্তর দিল, "আমার ভাল লাগে নিলয়দাকে তাই বলছি!"

তনু দেখল তামিকে কেমন যেন শীতকালের বিরল-পত্র গাছের মতো লাগছে!

২

দু'দিন হয়ে গেল তামি খাবার খাচ্ছে না! ঘরের ভেতর থেকে বেরলেও কথা বলছে না কারও সঙ্গে। ঠোঁট টিপে, মাথা নিচু করে রয়েছে।
আজ সকাল অবধি মা খুব আজেবাজে কথা বলেছে তামিকে। নানারকম খোঁটাও দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তামিকে টলানো যায়নি!
কিন্তু এই সন্ধেবেলাতেও তামি কিছু খাচ্ছে না দেখে মা ভয় পেতে শুরু করেছে। তনুকে বলছে যেন তামিকে গিয়ে খেতে বলে।
তনু যায়নি। যাবেও না। কেন যাবে ও? তামি তো বরাবর বাবা মায়ের ফেভারিট মেয়ে। দেখতে অত সুন্দর। পড়াশুনোয় অমন স্কলার! অত ভাল গান করে! আর তনু? মায়ের চোখে যেন ওর জন্য খুঁত

কুটুর ওপর।
কুটু প্রথমে আপত্তি করেছিল তীব্রভাবে। বলেছিল, "ছিঃ, মেয়েরা মেয়েরা এমন করে নাকি? তুই পাগলি?"
তনু বলেছিল, "আঃ, এটা তো এক্সপেরিমেন্ট। ব্যাঙ কাটিস না বায়োলজিতে? তবে? এটাও তেমন একটা। শোন, দুজনেই বুঝতে পারব জিনিসটা কেমন। খেতে কেমন লাগে? কীভাবে খেতে হয়!"
ঘটনাটা ঘটবার পরে কুটু লাল হয়ে গিয়েছিল একদম। নিজের বুকের কালি ঠাকুরের ছবিটা তনুকে দিয়ে ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে এটা যেন কেউ কোনোদিনও জানতে না পারে।
তনু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা সেসব হবে। এখন আমি কেমন পারফর্ম করলাম সেটা বল। তোর আর কিছু ইচ্ছে করছিল?"
কুটু কোনোমতে বলেছিল, "বাজে বকবি না! তুই এত অ্যাগ্রেসিভ কেন?"



স্নানের ঘরে নিজেকে ভাল করে দেখে তনু। ভাবে, কোথায় কম ও? তবু কেন নিলয় তাকায় না ওর দিকে?

তনু জানে, ওর ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। আর নিলয়কে দেখলে, ওর শিসের শব্দ শুনলে, আগ্নেয়গিরির ভেতরের লাভাটা ফুটতে থাকে। মনে হয় জ্বালামুখ ফেটে সবটা বেরিয়ে যাক!
কিন্তু নিলয় তো অন্ধ। যেদিন যেদিন অঙ্ক দেখাতে আসে, কত রকম ইঙ্গিত করে তনু। অল্প স্পর্শ, ঝুঁকে বসা, এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা! কী না করে! কিন্তু ও তো বোঝেই না! তামিকে ছাড়া যেন জানে না কিছুই!

"মানে?" তনু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কুটুর উত্তরের আগেই নীচের থেকে মায়ের গলার চিৎকার শুনল একটা।
তনু দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিড়ির কাছে।
ওর পেছন পেছন কুটুও এল।
শুনল, মা বলছে, "এ কী করেছিস? এটা কী করে এসেছিস রাক্ষসী?"
সিঁড়ির এই ওপরটা থেকে ওদের উঠোন আর বাড়িতে ঢোকার দরজাটা দেখা যায়। তনু দেখল সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তামি।
ও চোখের পাতা ফেলতে পারল না। পেছনে দাঁড়ানো কুটুর বিস্মিত মুখটাও যেন মাথা না ঘুরিয়ে দেখতে পেল ও। মা চিৎকার করছে এখনও। কিন্তু তনুর যেন কিছুই কানে ঢুকছে না! ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে তামিকে। কোমর অবধি এক ঢাল চুল একদম মুড়িয়ে ছেলেদের মতো করে কেটে এসেছে! কেন? কেন এমন করল মেয়েটা?

বের করার যন্ত্র লাগানো রয়েছে। রেগে গেলেই মা বলে, "ছেলে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু কোত্থেকে যে তুই এলি! আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলি একদম!"
ঠিক আছে। ও নাহয় হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে এত বছর। এবার দেখো, তোমাদের আদরের বড় মেয়ে কী কী জ্বালিয়ে খায়!
আর তামিরও বলিহারি! এত্ত প্রেম! বাব্বা! ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়!
মনে মনে খুব মুখ বেঁকিয়েছে তনু। সব ভাল জিনিস যেন দিদির সঙ্গেই হতে হবে! এমন কী নিলয় পর্যন্ত দিদির! এটা মানতেই পারে না ও!
স্নানের ঘরে নিজেকে ভাল করে দেখে তনু। ভাবে, কোথায় কম ও? তবু কেন নিলয় তাকায় না ওর দিকে? ভাবে একদিন যদি সুযোগ পায়, তবে দেখিয়ে দেবে আদর করতে ও কত ভাল জানে!
না, কোনও ছেলেকে আদর করার সুযোগ তনুর হয়নি। তবে চুমু জিনিসটা কী? খেতে কেমন? সেটা পরীক্ষা করে দেখেছে

মা পছন্দ করে না নিলয়ের আসা। কিন্তু বাবার জন্য বারণও করতে পারে না। মাঝরাতে বাবা মায়ের মধ্যে এই নিয়ে ছোট্ট তর্কও শুনেছে তনু। বাবা হেসেছে শুধু। বলেছে, "আরে প্রেম করার এটাই তো বয়স! পরে প্রেমের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে যখন, আর ওসব করবে না।"
মা তাই নিজের উদ্যোগেই একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছিল। পাত্র সাহাগঞ্জের নামকরা বড় টায়ার কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার। ভাল আয়। বিদেশেও যায় মাঝে মাঝে। মায়ের ভাষায় সবদিক দিয়ে সোনার পাত্র যাকে বলে!
গত পরশু এই সোনার পাত্রটির বাড়ি থেকে লোকজন এসেছিল। আর সেইজন্য তার আগের দিন বিদ্রোহ করে তামি কেটে ফেলেছিল নিজের মাথার চুল।
ছেলের মা তো তামিকে দেখে কথাই বলতে পারেননি প্রথমে। তারপর

বলেছিল, "শুনেছিলাম যে কোমর ছাপানো চুল। এতো ব্যাটাছেলেদের মতো করে কাটা!"
তামি বলেছিল, "মেয়েছেলে-ব্যাটাছেলে-এভাবে বলতে নেই। অশিক্ষা বোঝায়।"
পাত্রটির বাড়ির লোকজন এর পরে আর শিক্ষার প্রমাণ দেওয়ার জন্য বেশিক্ষণ বসেনি। আর ওরা চলে যেতেই মা শুরু করে দিয়েছিল চিৎকার। এমন কী এক ঘা বসিয়েও দিয়েছিল তামির পিঠে! তামি কিছু করেনি। শুধু অনশন শুরু করেছে সেদিন থেকে!
নিলয় আর তামির সম্পর্কটা বেশ কয়েক বছরের। তখন কিন্তু নিলয়কে তেমন চোখে দেখত না তনু। কিন্তু ইদানীং, কী যে হয়েছে ওর! নিলয়কে দেখলেই, ওর শিস দিয়ে গান শুনলেই শরীরটা কেমন যেন করে তনুর! তামিকে হিংসে হয়! মনে হয়.... মনে হয়.... কী যে মনে হয় সেটা যেন নিজেই বুঝতে পারে না!

আজ রাতে বাবা আসামাত্র মা হাউমাউ করে বলল, "আমি চলে যাব এবার বাড়ি ছেড়ে। তুমি আর তোমার আদরের মেয়েরা থেকো। আমি তো দাসিগিরি করার জন্য এসেছি এ বাড়িতে। ঠিক আছে। না হয় পরের বাড়ি বাসন
মেজেই খাব।"
বাবা মায়ের স্বভাব জানে। জানে বাড়িয়ে বলতে মায়ের মতো দক্ষ আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে বাবা তো বলে, "কে বলে পুনর্জন্ম হয় না? গোয়েবলস মরে তোদের মা হয়ে এসেছে।"
মায়ের কথা শুনে বাবা উত্তেজিত হল না মোটেই। তনুকে ডেকে বলল, "যা তো রে মা, তোর দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়।"
তনুর ইচ্ছে করছে না যেতে। কিন্তু তাও গেল। বাবা কিছু বললে না করতে পারে না যে!
তামির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ও জানলা দিয়ে বলল, "দিদি, প্লিজ বাইরে আয়। বাবা ডাকছে।"
একটু সময় নিয়ে দরজা খুলল তামি। চোখ মুখ শুকনো। তনুর মনে হল, ঠাশ করে একটা চড় মারে! ন্যাকা! অত যখন প্রেম তখন বাড়ি থেকে পালালেই তো হয়!
তামি ঘরে ঢুকতেই মা লাফিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু বাবা বাধা দিল। বলল, "তুমি চুপ করে বসো। দু'জনে যা শুরু করেছ লাস্ট দুদিন ধরে!" তারপর তামিকে বলল, "এভাবে কতদিন চলবে মা? এমন করে কেউ?"
তামি ছোট করে বলল, "যতদিন মা চাইবে..."
"তবে রে..." মা তেড়ে গেল এবার।
"বসো," বাবা ধমকে মাকে বসাল, তারপর তামিকে বলল, "কাল আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়। পড়াশুনো তো বন্ধ করে দিয়েছিস। আর, নিলয় আসবে। ও এসে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে নেবে। তবে...."
তামি মুখ তুলল।

সন্ধেবেলা টিউশনে পড়ে
বাড়ি ফিরছিল তনু। আচমকা
শামু এসে সাইকেল নিয়ে
দাঁড়িয়েছিল ওর পাশে।



বাবা বলল, "জানিস তো নিলয় নকশাল করে। পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। অনিশ্চিত জীবন। এমন ছেলের সঙ্গে সুখী হবি তো?"
মা এই ফাঁকে উত্তেজিতভাবে বলল, "কাল নিলয় আসবে মানে?"
বাবা গম্ভীর গলায় বলল, "মানে, ও আসবে। আমাদের অনুপস্থিতিতে ওর সঙ্গে তুমি কথা বলে, ওকে কেন তোমার অপছন্দ সেটা সর্ট করে নেবে। আর তোমার ওকে যা বলার বলবে। রোজ রোজ বাড়িতে এসব ভাল লাগে না আমার। বুঝেছ?"
মা বলল, "তুমি এ কী বলছ? অমন একটা ছেলের সঙ্গে...."
"বললাম তো, ওর সম্বন্ধে তোমার আপত্তিগুলো ওকে বলবে। ওর রাজনীতি নিয়ে তোমার প্রবলেম থাকলে সেটাও বলবে। বাড়িতে আমরা থাকব না। কথা বলে নেবে। জীবনটা তামির। তাই আমার মনে হয়, শেষ কথাটা ওরই বলার অধিকার আছে।"
মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। বাইরের দরজাটায় কেউ জোরে ধাক্কা দিচ্ছে! তনুর বুকটা ঢিপ করে উঠল। রাত হলেই আজকাল সব কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে যায়! দূরে বোমার শব্দ হয়। কোথায় যেন গুলি চলে।
বেলঘরিয়ার এই নিমতা জায়গাটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন আর গাছপালায় মোড়া। একটু ফাঁকাই। আর আজকাল যেন আরও শুনশান হয়ে গেছে! তাই আচমকা এমনভাবে দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনে একটু ঘাবড়েই গেল তনু।
বাবা গিয়ে খুলে দিল দরজাটা। আর ঘরের ভেতর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল ডিকো। কুটুর ভাই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে!
ডিকো বলল, "বাবা.... বাবাকে গুলি করেছে ওরা! দু'জন কনস্টেবল মারা গেছে... আর বাবা হাসপাতালে। কাকু তোমায়..."



বাবা আর সময় নষ্ট করল না। দ্রুত আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে বলল, "চল তাড়াতাড়ি।"

মা বলল, "তবেই বোঝো! এদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে তুমি?"

তনু দেখল তামি মাকে দেখছে। আসলে দেখছে না। দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে মায়ের গোটা শরীরটা!

৩

সকাল থেকেই পাড়া থমথম করছে আজ। তার মধ্যেই মায়ের বারণ না শুনে বাবা বেরিয়ে গেল তামিকে নিয়ে। এখন গরমের ছুটি চলছে। কিন্তু তাও তামিকে নিয়ে একজন প্রফেসরের কাছে গেছে বাবা। এখন সময়টাই এমন যে রোজ স্কুল-কলেজ হয় না। পরীক্ষাগুলোও মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হয়ে যায়। কিন্তু বাবা চায়, তামির পড়ায় যেন কোনোরকম ফাঁক না থাকে। মাস্টার ডিগ্রির পরে, তামিকে বিদেশ পাঠাতে চায় বাবা।

তনুর জন্য সেসব কোনও প্ল্যান নেই বাবার। আসলে তনু তো তেমন ভাল নয় লেখাপড়ায়। ওর পড়াশুনো করতে ভালই লাগে না। নাচ গানই ওর আসল পছন্দ। আর তার সঙ্গে ফিল্মের পোকা তনু। স্বরূপ দত্তকে যে কী ভাল লাগে! আর ভাল লাগে শশী কপূরকে! একবার হাসলেই একটাকা চার আনার এক টাকাই উঠে আসে!

এই গরমের ছুটির দুপুরে অঙ্ক করতে বসে মাঝে মাঝে শশী কপূরের কথা চিন্তা করে তনু। ভাবে নিলয়ের হাসিটা একদম শশী কপূরের মতো!

আজ বাড়ি থেকে বেরবার আগে বাবা মাকে বলেছিল, "মাথা গরম করবে না। ছেলেটা ভাল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের বাইরেও কাজ আছে। আর মানুষ ভাল হওয়াটা বেশি জরুরি, কেমন?"

ভাল মানুষ! শব্দটা আজকাল কেমন যেন লাগে তনুর! চারিদিকে এমন কাটাকাটি, মারামারির মধ্যে ভাল আর খারাপটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে! গত বছর দেড়েক-দুয়েক মানুষের যে কী হয়েছে! বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস! কেড়ে নিতে হবে! বুর্জোয়া! চিনের চেয়ারম্যান! চারিদিকে কত নতুন সব শব্দবন্ধ। তনুর কেমন যেন গুলিয়ে যায় পুরোটা!

ওদের পাড়ার ব্রিলিয়ান্ট ছেলে সঞ্জিতদা নাকি নকশাল। রেল লাইনের পাশে একদিন ওর গলা কাটা শরীরটা পাওয়া গেল। পাড়ার সবাই সেদিন গিয়েছিল ওদের বাড়িতে! তবে কানাঘুষোয় শুনেছে সঞ্জিতদা নাকি কোনও এক পুলিশের কনস্টেবল আর একটা নিরীহ ছেলেকে কুপিয়ে খুন করেছিল! স্কুলে যাওয়ার পথে তনু পোস্টার দেখে। তাতে লেখা মুক্তির দশক! কীসের মুক্তি? কার মুক্তি? ওর ভাল লাগে না কিছু। চোখ বন্ধ করে কেবল নিলয়কে দেখতে চায়। কিন্তু দেখে ওইসব পোস্টারের ভেতর থেকে উঁকি মেরে হাসছে শশী কপূর!

আজ সকাল থেকেই মাথাটা হিজিবিজি হয়ে আছে! গতকাল অনেক রাতে বাবা ফিরেছিল। মলয়কাকু নাকি এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে।

মলয়কাকুরা সন্ধেবেলা বিরাটির দিক দিয়ে ফিরছিল। মাঝে অনেকটা ফাঁকা, গাছপালাময় রাস্তা। সেখানেই চারজনের একটা দল এসে আক্রমণ করে মলয়কাকুদের। দুজন কনস্টেবল সেখানেই মারা যায়। মলয়কাকুর পেটেও সিভিয়ার ইনজুরি হয়েছে। মাথাতেও গভীর ক্ষত! ওরা ভেবেছিল মলয়কাকু মারা গেছে। তাই ফেলে রেখে চলে যায়। বাবা এসে

বলেছে, মলয়কাকুর অবস্থা খুব খারাপ। আজ সকালে কুটুর কাছে গিয়েছিল তনু। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে একদম পাগলের মতো হয়ে গেছে। ও যেতেই কুটু বলেছিল, "দেখবি আমার বাবাকে যে মেরেছে তার কী হয়! ওরা কী ভেবেছে মানুষকে মেরে মানুষের জন্য কাজ করবে? আমি যদি একবার জানতে পারি না কে মেরেছে..."

তনু জানে এসবই রাগের কথা। কষ্টের কথা। ওদের মতো মেয়েরা কী আর করতে পারে!

তবে তনু বেশিক্ষণ থাকেনি কুটুদের বাড়ি। এইসবের মধ্যেও ওর মন পড়েছিল বাড়িতে। খালি মনে হচ্ছিল নিলয় আসবে আজ। আর বাড়িতে তো মা আর কাজের মেয়ে ঝুমাদি ছাড়া কেউ থাকবে না! এসব কি অন্যায় চিন্তা? প্রিয় বান্ধবীর যেখানে এমন বিপদ সেখানে কি এসব চিন্তা পাপ? জানে না তনু। ও শুধু জানে এক আগ্নেয়গিরির কথা। জানে নিলয়ের জন্য বাকি পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ!

মা অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশি গম্ভীর হয়ে আছে। নিজের মনে গজগজ করে চলেছে। বলছে, এমন বাপ জন্মে দেখিনি যে মেয়ের ভাল চায় না! কোথাকার কে একটা ছেলে। সামান্য স্কুল মাস্টারি করে। নকশাল বলে সন্দেহ করে লোকে। ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই! তার সঙ্গে ওকে কথা বলে সন্ধি করতে হবে? এমন সোনার মতো মেয়ে, তার কপালে কী না এমন একটা বাউন্ডুলে এসে জুটবে! অল্প বয়সে মেয়েরা একটু রোম্যান্টিক থাকে। এইসব বাজে বকা, বড় বড় বুলির ছেলেদের দেখে সত্যি মিথ্যে গুলিয়ে ফেলে প্রেমে পড়ে! তা বলে সেসব কথা শুনে এইসব নচ্ছারগুলোকে জামাই করতে হবে!

তনু জানে মা সহজে মানবে না। জানে নিলয় এলে ওকে অপমান করবে। করুক, অপমান করুক। দিদির জীবন থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিক ওকে। তারপর ওর কাছে যাবে তনু। ও দিদির মতো নয় যে নিজের চুল কাটবে। নিজে না খেয়ে সত্যাগ্রহ করবে। ও সোজা বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। মায়ের গয়নার বাক্সটা নিয়ে সোজা পালিয়ে যাবে নিলয়ের সঙ্গে! দরজা খোলার শব্দটা ওপর থেকেই পেল তনু। ঝুমাদি ওদের বাড়িতে কাজ করে। দরজাটা ঝুমাদিই খুলেছে।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল তনু। সিঁড়ির ওপর থেকেই নিলয়কে ঢুকতে দেখেছে ও।

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। তনু দেখল নিলয়কে দেখে মায়ের মুখটা উচ্ছে খাওয়ার মতো হয়ে

সকাল থেকেই পাড়া থমথম করছে আজ। তার মধ্যেই মায়ের বারণ না শুনে বাবা বেরিয়ে গেল তামিকে নিয়ে।



গেল যেন। আর নিলয়কেও আজ কেমন যেন লাগছে দেখতে! অন্যমনস্ক। উশকোখুশকো। চোখ লাল।
তনু জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি শরীর খারাপ নিলয়দা?"
"অ্যাঁ?" নিলয় কী যে বলবে যেন ঠিক বুঝতে পারল না।
মা বলল, "তুমি ওপরে তনুর ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি একটু পরে।"
নিলয় ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একটু। তারপর তনুর পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে।
তনুদের এই বাড়িটা বেশ পুরনো। ঠাকুরদার তৈরি করা। দোতলা হলেও বাড়িটা খুব একটা বড় নয়। ওপরে দুটো ঘর। একটায় বাবা মা থাকে আরেকটায় দুই বোন।
নিজেদের ঘরটায় নিলয়কে বসাল তনু। নিলয় বিছানায় বসে কাঁধের ঝোলাটাকে কেমন যেন আঁকড়ে ধরে জানলার দিকে তাকাতে লাগল।
তনু এগিয়ে গেল নিলয়ের দিকে। তারপর আচমকা নিলয়ের চুলের ভেতর হাত ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার?"
এই স্পর্শে বেশ ঘাবড়ে গেল নিলয়। একটু পিছিয়ে গেল। বলল, "ক-কী করছ? আমি... মানে... পুলিশ..."
উত্তরে কিছু বলতে যাবে এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে আসা একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল তনু। ও মুখ ঘুরিয়ে দেখল- ঝুমাদি! চোখ মুখই বলে দিচ্ছে কিছু একটা হয়েছে!
"কী হয়েছে?" তনু উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।
ঝুমাদি বলল, "পুলিশ আসছে। পাড়া ঘিরে ধরেছে। কোম না কী যেন..."
কোম্বিং! এই পাড়ায়! তনু দ্রুত তাকাল নিলয়ের দিকে। দেখল, নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে নিলয়।
ঝুমাদি নিলয়কে বলল, "তুমি যাও তো। মা বলছে তোমাকে চলে যেতে।"
নিলয় ধরা গলায় বলল, "কোথায় যাব? এই অবস্থায় কোথায় যাব আমি?"
ঝুমাদি বলল, "বাবু সরকারি কলেজে পড়ায়। তুমি তো নকশাল কর। এই বাড়ি থেকে তোমায় ধরলে বাবুর কি আর চাকরি থাকবে? যাও তুমি। বেরোও।"
"ঝুমাদি!" তনু জোর গলায় বলল এবার, "নীচে যাও তুমি। কিছু হবে না! যাও। পুলিশ বাড়ি সার্চ করতে এলে করুক।"
"মানে? কী হবে?" নিলয়ের গলা দিয়ে স্বর বেরচ্ছে না।
তনু তাকাল নিলয়ের দিকে। বলল, "এই সাহস নিয়ে মুক্তির দশক আনবে? তোমরা কি সত্যি মেরেছিলে মলয়কাকুকে?"
"না, আমি মারিনি, সত্যি বলছি..." নিলয় কী করবে বুঝতে পারল না।
তনু ভেবে নিল এক মুহূর্ত। তারপর ঝুমাদিকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল নীচের দিকে। বলল, "যদি আসতে চায় ওপরে আসতে দেবে। যাও এখন।"
ঝুমা চলে যেতেই দরজাটা ভেজিয়ে দিল তনু। তারপর নিলয়কে বলল, "খাটের নীচে দুটো ট্রাঙ্ক আছে। ওর পেছনে লুকিয়ে পড়। একদম চুপ করে থাকবে। কথা বলবে না। যা করার আমি করব। বুঝেছ?"



তনু জানে মা সহজে মানবে না। জানে নিলয় এলে ওকে অপমান করবে। করুক, অপমান করুক।

নিমেষে খাটের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল নিলয়। একবার দম নিল তনু। তারপর দ্রুত হাতে শাড়িটা খুলে ফেলল।
নীচে পুলিশের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শায়াটাকে আলগা করে বুক অবধি উঠিয়ে এবার ব্লাউজটা খুলে ফেলল তনু। চুলের গার্ডারটা টেনে খুলে এলো করে দিল চুলটাকে।
আর ঠিক তখনই দরজা ধাক্কানোর শব্দ হল, "দরজা খুলুন তাড়াতাড়ি।"
সময় নিল তনু।
আবার গলাটা বলল, "কী হল, খুলুন দরজা।"
"দাঁড়ান একটু।" গলাটা স্বাভাবিক রেখে বলল তনু। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে খুলে দিল দরজাটা।
অল্প বয়সী একজন পুলিশ। মুখটা গম্ভীর। কিন্তু তনুকে ওই অবস্থায় দেখেই কেমন যেন ঘাবড়ে গেল।
তনু শায়াটাকে কোনওমতে বুকের কাছে ধরে বলল, "আমি স্নানে যাব। আপনারা এসেছেন কেন?"
"আমরা? আমি?" পুলিশটা তোতলাতে লাগল। তনু বুঝল ছেলেটা ওর বুকের দিকে তাকাতে না চাইলেও তাকিয়ে ফেলছে। চোখ মুখ লাল।
তনু বলল, "কিছু খুঁজছেন? ভেতরে আসবেন?"
"ভে-ভেতরে?" পুলিশটা ঢোক গিলল। তারপর বলল, "দরজা ভাল করে বন্ধ করে রাখুন। একটা ক্রিমিনাল ঢুকেছে। কাল দুজন পুলিশ মার্ডার হয়েছে। আর একজন আহত। তাই... ইয়ে..."
"তাই?" তনু চোখ বড় বড় করল।
পুলিশটা ঠোঁট চেটে বলল, "আপনি দরজাটা ইয়ে.... আমি আসি।"
দরজাটা বন্ধ করে একটু দাঁড়াল তনু। ঠোঁটে হাসি। সিঁড়িতে বুটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ও আলতো করে ডাকল, "নিলয়দা, বেরিয়ে এসো।"
একটু সময় নিয়ে বেরল নিলয়। চোখ মুখ ভিতু বিড়ালের মতো লাগছে। সারা শরীর ভয়ে পুরো সাদা হয়ে গেছে ছেলেটার!
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তনুকে ওই অবস্থায় দেখে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল নিলয়। বলল,"থ্যাঙ্কস তনু। তুমি যা করলে... এখন.... শাড়ি পরে নাও..."
"তাই?" তনু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নিলয়ের দিকে।
"কী করছ তনু?" নিলয় ঢোঁক গিলল।
"দেখছি তুমি সত্যি কত বড় বীর?"
কথাটা বলে নিলয়ের চোখে চোখ রেখে বুকের কাছে ধরে রাখা শায়াটা ছেড়ে দিল তনু।

৪

বাগানে একটা বড় বোলতার চাক হয়েছে। কাঁঠাল গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটার ভাঁজে উল্টোনো কড়াই-এর মতো হয়ে আছে চাকটা। মাঝে মাঝে কয়েকটা বোলতা ওড়াউড়ি করছে। ঠিক যেন সোনার তৈরি মাছি!
সেইদিকেই তাকিয়েছিল তনু। সামনে বই খোলা। কিন্তু পড়তে পারছে না একটুও। মনটা অস্থির হয়ে আছে। খালি ভাবছে কখন তামি বেরবে বাড়ি থেকে আর কখন ও যাবে সেখানে!
তামি কলকাতায় যাচ্ছে কদিন হল। স্পেশাল কোচিং নিচ্ছে। বাবা ভর্তি করে দিয়েছে। আর সেদিনের ঘটনার পরে তামি আর নিলয়ের বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত

মুলতুবি রাখা হয়েছে।
যে ছেলেকে পুলিশ খুঁজছে সে তো আর এক্ষুণি বিয়ে করতে পারবে না! তাই তামিও পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত থাকবে ঠিক করেছে।
সেদিনের ঘটনার পরে নিলয় আর এদিকে আসেনি। সেই বন্ধ ঘরের ভেতর কী হয়েছে সেটা একমাত্র নিলয় আর তনুই জানে।
পুলিশ ওপর থেকে নেমে গেলেও নীচে ছিল কিছুক্ষণ। মা তাই চট করে উপরে আসতে পারেনি!
পুলিশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চুপিসাড়ে বেরিয়েছিল নিলয়। কথা বলতে পারছিল না। তাকাতেও পারছিল না তনুর দিকে। মুখ লাল করে মাথা নামিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। মা উপরে উঠছিল তখন। নিলয়কে চলে যেতে দেখে কিছু বলেনি। হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল।
তনুর কিন্তু ভাল লেগেছিল খুব। সর্ম্পূণ লেগেছিল নিজেকে। নিলয় চলে যাওয়ার আগে তনু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় গেলে পাব তোমায়?"
নিলয় ছোট করে বলেছিল, "শামুকে জিজ্ঞেস কোরো।"
ওদের বাড়ির কাছেই জোড়া গমকলের মোড়। তার পাশে শামুর চায়ের দোকান। রোগা, হাড় বের করা একটা লোক। বাচ্চা থেকে বুড়ো, সবাই ওকে শামুদা বলে। সারা বছর একটা চায়ের লিকার রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকে লোকটা।
ওই ঘটনার দু'দিন পরে তনু গিয়েছিল শামুর কাছে। এক দোকান লোকের মাঝে জিজ্ঞেস করেছিল, "নিলয়দাকে কোথায় পাব?"
শামু বলেছিল, "নিলয়? আমি জানব কী করে? বাড়িতে দেখো।"
"বাড়িতে তো নেই!"
শামু চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলেছিল, "তা আমি কী জানি! আগে আসত চা খেতে। এখন আসে না। আর যাকে পুলিশ খুঁজছে তার খবর আমি রাখব কেমন করে?"
আর কথা বাড়ায়নি তনু। আশেপাশের লোকজন বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল।
পুলিশদের ওপর হামলার জন্য নিলয়কে খোঁজা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনজন ধরা পড়েছে। সবাই নাকি নিলয়ের নামই করেছে। বলছে, ও-ই নাকি এর পান্ডা!
মলয়কাকু এখন আগের চেয়ে ভাল আছে। তবে কাজে যোগ দিতে সময় লাগবে আরও একটু। কুটু এখন খুব একটা আসে না ওদের বাড়ি। নিলয়ের সঙ্গে দিদির সম্পর্কটা ও জানে। তাই হয়তো রেগে আছে!
এই অল্প দিনেই জীবনটা কেমন যেন ঘেঁটে গেল। আগে নিলয়কে না পাওয়ার একটা কষ্ট ছিল। কিন্তু এখন অবস্থাটা অন্যরকম। কোনও নিষিদ্ধ জিনিসের ব্যাপারটা হল, যখন ঘটে তখন খুব ভাল লাগে! কিন্তু তারপরেই কেমন যেন পাথরের পর পাথর জমা হতে থাকে বুকের ভেতরে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি, ভয় আর কষ্ট হয় সবসময়!
কয়েকদিন কিছুতেই নিলয়ের কোনও খোঁজ পাচ্ছিল না তনু। তাই তামিকে জিজ্ঞাসা করেছিল।
জিজ্ঞেস করেছিল, "দিদি, নিলয়দা কোথায় রে এখন?"
তামি বলেছিল, "জানি না। ওদের জীবনটাই তো এমন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে হয়।"
"তোর দেখতে ইচ্ছে করছে না?" তনু অবাক হয়েছিল।
তামি শান্ত গলায় বলেছিল। "ইচ্ছের চেয়েও জীবনে আরও অনেক কিছু জরুরি কাজ থাকে! ও যে কাজে যুক্ত, তাতে ব্যক্তি-ইচ্ছের চেয়ে আরও অনেক বড় কিছু জড়িয়ে আছে। বুঝেছিস?"
না, বোঝেনি তনু। যত্তসব বড় বড় কথা! যেন এটা জীবন নয়, থিওরি পেপার! খালি স্ট্রিট কর্নারের মতো বক্তৃতা! ভাল লাগে না! যার জন্য চুল কেটে ফেলল, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল, তার খবর জানে না!
তামি বলেছিল, "আর সত্যি বলতে কী, ও কোথায় সেটা জানতেও চাই না এই মুহূর্তে! পুলিশ যদি আমায় জেরা করে, তখন যদি বলে ফেলি!"
এরপরের দিন সন্ধেবেলা টিউশনে পড়ে বাড়ি ফিরছিল তনু। আচমকা শামু এসে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর পাশে। শুনশান রাস্তায় বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল ও।
শামু চাপা গলায় বলেছিল, "ফিঙের পেছনের বাঙাল কলোনির বারো নম্বর বাড়ির নীচে ও আছে। মুকুল বলে একটা মেয়ে থাকে ওখানে। তুমি গেলে তোমায় নিয়ে যাবে।"
তনু স্থির হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। সেই সুযোগে প্যাডেল করে বেরিয়ে গিয়েছিল শামু। তবে কথাগুলো কাঠ খোদাই-এর মতো কেটে বসে গিয়েছিল ওর মনে।
ফিঙে জায়গাটা খুব অদ্ভুত। একটা রাস্তার দুপাশের গাছপালা নিজেদের মাথায় জড়াজড়ি করে টানেলের মতো করে রেখেছে পথটাকে। আর সেখানে প্রচুর ফিঙে এসে বসে। সেটা পেরিয়ে এখানকার জমিদার চৌধুরীদের ভাঙা ভিটে আছে একটা। তাকে ঘিরে আছে গোলোকধাঁধার মতো এক কলোনি। লোকে বলে বাঙাল কলোনি!
পরের দিন দুপুরে সেখানের বারো নম্বর ঘরে গিয়েছিল তনু। মুকুল ওর মায়ের সঙ্গে থাকে ওখানে। গরীব বাড়ির মেয়ে। মা রান্নার কাজ করে। আর মেয়ে সেলাই করে টুকটাক।
তনু গিয়ে দাঁড়াতেই মুকুল বলেছিল, "তুমি তনু? নিলয়দা বলেছে তোমার কথা!"
বাড়ির পেছন দিকে একটা পুরনো ভাঙাচোরা ঘর। সেখানে তনুকে নিয়ে গিয়েছিল মুকুল। ঘরটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল তনু। টিনের চালটা ভাঙা। ময়লা, আবর্জনা ভর্তি ঘর! এ কোথায় নিয়ে এল ওকে? ভয়ে বুকটা টিপটিপ করছিল ওর। সাহস করে এভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি!
মুকুল ঘরের সামনে গিয়ে পুরনো ভাঙা মুরগির খাঁচার মতো বাক্সটা ধরে সরিয়ে ফেলেছিল। একটা ছোট্ট পাটাতন।
মুকুল বলেছিল, "এর নীচে একটা ঘর আছে। বহু পুরনো। চৌধুরী পাড়ার জমিদারদের গুমঘর ছিল এখানে। মাটির তলায়। এসো।"
কলোনির মধ্যে ভাঙাচোরা বেশ কিছু পুরনো দিনের বাড়ি-ঘর আছে চৌধুরীদের। কিন্তু সেখানে যে এমন কিছু থাকতে পারে সেটা ভাবতে পারেনি তনু!
মাটির তলায় হলেও, ঘরটা বেশ বড়। স্যাঁতস্যাঁতে। একটা বাল্ব জ্বলছিল। আর

পুলিশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চুপিসাড়ে বেরিয়েছিল নিলয়। কথা বলতে পারছিল না।



পাশের একটা চৌখুপি অন্ধকার দিয়ে আসছিল হাওয়া!
মুকুল ওকে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল।
নিলয় কথা বলছিল না কোনও। শুধু ওই হলুদ মরা আলোয় তাকিয়েছিল তনুর দিকে। গালে দাড়ি। চোখের কোলে কালি। শরীরটাও রোগা লাগছে। তনু হাতের প্যাকেট থেকে ফল, মিষ্টি, চানাচুর আর বাবার থেকে সরিয়ে নেওয়া পঞ্চাশ টাকা রেখেছিল খাটের পাশের ছোট টেবিলটায়।
নিলয় কিছু না বলে ফিরিয়ে নিয়েছিল মুখ।
তনু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "এমনভাবে গর্তে পড়ে থাকাকে কি বিপ্লব বলে?"
নিলয় কিছু না বলে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠেছিল। রোগা পিঠটা ওঠা-নামা করছিল কান্নায়। তনু গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাছে। চুলের ভেতরে আঙুল ডুবিয়ে মাথাটা টেনে নিয়েছিল বুকে!
ফিরে আসার আগে নিলয় শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "তামি ভাল আছে তো?"

ভাল নেই, তনু ভাল নেই একদম। সেই দিনের পর আরও তিনবার গেছে ও নিলয়ের কাছে। শরীরের চেনাশুনো হলেও, নিলয় বেশি কথা বলেনি। শুধু গত পরশু আসার আগে নিলয় বলেছিল, "এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না!"
ছোট্ট একটা বাক্য। তাতেই দুটো দিন পুরো ওলটপালট হয়ে গেছে। কেন এমন কথা বলল নিলয়? তবে কি ও যেটা ভাবছিল আসলে সেটা নয়? শুধু শরীরেরই মোহ ছিল? মন একটুও ছুঁতে পারেনি ও নিলয়ের? উত্তরটা জানা খুবই দরকার! তাই তামি বেরতেই আজ বাঙাল কলোনিতে যাবে বলে বেরিয়েছে তনু। বাড়ির বাইরে মুকুলকে দেখল ও। একটা ছোট টুলের ওপর বসে বই পড়ছে। মেয়েটা অদ্ভুত। কম কথা বলে। কেন যে নিলয়কে ওরা লুকিয়ে রেখেছে কে জানে! কারা খরচ দেয় নিলয়ের জন্য?
মুকুল বলল, "তুমি?"
"নিলয়দার কাছে যাব।"

"দাদা তোমায় আসতে দিতে বারণ করেছে।"
"মানে?" দপ্ করে রাগ হয়ে গেল তনুর। বারণ করেছে মানে কী? আর সেটা যদি সরাসরি বলতে হয়, নিলয় বলবে। কোথাকার কে এক মেয়ে, তার থেকে এসব জানতে হবে নাকি?
তনু দাঁত চেপে বলল, "সরে যাও। তুমি জানো না, আমার সঙ্গে নিলয়দার কী সম্পর্ক! সরো।"
মুকুল তাকাল ওর দিকে। তারপর বিষণ্ণভাবে হাসল। বলল, "তুমি অনেক ছোট তনু। নিজের জীবনটা নষ্ট কোরো না।"
তনু কোনো উত্তর না দিয়ে হনহন করে ঢুকে গেল ভেতরে।
আজ কি ঘরের ভেতরটা একটু বেশিই স্যাঁতস্যাঁতে? ভেতরে নামার সময় কেমন যেন এক দমকা হাওয়া এসে ধাক্কা দিল তনুকে। যেন বলল, "এসো না আজ। চলে যাও।" বলল, "আজ দিনটা ঠিক নয় তনু।"



তনু তাকিয়ে রইল নিলয়ের হাতের দিকে। দেখল লকেটটা। সোনার তৈরি সুন্দর একটা মাছি!

নিলয় ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার।
তনু গিয়ে দাঁড়াল সামনে। তারপর হাত রাখল শাড়ির আঁচলে।
"আজ না তনু, প্লিজ।" নিলয় টেনে টেনে বলল কথাটা। তারপর সরিয়ে নিল মুখ।
"কেন?" তনু জেদি গলায় জিজ্ঞেস করল।
"তামি," ঠোঁট চাটল নিলয়, "তামি এসেছিল গতকাল। আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"
"তো?"
"আমরা যেটা করছি সেটা ঠিক নয়। আমি তামিকে ভালবাসি তনু। তোমাকে আমার ভাল লাগে, কিন্তু সেটা ঠিক প্রেম নয়। শরীরের তো নিজের একটা টান, একটা আনন্দ থাকে। সেটাই আমায় তোমার সঙ্গে জড়িয়েছে। আসলে সেটা কিন্তু একেবারেই প্রেম নয়।"
তনু কিছু না বলে তাকিয়ে রইল। এসব কী বলছে নিলয়? ওর সঙ্গে এক হওয়ার সময় ঠোঁটে ঠোঁট কি তবে এমনি এমনি রাখল?

নিলয় আবার বলল, "তুমি আর এসো না তনু। আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু সময় থাকতে আটকাতে হবে এটাকে। তামিকে কষ্ট দিতে পারব না।"
"আর আমার কষ্ট?" তনু বলল কোনওমতে। আচমকা এত কান্না পাচ্ছে!
নিলয় বলল, "ভুলে যাবে এটা। যেতেই হবে। সবার জন্য এটাই ভাল। তোমার দিদিকে আমি আর ঠকাতে পারব না। এই দেখ।"
নিলয় বালিশের তলা থেকে একটা গোলাপি কাগজের মোড়ক বের করল। বলল, "এটা অনেকদিন আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। লকেট একটা। তামিকে দেব। তবে এখন নয়, সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর।"
তনু তাকিয়ে রইল নিলয়ের হাতের দিকে। দেখল লকেটটা। সোনার তৈরি সুন্দর একটা মাছি! যার চোখের জায়গায় দুটো নীল পাথর বসানো!
নিলয় বলল, "টেবিলে তোমার চুলের ক্লিপটা রাখা আছে। শেষের দিন ফেলে গিয়েছিলে। সরিয়ে রেখেছিলাম আমি। ওটা নিয়ে যাও। আর শোনো, আমাদের গল্প এটুকুই ছিল তনু। আর না। আর এসো না এখানে।"
তনু টেবিলের ওপরে রাখা ক্লিপটা দেখলই না! ও নিলয়ের হাতে ধরা লকেটটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। নীল রঙের পাথর বসানো লকেট। এই নোংরা হলুদ আলোতেও কী জ্বলজ্বল করছে ওই সোনা!
সোনার মাছি! কাঁঠাল গাছের ভাঁজ থেকে কখন যে ঝাঁক বেঁধে এসে হুল ফুটিয়ে দিল ওর বুকে, বুঝতেই পারল না তনু। শুধু যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে নীল হয়ে গেল ওর ভেতরটা। নীল হয়ে গেল গোটা আকাশ আর ওর এক সমুদ্র জল!

৫

দিন রাতগুলো কেমন যেন গুলিয়ে গেছে তনুর। সকাল-বিকেল-সন্ধে সব বোধ যেন চলে গেছে। ভাল করে চুল আঁচড়ায় না। খেতে ইচ্ছে করে না। সিনেমাও যেতে ইচ্ছে করে না ওর! বাবা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে! মা বকে, বলে চড়িয়ে ঠিক করে দেবে। তামি বলে, বেশি পাত্তা না দিতে, তবেই ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না তনুর। শুধু এক দীর্ঘ গোধূলি যেন বিস্তার করে আছে ওর মনের ওপর! ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, গাছে ঢাকা গুহার মতো এক রাস্তা। দেখে তার শেষে ঝোলা কাঁধে একা একা হাঁটছে

নিলয়। দৌড়ে যেতে চায় তনু। পারে না। শুধু একটা লাল আকাশ নীল হয়ে যায় ধীরে ধীরে। আর ফিঙে ওড়ে! সারা আকাশ জুড়ে সাপের জিভের মতো চেরা লেজ নিয়ে উড়তে থাকে ফিঙেরা!
মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ও! ছাদের ঘরে পুরনো আলমারির গায়ে মাথা ঠুকে কাঁদে। স্নানঘরে লোহার বালতিতে ছেড়ে দেওয়া জলের আওয়াজের তলায় মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ লুকোয় তনু।
বাইরের মারামারি, রক্ত আর বিপ্লবের পৃথিবীর থেকে ও যেন বহু দূরের কোনও গ্রহের বাসিন্দা! থেকে থেকেই ভেতরটা ফুঁপিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় নিলয়ের ঠোঁট দুটো। ওর দু' হাতের মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে থাকার সেই সব মুহূর্তগুলো। মনে হয় ওগুলো কি সত্যি ছিল? মনে হয়, আদৌ তেমন কিছু ঘটেছিল কি!
তামিকে দেখলে আজকাল রাগ হয় তনুর। মনে হয় গলা টিপে মেরে দেয়। পৃথিবীর সবটাই কি ওর জন্য? রূপ, গুণ, ভালবাসা সবটা ওর? তনুর জন্য কি কিছুই নেই? এমন কেন হল ওর সঙ্গে? নিলয় যদি ওকে জীবন থেকে বেরই করে দেবে তবে কেন কাছে এল? মাংসপিণ্ড ছাড়া ও কি নিলয়ের কাছে কিছু ছিল না! গত সাতদিন খুব ভেবেছে তনু। তারপর ঠিক করেছে ওর কাজ। নিলয় যদি ওর না হয়, তবে তামিকেও পেতে দেবে না! গত পরশু রাতে আইডিয়াটা মাথায় আসে তনুর। প্রথমে আমল দেয়নি। কিন্তু গতকাল দুপুর থেকে সেটাই মাথার কাছে অবাধ্য মশার মতো উড়ছে। কানের ভেতর পিনপিন করছে। যেন বলছে, প্রেমে ঠিক, ভুল, সত্যি, মিথ্যে তো কিছু হয় না! বলছে, তোর কি ভাল লাগবে যদি নিলয় আদর করে তামিকে? তুই বাকি জীবন দেখতে পারবি তো যে নিলয় তামিকে পাশে নিয়ে এসে হাসিমুখে ঢুকছে তোদের বাড়ি? আর তামি কে? দিদি হলেও, সবসময় তো বাংলা ছবির নায়িকার মতো করে থাকে মুখটা। যেন কথা বলতে গেলেও সেক্রেটারির পারমিশন লাগবে। এত কীসের অহংকার তামির? নিজের বোনকে তাচ্ছিল্য করে কোন মানুষে?
আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখল তনু। আজ চুল বেঁধেছে ও। মুখে স্নো মেখেছে একটু। কুমকুমের টিপ পরেছে। তামির মতো সুন্দরী না হলেও, তনু জানে ওর নিজের একটা রেডিয়েশান আছে। এমনি এমনি তো আর নিলয় জড়িয়ে পড়েনি!
"কোথায় যাচ্ছিস?" মা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।
"কাজ আছে একটু।" তনু গম্ভীর গলায় বলল।
"কী কাজ শুনি?" মা ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।
মা সবসময় এমন করে কী আনন্দ পায় কে জানে! এত প্রশ্ন কেন? ও কি কচি খুকি নাকি?
"কী হল, কথা কানে যাচ্ছে না?" মা ঝাঁঝিয়ে উঠল।
"কানে গেলেই যে উত্তর দিতে হবে তার মানে আছে?" তনু ছিটকে উঠল।
"কী? কী বললি?" মা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।
তনু সামলাল নিজেকে। মাথা গরমটা এখানে এভাবে দেখালে চলবে না। মা বেরতেই দেবে না ওকে তবে। ঘরে আটকে রাখবে। তারপর বাবা এলে ইনিয়ে-বিনিয়ে নালিশ করবে। আর বাবাও বকবে ওকে। ও তো আর তামি নয় যে বাবা ছেড়ে দেবে!

> তামিকে দেখলে আজকাল রাগ হয় তনুর। মনে হয় গলা টিপে মেরে দেয়। রূপ, গুণ, ভালবাসা সবটা ওর?



তনু বলল, "কুটুদের বাড়িতে যাব। মলয়কাকুকে দেখতে।"
"সেটা বললেই হয়," মাও যেন নিজেকে সামলাল, "আজকাল তোদের সবার এত মেজাজ হয়েছে কেন রে? আমি কি তোদের কেনা বাঁদি নাকি? সবাই আসবি, মেজাজ দেখাবি, চলে যাবি? আমি কি তোদের জন্য চাকরানির কাজ করতে এসেছি?"
তনু কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।
মা বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরবি। যা অবস্থা পাড়ার। সন্ধের আগেই চলে আসবি। বুঝেছিস!"

কুটুদের বাড়ি এই পাড়ারই অন্য মাথায়। কুটু বাড়িতেই ছিল। মলয়কাকু এখন অনেকটা ভাল। তবে কাজে জয়েন করেননি এখনও।
তনুকে দেখে কুটু অবাক হয়ে গেল। হাসল। এসে জড়িয়ে ধরল আপন করে। সাতদিন তো কুটুর সঙ্গেও দেখা করেনি ও। কথাও বলেনি!
কুটু বলল, "কেমন আছিস পাগলি? এমন চেহারা করেছিস কেন?"
তনু মাথা নিচু করে রইল। সাতদিনে এই প্রথম কেউ ভালবেসে কথা বলল ওর সঙ্গে। আচমকা যেন সমুদ্র চলকে গেল! চোখের কোণ দিয়ে দু এক ফোঁটা লবণ-জল গড়িয়ে এল বাইরে।
"কী হয়েছে?" কুটু অবাক হয়ে তাকাল তনুর দিকে।
নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাল তনু। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তোদের এই ক'দিন খুব কষ্ট হয়েছে না রে?"
"কীসের কষ্ট?"
"এই যে মলয়কাকুর এমন হল! এত টেনশন গেল! তোদের খুব অসুবিধে হয়েছে না?"
কুটু সময় নিল একটু। তারপর বলল, "আমার বাবা খুব সৎ মানুষ। পুলিশের কাজটাও সৎভাবে করে। কারও ওপরে পুলিশ হওয়ার কর্তৃত্ব খাটায় না। সেখানে এমন করে ওরা বাবাকে মারল? বাবা শ্রেণী শত্রু? মানুষকে প্রোটেকশান দেওয়া কি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা বল? বাবা মারা গেলে আমাদের কী হত? ভাইটা ছোট। মা পড়াশুনো করেনি খুব বেশি। আমিও সবে ক্লাস ইলেভেন! কী হত বল আমাদের? রাতে আমি আর মা জেগে বসে থাকতাম জানিস। ভয় লাগত। এখনও লাগে। মনে হয়, কাজে বেরলে ওরা যদি আবার মারে বাবাকে! এবার যদি একেবারে..."
তনু হাতটা ধরল কুটুর। তারপর তাকাল ওর দিকে। বলল, "রাগ হয় তোর?"
কুটু চোয়াল শক্ত করে বলল, "আমার যদি ক্ষমতা থাকত..."
"শোন কুটু," তনু তাকাল ওর দিকে, "আমি মলয়কাকুকেই বলতে পারতাম, কিন্তু দিদি জড়িয়ে আছে বলে বললাম না। তোকে বলছি। নিলয়দা অস্বীকার করলেও সবাই জানে যে মলয়কাকুদের ওপর হামলায় হাত ছিল নিলয়দার। ওদের গ্রুপের তিনজনকে ধরলেও নিলয়দাকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।"
কুটু ভুরু কুঁচকে বলল, "হ্যাঁ জানি তো!

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি নিলয়দা এমন করবে। তোর সঙ্গে আমাকেও তো অঙ্ক দেখিয়ে দিয়েছে কতবার। সেই কিনা আমার বাবাকে.... শালা, একবার পেলে....."

"ফিঙের ওপারে, বাঙাল কলোনির বারো নম্বর ঘর। তার পেছনে ভাঙাচোরা চৌধুরীদের পরিত্যক্ত ভিটে আছে একটা। তার মাটির তলার গুমঘরে লুকিয়ে আছে নিলয়দা। মলয়কাকুকে গিয়ে বল। আজই ফোর্স পাঠিয়ে ধরে ফেলবে শয়তানটাকে।"

"কী বলছিস তুই?" কুটুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

তনু বলল, "বল মলয়কাকুকে। বল শয়তানটাকে ধরতে। বল কুটু। এ সুযোগটা ছাড়িস না কিছুতেই। বুঝলি?"

কুটু কোনও কথা বলতে পারল না। তাকিয়ে রইল তনুর দিকে।

তনু বুঝল না কুটু কী দেখছে। বুঝলে জানত ও দেখছে গোধূলির মধ্যে



আগুনের মতো ঝলসাচ্ছে তনুর চোখ মুখ। সোনার ভেতরে লুকোনো বিষ দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে কুটু!

কেমন আগুনের মতো ঝলসাচ্ছে তনুর চোখ মুখ। সোনার ভেতরে লুকোনো বিষ দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে কুটু!

৬

এক একটা সকাল আসে মেঘ মাথায় নিয়ে। মনে হয় কে যেন এক গামলা ঘোলা জল ঢেলে দিয়েছে আকাশে। আর সেই রঙ সারাদিন ধরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে যাচ্ছে সবার মধ্যে।

বালিশে মাথা রেখেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল তনু। চোখের কোণে গত রাতের জলের দাগ কি এখনও রয়েছে? সারারাত তো কেঁদেছে ও। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে!

ক'টা বাজে এখন? গরমের ছুটির পরে স্কুল খুলেছে সবে। কিন্তু ও আজ যাবে না স্কুলে। শরীরটা ভাল নেই। তার চেয়েও বড় কথা মনটাই যে চাইছে না কিছু করতে!

দিদির বিছানা খালি। তামিকে কাল মা নিয়ে শুয়েছে। কেমন যেন লোহা-পাথরের তৈরি মানুষ হয়ে গেছে তামি। কথা বলছে না কারও সঙ্গে। কাঁদছেও না! কোনও রিঅ্যাকশান দিচ্ছে না। বাবা, মা অনেক করে বলেছে স্বাভাবিক হতে। কিন্তু তামি শুনছেই না কারও কথা। মনে হচ্ছে আদৌ কি শুনতে পায় ও?

গতকাল রাত নটা নাগাদ খবরটা পেয়েছে ওরা।

রেডিওতে খবর শুনছিল বাবা। মা রান্না সেরে এসে সবে বসেছিল খাটে। তখনই সদর দরজায় ধাক্কা দেয় কেউ!

বাবা উঠে গিয়ে খুলে দিয়েছিল দরজাটা। আর হুড়মুড় করে ডিকো এসে ঢুকেছিল ঘরে।

"কী রে, তুই? কী হয়েছে?" বাবা উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

ডিকো উজ্জ্বল মুখ করে বলেছিল, "ধরা পড়ে গেছে শয়তানটা!"

"কে? কোন শয়তান?" মা অবাক হয়েছিল খুব!

"ওই যে নিলয়!" হেসেছিল ডিকো, "বাঙাল কলোনির ভেতরে ঘাপটি মেরে ছিল। আজ সন্ধেবেলা পুলিশ পুরো কলোনি ঘিরে ধরে কোম্বিং করে বের করেছে! সঙ্গে একজন মেয়েও ধরা পড়েছে। এক বৃদ্ধাও ছিল। কিন্তু তাকে পুলিশ ধরেনি। ওরাই শেল্টার দিয়েছিল।"

বুকের ভেতরে হুড়মুড় করে কী যে ভেঙে পড়েছিল সেটা বুঝতে পারেনি তনু। কিন্তু তীব্র একটা যন্ত্রণা আচমকা অবশ করে দিয়েছিল ওকে। ও দেখছিল তামি থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত গোঙানির মতো শব্দ করছে!

বাবা তাড়াতাড়ি গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল তামিকে। মাও গিয়ে বসেছিল পাশে। ডিকো এবার বুঝেছিল ভাল খবর শোনাতে এসে কী ঘটনা ঘটে গেছে। ও আর দাঁড়ায়নি। দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে।

তনু চোখের জলটাকে আটকাবার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরে মাধ্যাকর্ষণ কাজ করছে না। গা গুলোচ্ছিল ওর। মাথা ভারি লাগছিল! এটা কী করল ও? কেউ তো জানবে না, কিন্তু ওকে তো সারা জীবন এই দায় মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। দিদির দিকে কি তাকাতে পারবে কোনোদিন?

ওর মনে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। কিন্তু মা আর বাবা তাকায়ইনি ওর দিকে। দিদিকে ধরে বসেছিল দুজন।

তারপর কখন যে ও দোতলায় এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঠিক মনে নেই।

এখন সকালে উঠে মেঘ করে থাকা আকাশটা দেখে মনটা যেন আরও বসে গেল। কী যে করল ও! রাগে, হিংসেয় এটা কী করল তনু?

তনু ভাবত ও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে নিলয়কে। ওর জন্য শরীর, মন কেমন যেন উতলা হয়ে থাকত। কেমন যেন 'নেই নেই' লাগত সবকিছু। কিন্তু ও যা করল, তাতে তো এটাই প্রমাণ হল যে তনু আসলে নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করেছে। নিলয় নয়, আসলে নিজেকেই সবচেয়ে ভালবেসেছে ও।

তনু তো জানত নিলয় ভালবাসে তামিকে। তা সত্ত্বেও ও তো শরীরের জালে নিজেই জড়িয়েছিল নিলয়কে। ভেবেছিল এভাবে বোধহয় অন্যের শ্বাস চুরি করে বেঁচে থাকবে। কিন্তু তা যখন হল না, ও কী করল? পুলিশে ধরিয়ে দিল ছেলেটাকে? ওর জীবনের শশী কপূরকে নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলল!

"তনু, উঠেছ? নীচে চলো। মা ডাকছে।" ঝুমাদি এসে দাঁড়াল দরজায়।

তনু সময় নিয়ে উঠল এবার। চোখের কোণটা মুছে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল ধীরে ধীরে। কাল রাতে খায়নি। কিন্তু খিদেও পায়নি তা বলে। বরং মুখটা কেমন যেন তেতো হয়ে আছে।

বাবা আজ আর কলেজে যায়নি। তামির পাশে বসে রয়েছে। মাও কেমন যেন বিষণ্ণ। তনুর মনে হল এ বাড়িতে ও অনাহূত। কেউ ওকে চায় না। অন্যদিন হলে রাগ হত তনুর। কিন্তু আজ মনে হল, ঠিক হয়েছে! ওর সঙ্গে এমনটাই হওয়া উচিত!

মা বলল, "খাবি না? কাল রাতে তো কিছুই খাসনি।"

তনু সময় নিল একটু। তামিকে দেখল। নিথর হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। দেখে ভয় লাগল তনুর। ও ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, "দিদি কিছু খেয়েছে?"

মা মাথা নাড়ল, "আমার কপাল সব। তখনই জানতাম এ ছেলেকে নিয়ে একটা

অশান্তি হবে। আর...”
“চুপ করো।” আচমকা বাবা চাপা গলায় ধমক দিল একটা, “এখন এসবের সময়? ছেলেটার কথা ভাব। ওর মায়ের কথা ভাব। এখন এসব বলছ?”
মা চুপ করে গেল।
তনু জিজ্ঞেস করল, “নিলয়দার কী হবে বাবা?”
বাবা তাকাল তনুর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আর তো কিছু হওয়ার নেই রে মা!”
“মানে?” তনু কী বলবে বুঝতে পারল না।
বাবা যেন আরও আঁকড়ে ধরল তামিকে। তারপর বলল, “আজ সকালে ও নাকি পুলিশ কাস্টডি থেকে পালাতে গিয়েছিল। তখন... তখন পুলিশ গুলি করে...”
তনু শুনতে পারল না আর। চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল নিমেষে। মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে ও বুঝতে পারল সারা জীবনের মতো কাউকে ভালবাসার যোগ্যতা, ক্ষমতা আর অধিকার এক মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে ও।
বুঝতে পারল সোনালি হলেও বোলতা আসলে বিষাক্ত হুলের একটা প্রাণী। ঠিক ওর মতো!

২০১৩। আলিপুর

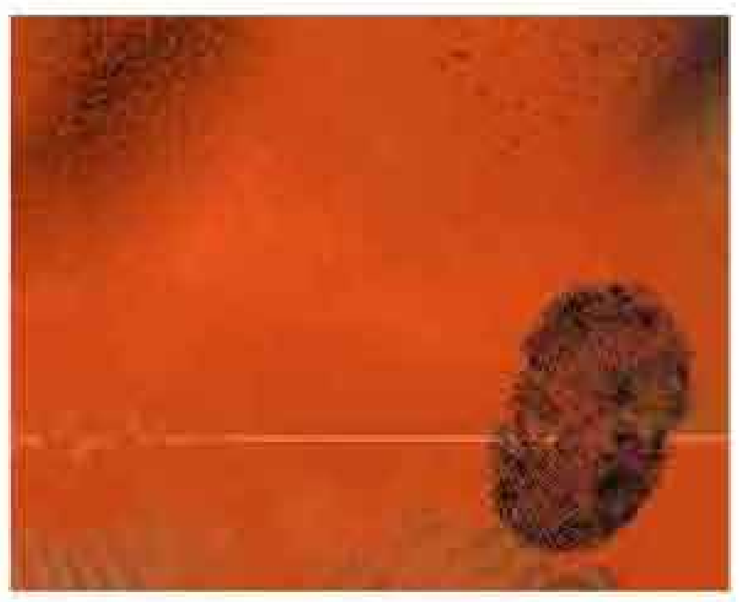
কাল শিলুর বিয়ে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন যেন উপচে পড়ছে। বিলু তো ঢুকেই চাপা গলায় বলেছিল, “এ তো একটা গোটা ডিস্ট্রিক্ট-এর লোক এসে গেছে দেখছি! এত খরচ করছ, ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন এল বলে!”
একটা লাল খাতায় সব নোট করা থাকে

> তনু সময় নিল একটু। তামিকে দেখল। নিথর হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। দেখে ভয় লাগল তনুর।

তনুর। কালকের জন্য কিছু বাদ গেল কি না সেটা আরেকবার চোখ বুলিয়ে খাতাটাকে বেড সাইড টেবিলে রাখল ও। চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাখল খাতার ওপর।
মোহনের নাক ডাকার শব্দ আসছে পাশ থেকে। কাল মেয়ের বিয়ে। মেয়ে চলে যাবে এবার। এই নিয়ে বেশ কান্নাকাটি করেছে মোহন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে! অদ্ভুত মানুষ! বেশ সোজাসাপ্টা। ভালই! দীর্ঘশ্বাস পড়ল তনুর।
তামিকে কতদিন পরে দেখল ও! সেই ছোট্টবেলার দিদি। চালতার আচার ভাগ করে খাওয়া। এক সঙ্গে গান গাইতে বসা, বকুনি খাওয়া, আর নিলয়! কত যে স্মৃতি! কিন্তু আজ দেখে মনে হল যেন অচেনা মানুষ। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও যে কেউ



এমন সুন্দর থাকতে পারে তামিকে না দেখলে জানতেই পারত না ও!
শুধু চুল পেকেছে কিছু আর হাল্কা নীল কাচের রিমলেস চশমা উঠেছে চোখে। বাকিটা যেন একইরকম। সেই চুপ করে থাকা। সেই গম্ভীর মুখ!
দিদিকে প্রণাম করতে গিয়েছিল তনু। দিদি নেয়নি। সামান্য হেসে আটকে দিয়েছিল।



নিলয়ের মুখটা মনে পড়লে **কেমন যেন টলে যায় সবকিছু!** কষ্ট, প্রেম আর অপরাধবোধে **নিচু হয়ে আসে মাথা।**

তারপর দু-একটা ছুটকো-ছাটকা কথা ছাড়া কোনোরকম কথাও হয়নি।
বিলুই যা কথা বলছিল তামির সঙ্গে। শিলু আর মিলুও খুব একটা কাছে ঘেঁষেনি। আসলে তামির সেই আগুন দিয়ে তৈরি পরিখাটা এখনও রয়ে গেছে!
কিন্তু সেটা ভেঙে কী করে যে নিলয় গিয়েছিল ওর কাছে, ভাবতে আজও অবাক লাগে তনুর। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে পুলিশের গুলিতে নিলয়ের মারা যাওয়ার পরের দিনগুলো। তামি যে কী চুপ করে গিয়েছিল! সবার থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। খাওয়া-দাওয়াও প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিল।
পাক্কা এক বছর লেগেছিল বাবার, তামিকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। তারপর শুধু পড়াশুনো আর পড়াশুনো। কলেজে পড়ানো। বিদেশ। উন্নতি। কিন্তু বিয়ে করল না আর। বাবা, মা, আত্মীয় পরিজন সবাই কত্ত বলেছিল। কিন্তু তামিকে টলানো যায়নি!
তনুর নিজেকে অপরাধী লাগে! প্রচন্ড কষ্ট হয়। এতটা স্বার্থপর ও হল কী করে? যদি ও সেদিন না বলত কুটুকে তবে তো আর... তামিকেও তো তবে...
ভাবতেই পারে না তনু। বোঝে সেই কাঁঠাল গাছের ভাঁজে তৈরি হওয়া চাকটা আসলে রয়ে গেছে ওর বুকের ভেতরে। সোনার মাছিগুলো নিরন্তর হুল ফুটিয়ে নীল করে দিচ্ছে ওকে।
কিন্তু আর না। এই বিষ আর বইতে পারছে না তনু। এই যে তামিকে দেখতে পেল এবার, হয়তো জীবনে এই শেষবার দেখতে পেল ওকে। হয়তো আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। তাই এটাই সুযোগ। নিজের পাপের কথা, স্বার্থপরতার কথা বলে ওই চাকটাকে ভেঙে দিতে হবে। নিজের চোখে আর কতদিন ছোট হয়ে থাকবে ও!
দোতলার পূর্ব দিকের বড় ঘরটায় তামিকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তনু উঠল। গলার থেকে লকেটটা খুলে নিল হাতের মুঠোয়। পুলিশ নিলয়কে ধরার সঙ্গে সবকিছুই বাজেয়াপ্ত করেছিল। শুধু মুকুলের মায়ের কাছে তার আগেই এই লকেটটা সরিয়ে দিয়েছিল নিলয়। পরে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তনু। খুব কাঁদছিলেন উনি। একমাত্র সম্বল মেয়েকেও যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশে! তখন ওই লকেটটা তনুকে দিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। বলেছিলেন, ''নিয়ে যাও এই পাপের জিনিস। এ আমি রাখব না।''
সেদিন থেকে এটা নিজের কাছে রেখেছে তনু। বুকের কাছে রেখেছে।
নিলয়কে ধরিয়ে দিয়েছিল ও। রাগের থেকেই করেছিল কাজটা। কিন্তু ভুলতে তো পারেনি। ভাবলে অবাক লাগে, ভালবাসাটাও মরেনি আজও! এখনও, এতদিন পরেও নিলয়ের মুখটা মনে পড়লে বুকের ভেতর কেমন যেন টলে যায় সবকিছু! কষ্ট, প্রেম আর অপরাধবোধে কেমন যেন নিচু হয়ে আসে মাথা। ওর পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ হারায় ক্ষণিকের জন্য! কিন্তু আজ সেইসব কাটিয়ে ওঠার সময়। বিষের বোঝা নামিয়ে ফেলার সময়! হয়তো তামি রাগ করবে। হয়তো খারাপ কথা বলবে। কিন্তু এই সুযোগ আর ছাড়তে চায় না তনু! একটা অন্যায়কে বইবার মতো জোর যে আর ওর নেই!
ঘরের ভেতরে আলো দেখে আশ্বস্ত হল তনু। যাক, তামি এখনও ঘুমোয়নি। ও ভাবল দরজায় নক করবে কি?
''কে?'' ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্নটা এল। সামান্য সময়ের জন্য কেঁপে উঠল তনু। তামি কি বুঝতে পেরেছে ও এসে দাঁড়িয়েছে? পর্দাটা তো ভারি! তাও বুঝতে পেরেছে!
''তনু?''
''হ্যাঁ, দিদি.... '' তনুর গলা শুকিয়ে গেল নিমেষে।
''আয় ভেতরে আয়।''
তনু পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল। বড় একটা স্যুটকেস খোলা আছে বিছানায়। একটা চাদর সরিয়ে তামি হাত দিয়ে চাপড়াল বিছানাটা, ''বোস।''
তনু বসে তাকাল তামির দিকে, কোনোমতে জিজ্ঞেস করল, ''এখনও ঘুমোসনি?''
''এটা তোর জন্য এনেছি।'' তামি একটা বাক্স এগিয়ে দিল তনুর দিকে, ''দেখ, পছন্দ হয়েছে কি না!''
তনু কালো ভেলভেটের বাক্সটা খুলে স্থির হয়ে গেল। হিরের নেকলেস! সার দিয়ে বসানো হিরে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।
''তোকে বেশ মানাবে। একটু গলায় দে। দেখি।''
তনু নেকলেসটা ধরে বসে রইল। ভেতর থেকে পাক দিয়ে উঠছে কান্না। গলার কাছটা ব্যথা হয়ে আছে একদম। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে শরীরে।
''কী রে? পর, দেখি।''
নেকলেসটা হাতে নিল তনু। কিন্তু পরতে পারল না। অদ্ভুত এক কান্নার ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিল ওকে।
''কী হল?'' তামি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, ''কী রে তনু? কাঁদছিস কেন?''
নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে তনুর পাশে দাঁড়াল তামি। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ''পাগলি, কী হল? এখনও একটুও বদলালি না?''
''দিদি,'' তনু মুখ তুলল এবার, ''আমি... আমি....''
''কী হয়েছে?''
''নিলয়দা...'' তনুর গলা বুজে এল যেন, ''আমি কুটুকে.... আমি জানতাম ও কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই কুটুকে বলে দিয়েছিলাম.... ও তোকে ভালবাসত। আর আমি ভালবাসতাম ওকে..... সহ্য করতে পারিনি রে.... তাই.... তোর জীবনটা....''
তনু জড়িয়ে ধরল তামিকে। শরীরে মুখ গুঁজে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।
তামি স্থির হয়ে আছে । শরীর যেন পাথর।
তনু আবার মুখ তুলল, ''তোকে হিংসে হত আমার! সব কেন তুই পাবি! কেন নিলয়দাকেও তুই... তাই.... কিন্তু এটা যে হবে.... তোর গোটা জীবনটা যে এভাবে নষ্ট হবে... আমি ভাবতেই পারিনি....''
মুঠো খুলে এবার সোনার মাছির মতো দেখতে লকেটটা বের করল তনু। অসহায়ের মতো তামির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ''এটা আসলে তোর রে, তোর। তোর জন্য নিলয়দা রেখেছিল। ওর অ্যারেস্টের পর আমি গিয়ে নিয়ে আসি মুকুলের মায়ের থেকে। আমি চোরের মতো কাজ করেছি। তোর জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি একেবারে.... আর তুই...''
তামি দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। তারপর আলতো করে হাত দিল তনুর মাথায়। বলল, ''পাগলি।''
''হ্যাঁ?'' তনু তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে।
''আমি জানি রে তনু। সবটাই জানি। নিলয়ের কাছেই তোর চুলের ক্লিপ

দেখেছিলাম আমি। ধরা পড়ে গিয়েছিল ও। আমার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। বলেওছিল তোদের সম্পর্কের কথা। এও বলেছিল যে ও তোকে সরে যেতে বলেছে। শেষ করে দিয়েছে তোদের সম্পর্ক। আমি ওর সামনে কিছু না বললেও, মেনে নিতে পারিনি রে। তোদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারিনি। আমার ঘুম আসত না। খেতে পারতাম না। বুকের ভেতর বিষ ঘুরত শুধু। এমন সময় একদিন কুটু এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল তুই কী বলেছিস ওকে। বলেছিল, তুই চাস যেন নিলয়কে পুলিশে ধরে! কিন্তু জানিস তনু, ও কিন্তু মলয়কাকুকে কিছু বলেনি। নিলয়ের ব্যাপারে তুই খবর দিয়েছিস বলে ও এসেছিল আমার কাছে। সাবধান করতে এসেছিল। তারপর...” তামি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “তারপর তো কুটু চলে গেল। কিন্তু আমি ভুলতে পারলাম না ব্যাপারটা। আমার ভেতরের রাগ, যন্ত্রণা, প্রতাড়িত হওয়ার জ্বালা আমায় তাড়িয়ে মারছিল। ভাবছিলাম কী করে শিক্ষা দেব নিলয়কে। কী করে প্রতিশোধ নেব! তাই আমি গেলাম মলয়কাকুর কাছে। কুটুকে লুকিয়ে গেলাম। তারপর বলে দিলাম কোথায় লুকিয়ে আছে নিলয়। আর বললাম আমার নাম যেন না আসে!”

তনু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তামির দিকে। এটা কী বলছে দিদি? ও নিজে ধরিয়ে দিয়েছে নিলয়কে! যাকে এত ভালবেসেছে! যার জন্য ও এমন সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটাল, তাকে ও নিজে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে! আর কুটু! সেও গোটা ব্যাপারটা লুকিয়েছিল ওর থেকে!

আকাশটা দেখে মনটা যেন আরও বসে গেল। কী যে করল ও! রাগে, হিংসেয় এটা কী করল তনু?



তামি লকেট সমেত তনুর হাতটা ধরল। তারপর বলল, “আমাদের গল্পটা এটুকুই রে! আমিও ভালবাসতে পারিনি সব দিয়ে, তুইও পারিসনি! নিলয় হয়তো পেরেছিল। তাই সত্যি কথা বলেছিল আমায়! এটা নিয়ে আর মনখারাপ রাখিস না। কারণ তুই নোস, আসল বিষ আমার। সেটা নিয়েই আমায় বাঁচতে হবে। সারা জীবন একা, নির্জনে, নিজের পাপে বন্দি হয়ে বাঁচতে হবে।”

তনু আর তামি চুপ করে বসে আছে এখন। কোনও কথাই বলছে না আর! যোজনব্যাপী নিস্তব্ধতার প্রান্তরে শুধু দুই বোন ধরে রয়েছে দুজনকে। রাত বেড়ে চলেছে। অল্প হাওয়ায় কাঁপছে বাইরের গাছগুলো। বাইরের শিরীষ গাছ বেয়ে সর্‌সর্‌ করে চাঁদ উঠে যাচ্ছে আকাশে। আর দুজনের মনের ভেতর বসে রয়েছে ছেলেটা। মাটির নীচের আবছা ঘরে বসে রয়েছে গরীবের শশী কপূর। সে হাসছে। আর মুঠোয় ধরে রাখছে তার বড় আনন্দের, বড় কষ্টের সোনার এক মাছি!

অলংকরণ: অমিতাভ চন্দ্র

নীল দিগন্তে...

ফ্যাশন সাম্রাজ্যে দারুণ কদর। সদা ব্যাপ্ত, সুদূর প্রসারী তার মোহিনী মায়া। কখনও সে উদ্দাম, সমুদ্রের জলরাশি যেন। কখনও বা গভীর গহন, ঝিমধরা মধ্যরাতের আকাশ। ইন্ডিগো রঙের ফ্যাশন স্টেটমেন্টে শর্মিলা বসুঠাকুর।

অন্ধকারের কী কোনও রং আছে? বিদ্বজ্জনেরা বলেন, অন্ধকারের রং নীল। সেই একই নীল মধ্যরাতের দিগন্ত জুড়ে, বর্ষার ঘন মেঘে, শরতের সাদা মেঘের কোলে, অপার সমুদ্রের গভীর জলরাশিতে, ভগবান কৃষ্ণের রূপলাবণ্যে এবং বিদ্রোহের ইতিহাসে। সাতরঙা রামধনুর এক সদস্য এই নীল বা ইন্ডিগো। টেক্সটাইল রং করার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে ইন্ডিগোর ব্যবহারের রীতি-রেওয়াজ আজ সকলেরই জানা। ইন্ডিগোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ইতিহাসেও 'ইন্ডিয়া'রই প্রতিধ্বনি। ফ্যাশন দুনিয়াতেও এই মোহিনী নীলের বেজায় কদর। তাকে ঘিরে কাট, টেক্সচার, প্রিন্ট, উইভ সর্বত্রই দারুণ রমরমা। ডিজাইনার দম্পতি বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস ও রুমি বিশ্বাস সম্প্রতি তাঁদের ইন্ডিগো কালেকশন নিয়ে জমজমাট এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আসলে নান্দনিকতা এমনই এক বোধ যার প্রকাশ কখনওই বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে না। কারিগরি শিক্ষা বা টেকনিক্যাল স্কিল তো নিশ্চই দরকার, কিন্তু তার সঙ্গে এসথেটিক সেন্সটাও জরুরি। তবেই যে কোনও কালেকশন তার পরিপূর্ণ রূপ পায়। নাচ, গান এবং সাইট স্পেসিফিক প্রেজেন্টেশনের আদলে এই কালেকশনের সামগ্রিক উপস্থাপনাও সেই কথাই বলে।

পালাজ়ো থেকে জাপানি আদলে র‍্যাপ স্কার্ট, স্কার্ফ, কুর্তা, শার্ট, শাড়ি সবেতেই ন্যাচারাল ইন্ডিগো ডাই-এর ছোঁয়া। এই রং নিজগুণেই দারুণ সমৃদ্ধ। তার সঙ্গে যথাযথ কম্বিনেশন ও কাটের মাহাত্ম্যে এই কালেকশন সত্যিই দারুণ নজর কাড়ে। তবে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তখনই সার্থক, যখন পোশাক এবং তার স্টাইলিং একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আমরা তাই এবারের ফ্যাশনের পাতায় ইন্ডিগো কালেকশন নিয়ে স্টাইলিং-এর গল্প সাজিয়েছি।

নীল রঙা স্কার্টের সঙ্গে লেবু-সবুজ সুতির হাঁটু ছোঁয়া কুর্তা পরতেই পারেন। কিন্তু তা হবে সাদামাটা, খানিকটা আটপৌরে। আপনি এর সঙ্গে যোগ করুন ন্যাচরাল ইন্ডিগোতে ডাবু প্রিন্টের শার্ট। কুর্তার হাতা গুটিয়ে দিন, দেখবেন লুকটাই বদলে গেছে। গোলাপি লিনেন শাড়িতে ন্যাচরাল ইন্ডিগোতে মধ্যপ্রদেশের ডাবু প্রিন্ট। নীল আর গোলাপির কম্বিনেশন খুব সুন্দর। শাড়িতে ফ্যাশনেবল তখনই হয়ে ওঠা সম্ভব, যদি দারুণ একটা ব্লাউজ় পরেন। আমরা মডেলকে পরিয়েছি পুরো হাতা কালো বোটনেক ব্লাউজ়। যে কোনও স্টাইল স্টেটমেন্ট সম্পূর্ণ হয় যথাযথ অ্যাকসেসরির ব্যবহারে। জামাকাপড় বেছে নেওয়ার পর স্কার্ফ, গয়না, জুতো, ব্যাগ এমনকি চশমা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে। আসলে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ দরকার, সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি। তবেই রং, কাট, টেক্সচার, লেয়ার সবকিছু মিলে সুরের আগুন লাগবে।



১৭ কাউন্ট কটনের নি লেংথ কুর্তা। লাইম গ্রিন কুর্তার সঙ্গে কেমিকাল ইন্ডিগো ডায়েড স্কার্ট। টিম আপ করা হয়েছে ক্যাজুয়াল শার্টের সঙ্গে। ন্যাচরাল ইন্ডিগো দিয়ে ডাবু প্রিন্ট শার্টে। গলায় হাঁসুলি আর সুতোর বুনটের স্টাইলিশ ব্যাগে নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।



ন্যাচরাল ইন্ডিগো ডায়েড পালাজ়োর উপর ডাবু প্রিন্ট। সঙ্গে ন্যাচরালি ইন্ডিগো ডায়েড বাগরু প্রিন্টেড শার্ট। একই ফ্যাব্রিক ও প্রিন্টের স্কার্ফ। হাতে একই কালার টোনের ব্যাঙ্গেল। কালার মোনোটনি ব্রেক করতে টুকটুকে লাল ব্যাগ, পায়ে মাল্টিকালারড জুতি।


LOUiS
HERBALS
HERBOCARE
BEAUTY
a timeless process...
introducing
LOUIS HERBALS
ANTI BLEMISHING
LOTION
LOUiS
HERBALS
ANTI
BLEMISHING
lotion
ALL SKIN TYPE
Anti Blemishing Lotion অ্যান্টি ব্লেমিশিং লোশন
কুরকুমা লোঙ্গা(হলুদ) ও পিম্পেনেলা অ্যানিসামের নির্যাষে সমৃদ্ধ এই লোশন আপনার ত্বকে উপস্থিত যেকোন দাগ সারিয়ে তুলবেই। তৎসহ আপনার গায়ের রং পরিস্কার করে, আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে তুলবে।
কুরকুমা লোঙ্গা(হলুদ) - গায়ের রং পরিস্কার করে, আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে।
পিম্পেনেলা অ্যানিসাম - ত্বকের তৈলাক্তভাব শুষে নিয়ে ত্বককে শুস্ক করে।
HELP LINE - 9804888888, 7602175237 (N. Bengal)
SMS
Type LOUIS <problems> and Send it to 9804888888
WATCH ON
Channel Vission : Sunday - 06pm.
CTVN : Sunday 1.30pm., Mond
Marketed in INDIA by :
OJB Marketing, E-mail : ojb_mkt@yahoo.com
033-40069891, Trade Enquiry : 98301 08534
leading Medicine and Cosmetics outlets



শার্ট, স্কার্টের মতো শাড়িতেও ইন্ডিগো। বিশেষ উইভিং পদ্ধতিতে তৈরি করা ফাইন লিনেন শাড়ি। জমিতে ইন্ডিগো ডায়েড মধ্যপ্রদেশের ডাবু প্রিন্ট। সঙ্গে কনট্রাস্টিং কালো বোট নেকড ফুল স্লিভড ব্লাউজ়। মিনিমাল জুয়েলারিতে অনন্য।


Solitaire
শুধু তোমারই জন্য
SENCO G·O·L·D®
-নতুন তুমি-
mudra kol 1344
• দ্যুতি কালেকশন সলিটেয়ার ১২,০০০ টাকা থেকে শুরু*
• ২৫,০০০ টাকা মূল্যের উপরে ডায়মন্ড জুয়েলারীতে নিশ্চিত উপহার
ব্র্যাণ্ডেড বিউটি কিট ¦ মোবাইল ফোন ¦ ট্যাবলেট ¦ সলিটেয়ার ডায়মণ্ড রিং
• সোনা ও হীরের গয়নার ওপর ছাড়
অফারঃ ১৫ই জানুয়ারী - ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪
*০.১০ সেন্ট ও তার উপরের হীরে
Dyuti
Diamond Collection



ন্যাচরাল ইন্ডিগোর
বুননে র‍্যাপ অ্যারাউন্ড
জাপানিজ় স্টাইল স্কার্ট।
ফাইন খাদির উপর
ন্যাচারাল ইন্ডিগো
ও শট উইভসের শার্ট।
ন্যাচারাল ইন্ডিগো
ডায়েড স্কার্ফে অন্যরকম
স্টাইল স্টেটমেন্ট।

পোশাক: বাইলুম
হিন্দুস্থান পার্ক
ফোন: ২৪১৯৮৭২৮
লোকেশন সৌজন্য: হ্যারিঙ্গটন
আর্ট গ্যালারি

মডেল: স্নেহা
মেক-আপ: সন্দীপ নিয়োগী
ফোন: ৯৮৩০১৩৬৫৩৪
স্টাইলিং ও ছবি: স্বরূপ দত্ত

আমিরশাহির আমিরিপনা

আমিরিপনা দেখা যায় দুবাইয়ের সর্বত্র। একদিকে ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট

দুবাই এককালে আরব বেদুইন আর যাযাবর পশুদের চারণভূমি ছিল। পরবর্তীকালে সামুদ্রিক মাছ আর মুক্তো আহরণের জন্য ব্যবহৃত হত এই অঞ্চলটি। এটি একটি মুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষিত হবার পর পৃথিবীর মানুষের কাছে এই শহরের আভিজাত্য বাড়ে। আমরা সত্তর এবং আশির দশকে সে শহরকে এড়িয়ে যেতাম। তবে ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার হিসেবে এয়ারপোর্টটায় পা রেখেছি বেশ কয়েকবার। বিস্তৃত মরুভূমির কোলে আর অসীম পারস্য সাগরের পিঠে এক ছোট্ট বন্দর শহর। ২০১২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যখন দেশে ফিরছি তখন দুবাই এয়ারপোর্টের কপথর্ন হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা ছিলাম ট্রানজিট ভিসা নিয়ে। সেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ঘণ্টাতেই শহরটিকে চষে ফেলেছিলাম আমরা। তবে তার সবই ছিল চোখের দেখা। মন ভরেনি। তাই





অন্যদিকে ঝকঝকে আকাশ ছোঁয়া বাড়িঘর ও দামি দামি গাড়ি। ঘুরে এলেন নন্দিতা বাগচী।









> মরুভূমির বুক চেরা পিচ বাঁধানো পথের দু'পাশে মাঝে মাঝেই আসছে উট দৌড়ের সংরক্ষিত এলাকা। তারের বেড়া দেওয়া জমিতে দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার মতো র‍্যাঞ্চ দেখা যায়।

ডিসেম্বর মাসে পুরো ছ'টি দিনের আতিথ্য নিলাম আমরা দুবাইয়ের শেরাটন জুমেইরা বিচ রিসর্টে। চললাম দুবাই ক্রিক ডিঙিয়ে পশ্চিমতম অঞ্চল জুমেইরা বিচে। দুবাই শহরের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপান্তে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তবে ঝকঝকে তকতকে রাস্তাঘাট আর নতুন গড়ে ওঠা দুবাইয়ের স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো সঙ্গ দিল আমাদের। সঙ্গে এলিভেটেড দুবাই মেট্রো আর তার ক্যাপসুলের মতো আকৃতির স্টেশনগুলোর সমান্তরাল সঙ্গও।

নতুন গড়ে ওঠা শহরটার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই বেশ আমিরিপনা। যেমন ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট আর ঝকঝকে আকাশ ছোঁয়া বাড়িঘর, তেমনই দামি দামি গাড়ি। এমনকি ট্যাক্সিগুলো দেখেও চোখ জুড়িয়ে যায়। আর সেই ট্যাক্সি থেকে যখন ক্রিম রঙের পরিপাটি শার্ট আর লাল টুকটুকে টাই পরা ফুটফুটে চালকরা বেরিয়ে এসে হাসিমুখে মালপত্তর তুলে নেয়, তাদেরকেই সেলাম ঠুকতে সাধ যায়। আসলে সম্পদ থাকলে অসম্ভবকেও যে সম্ভব করা যায় তারই নিদর্শন এ শহরের অলিতে গলিতে।

শেখ জ়ায়েদ রোড ধরে এগিয়ে চলেছি জুমেইরা বিচের দিকে, হাতের ডাইনে মনে হল যেন একটা মস্ত জাহাজের পাল উঁকি দিয়ে গেল। খেজুর গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে লুকোচুরি খেলছে সে আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, ওটাই বিশ্ব বিখ্যাত বুর্জ আল আরব হোটেল। তার একটু পরেই আসে জুমেইরা পাম আইল্যান্ডের পথ নির্দেশ। এই জুমেইরা বিচ অঞ্চলে অনেকগুলো বিলাসবহুল হোটেল ছড়িয়ে আছে। আর আছে অসংখ্য রেস্তরাঁ, সারা পৃথিবীর খাদ্যসম্ভার নিয়ে।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি শেরাটন জুমেইরা বিচ রিসর্টে। আরবদেশীয় আতিথেয়তার প্রথা অনুযায়ী রিসেপশন লাউঞ্জেই রাখা আছে রূপোর তৈরি মস্ত বড় কফি পট। নানা মশলা সহযোগে তৈরি সে কফি। সঙ্গে এক ধামা (রূপোর) খেজুর। হোটেলের ঘরে মালপত্র গুছিয়ে রেখে সমুদ্রমুখী মস্ত কাচের দেওয়ালের পর্দাটা সরিয়ে দিতেই চিচিং ফাঁক। চোখের সামনে আদিগন্ত পারস্য উপসাগর আর তার লাগোয়া বেলাভূমিটির এপারে আমাদের ঘরটির ঠিক নীচেই একটা ছোটখাটো মরূদ্যান। কয়েক একরের এক ভেজা সবুজ ঘাসের

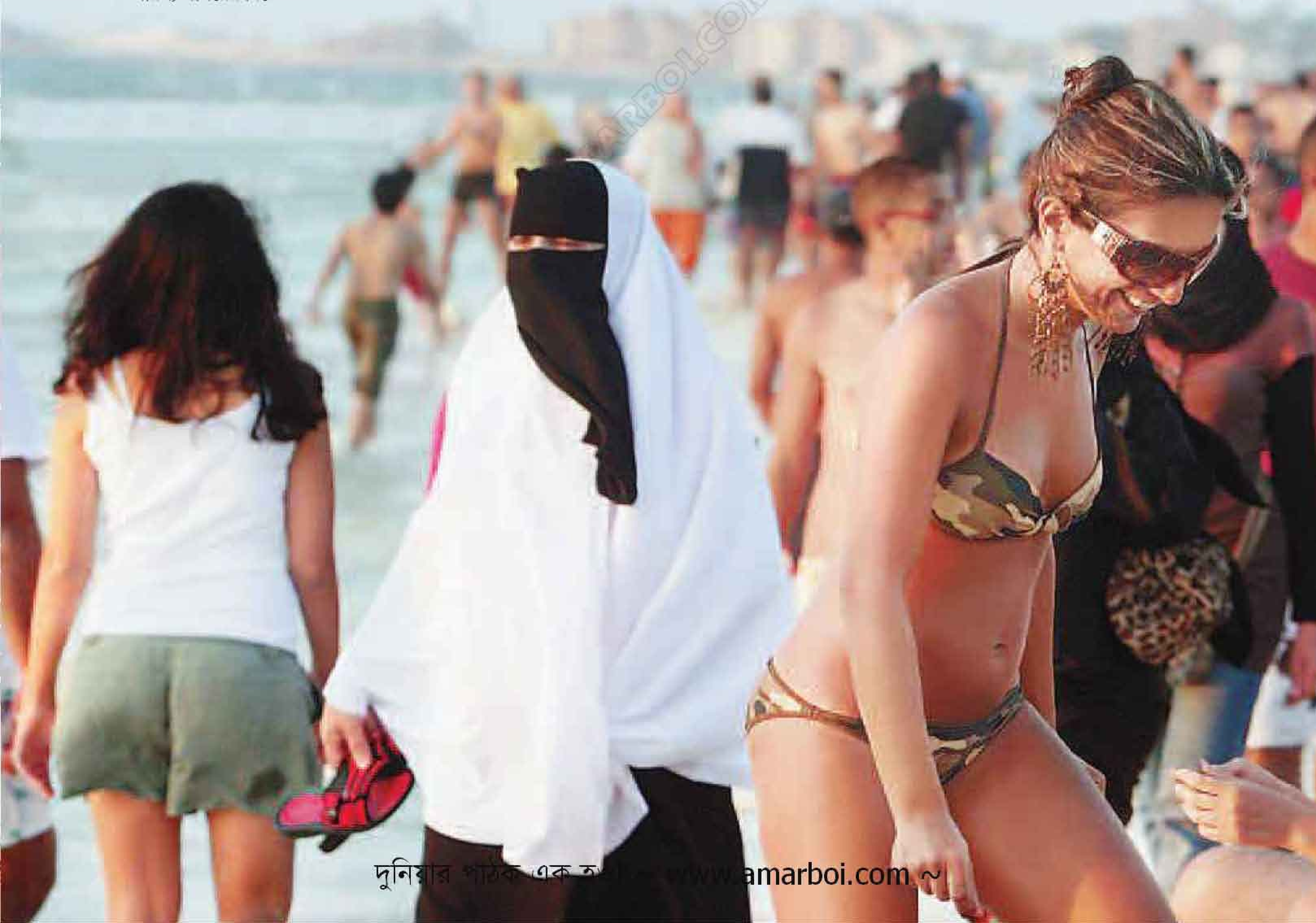


জমির ওপরে অবস্থান করছে অসংখ্য, অগণ্য খেজুরগাছ!
বাদশাহি লাঞ্চটি সারা হয়েছে আগেই। তাই ঝটপট কাপড়জামা বদলে, পায়ে হাওয়াই চপ্পল গলিয়ে আমরা বিচে গিয়ে হাজির হই। হাতের ডাইনে দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের ভিতরে জেগে ওঠা পাম জুমেইরা দ্বীপটির আটলান্টিস হোটেল। আরও একটু দূরে সমুদ্রের মাঝে পাল তুলেছে বুর্জ আল আরব হোটেল। মাটির তলার তেল যে এ দেশটাকে কী পর্যায়ে নিয়ে গেছে তার তল পাই না!
সারাটি দুপুর আর বিকেল কাটাল পারস্য সাগরের সঙ্গে খুনসুটি করে। সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে কাঠের তৈরি বেশ কয়েকটি বিলাস-তরী ধাও (Dhow)। সে এক অপার্থিব দৃশ্য।
সন্ধের পর পরই হাজির হলেন দুবাইবাসী আমাদের এক ভারতীয় বন্ধু। তাঁর গাড়িতে চেপেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম বার দুবাইয়ের আলোর রোশনাই দেখতে। প্রথমে ডাউনটাউন দুবাইয়ে গিয়ে বুর্জ খালিফা এবং অন্যান্য বাড়িগুলোর আলোর মালা দেখতে দেখতে এগোতে থাকি

আমাদের হোটেলের সমুদ্রমুখী মস্ত কাচের দেওয়ালের পর্দাটা সরিয়ে দিতেই চিকিং ফাঁক। চোখের সামনে আদিগন্ত পারস্য উপসাগর আর তার লাগোয়া অসাধারণ বেলাভূমি।

জুমেইরা পাম আইল্যান্ডের দিকে। চারিদিকের আলোর ঝলমলানির মাঝে বুঝতেই পারিনি কখন আমরা সমুদ্রের মাঝের মস্ত খেজুর গাছটার গুঁড়িটিতে সওয়ার হয়েছি। চারিদিকে নতুন গড়ে ওঠা বিলাসবহুল আবাসিক অঞ্চল পেরিয়ে আমরা সেঁধিয়ে যাই সমুদ্রের পেটের ভিতরের টানেলটায়। তারপর খাবি খেয়ে ওপরে উঠেই দেখি সারা শরীরে আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল আটলান্টিস। সমুদ্রের পাড়ে রেলিং দেওয়া চমৎকার পেডামন্ট এ অঞ্চলে। দেখা গেল অনেক পর্যটকই আমাদের মতো হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।
সারাদিনের হুল্লোড়ে খিদে পেয়েছে বেশ। তাই পাম জুমেইরা আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে এসে শেখ জায়েদ রোড পেরিয়ে এমিরেটস গলফ ক্লাবের পাশে 'দ্য গ্রিন' অঞ্চলে ঢুকে পড়ি আমরা। সেখানকার একটা আরবি রেস্তরাঁতে পিটারুটি, হামাস, তাহিনি ও নানারকম কাবাব দিয়ে ডিনার সারি। স্থানীয় মানুষরা সাদা আলখল্লা (যাকে আরবি ভাষায় বলা হয় কান্দুরা) পরে আর মহিলারা কালো ওভারকোটের মতো দেখতে আবায়া পরে মৌজ করে শিশা (গড়গড়া) টানছেন সেখানে।

পারস্য সাগরের বিচে



নানারকম ফলের গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে বাতাবরণ।
দ্বিতীয় দিন লাঞ্চ সেরে তৈরি হতে না হতেই এসে গেল আমাদের ডেজ়ার্ট সাফারির ল্যান্ড ক্রুজ়ারটি। দুবাই-হাত্তা রোড ধরি আমরা। জনবসতি নেই বললেই চলে। ধু-ধু করছে মরুভূমি আর চলছে নির্মাণ। এমিরেটস-এর মুখ্য কাজই এখন ইমারত নির্মাণ। মরুভূমির বুক চেরা পিচ বাঁধানো পথের দু'পাশে মাঝে মাঝেই আসছে উট দৌড়ের সংরক্ষিত এলাকা। তারের বেড়া দেওয়া জমিতে দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার মতো র‍্যাঞ্চ। তবে ঘোড়া নয় উট প্রতিপালন চলছে সেখানে। মারঘাম মরুভূমির আল ব্যাদের এলাকার আল উইস্তা সুপার মার্কেটে এসে থামল আমাদের গাড়ি। সেখানে কিছু স্থানীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার পরিবর্তে শৌচালয় ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেল। এমনটাই রীতি। চমৎকার দেওয়া-নেওয়া!
মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম মারঘাম বালিয়াড়িতে। মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলিয়ে বসে আছে টেরাকোটা রঙা বালির পাহাড়। গাড়ি থেকে নেমেই গড়গড়িয়ে নেমে যাই বালি-পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে। তারপর গড়াগড়ি খেতে খেতে চড়াই ভাঙি আরেক পাহাড়ের। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছে আরও পনেরো-ষোলোটি ল্যান্ড ক্রুজ়ার সত্তর-আশি জন যাত্রী সমেত। শুরু হল আমাদের মরু-অভিযান 'ডিইন-ড্যাশিং'। ক্যারাভ্যানের মতো এগিয়ে চলেছে উনিশ-কুড়িটি ল্যান্ড ক্রুজ়ার। চড়াই-উৎরাই বেয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে গাড়িগুলো, পিছনে বালির ঝড়। সূর্যাস্তের পর শুরু হল আমাদের ডেজ়ার্ট সাফারির আরেক উৎসব। মরুভূমির মাঝখানেই তৈরি হয়েছে ক্যাম্প। চারিদিকে ছোট ছোট তাঁবু, আর মাঝখানে এক মস্ত মঞ্চ। প্রথমেই আরবদেশীয় প্রথা মতো চা, কফি ও খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন। তারপর খোলা আকাশের নীচে বসে ভুড়ুক-

মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলিয়ে বসে আছে টেরাকোটা রঙা বালির পাহাড়। গাড়ি থেকে নেমেই গড়গড়িয়ে নেমে যাই বালি-পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে। চড়াই ভাঙি এক পাহাড়ের।

ভুড়ুক গড়গড়া টানা। যস্মিন দেশে যদাচার। আমরাও বসে পড়লাম সেই 'ওপর এয়ার শিশা লাউঞ্জে'। পর্যটকদের কেউ কেউ চললেন 'হেনা ট্যাটু লাউঞ্জে' গিয়ে মেহেন্দির রঙে হাত রাঙাতে। ইতিমধ্যেই মঞ্চের চারিপাশে রাখা মস্ত মস্ত স্টিরিওগুলোতে বেজে উঠল আরবি গানের সুর। শুরু হল তানুরা নৃত্য। তানুরা (Tanoura) আসলে মিশরীয় সুফি নৃত্য। তারপর শুরু হল বেলি ডান্স। ঘণ্টা দুয়েক ধরে চলল সেই মোহিনী নৃত্য। বেলি ডান্স আগেও দেখেছি। তবে আরব দেশের মরুভূমির মাঝখানে এ এক অনন্য আরব্য রজনী। ডিনার শুরু হল রাত আটটা নাগাদ। বিশুদ্ধ আরবি খাবার-দাবার। কাঠে ঝলসানো কাবাবের স্বাদটিও অনবদ্য। শুধু একটু বালি কিচকিচে এই যা।
তৃতীয় দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। আজ বিগবাস ট্যুর নেব আমরা 'মল অফ দ্য এমিরেটস' থেকে। এখানেই দুবাইয়ের বিখ্যাত ইন্ডোর স্কি স্লোপ। বিগবাসটি হপ অন, হপ অফ সিস্টেমে চলে। অর্থাৎ যার যে স্টপে খুশি নেমে যাও, ঘোরো ফেরো, তারপর আরেকটি বাস নিয়ে পরের স্টপে চলে যাও। বাসটি দোতলা এবং ছাদ খোলা। সোজা ক্রিকপার্কে গিয়ে নামি। দুবাই ক্রিকের দু'পাশে গড়ে উঠেছে মস্ত মস্ত বাড়িঘর। আর ক্রিকে ভেসে বেড়াচ্ছে ধাও অর্থাৎ বড় বড় কাঠের নৌকো। খানিকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে পরের বাসে চেপে বসি আমরা। আমাদের পরের গন্তব্য আল ফাহিদি ফোর্ট অর্থাৎ দুবাই মিউজ়িয়াম। প্রাচীন কায়দায় সাজিয়ে রাখা মিউজ়িয়ামটিতে ঢুকেই আমরা যেন পৌঁছে গেলাম অতীতকালে। কবেকার ছোট ছোট নৌকো সাজিয়ে রাখা চত্বরটি জুড়ে। যে নৌকোতে চেপে আশেপাশের দেশ থেকে বাণিজ্য করতে আসতেন প্রাচীন মানুষেরা। মিউজ়িয়াম থেকে বেরিয়ে পাশের মিনাবাজার এলাকায় হাঁটাহাঁটি করি। দুবাইয়ের মিনাবাজারের বেশির ভাগ

মারঘাম বালিয়াড়িতে ডেজ়ার্ট সাফারি




FIRST CHOICE OF VEGETARIANS
100% BONE ASH FREE
Larah™
OPALGLASS
come to the beautiful world of breathtaking designs
Dinnerware starts from Rs. 630/-
GIFTS FOR EVERY OCASSION
dine with me
Light Weight
Toughened Glass
Dish Washer Safe
Microwave Safe
Manufactured by:
HOPEWELL
hopewell tableware pvt. ltd.
corporate office: chitrakoot stadium, vaishali nagar, jaipur
regional office: kolkata: hospital street, 2nd floor, kolkata

দোকানমালিকই হয় ভারতীয় নয় পাকিস্তানি। অনেক রেস্তরাঁও রয়েছে আমাদের উপদেশীয় খাবারের সম্ভার নিয়ে। এখান থেকে অল্প কিছু স্যুভেনির কিনে আমরা চেপে বসলাম পরের বাসে। দুপুর নাগাদ দুবাই ক্রিকের ধারে একটা খোলামেলা রেস্তরাঁতে বসে লাঞ্চ সারি আমরা। তারপর শিংদাঘা থেকেই পরের বাসটিতে চেপে বসে রওনা হই দুবাই ক্রিকের অন্য পারের ডেয়রা অঞ্চলের গোল্ড সুক দেখতে। সুক (souk) অর্থ বাজার। সারি সারি সোনার দোকান দেখেছি আমরা কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে। তাই বলে সোনার বাজার? হ্যাঁ, বাজারই বটে। সেই সোনার বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন আমাদের অবস্থা অনেকটা গুপী-বাঘার মতো। এ কোথায় এসে পৌঁছে গেছি আমরা! অলিতে-গলিতে অসংখ্য দোকান। আর প্রত্যেকটি দোকানেই ঝলমল করছে মণ মণ সোনার আর হিরের গহনা! লোহার গরাদ


বুর্জ খালিফা

নেই, কোলাপসিপল গেট নেই, খোলামেলা দোকানপাট। যেন বড় বাজারের স্টিলের বাসনের হোল সেলের দোকান। সেই জৌলুস দেখতেই কাবার হয়ে গেল দু'টি ঘণ্টা। কিনেও ফেলা হল ছোটখাটো সোনার আর হিরের টুকরো।
বেশ ছুটোছুটি করতে হল শেষ বাসটা ধরবার জন্য। সারাদিনের ধকল ক্লান্তিও লাগছে বেশ। চতুর্থদিন এগারোটা নাগাদ আমরা গিয়ে হাজির হলাম বুর্জ খালিফার পায়ের তলায়। বেশ উত্তেজিত হয়ে আছি সবাই পৃথিবীর উচ্চতম মিনারটিতে চড়বার জন্য। হোম ওয়র্ক করে নিয়েছি আগেই। বুর্জ খালিফায় আছে ১৬৩টি তল। ৫৭টি এলিভেটর আছে এই মিনারে। আর আছে তিন হাজার সিঁড়ি। হাজার খানেক প্রাইভেট রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপার্টমেন্টস ছাড়াও আছে আরমানি হোটেলের শ'তিনেক ঘর। তেতাল্লিশ আর ছিয়াত্তর তলায় আছে দু'টি সুইমিং পুল! দারহামের দবদবা আর আমিরশাহির আমিরিপনা দেখে থ হয়ে যাই আমরা। হাইস্পিড এলিভেটর কাকে বলে মুহূর্তে টের পেলাম আমরা। এক মিনিটেই চড়ে বসলাম এক'শো চব্বিশ তলার অবজ়ারভেশন ডেকে। তবে সেই এক মিনিটেই কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ। সাড়ে চার'শো মিটারের ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি পারস্য উপসাগরের কোল ঘেঁষা আদিগন্ত মরুভূমির মাঝখানের শহরটাকে। সমুদ্রের বুকে গড়ে তোলা পাম জুমেইরা দ্বীপ ও পাম জেবেল আলি দ্বীপ দু'খানিও সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। দূরে ছড়ানো-ছেটানো তিন'শোটি দ্বীপ বিশিষ্ট ওয়ার্ল্ড আইল্যান্ডস। সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট ভূখণ্ড দিয়ে দেশ-মহাদেশ। এ এক অদ্ভুত অবলোকন। মিনারের ঠিক তলাতেই দুবাই মল ও তার সংলগ্ন মস্ত লেক বুর্জ খালিফা। সূর্যাস্তের পর যেখানে শুরু হবে নীরনৃত্য। হ্যাঁ, সেটাই বিখ্যাত দুবাই ফাউন্টেন। যখন বুর্জ খালিফার তলায় নেমে এলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সকলেই ক্ষুধার্ত। মাটির তলার সাবওয়ে দিয়ে দুবাই মলে গিয়ে হাজির হই আমরা। সেখানকারই ফুড কোর্টে ডালের বড়ার মতো স্বাদগন্ধের ফল, নানা শস্য ও মশলাপাতি দিয়ে তৈরি রুটি ওয়াইল্ড জাতার কাফতা অর্থাৎ কোপ্তা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি হল।
শুক্রবার সন্ধের আগে আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম দুবাই মেরিনাতে। এখান থেকেই ধাও ক্রুজ নেওয়া হবে। ধাও অর্থাৎ কাটের তৈরি মস্ত তরীটিতে সওয়ার হয়েছি আমরা। আরবি কায়দায় গদি বিছিয়ে শুয়ে-বসে আছি জনা পঞ্চাশেক বিভিন্ন দেশের মানুষ। স্টিরিওতে মৃদু আরবি ধুন বাজছে। আমাদের হাতে পানীয়ের গ্লাস। দেখছি এ দেশটা থেকে বিদায় নেবার আগে আকাশটাকে কেমন রাতুল রাঙা করে তুলেছেন অর্কদেব। আঁধার নামতেই বহুতলগুলোতে জ্বলে উঠল আলো। আর সেই আলোকনে বিভোর হয়ে আমরা এগিয়ে চলি আলোকিত পাম জুমেইরা দ্বীপের আর এক রূপ দেখতে। পরের দিনই তো বিদায় জানাতে হবে আমিরশাহিকে।

ছবি: লেখক



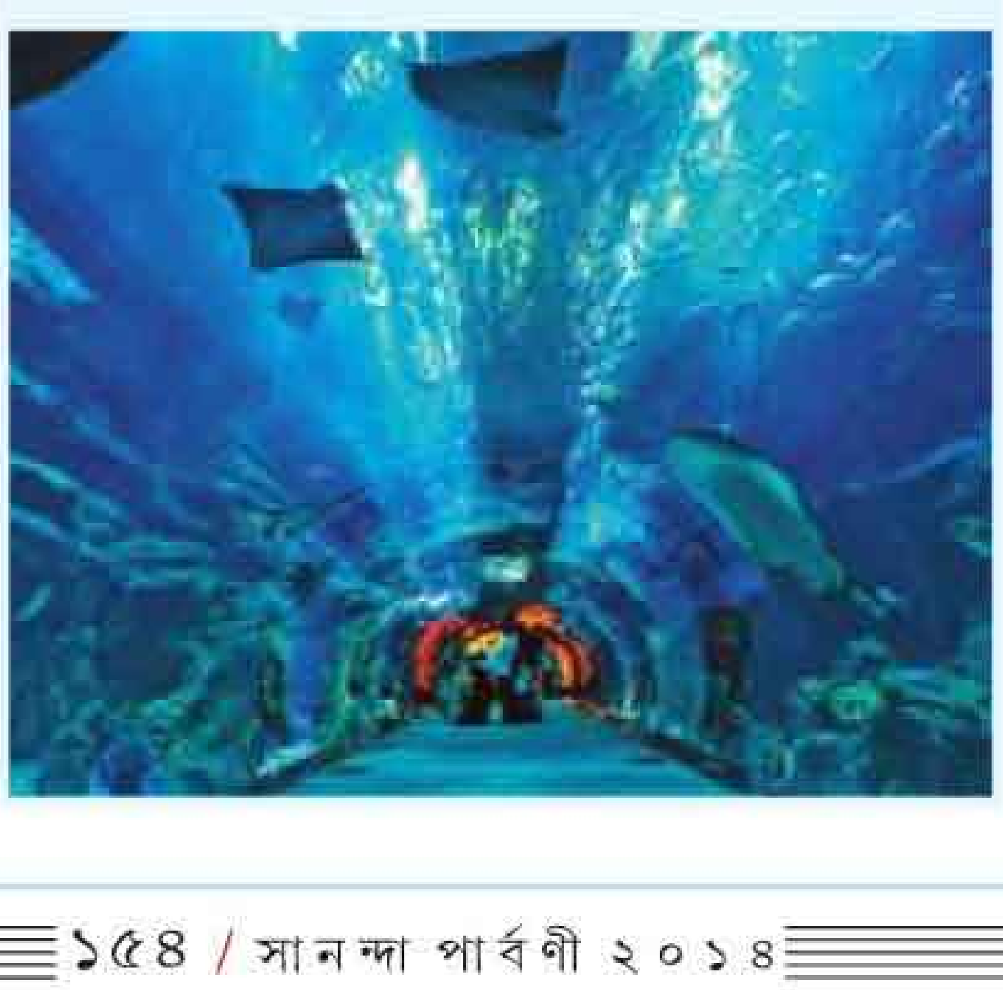
চে ক লি স্ট

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে দুবাই ফ্লাইটে যেতে লাগে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা মতো। কলকাতা থেকে এমিরেটসের ফ্লাইটে পৌঁছে যেতে পারেন দুবাই।

কোথায় থাকবেন

দুবাইতে থাকার জন্য অপশন প্রচুর। এখানে থাকার জন্য রয়েছে ক্রাউন প্লাজ়া দুবাই (৯৭১৪৩৩১১১১১), দুবাই মেরিন রিসর্ট (৯৭১৪৩৪৬১১১১), গ্র্যান্ড হায়াৎ দুবাই (৯৭১৪৩১৭১২৩৪, www. dubai.grand.hyatt.com), জুমেইরা বিচ হোটেল (৯৭১৪৩৪৮০০০০) ইত্যাদি। বিশদে জানতে লগ-ইন করুন www.dubai.ae-তে।



বিয়ের কেনাকাটা





ডিজাইনার: কণা গোস্বামী
101/1/1 বি.টি রোড, বনহুগলী, কলকাতা- 90, **Ph: 9831270177, 9230738684.** লেমন স্ট্রাইপের এড়ি গিচা টি সেজে উঠেছে ভারতীয় স্কাল্পচারাল হ্যান্ড পেন্টিং ও গুজরাটি কাজের নান্দনিক মেলবন্ধনের ভাবনায়। দাম- 3675/- সারা বছর নান্দনিক বুটিকে রিটেল ও হোলসেলে কেনাকাটার সুব্যবস্থা থাকে। এর পর 7ই ফেব্রুয়ারী থেকে পুনরায় হোলসেল শুরু হবে।

ডিজাইনার: কান্তি সাহা
29 কে.বি. বসু রোড, হরিতলা, বারাসাত, কলকাতা-124, **Ph: 25524077, 25521595, 9331849592** - শাড়ির কালো ও লাল অংশটি লেজার শিফন। এ্যাপ্লিক ও প্যাচিং বর্ডার। সি বাই সি দোপিয়ান ব্লাউজ পিস। দাম- 5655/-.এছাড়াও 5000/- কেনাকাটায় (বিয়ের বেনারসীসহ) Poloworld trolly bag free. 20000/- কেনাকাটা করলে 40 km পর্যন্ত গাড়ি পরিষেবা।

ডিজাইনার - **জয়িতা বসু**
IA/81, সল্টলেক, কলকাতা-97, Ph: **9831060635** এই শীতে শ্রীজয়ীর সম্ভার সিল্ক, তসর, গিচা, মটকা, মলমল, কাঁথা, এ্যাপ্লিক, মিক্স এ্যান্ড ম্যাচ, মঙ্গলগিরি, চান্দেরী, মাহেশ্বরী একেবারে নতুন আঙ্গিকে, ডিজাইনে ও দামে। হোলসেলের জন্য যোগাযোগ করুন। শ্রীজয়ীতে শুরু হচ্ছে 'পৌষ উৎসব' উপলক্ষ্যে বিশেষ সেল। 13Jan- 5 Feb 20% অবধি ছাড় থাকছে।



BENARASI TEXTORIUM

বেনারসী টেক্সটোরিয়াম
4/1, কালাচাঁদ সান্যাল লেন,
Opp. Shyambazar CESC,
কলকাতা- 700004
Ph: **25556427/ 9433022272**

সেরা গুণমান, আধুনিক, ন্যায্য মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। বেনারসের আদি ঘরনার নিজস্ব কর্মশালায় প্রস্তুত করা হয় অত্যাধুনিক ও অভিনব নকসার বিয়ের বেনারসীর সেরা সম্ভার। এছাড়াও কাঞ্জিপুরম, ওপাড়া সিল্ক, বালুচরী, কাঁথাস্টিচ, ঘিচা সিল্ক, গরদ ও তসরের বিপুল সম্ভার।

শাড়ি:
বেনারসী টেক্সটোরিয়াম

RANGOLI

রঙ্গোলী
দমদম, লেকটাউন,
Shoppers Corner
কালনা (বর্ধমান)
Ph: 9836732703, 9163870810

ট্র্যাডিশনাল ও ডিজাইনার শাড়ির একমাত্র নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান। শাড়িটি বাংলাদেশী তাঁতের (টাঙ্গাইল) থানের উপর করা দাবার ছক আদলের অ্যাপ্লিক। দাম- 1750/-. সঠিক দামে সঠিক জিনিস কিনুন। সিল্ক কিনতে গিয়ে আর্ট সিল্ক কিনে ফিরতে হবে না। 20% পর্যন্ত ছাড় (1st Feb থেকে 15th April).



শাড়ি:
রঙ্গোলী

মেকআপ: ... পাঠকস (... 610), ... , পায়েল



DHAARONA Style Boutique

Ph: 9903021315/ 8981934435
পাবেন মলমল, তাঁত, সিল্ক, তসর, ভাগলপুরী, মটকা, বিভিন্ন প্রাদেশিক শাড়ি, ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কুর্তি, পাঞ্জাবি, সালোয়ার স্যুট, শাল এর অনবদ্য কালেকসান। কাঁথা, পারসী, গুজরাটী, কাশ্মীরী, কাথিয়াবার কার্পেটওয়ার্ক, কাটওয়ার্ক, আড়ি। আমাদের দেখুন প্রতি মাসের ১৫ তারিখে। হোলসেলের সুব্যবস্থা আছে। 31 জানুয়ারী পর্যন্ত সকল কেনাকাটার ওপর 10% discount.

Shrijoni Boutique™

সৃজনী বুটিক
ডিজাইনার মৌসুমী পাল 64/11B, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা-10, **Ph.: 9831031229, 9831295802** (বেলেঘাটা জোড়ামন্দির বাস স্টপেজ) শাড়িটি পিওর ছত্রীশগড়ের দোপিয়ান উইভিং শাড়ি। প্রদর্শনী চলছে সল্টলেক মেলাতে (করুনাময়ী) স্টল নং: **A19. 14Jan- 5 Feb**. 2014 (3 pm. - 8.30pm).

ইমপ্রেশন™

ডিজাইনার- ডঃ গোপা ও গার্গী চক্রবর্তী, 'বিহঙ্গ' 97B, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-31, **Ph: 9830335430, 9874018181.** শাড়িটি পিওর কাতান সিল্কে ডাই করে গুজরাটি স্টীচে সাজানো হয়েছে। মূল্য- 6880/- গুজরাটি ও কাঁথা কাজের শাড়ি বিয়ে উপলক্ষে বিশেষ সংগ্রহ রয়েছে। হোল সেলারদের জন্য Special discount রয়েছে।

www.impressionboutique.1000.co.in



Moli Ghosh A's Collections

প্রোপাইটার- মলি ঘোষ, ডিজাইনার- বাসুদেব চন্দননগর, স্টেশন রোড, বাগবাজার **Ph. 9433420777/ 8653851445.** পাবেন সফ্‌ট কটন, কোড়িয়াল কটন, চান্দেরি, বিভিন্ন ধরণের সিল্ক, রেশম, বেনারসি নেট, ভাগলপুরী কটন ও গিচা, জর্জেট-সিফন, হাফ সিল্ক হাফ মটকা, তসর, ঢাকাই ও বিভিন্ন ফ্যান্সি শাড়ি।

পিয়ালী

ডিজাইনার: দীপক বণিক 57, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, গোরাবাজার, দমদম ক্যান্টনমেন্ট (ঠিক থানার গেটের সামনে) কলকাতা-70 0028 Ph.:**9230265470/ 9239488315.** উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম শাড়ির সম্ভার। সুতি ও সিল্ক শাড়ির অফুরন্ত কালেকশান। সুটিং সার্টিং, ডিজাইনার কুর্তি চুড়িদার সেট, রেডিমেড পোশাক, ব্যাগ, জুতো ও কসমেটিকস। Mail:banikretail@rediffmail.com

শাড়ি:
এ'স কালেকশন



শাড়ি:
পিয়ালী

19 A April

Times Change, Traditions Remain...

উনিশে এপ্রিল / তান্তবী

ওয়ার্কশপ-33/1, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া, হাওড়া-6, Ph: **9831228146/9836252256.** Mail:debasischowdhury01@gmail.com

Branch: GARIAHAT, SALTLAKE, BANSHDRONI

আমাদের ওয়ার্কশপে বিয়ের ও শীতের মুখ্য আকর্ষণ এড়ি তসর, শীতের শালে নক্সী কাঁথার কাজ, হাফ এ্যান্ড হাফ রেশম ঢাকাই জামদানি। আমাদের শীতের বিশেষ আকর্ষণ **"ফিউশন হ্যান্ডলুম"**। পাবেন তসরে মধুবনি কাজ, ফিউশন কাঁথা, কাঁথা বেনারসী, পাঞ্জাবের ফুলকারী কাজের চাদর এবং ডিজাইনার শাড়ি। এড়ি তসরে সালোয়ার, চান্দেরী ওপারা, পাটোলার মেলবন্ধনে স্বল্প মূল্যের ডিজাইনার শাড়ি। জুট নয়েল, তসরে খেসের কাজ, মঙ্গলগিরি কটনে বাগরু ডাব্বু, মঙ্গলগিরি স্যুট পিস, সিল্ক চান্দেরী, এড়ি তসর ড্রেস, মালবারি সিল্কে কলমকারী, কাতান সিল্কে জুটের কাজ। খেসের শাড়িতে বাটিক এবং পিপলি, এ্যাপ্লিক, পরমা উইভিং শাড়ি, রেশম টাঙ্গাইলকোটায় টেক্সচার প্রিন্ট, কেরালা কটনে চান্দেরী, বেনারসের মটকা। চান্দেরী, ওপারা, পাটোলা, কলমকারি মেখলা।

Franchaisee এর জন্য যোগাযোগ করুন। শুধুমাত্র হোলসেলাররা, ছোট/বড় বুটিক ব্যবসায়ীরা যোগাযোগ করবেন। ***By appointment only**





Zevar

জেভর
ডিজাইনার- অনিমা খান
10, রামকল্প খান লেন, কদমতলা, হাওড়া-101
Ph: 93396 19409/ 2643-4004

শাড়িটি ঢাকাইজামদানি। গয়না- ব্রোঞ্জের ওপর 2 গ্রাম গোল্ড প্লেটেড গহনা (আজীবন ব্যবহারযোগ্য)। ব্যবহারান্তে বদলের ব্যবস্থা আছে। আমাদের কোন শাখা নেই। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী Zevar -এর নামে গহনা বিক্রয় করছেন। এ ব্যাপারে Zevar -এর নাম ও ফোন নং ইত্যাদি দেখে guarantee card নিয়ে কিনবেন।

শাড়ি: জেভর

Asha Collection

ওয়ার্ক সপ: হাবিবপুর, ফুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
গোডাউন 16/1/H/5, এম.পি. রোড কলিকাতা-67.

রেশম টানা উইপ, মটকা বুনন গিচা ডিজাইন কাজ করা। ডিজাইন ছত্তিশগড় আদিবাসী লোক সংঙ্গীত ট্রাইবেল লুকসের তৈরী। 100% সিল্ক হলমার্ক মটকা, রেশম গিচা, তসর, দোপিয়ান, পসমিনা, নয়েল সিল্ক, মালবেরি, এড়িসিল্ক ও লিনেন কটন হ্যান্ডলুম শাড়ি, জামদানি শাড়ি ডেভেলপ করে থাকি। বুটিক সংস্থা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন-
গৌতম পাল,
Ph: 919433059450, +919674055700.



শাড়ি: আশা কালেকশন



Avantika's
(A Complete Fashion Studio)

ডিজাইনার - কাকলি বাগচী
127 রাষ্ট্রগুরু অ্যাভিনিউ, নাগের বাজার, কলি-28, **9830190305, 9051684869**
এই শাড়িটি গিচা তসর এর ওপর ব্লক করা শাড়ি। সাথে ব্লাউজ পিস আছে। মডেলের গয়নাটি ১টি 'লক্ষীপা' নেকলেস এবং দ্বিতীয়টি Semi-precious Stone Mala with side pendent.অরিত্র সিনহা (তমলুক) - **9474617374** USA: Rituparna Banerjee, **Ph.: 001-510-402-4656,** Tollygunge: Supriya Banerjee **Ph: 9433012528**

শাড়ি:
অবন্তিকা

Mrignayani
Avanti

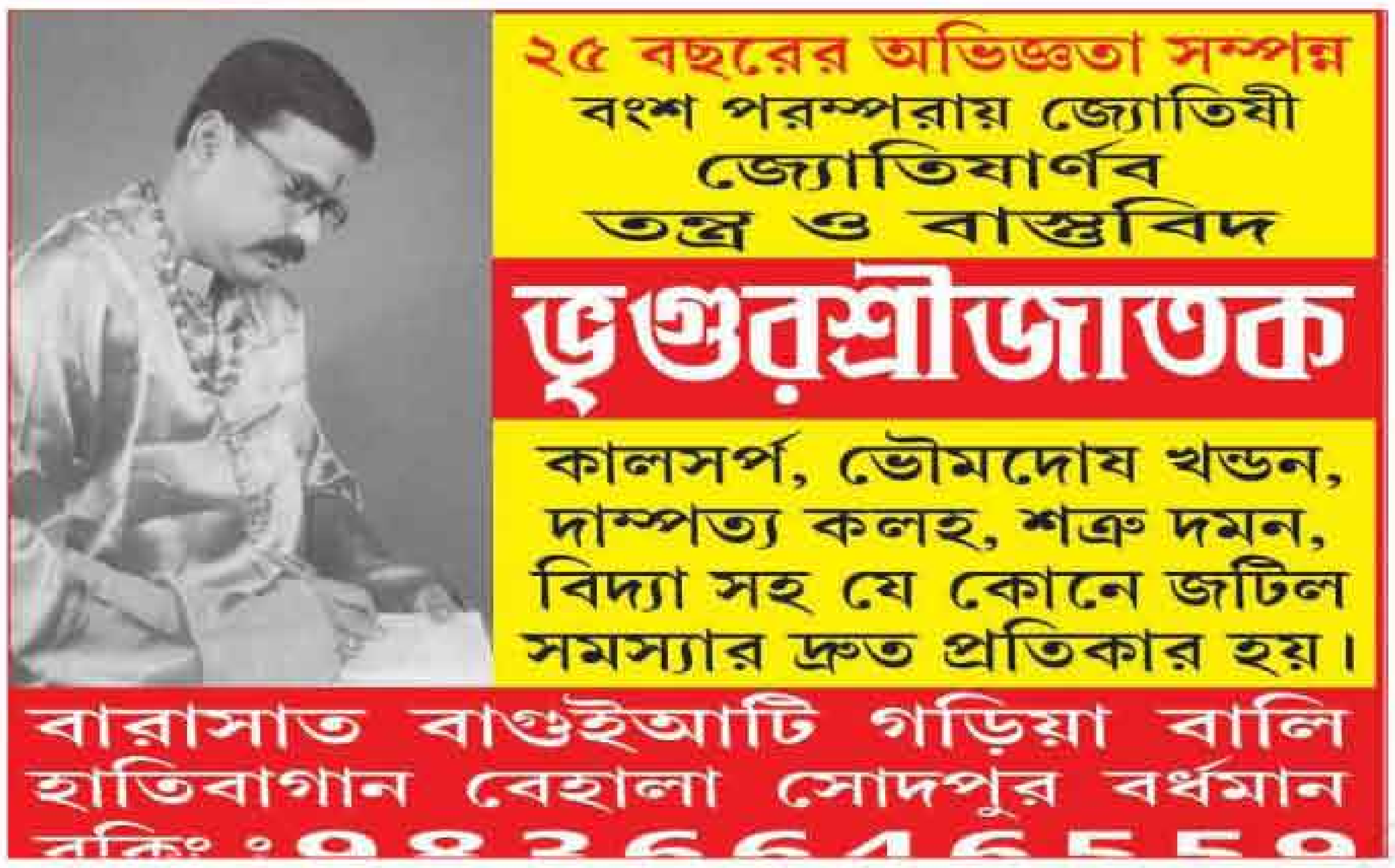
মৃগনয়নী: এম পি স্টেট এম্পোরিয়াম, দক্ষিণাপণ **2** গড়িয়াহাট, রোড, (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-**68**
Phone: **2423-6715 2423-7512,**
অবন্তি: উত্তরাপন শপিং কমপ্লেক্স, ভি আই পি রোড, কলকাতা-**54**
Ph: **2355-0666**
মৃগনয়নী ও অবন্তীতে শুরু হচ্ছে 'Winter Sale'. চলবে 6th - 29th Jan '14. পাবেন চান্দেরী, কোষা, মাহেশ্বরী শাড়ি ছাড়াও হ্যান্ডলুম সামগ্রী, কাশ্মিরী শাল, তসর, সুতির জ্যাকেট, ড্রেস মেটেরিয়াল 20% ছাড়ে। Whole Seller এর জন্য বিশেষ সুযোগ আছে।



শাড়ি:
মৃগনয়নী, অবন্তি


নিজস্ব আশ্রম বাঁকুড়া
২ দিনে সাফল্য
তান্ত্রিক জ্যোতিষী শ্রী রুদ্র শাস্ত্রী
ব্যর্থ প্রেম, বশীকরণ, দাম্পত্য কলহ সহ সব সমস্যায় ১০০% গ্যারান্টি
বিফলে দ্বিগুন মূল্য ফেরৎ
8335991331
দক্ষিণা 301 টাকা ★
লিখিত কন্ট্রাক্টে কাজ
★ ডাকযোগেও প্রতিকার হয় ★
শিয়ালদা (মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিবার)
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, তারাপীঠ জামশেদপুর, কাঁথি, মেদিনীপুর, মেচেদা, বনগাঁ, হলদিয়া


মাত্র ৫ ঘন্টায় সাফল্য !
১০০% লিখিত গ্যারান্টি সহ
বশীকরণ ও যেকোন সমস্যার সমাধানে
শ্রী উজ্জ্বল শাস্ত্রী
★ দক্ষিণা 101 টাকা★
9874471470, 7602247492
★ ডাকযোগেও প্রতিকার করা হয় ★
শিয়ালদা (প্রতি শনিবার), ব্যারাকপুর (প্রতি রবিবার)
বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কাঁথি, মেদিনীপুর, মেচেদা, বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া


২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী
জ্যোতির্যার্ণব
তন্ত্র ও বাস্তুবিদ
ভৃগুরশ্রীজাতক
কালসর্প, ভৌমদোষ খন্ডন, দাম্পত্য কলহ, শত্রু দমন, বিদ্যা সহ যে কোনে জটিল সমস্যার দ্রুত প্রতিকার হয়।
বারাসাত বাগুইআটি গড়িয়া বালি
হাতিবাগান বেহালা সোদপুর বর্ধমান


কামাক্ষ্যা তন্ত্রের দ্বারা নিশ্চিত বশীকরণে সাফল্য
ব্যর্থ প্রেম, দাম্পত্য কলহ, শত্রু দমন, বিদ্যা সহ যেকোন সমস্যায়
তান্ত্রিক জ্যোতিষী
রাজশ্রী শাস্ত্রী
★ দক্ষিণা 251 টাকা ★
9874653784, 9874653845
জ্যোতিষ ও তন্ত্র শিখুন, শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট
শিয়ালদা (প্রতি সোমবার), গড়িয়াহাট (প্রতি মঙ্গলবার)
কেষ্টপুর (প্রতি শুক্রবার), বেহালা (প্রতি শনিবার)
সর্বত্র ব্যর্থ? শেষ মুহূর্তে আমি আছি
চুঁচুড়া (প্রতি রবিবার) ও ব্যারাকপুর (প্রতি বুধবার)


তন্ত্রসাধক শ্রীদেবাচার্য্য বশীকরণ স্পেশালিস্ট
তারাপীঠ, কামাক্ষ্যাসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী
চারটি বিষয় মাথায় রেখে আসুন
১ ঠিকুজি, কোষ্ঠি নিস্প্রয়োজন।
২ জন্ম সময়, স্থান নিস্প্রয়োজন।
৩ সমস্যা নিজে বলবেন না।
৪ তৎক্ষণাৎ ফলের আশা করবেন না।
তবেই পাবেন যথার্থ বিচার ও প্রতিকার।
শ্যামনগর চন্দননগর বারাসাত বাগুইহাটি বরানগর গড়িয়া বালি শ্রীরামপুর
বুকিং 9331201248, 8017413229


এক ফোনেতে বাজি মাত-প্রেম সমস্যা কুপকাত
গিরনার ও মায়াঙ্ক সিদ্ধাই
শ্রীদেবীমাইয়া দেবশ্রী
গুপ্ত/ব্যর্থ প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি, তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে বিবাহ বিচ্ছেদ? সন্তান অবাধ্য/বিপথগামী? নাকি প্রবল শত্রু সমস্যায় জেরবার? ফটোগ্রাফী সম্মোহন ও মায়াদর্পণ দ্বারা সমস্যার স্থায়ী সমাধান।
পীঠস্থানে হোম যজ্ঞ সহকারে কাজ করা হয়
এবং ডাকযোগেও প্রতিকার পাঠানো হয়।
হাতিবাগান, শিয়ালদা, হাজরা 9836669763


Super Chef
House of Hotel Professionals
A Catering Unit
98310 26970 / 98300 15338
Chhota Ellaichi
Air-condition Multi-cuisine Restaurant
9239073680
WELCOME DRINKS-
3 to 4 types mocktail, masala tea.
SNACKS
Macher singara, mangser chop.
DINNER
Luchi (live counter), cholar dal, stuffed aloo dom, salad bar, chingri cutlet, ghee bhat, chital fish muittha, kasa mangso, kacha aamer chatney, papad.
DESSERT
Malpoa, hot mihi Dana with vanilla ice cream, misti pan.
Rate-460/- (without dessert)
520/- (with dessert) minimum 300 pax.
Mail: chef_super2005@yahoo.in
Web: www.superchef.co.in


EASTERN CATERER
OVER 33 YEARS
NEW EASTERN CATERER
ইস্টার্ন
ক্যাটারার
৩৩ বছর ধরে সুস্বাদু চাইনিজ, মোগলাই, দক্ষিণ ভারতীয়, কন্টিনেন্টাল, বনেদী, বাঙালী পদ পরিবেশনে নাম করেছে এই সংস্থা। সুপরিচর্যা, সুপরিবেশন ও ন্যায্য দামে উন্নত মানের খাদ্য পরিবেশন করে থাকে। এই সংস্থার আর অন্য কোন শাখা নেই।
মধ্য কলকাতায় মেট্রো ডেয়ারী আইসক্রিমের ডিলার।
3/8C, Taltalla Lane,
Kolkata - 700 014,
Ph: 22654056,
9831270860,
9831570860
Web: neweasterncaterer.com


House Of Quality Food
Amrita
Catering & Services
Mr.Sanjib Sen
1/1C, Shib Das Bhaduri
Street,Kolkata-700 004
Ph: 2555-6649,6511-3846(R)
Mob: 9831059408,9874647649


বিয়েতে শাড়ি গয়নার ঠিকানা? ... সে তো সবাই জানে, যদি চান
পালকি
নহবৎ সানাই, ঘোড়ার গাড়ি, ব্যান্ডপার্টি ...
যোগাযোগ করুন একমাত্র চতুর্দোলা এজেন্সী®
9433096717, 9836318009, www.palki.in


Hotel East Palace
5 Star Facilities at Budget Price
EN-43, Sector V, Salt Lake
কলকাতার দর্শনীয় 3 Star হোটেল
Konchowki,P.O.+P.S.: Bishnupur, On Diamond Harbour Road,
Pin-743503, Ph: 64504025, 8100713727, 9230613727 Fax:24979004
Corporate office:
84/4 Satyen Roy Road, Near Behala Tram Depot, Kolkata-34
Ph: 6456 1044, 9230613727
Email: eastpalace@rediffmail.com
Web: www.hoteleastpalace.com/ www.eastpalacesaltlakesectorv.com
কলকাতার কাছে ও সল্টলেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের সেরা প্রাসাদ
Family Package stay 2 Night get 1 Night FREE with Breakfast, Lunch, Dinner Package Cost 7000/-
Contact for Marriage & Conference
Only 17 k.m. from Raj Bhawan
Hotel East Palace
5 Star Facilities At Budget Price


টেলার্স
গৌরাঙ্গ পাল
ব্লাউজ স্পেশালিষ্ট
BLOUSE
– এর নুতন উপস্থাপনা
Tilottama
the ultimate designer Blouse
A new series
রেডিমেড ব্লাউজ প্রস্তুতকারক।
ডিজাইনারঃ গৌরী শঙ্কর পাল (রূপ কৌশলী সিবন শিল্পী),
রিটেল শোরুম- মেঃ টেলর গৌরাঙ্গ পাল,
দমদম নিউ মার্কেট কলকাতা-30
মেঃ দি রূপসী -104, বিধান সরণী, কলকাতা- 4
মেঃ রূপসীকন্যা- 208/5, রাসবিহারী এভ্যেনু, কলকাতা-29
পাইকারী ব্যবসায়ীক যোগাযোগ:
গৌতম পাল, 14F/1E দমদম রোড কলিকাতা-30,
Phone: 25568763, M. 9433015009, 9433059659.
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যাবে।


TRIM
(A Ladies Centre)
(Fitness & Beauty)
Debjani Sengupta
Salon
Pre Bridal package 24 days, 15 days Bridal Make-up, Light make-up, Skin & Hair daily care consultation.
Health care
Aerobics,gym, Yoga,power Yoga, Steam bath, Body Wrap.
D H Road, Beside Behala SBI Kolkata-34.
Phone 6520-1968/ 65356597


Sutapa Nag
Sutapa's Spa & Beauty Salon
25468319
7685906801
9903211116
Exclusivs Bridal Make - Up Email Add :- sutapanag001@gmail.com
Address :- 64/5Khudiram Bose Sarani . Duttabagan,Milk Colony Kolkat :-37
WWW.SkyTube.co.in


TULIP
[Ladies Beauty Zone & Spa]
& Training Academy
* Bridal & Pre Bridal package
*Any types of hair & skin service
after
Training
Advance & Basic hair & skin courses.
Bridal & Fashion Make up courses.
before
New G.T Road Uttarpara, Hooghly
Lalbaba Road Dankuni,Hooghly
Ph:-9830195453


9836070956,9836541860,2419-8429
Mèlange
Unisex Beauty Salon
by Famous X-Habib's Hairdresser DIPU
Assured Quality Service
Best & Genuine Beauty Products
Reasonable Charges
203C Lake Terrace Extn, Kolkata-29
(Gariahat, Triangular Park)


b blossom
BEAUTY CLINIC & TRAINING CENTRE
৩, ডঃ পি সি লাহিড়ী সরণী, কলকাতা-৫০
(দমদম স্টেশন ও বি. টি রোড সিঁথি মোড়ের মাঝে)
ফোন:- 91-9830418290
E mail:rithutuli@yahoo.co.in
Website: www.blossombeauty.in
Rithu
Mithu
All perlour services avilable- including. Bridal Makeup & Make over by celebrity Make-up artist. প্রফেশনাল হেয়ার কাট এন্ড কালার, স্ট্রেটনিং, স্মুদিং, স্ক্যাল্প ও হেয়ার ট্রিটমেন্ট, ফেসিয়াল স্কিন ট্রিটমেন্ট, বডি পলিশিং এন্ড ট্রিটমেন্ট, বডি ফ্যাট রিলিজ, টোনিং, টাইটেনিং, রিজুভিনেটিং ব্রাইটেনিং, ব্রাইডাল ও প্রি-ব্রাইডাল প্যাকেজে আকর্ষনীয় ছাড়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে নিম্নলিখিত কোর্সে ভর্তি হতে পারেন: বেসিক/অ্যাডভান্স বিউটিশিয়ান কোর্স, বেসিক/অ্যাডভান্স হেয়ারকাটিং কোর্স, অ্যাডভান্স ব্রাইডাল ও পার্টি মেক-আপ, প্রফেশনাল মেক-আপ ইত্যাদি রয়েছে আরও বিভিন্ন কোর্স (Short & long term)
ব্রাইডাল ও প্রি ব্রাইডাল প্যাকেজে আকর্ষণীয় ছাড়
বহিরাগত পুরুষ ও মহিলাদের রয়েছে হস্টেলে থেকে কোর্স করার ব্যবস্থা





একশো বারো

সায়ন্তনী পূততুন্ড

আলিপুর জেলের জেলার স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেপে নিয়েছিলেন ঋতিকাকে। তারপর একটু থেমে বললেন, "কি দরকার একশো বারো-র সঙ্গে?"

ঋতিকা ওর প্রেসকার্ড দেখিয়েছিল। নীলের দেওয়া চিঠিটাও গুঁজে দিয়েছিল জেলারের হাতে।

"অ!" স্বরবর্ণটা উচ্চারণ করে দু'টো জিনিসই ফেরত দিয়ে বললেন তিনি, "বুঝলাম। স্টোরি তৈরি করবেন! চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু মনে হয় না হবে।"

প্রথমদিনই এমন হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিল ঋতিকা। তার বিরক্তি লক্ষ্য করে জেলার হাসলেন, "ম্যাডাম, এর আগেও অনেক রিপোর্টার এসেছে। যত তাড়াতাড়ি এসেছে, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে। আপনি হচ্ছেন সাত নম্বর!"

এই জন্যেই পুলিশের সঙ্গ ভাল লাগে না। কয়েদিদের নম্বর গুনতে গুনতে ওরা ভীষণভাবে নম্বরসর্বস্ব হয়ে যায়। যেমন বিদিশা সেন নামের ভদ্রমহিলা ওদের কাছে একশো বারো নম্বর কয়েদি, তেমনি ঋতিকাও সাত নম্বর রিপোর্টার। কে জানে! এরা বোধহয় প্রেমিক প্রেমিকাকেও নম্বর দিয়ে চেনে! নীল একবার বলেছিল, ঋতিকা নাকি তার ছয় নম্বর প্রেমিকা! হয়তো তার ফোন নম্বরটাও সেভ করেছে 'ছয় নম্বর' বলে! ভাগ্যিস দেশের সংবিধানের কৃপায় স্ত্রী বা স্বামী এখনও পর্যন্ত এক নম্বরই হতে পারে! তাই ওখানে নম্বরের ফান্ডা মারার উপায় বিশেষ নেই!

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে, "কেন? মেয়েটি কি ভায়োলেন্ট?"

"একদম নয়!" জেলার হেসে বললেন, "বরং উলটোটাই। কিন্তু স্টোরি লিখতে গেলে তো প্রথম কমিউনিকেশনের প্রয়োজন।"

"অফকোর্স। আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলতেই চাই।"

"কার সঙ্গে কথা বলবেন! সে তো কথাই বলে না!" বলতে বলতেই জেলারের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "স্রেফ থেকে থেকে কবিতা আওড়ায়।"

"কবিতা!" ঋতিকা কৌতূহলী, "কি কবিতা? কার লেখা?"

"কার লেখা জানি না।" তিনি বিরক্ত মুখেই জানান, "কিন্তু যখনই আমি রাউন্ড দিতে যাই, আমায় দেখে হাসে। আর বিড়বিড় করে নিজের নম্বরটা দেখিয়ে বলে, 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো!' এখনও পর্যন্ত চুরাশিবার শুনেছি কবিতাটা! তাই মুখস্থ হয়ে গেছে।"

ফের ফ্যাক্টের মধ্যে নিউমেরোলজি ঢুকে পড়েছে দেখে হেসে ফেলল সে। তার হাসি দেখে জেলার আরও বিরক্ত হলেন, "হাসির কথা নয় ম্যাডাম! যতবার কবিতাটা শুনি, গা জ্বলে যায়! কথার ছিরি দেখুন! 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো!' হুঃ!"

কোনওক্রমে হাসি চেপে প্রশ্ন করে ঋতিকা, "আমি কি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন। নীল যখন রেফার করে পাঠিয়েছে তখন অবশ্যই পারেন।" তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে এককুঁচি তির্যকদৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "কিন্তু স্রেফ কথা বলতেই পারবেন। ওই পর্যন্তই। শুনতে কিছুই পাবেন না! ও বেশি কথা বলে না। বড়জোর কবিতা-টবিতা বলতে পারে।

তার বেশি কিছু বলবে না।"
"আরও কোনও কবিতা বলে বুঝি?"
জেলার মুখ খোলার আগেই এক মহিলা কনস্টেবল বলে উঠল, "হ্যাঁ ম্যাডাম। যখনই আমি খাবার দিতে যাই তখনই বলে, 'পুলিশ,ও-রে পুলিশ, কবির কাছে আসার আগে টুপিটা তোর খুলিস!' বলুন তো ম্যাডাম। আমি কি টুপি পরি? না উনি কোনও কবি?"
ঋতিকা আবার হাসি চাপল। একশো বারো নম্বর কয়েদির সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। অথচ তার বর্ণনা শুনেই সে রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মহিলার সেন্স অব হিউমার মারাত্মক! তার সঙ্গে জেদও অবশ্য কম নয়!
কিছুদিন ধরেই মহিলা কয়েদিদের ইতিহাস নিয়ে একটা স্টোরি করার কথা ভাবছিল সে। তখনই নীলের কাছ থেকে এই লিডটা পেয়েছিল। নীল কয়েদি নম্বর একশো বারো, তথা বিদিশা সেন-এর কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, "আশ্চর্য মহিলা! তার থেকেও বেশি আশ্চর্য তার জেদ! কাউন্সিল যেভাবে কেসটাকে তুলে ধরেছিল, তাতে তার সুরে সুর মিলিয়ে গেলেই শাস্তি অনেক কম হত মহিলার। অন্তত যাবজ্জীবন শাস্তি হত না। মেয়েদের ব্যাপারে আইন চিরদিনই করুণাময়। আর সুন্দরী মহিলা হলে তো কথাই নেই! উকিল, জজসাহেব থেকে শুরু করে কোর্টরুমের প্রত্যেকটি মানুষের সহানুভূতি পেতে কয়েক সেকেন্ডও লাগত না ওর! কিন্তু মহিলা সহানুভূতি পাওয়ার কোনও চেষ্টাই করলেন না! পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে শুধু ঠান্ডা গলায় একই কথা বলে গেলেন, আমিই আমার স্বামীকে খুন করেছি। সে আমায় মারেনি, ধরেনি, কিচ্ছু করেনি! কিন্তু তবু ওকে আমি খুন করেছি। কেন করেছি, জানি না।"
ঋতিকা গালে হাত দিয়ে নীলের কথা শুনছিল। সে ক্রমাগতই কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল। অবাক হয়ে বলল, "অদ্ভুত তো!"
"আমার এত বছরের কেরিয়ারে আমি এমন কেস আর কখনও দেখিনি ঋতু।"



তবে শেষপর্যন্ত এমন কেন হল? কেন সেই মমতাময়ী, সুখী নারীই এমন নৃশংস হয়ে উঠলেন?

একদিকে পাবলিক প্রসিকিউটার হাঁউ মাউ খাঁউ করে তার চরিত্র নিয়ে টানাটানি করছে! অন্যদিকে ডিফেন্স কাউন্সিল প্রাণপণ চেষ্টা করেছে খুনটাকে 'সেলফ ডিফেন্সের জন্য অনিচ্ছাকৃত মার্ডার' হিসেবে প্রমাণ করার! সে মহিলার স্বামীর চরিত্রে কাদা ছিটিয়ে একসা করছে! মাঝখানে এই মহিলা! তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল—এই চূড়ান্ত নোংরামির মধ্যে তিনি নেই! কোর্ট রুম থেকে বহুদূরে কোথাও রয়েছেন। দুই উকিলের চেঁচামেচি তার কানেও ঢুকছে না! পাবলিক প্রসিকিউটারের অভিযোগের উত্তরে খুব ঠান্ডা ভাবে জানালেন যে স্বামী ছাড়া তার জীবনে অন্য পুরুষের অস্তিত্ব ছিল না। এবং একই সঙ্গে জানালেন—তার স্বামীও আদৌ মদ্যপ, লম্পট ছিলেন না। জীবনে কোনওদিন তার গায়ে হাত তোলেননি ভদ্রলোক। তাই সেলফ ডিফেন্সের প্রশ্নই ওঠে না!" নীলের চোখে যেন মুহূর্তটা ভেসে উঠেছিল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, "আশ্চর্য! ডিফেন্স নীল অন্যমনস্কভাবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "এই কেসে কে খুন করেছে, এই প্রশ্নটা বড় ছিল না। কারণ খুনের অব্যবহিত পরেই ভদ্রমহিলা নিজেই মার্ডার ওয়েপন সহ আত্মসমর্পণ করেন। কোনও প্রমাণ লুকোনোর চেষ্টা করেননি। মিথ্যে গল্প ফাঁদার চেষ্টা করেননি। সব দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট ছিল, শুধু একটা বিষয় ছাড়া। কেন? কেন নিজের স্বামীকে খুন করেছিলেন মহিলা? নিজেই স্বীকার করেছেন যে তার স্বামী নিপাট ভদ্রলোক ছিলেন, মদ্যপ-লম্পট ছিলেন না, অত্যাচারী ছিলেন না। তবে কেন? কেন?"
শেষ প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করেছিল নীল। পরে ভদ্রমহিলার কেসটা নিয়ে দুই উকিল এবং বিচারকের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছে, একা নীল নয়, এই কেসের কথা তাঁরাও ভোলেননি! এবং একই প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদেরও!
কেন? ... কেন?
এই প্রশ্নের হাত থেকে ছাড়া পায়নি ঋতিকা নিজেও। বিদিশা সেনের জীবন-যাপন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরে প্রশ্নটা তার মস্তিকে আরও গেঁথে গিয়েছিল। বিদিশা সেন নিজে খুব বড় কেউকেটা কেউ নন। তবে তার স্বামী একজন কর্পোরেট কর্তা ছিলেন। টাকা-পয়সা, বিলাস-ব্যসনের কোনও অভাব ছিল না। বিদিশা হোমমেকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন। কবিতা লিখতে ভালবাসতেন। বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ির একচ্ছত্র মালকিন। সুদর্শন, সফল স্বামীর আদরের সুন্দরী বউ। একমাত্র ছেলে পড়াশোনায় তুখোড়। উচ্চ-মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছে। মেডিকালেও র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র! মায়ের অনেক গর্বের ধন। এমন ঝকঝকে ঘর, তকতকে বর আর বকবকে সন্তানের স্বপ্ন সব মেয়েই দেখে। বিদিশার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। জীবনের সব সুখ পেয়েছিলেন তিনি। সফল পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম, সুন্দর গোছানো সংসারের মালকিন, সফল সন্তানের জননী। সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ এক সুখী নারী!
তবে শেষপর্যন্ত এমন কেন হল? কেন সেই মমতাময়ী নারীই এমন নৃশংস হয়ে উঠলেন? কেন নিষ্ঠুরভাবে হাতুড়ির বাড়ি মেরে খুন করলেন নিজের স্বামীকে? কি এমন ঘটেছিল সেই রাতে?
অনেক ভেবেও উত্তর পায়নি ঋতিকা। নিজের ছোট্ট ডিভানটায় শুয়ে শুয়ে অনেক বার ভেবেছে বিদিশা সেনের কথা। বারবার মনে পড়ে গেছে নীলের কথাগুলো, "তবে কেন? কেন?"
শেষপর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিল, এই 'কেন'র উত্তর খুঁজে বের করবে। এই স্টোরিটা করবে। তার জন্য যতই কাঠখড় পোড়াতে হোক না কেন, এই রহস্য ভেদ করেই ছাড়বে ঋতিকা!
"ম্যাডামকে নিয়ে যাও।" জেলারের কণ্ঠস্বরে মুহূর্তের মধ্যে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল তার। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মহিলা কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে আদেশ করলেন জেলার, "নিয়ে যাও ওঁকে। কয়েদি নম্বর একশো বারো। বুঝেছ? আর পৌঁছে দিয়েই চলে এসো না। ম্যাডাম যদি পালিয়ে আসতে চান, তবে ওঁকে হেল্পও কোরও।"

২

একশো বারো! ওরফে বিদিশা সেন! ঋতিকার কৌতূহলী দৃষ্টি একঝলক মেপে নিল তাকে। অন্যান্য কয়েদির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষটির চরিত্রের অনমনীয়তার আভাস খানিকটা চোয়াল ছুঁয়ে গেছে। এছাড়া গোটা মুখ আশ্চর্য

রকমের কোমল! চোখ দু'টোয় নরম স্থিরতার আভাস। মুখের গড়নটা অবিকল কুমোরটুলির দুর্গাপ্রতিমার ছাঁচে গড়া! গায়ের রং দেখলে মনে হয় একটা সোনালি আলো বুঝি ভুল করে পিছলে পড়েছে! চুল অবিন্যস্ত। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ আছে ঠিকই, কিন্তু চোখে একটা আশ্চর্য মুক্তির আনন্দ খেলা করে বেড়াচ্ছে। যেন এই বন্দিগৃহেও তিনি খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির রাস্তা!

ঋতিকা অবাক হল! যেমন ভেঙে পড়া অবিন্যস্ত অথবা আলুলায়িত মূর্তি দেখবে ভেবেছিল, এ সম্পূর্ণ তার বিপরীত চিত্র!

আকস্মিকভাবে তার মনে হল, কোনও অনুতাপ নেই এ নারীর! নেই কোনও পাপবোধ। কে বলবে, এই মহিলাই এক রাতে হয়ে উঠেছিলেন অমন চরম নিষ্ঠুর!

বিদিশার ব্যক্তিত্বের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিল ঋতিকা। প্রথমেই কি বলবে বুঝতে পারেনি। তাই শেষপর্যন্ত মুখ খুললেন বিদিশা সেনই।

"আপনি কে? রিপোর্টার?"

অসম্ভব সুললিত কণ্ঠস্বর! মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে। স্বাভাবিকভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বিদিশা বিরক্তিসূচক মুখ করেছেন, "আবার কেন? আমি তো বলেছি, কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলব না!"

ভদ্রমহিলার বিরক্তি দেখে মজা পেল ঋতিকা। সাংবাদিকের নামেই অ্যালার্জি আছে বিদিশার। এ তথ্যটা নীলই জানিয়েছে তাকে। সে মিষ্টি হেসে বলে, "সাংবাদিকের প্রতি এত বিরক্তি কেন? আমরা তো সতীন নই!"

বিদিশা ভাবলেশহীন মুখে জানালেন, "ব্যাড জোক। দুনিয়ায় একমাত্র সতীন সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, একথা আপনাকে কে বলল? এখনকার মেয়েদের মুখে সতীন সম্পর্কে রসিকতা ভীষণ খেলো লাগে। ওসব উল্লুতে কথা আমাদের ঠাকুমা-দিদিমার মুখে মানাত। আপনার মুখে একটুও মানাচ্ছে না।"

প্রথমেই এমন একখানা বাউন্সার খেয়ে খানিকটা ব্যাকফুটে চলে গেল ঋতিকা। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এখানে খাপ খোলা খুব একটা সহজ নয়! মহিলা বেশ কঠিন ঠাঁই।

তবু সে একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে, "সাংবাদিকতা করার অপরাধে কি আমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে? বসতে বলবেন না?"

বিদিশা মৃদু হাসলেন, "অতখানি অভদ্র এখনও হইনি। ওই খাটটার ওপর বসতে পারেন। চাইলে আপনাকে ডিনারের অফারও দিতে পারি। কিন্তু জেলের পোড়া রুটি বা লাপসি কি আপনার
মুখে রুচবে?"

আরও একবার মনে মনে ভদ্রমহিলার সেন্স অব হিউমারের প্রশংসা করল ঋতিকা। তার অঙ্গুলিনির্দেশ মান্য করেই বসে পড়ল খাটটায়।

"কতক্ষণ বসবেন সেটা ঠিক করা আছে তো?" মহিলার মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, "নয়তো আপনার জন্য আমার পোষ্যদের অসুবিধে হতে পারে। ওরা শুধু আমার সাহচর্যে অভ্যস্ত।"

"পোষ্য!" বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেল তার। এই জেলের মধ্যে বন্দি মানুষটির পোষ্যও আছে! ভারতের কোনও আদালতে কয়েদির সঙ্গে পোষ্যদের রাখার অনুমতি দেওয়া হয় বলে তার জানা নেই! তবু একবার সে ক্ষুদ্রাকার সেলটার চতুর্দিকে তাকিয়ে নিল। বিদিশা সম্ভবত তার মনের কথা বুঝতে পেরে ফের হাসলেন—

"ওভাবে ওদের দেখা যাবে না। ওরা সহজে দেখা দেয় না।"

ঋতিকা বিস্ময়াভিভূত, "মানে? কাল্পনিক পোষ্য? না ইনভিজিবল পেট?"

"কোনওটাই নয়।" তিনি মিটমিট করে হাসলেন, "আসলে বিছানায় না শুয়ে পড়লে ওদের অস্তিত্ব ঠিক টের পাওয়া যায় না। ছারপোকারা সাদা চোখে ধরা দেয় না। সুযোগ পেলেই টুক করে কামড়ে দিয়ে কেটে পড়ে। অবশ্য আপনি চাইলে কয়েকটাকে জামাকাপড়ে করে
নিজের বাড়ি নিয়ে যেতেই পারেন। আপত্তি নেই!"

ছারপোকা! ঋতিকা প্রায় লম্ফ মেরে মেঝের উপরে নেমে বসল।

"আপনি দেখছি মাটির মানুষ। তবে ওখানেও সামলে।" তার চোখে কৌতুক নেচে উঠল, "আরশোলা, টিকটিকি তো আছেই। তার চেয়েও বড় বালাই ইঁদুর! মাঝে মধ্যে আমার গায়েও উঠে
পড়ে। তবে কামড়ায় না। কোয়াইট ফ্রেন্ডলি ইঁদুর।"

ইঁদুর আবার ফ্রেন্ডলি! কোনওমতে নিজেকে গুটিয়ে সন্তর্পণে বসল

ঋতিকা। সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল যে সাংবাদিকরা কেন এখানে এসেই পালিয়ে যায়। তার সঙ্গে অন্য একটা প্রশ্নও বারবার ঘাঁই মেরে যাচ্ছে মাথায়। অমন বিলাস ব্যসনে থাকা মহিলা এই ভয়াবহ পরিবেশে দিন গুজরান করছেন কি করে! যার দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার চাদরে একটা ভাঁজও থাকত না, তিনি এই ছারপোকাসর্বস্ব খাটটায় কি করে রাত্রিযাপন করেন! দামি মোগলাই বা কন্টিনেন্টাল ফুডে অভ্যস্ত মুখে জেলের লাপসি কি রোচে? এয়ার কন্ডিশনারের আরামদায়ক শীতলতা ছেড়ে এই দমবন্ধ করা পরিবেশে কি তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন না? অথচ মহিলাকে দেখে মনে হয় না যে, একরাতও তিনি না ঘুমিয়ে আছেন, অথবা কখনও অখাদ্য খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।
ঋতিকা বিদিশার চোখ দু'টোর দিকে তাকাল। নাঃ এত সহজে সে হাল ছাড়বে না। অনেকদিন বাদে এমন একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সে। সহজে হার মানবে না।
বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথাবার্তা হল না। বিদিশার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। ঋতিকা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। হিসেব মতো এখন তার প্রশ্ন করার কথা। কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না। কোথায় যেন বাধছে! সে ভাবছিল এবার কি করবে! কি করা উচিত! তার আগেই বিদিশা তাকিয়েছেন তার দিকে।
"তোমাকে তুমিই বলছি।" তিনি ধীরস্বরে বলেন, "বয়েসে বোধহয় ছোটই হবে। কত বয়েস তোমার?"
"পঁয়ত্রিশ!"
বিদিশার চোখ তার সিঁথি ছুঁয়ে গেল, "বিয়ে করেছ? না এখনও আনম্যারেড?"
"বিয়ে করিনি।"
"কেন? ইচ্ছে নেই? না সুযোগ হয়নি?"
ঋতিকা ঢোঁক গিলল। সচরাচর প্রশ্ন করাটা তারই কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তো উলটে তারই ইন্টারভিউ নিচ্ছেন! সে কী জবাব দেবে ভেবে পেল না!
বিদিশা আপনমনেই বললেন, "আমিও অবশ্য একসময় ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব না। প্রেসিডেন্সি থেকে বাংলা সাহিত্যে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পরে ভেবেছিলাম বাংলা কবিতার আরাধনা করে বিপ্লবের সূচনা করব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। যখন আমি বিপ্লবী হওয়ার জন্য কলমে শান দিচ্ছি, ঠিক তখনই বাবার আদেশ এল। আর আমিও কলম-টলম ফেলে সুড়সুড় করে বসে পড়লাম ছাদনাতলায়। আমাদের সাহস ছিল না। তোমাদের আছে। কিন্তু...!"
"কিন্তু তাতে তো কোনও ক্ষতি হয়নি।" ঋতিকা তার কথার মাঝখানেই কথা গুঁজে দিয়েছে, "বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে আপনি তো সুখীই ছিলেন!"
"ইয়েস, হ্যাপিলি ম্যারেড তকমাটা আমার গায়ে সেঁটে দিতেই পারো।"
"তবে?"
"তবে কী?"
"তবে... কেন...?"
যে প্রশ্নটা এতদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল, সেই প্রশ্নটা করেই ফেলল সে। বিদিশা তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন, "কেন কি? কেন খুন করলাম? সেটাই জানতে চাইছ তো?"
ঋতিকা অস্বস্তিতে পড়ে। সে মহিলার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। চোখ নামিয়ে বলে, "অনেকের ধারণা যে আপনার স্বামী অত্যাচারী ছিলেন। তাই...!"

ঋতিকা কিছু বোঝার আগেই
জেলার হেঁকে উঠলেন,
"ওঃ, অসহ্য! ম্যাডাম,
আপনার কাজ হয়েছে?"



"ইশশশশ।" আফসোসসূচক শব্দ করলেন তিনি, "একদম নিরূপা রায়ের কনসেপ্ট। নয়? বেচারি সতী-সাধ্বী মেয়েমানুষটাকে রাক্ষসের মতো স্বামী রোজ পেটায়! মেয়েটা বাইশ বছর ধরে চুপ করে মার খেয়ে গেল। তারপর একরাতে তার উপর দেবী চন্ডী ত্রিশূল নিয়ে ভর করলেন। অমনি সেই নিরীহ মেয়েটো স্বামীর 'ঘচাং ফুঃ' করে ছেড়ে দিল!" বলতে বলতেই হেসে উঠেছেন, "খুব মজাদার ব্যাপার। তার মানে তুমি বলতে চাও, মানুষের চোখে আমি নিরূপা রায়। তাই না?"
"না, ঠিক তা নয়।"
"তবে?"
"কেউ কেউ ভাবে যে আপনি অন্য কারওর দায় স্বেচ্ছায় ঘাড়ে টেনে নিয়েছেন...!"
ঋতিকাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বিদিশা বললেন, "ও, ইউ মিন শর্মিলা ঠাকুর অব 'আরাধনা'! বেচারি মেয়েটি নিজের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিল। তাই তো?"
সে আর কি বলবে! বুঝল, এখানে হঠকারিতা করাই চূড়ান্ত বোকামি। বিদিশার ব্যঙ্গাত্মক কথাগুলো তার গায়ে তিরের মতো এসে বিঁধছে।
"তোমার কী মনে হয়?" কৌতুকে ফের তার চোখ চকচক করে ওঠে, "আমি নিরূপা রায়? না শর্মিলা ঠাকুর?"
গলায় জোর এনে বলল ঋতিকা, "সেটা জানতেই তো এসেছি।"
বিদিশা তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে জরিপ করতে করতে বললেন, "সত্যিই কি তুমি জানো না? আমার তো মনে হয়—তুমি সব জানো। তাই না?"
ঋতিকার সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। কোনওমতে ঢোঁক গিলে বলে, "কি জানব?"
"তোমার প্রশ্নের উত্তরটা জানো না?" বিদিশা বিড়বিড় করলেন, "হয় তুমি জানো। নয় এখনও জানার সময় আসেনি।"
"মানে?"
"মানে?" বলতে বলতেই আড়চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে সজোরে হেসে উঠলেন তিনি, "পু-লি-শ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো। বুঝলে?"
ঋতিকা কিছু বোঝার আগেই বাইরে থেকে জেলার হেঁকে উঠলেন, "ওঃ, অসহ্য! ম্যাডাম, আপনার কাজ হয়েছে?"

৩

নীল খুব মন দিয়ে ড্রাইভ করছিল। তার ডানহাতে ধরা ধূমায়িত সিগারেট। বড্ড সিগারেট খায় লোকটা। এক কথায় চেন স্মোকার। ঋতিকা নিজে স্মোক করে না। তবে সিগারেটের গন্ধটা তার খুব ভাল লাগে। বাবা খেতেন। তার গায়ের ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকত সিগারেটের আলতো তামাক পোড়ার গন্ধ। সচরাচর পুরুষ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা মেয়েরা বাবার কাছ থেকেই পায়। সেই অর্থে



সিগারেটের গন্ধটা ভীষণ পুরুষালি মনে হয় তার।
"ওদিকের কাজ কিছু হল?"
গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা করল নীল। ঋতিকা হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে। সে এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে। প্রথমদিনের ওই অদ্ভুত ইন্টারভিউয়ের পরও হাল ছাড়েনি। তারপর আরও বেশ কয়েকবার দেখা করেছে বিদিশার সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য জেদি মহিলা। অন্য বিষয়ে কথা বলতে তার আপত্তি নেই। অথচ অমোঘ প্রশ্নটা করলেই নীরব হয়ে যান। অনুরোধ-উপরোধ করলে বিরক্ত হয়ে বলেন, "ওই নিরূপা রায়, অথবা শর্মিলা ঠাকুর মার্কা একটা গপ্পো বানিয়ে দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি।"
"কিন্তু সেটা তো সত্যি হবে না!" সে প্রতিবাদ করেছে, "পাঠকদের কি মিথ্যে খবর দিতে পারি?"
"আর সত্যিটা যদি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়?" তিনি স্মিত হাসলেন, "যদি হজম না করতে পারো?"
"সত্যি অবিশ্বাস্য হবে কেন?"
"হয়... হয়... জানতি পারো না।" বিদিশা বলেন, "এত জেদাজেদি যখন করছ, তখন না হয় বলব তোমাকে। দেখি কতটা বিশ্বাস করতে পারো।"
ঋতিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। যাক, তবু ভদ্রমহিলা নিমরাজি হয়ে এসেছেন। এতদিন ধরে ছারপোকা, মশাদের নির্বিচারে রক্তদান করে আসছে সে। অবশেষে সেই একাগ্র তপস্যার ফল হয়তো অচিরেই মিলতে চলেছে।
কিন্তু কোথায় কি! পরের দিনই ডিগবাজি খেলেন মহিলা। প্রশ্নটা করতেই ফের নীরব হয়ে গেলেন। সেই নীরবতা কিছুতেই ভাঙা গেল না। শুধু চলে আসার সময়ে মুচকি হেসে বললেন, "অয়ি লাবণ্যপুঞ্জ/এখনও আমার সময় হয়নি/যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি/সময় যখন আসিবে আপনি/যাইব তোমার কুঞ্জ।"
কেমন যেন হেঁয়ালিভরা কথাবার্তা! কখনও ঋতিকার মনে হয়, বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছে তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুভব করে যে তার ধারণা ভুল! যে মহিলাকে বাইশ বছর দেখেও তার স্বামী চিনতে পারেননি, চিনতে পারেনি তার একমাত্র সন্তান—তাকে চেনা কি এত সহজ!
"হবে, হবে।" নীল তাকে আশ্বাস দেয়, "তোমার ধৈর্য, সহ্য আছে। তুমি হচ্ছ সুনীল গাওস্কর। ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকতে পারো। ওই গুণেই আমায় বোল্ড আউট করেছ—তো বিদিশা সেন কি জিনিস?"
ঋতিকা একটু ফ্যাকাশে হাসল। নীল ড্রাইভ করতে করতেই তার দিকে আড়চোখে তাকাল। আস্তে আস্তে বলে, "আর আমাদের ব্যাপারটা কি হল ঋতু? তুমি বলেছিলে মাসিমার সঙ্গে কথা বলবে। কথা কিছু হল?"
সে হতাশ ভাবে মাথা ঝাঁকায়। নাঃ, মা-কে এখনও নীলের সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। মা এখন ঋতিকার বিয়ের ব্যাপারে কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত নন। কী-ই বা বলবে মা-কে? নীলকেই বা কী বোঝাবে? ওকে কি বলা যায় যে সংসারের অবস্থা এখনও খুব সুস্থির নয়! বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। সংসারে বড় মেয়ে হিসাবে ঋতিকা গত দশ বছর ধরে সাংবাদিকের চাকরি নিয়ে খানিকটা হাল ধরেছে। এখন গোটা সংসারটাই তার উপর নির্ভরশীল। একটা ছোট বোন আছে।

কৃত্তিকা। এই বছরে আঠাশে পড়ল। কাজের মধ্যে একটা কাজই জানে। রূপচর্চা ও ফ্যাশন! তার বিয়ে দিতে হবে। একটা বেকার, ফ্রাস্ট্রেটেড ভাই আছে। সে পড়াশোনাটাও ঠিকমতো করেনি। দু'-একবার একে-তাকে ধরে তার চাকরির বন্দোবস্তও করে দিয়েছে ঋতিকা। কিন্তু চাকরিও রাখতে পারেনি। দু'টো জিনিসই সে জীবনে ঠিকঠাক করতে পেরেছে। প্রথমত, প্রেম করে বিয়ে। দ্বিতীয়ত, বিয়ের একবছরের মাথাতেই স্ত্রীকে গর্ভবতী করার মহান দায়িত্ব পালন। সুতরাং ঋতিকার একার উপার্জনেই গোটা সংসার চলে।

এই পরিস্থিতিতে স্বার্থপরের মতো নিজের বিয়ের কথা মাকে কি করে জানায় ঋতিকা! নীল তাকে আশ্বস্ত করে, "তুমি মাসিমাকে বলো যে বিয়ের পরও তুমি ওঁকে হেলপ করতে পারবে। তুমি না পারো, আমি বলছি...।"

"না!" ভয়ার্ত গলায় সে বলে, "নীল, প্লিজ আমায় হ্যান্ডল করতে দাও। আমি সময় করে ঠিক বলব।"

"আর কত সময় ঋতু?" নীলের গলায় অদ্ভুত আর্তি, "আর কতদিন? তুমি চাইলে আমি সারাজীবন অপেক্ষা করব। এতদিন ধরে তো একাই আছি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার জন্য একা থাকতে পারব। কিন্তু বয়স যে বসে থাকবে না! তোমার পঁয়ত্রিশ। আমি চল্লিশ পেরিয়েছি। অলরেডি আমরা দু'জনেই অনেক দেরি করে ফেলেছি। আর কত দেরি? কতদিন দু'জনে টিন-এজারদের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করব, আর কত রাত রেস্তরাঁয় ডিনার করতে করতে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলব? আমরা কি কখনই একসঙ্গে থাকতে পারব না? তুমি কি কখনও আমার জীবনে আসবে না ঋতু?"

ঋতিকা মাথা নিচু করে বসে থাকে। নীলের প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই। সে নিজেও জানে না শেষপর্যন্ত কি হবে। নিজস্ব কিছু স্বপ্ন তারও আছে। কিন্তু সে স্বপ্ন দেখার সময় বা সুযোগ নেই।

নীল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঋতিকার নীবরতার অর্থ সে বোঝে। তাই বিশেষ কথা বাড়াল না। গম্ভীরভাবে ঋতিকার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে গাড়ি থামিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি সুযোগ বুঝে এগোও। আই অ্যাম কিপিং মাই ফিঙ্গারস ক্রসড।"

ঋতিকা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে, "থ্যাঙ্কস নীল।"

নীল আলতোভাবে কাঁধ ঝাঁকায়। তারপর হাত নাড়িয়ে চলে গেল হুশ করে। সে বিচলিত ও অসহায়ভাবে চলে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। অপস্রিয়মাণ গাড়িটার লাল ব্যাক লাইট যেন ব্যঙ্গ করছে। ওই চলে যাচ্ছে নীল। শেষপর্যন্ত কি চলে যেতেই হবে তাকে? ওই আলোর বিন্দুর মতো সেও কি মিলিয়ে যাবে ঋতিকার জীবন থেকে!

একটা অনিশ্চয়তা আর ভয় বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ঋতিকা। একটা আলগা হতাশাও মনের ভিতরে কাজ করছিল। ভাগ্যিস বাবা বাড়িটা তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। নয়তো মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও থাকত না। গত দশ বছর ধরে এই বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য আপ্রাণ খেটে চলেছে সে। কিন্তু সংসারে কাউকেই বোধহয় সন্তুষ্ট করার উপায় নেই। সে জানে সারা দিনের অক্লান্ত খাটুনির পর বাড়িতে তার জন্য কি কি অপেক্ষা করছে! ছোট ভাইটা হয় বিছানায় আড়কাত হয়ে শুয়ে টিভি দেখবে, নয়তো পাড়ার ক্লাবে টপ্পা মারতে বেরিয়ে যাবে। মা বাতের ব্যথা নিয়ে শুয়ে ঘ্যানঘ্যান করে অভিযোগ করবেন। ভাইয়ের গর্ভবতী বউটা রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে কিছুক্ষণ অভিযোগ শুনে ক্লান্ত, বেঢপ শরীরটাকে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে চলে যাবে। আর বোন? সে হয়তো এখন ইন্টারনেট ঘেঁটে রূপচর্চার নতুন কোনও উপায় খুঁজছে!

ক্লান্ত ভাবে কলিংবেল বাজাল ঋতিকা। এখন তার খুব ঘুম পাচ্ছে। মাথাটাও বেশ ধরে আছে। এই মুহূর্তে এক কাপ কড়া চা আর অবিচ্ছিন্ন শান্তি প্রয়োজন।

"দিদি।" কৃত্তিকা দরজা খুলে উঁকি মারছে। ঋতিকা তার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়! রোজ এই একই দৃশ্য! কৃত্তিকার মুখে সাদা সাদা কিছুর প্রলেপ! মূলতানি মাটি না চন্দন—কে জানে! মাথায় খোঁচা খোঁচা ক্লিপের মতো কতগুলো কি যেন! এগুলো মাথায় দিলে কী উপকার হয় কে জানে! কৃত্তিকার চুল ক্রমাগতই পাতলা হচ্ছে! তার উপর এই সব খিমচি ক্লিপগুলো লাগিয়ে রেখে চুলের আরও বারোটা বাজাচ্ছে। যদি কোনওদিন রূপবিশেষজ্ঞরা বলেন যে বেগন স্প্রে নিয়মিত চুলে স্প্রে করলে চুলের ভলিউম বাড়বে, তবে হয়তো তাও করবে কৃত্তিকা! কোনও বিশ্বাস নেই!

ঘরে পা দিতে না দিতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল তার। দুপুরের ভাতের এঁটো থালাগুলো তখনও টেবিলের ওপরে শোভা পাচ্ছে! কেউ সরিয়ে রাখার সময় পায়নি! সোফার উপরে একগাদা জামা-কাপড় ডাঁই করা! গুছিয়ে রাখার কথা কারওর মনে হয়নি! বসার ঘরের পাখাটা ক্রমাগত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করেই চলেছে। সকালেই সে অফিসে যাওয়ার পথে ইলেকট্রিশিয়ানকে পাখাটা দেখার কথা বলে গিয়েছিল। ভাই নির্মাল্যকেও পইপই করে বলেছে দুপুর নাগাদ লোকটাকে আরেকবার তাগাদা দিতে। ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বাররা চিরকালই ভুলো প্রকৃতির। প্রয়োজনের সময় কারওর দেখা পাওয়া যায় না! তাই হুড়ো না দিলে কাজ হয় না। কিন্তু নির্মাল্য আরও এককাঠি সরেস! লোকটাকে তাগাদা দিতেও ভুলে গেছে!

"ঋতু।" ভিতরের ঘর থেকে মায়ের চড়া গলা ভেসে এল, "তুই আমার বাতের তেলটা এনেছিস? আর টয়লেট সিট?"

মনে মনে জিভ কাটল সে। ইশশ, আজও ভুলে গেল! অফিসে কাজের চাপে বাতের তেল আর টয়লেট সিটের কথা মাথা থেকে বেরিয়েই গেছে। মা অনেকদিনই বাতের ব্যথায় ভুগছেন। তবে ইদানীং ব্যথাটা বাড়াবাড়ি করছে। পুরনো বাড়ি বলে বাথরুমে কমোড সিস্টেম নেই। ওদিকে মা হাঁটু ভাঁজও করতে পারছেন না!

সে ঠোঁট কামড়ে জানায়, "আজ ভুলে গিয়েছি মা। খুব কাজের প্রেশার ছিল!"

"কাজের প্রেশার তোর কবে থাকে না?" মা প্রায় কেঁদে ফেললেন, "সাতদিন ধরে আমার ওঠার ক্ষমতা নেই! সে কথা মনে আছে তোর? বুঝিস না, কষ্ট হয়?"

ঋতিকা এবার একটু বিরক্ত হয়, "নিমু কি করছিল? ও কি একটু বেরিয়ে বাতের তেল আর টয়লেট সিটটা অন্তত কিনে আনতে পারে না?"

"নিমুর দোষ দিবি না।" মায়ের কণ্ঠস্বর আরও একটু চড়ল, "সকাল থেকে ছেলেটার শরীর খারাপ। সারাদিন ধরে বিছানায় শুয়ে ছিল। ঠিকমতো খাবারও খায়নি। এখন একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।"

হাওয়া না কচু! খোঁয়া খেতে বেরিয়েছে। এবং খোঁয়ার সঙ্গে অকৃত্রিম গাঁজার মিক্সচারও আছে। বেশ কয়েকবার নির্মাল্যর গায়ে গাঁজার গন্ধটা পেয়েছে সে। কিন্তু সেকথা বললে মা আরও বেশি অভিমান করবেন। কে তাকে বোঝাবে যে কোনও কাজ করতে বললেই নিমুর শরীর খারাপ হয়! সে একটু ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বলে, "শরীর খারাপ তো হবেই মা। ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে আনতে বলেছিলাম যে! বসার ঘরের পাখাটা কিরকম আওয়াজ করছে শুনেছে? কোনওদিন নির্ঘাৎ মাথায় ভেঙে পড়বে!"

"তার জন্য নিমু কেন? তুই বলে যেতে পারিসনি?" মা ফুঁসে উঠেছেন, "তোর

অফিসের রাস্তাতেই তো পড়ে ওর দোকান।"

"আজই বলেছিলাম। কাল আবার বলে যাব।" বলতে বলতেই ঋতিকা বাথরুমে ঢুকে গেল। এখন তার অনেক কাজ। দুপুরের এঁটো বাসনপত্র মাজতে হবে। তোলা কাজের মেয়েটা একবেলা আসে। এ বেলা তার আসার কথা নয়। তাই সব কাজ ঋতিকাকেই করতে হবে। বাসন মেজে, ঘর পরিষ্কার করে, জামা-কাপড় গুছিয়ে নেবে সে। তারপর নিজেই এক কাপ চা তৈরি করে চুমুক দিতে দিতে রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিতে শুরু করবে। ভাত, রুটি, তরি-তরকারি একা হাতেই করে নেবে সে। গর্ভবতী ভ্রাতৃবধূকে কাজ করতে বলা যায় না! আর কৃত্তিকা! কিচেনে ঢুকলে তার রং কালো হয়ে যাবে! ফর্সা রংটাই যে তার মূলধন! অগত্যা ঋতিকাই ভরসা!

সে চটজলদি ফ্রেশ হয়ে এসে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গত দশ বছর ধরে এমন ভাবেই নিঃশব্দে ডিউটি করে চলেছে। রোগা মা, বোন আর অকর্মণ্য ভাইয়ের ফাই-ফরমাশ খাটছে। পাড়ার সবাই বলে—অনেক পুণ্য করলে ঋতিকার মতো মেয়ে পাওয়া যায়। ঋতিকা রুটির জন্য আটা মাখতে মাখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মা নির্ঘাৎ অনেক পুণ্য করেছেন। কিন্তু সে কি পাপ করেছে? তবে কেন অন্যের প্রতি কর্তব্য করতে করতে নিজের স্বপ্নগুলোকেই বিসর্জন দিতে হয় তাকে? তার আচমকা নীলের কথা মনে পড়ে যায়।

"আর কতসময় ঋতু? আর কতদিন?" এর হাত থেকে মুক্তি কি নেই?

৪

"আই ডোন্ট নো দিস লেডি।" ঝাঁঝালো স্বরে উত্তর এল, "শি ইজ আ মার্ডারার। শি ইজ নট মাই মাম। আই ডোন্ট নো হার!"

বিদিশা সেনের একমাত্র সুপুত্র রানাজী সেনের কথায় বিস্মিত হয়ে গেল ঋতিকা! এই ছেলেকে ন'মাস গর্ভে ধারণ করেছেন বিদিশা। কুড়ি বছর ধরে তাকে লালন-পালন করেছেন। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ছেলেরই মাথার কাছে বসে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। তারই ফরমায়েশে দিনের পর দিন নিত্যনতুন টিফিন তৈরি করে দিয়েছেন। তার সমস্ত হুজ্জতি, অন্যায় আবদার সহ্য করেছেন। আর আজ সেই ছেলেই কোর্টে দাঁড়িয়ে মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। বলছে—মাকে চেনে না!

প্রাথমিক বিস্ময়টা কোনওমতে কাটিয়ে উঠে সে জানতে চাইল, "সেদিন কী হয়েছিল তা কি কাইন্ডলি একটু মনে করে বলতে পারো?"

রানাজীর ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে, "অফিসার ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি আপনাকে পাঠিয়েছেন না?"

"ইয়েস।"

"তিনি আমার স্টেটমেন্ট আপনাকে দেননি?"

ঋতিকা শান্তভাবে বলল, "দিয়েছেন। কিন্তু আমি ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্টই বেশি প্রেফার করি।"



"হোয়াট ডিটেলস!" ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি লক্ষ্য করব? দ্যাট ওম্যান কিলড মাই ফাদার সো ব্রুটালি...!"

রানাজী বিরক্তিতে উগ্রভাবে কাঁধ ঝাঁকায়, "নাথিং স্পেশ্যাল। সেদিন পাপা একটা পার্টি থ্রো করেছিল। ফর হিজ বিগ প্রোমোশন। হি ওয়াজ গোয়িং টু বি দি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোম্পানি। মাম সেদিন পুরো প্রোগ্রামটা একা হাতেই অর্গানাইজ করেছিল। ফ্রম ভেরি বিগিনিং টু এন্ড—এভরিথিং ওয়াজ পার্ফেক্ট। ফুড ওয়াজ ডেলিশিয়াস। অ্যান্ড শ্যাম্পেন শাওয়ার... এভরিথিং ওয়াজ গর্জিয়াস! উই আর ভেরি হ্যাপি! উই আর লুকিং আ বিউটিফুল, রিচ-অ্যান্ড হেলদি ফ্যামিলি টুগেদার! সেদিন ইভনিঙে এই ঘটনা। রাতে...!"

ঋতিকার ইচ্ছে করছিল ছেলেটিকে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলে, 'বাংলা বলতে লজ্জা করে?' কিন্তু চেপে গেল। এমন ট্যাশ ছেলেপুলে সে এই প্রথমবার দেখছে না।

"আর কিছু হয়েছিল?" ঋতিকা জোর গলায় বলল, "এমন কিছু যাতে তোমার মা কষ্ট পেয়েছিলেন? কিংবা অপ্রতিভ হয়েছিলেন? এনিথিং, হুইচ মেড হার ফিল ব্লু?"

"নট অ্যাট অল।" ছেলেটি প্রতিবাদ করে, "ইনফ্যাক্ট শি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। সেদিন মাম পার্টিতে ফার্স্ট নিজের লেখা কবিতা রিসাইট করছিল। পিপল ওয়্যার ভেরি এন্টারটেইনড বাই হার পোয়েমস। পাপা অনেকরাত অবধি মামের লেগপুলিং করছিল। বলছিল, "এবার কবিনী হাতা-খুন্তি ছেড়ে কাগজ কলম ধরবেন! বলা যায় না, নোবেলও পেতে পারেন!" উই আর মেকিং ফান অফ হার! অ্যান্ড শি ওয়াজ অলসো এনজয়িং দ্যাট।"

"হুঁ।" ঋতিকার ভুরু কুঁচকে যায়, "তারপর?"

"তারপর শেষ রাতের দিকে পাপা'র চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল!" রানাজী তার উস্কোখুশকো চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, "দৌড়ে গিয়ে দেখি মা হাতুড়ি দিয়ে পাপা'র মাথায়...।" বলতে বলতেই সে থেমে গেল! তার চোখের কোণে রক্তিমাভা, "দ্যাটস অল।"

"দ্যাটস অল?" সে অবাক, "আর কিছু লক্ষ্য করেননি? প্লিজ ট্রাই টু রিমাইন্ড এভরিথিং। এভরি ডিটেলস!"

"হোয়াট ডিটেলস!" ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি লক্ষ্য করব? দ্যাট ওম্যান কিলড মাই ফাদার সো ব্রুটালি...! তার মধ্যে আর কি লক্ষ্য করা সম্ভব!" সে আপনমনেই বলল, "অথচ কী করেনি পাপা ওর জন্য! অলওয়েজ ফাইভ স্টার ট্রিটমেন্ট দিয়েছে! দামি শাড়ি, দামি গয়না, ধনতেরাস, ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে একরাশ গিফট! উইক-এন্ডে ফাইভস্টার হোটেলে ডিনার...! আমি ভাবতাম মাম পাপাকে খুব ভালবাসে। বাট আই ওয়াজ রঙ! শি নেভার লাভড মাই পাপা!"

"আর দ্যাট ওম্যান?" ইচ্ছে করেই খোঁচাটা মারল সে, "তিনি কি কিছু করেননি তোমার পাপার জন্য?"

"কি করেছে?" রানাজী ফুঁসে ওঠে, "দু'বেলা রান্না করেছে। দেখাশোনা করেছে। জামাকাপড় গুছিয়ে দিয়েছে। সবাই করে। সব ওয়াইফই করে। বেশি কী করেছে?"

ঋতিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—তাই তো। সবাই করে। বেশি কী করেছে? এই যে সে রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাজারে দৌড়য়, সকাল সকাল সবার খাবার তৈরি করে, মাকে স্নান করিয়ে-টিফিন করিয়ে, ওষুধ খাইয়ে, নিজে স্নান করে কোনওমতে দু'মুঠো নাকে মুখে গুঁজে অফিসে আসে, আবার সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে বাড়ি

ফিরে ফের সকলের তরিযুত করতে বলে—বেশি কী করে? নির্মাল্য কিংবা কৃত্তিকা যখন বিছানা ছাড়ে ততক্ষণে তার অফিস যাওয়ার সময় হয়ে যায়! তা সত্ত্বেও ওদের জন্য বেড-টি, টিফিন করে দিতে কখনও ভুল হয় না তার। সত্যিই তো, বেশি কী করে?"

কথাটা হয়তো এত গায়ে লাগত না ঋতিকার। কিন্তু আজ সকালের ঘটনায় মনটা তিতো হয়ে আছে। বিশেষ করে মা আর নির্মাল্য যেন ক্রমাগতই নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে তার ওপর! কখনও কখনও মনে হয় এটাও একজাতীয় নির্যাতন! মেন্টাল টর্চার!

ঘটনাটা নেহাৎই সামান্য। পাড়ার 'যুবক সঙ্ঘের' ছেলেগুলো আজ চাঁদা চাইতে এসেছিল। তখন সে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কলিংবেলের মুহুর্মুহ শব্দে বিরক্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "কি ব্যাপার?"

একটা ফর্সামতো ছেলে তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে, "আপনি? নিমুদা নেই?"

"নিমুদা ঘুমোচ্ছে। যা বলার আমাকেই বলো।"

"আপনাকে?" ছেলেটা বিস্মিতদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, "বাড়িতে আর কেউ নেই?"

এবার বিরক্তির কুঞ্চন পড়েছিল ঋতিকার ভুরুতে, "কেন? আমাকে দিয়ে কাজ হবে না?"

"না। মানে...।" পিছন থেকে একটা ছাগলদাড়িওয়ালা ছেলে বলে, "আমরা আসলে নিমুদাকেই খুঁজছিলাম।"

"আমি নির্মাল্যর দিদি।" সে জোরালো গলায় বলল, "যা বলার আমাকেই বলতে পারো।"

"না, মানে... ইয়ে...!" ফর্সা ছেলেটা ইতস্তত করে, "এ বাড়িতে আর কোনও মেল মেম্বার নেই? আপনি তো...!"

ঋতিকার মাথাটা হঠাৎই গরম হয়ে গেল। মেল মেম্বার দিয়ে এরা কি ধুয়ে জল খাবে! অথবা বাড়ির কর্তাকে খুঁজছে! জানে না যে এ বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রী একজনই! আর সে যে-ই হোক, নির্মাল্য কোনওমতেই নয়!

সে হয়তো দু'-একটা কড়া কথা বলেই দিত, তার আগেই নির্মাল্য ঘুম চোখ কচলাতে কচলাতে এসে দাঁড়াল তার পিছনে। মুরুব্বির মতো ভারী গলায় বলল, "ও, তোরা এসেছিল? এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আয়। চা খাবি?"

এমনভাবে কথাটা বলল যেন এক ডজন দাস-দাসী মোতায়েন করে রেখেছে সে। মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আবির্ভূত হবে। কথাটা বলাই যেত। কিন্তু বাইরের লোকের সামনে সিনক্রিয়েট করার লোক ঋতিকা নয়। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফের কিচেনের দিকে চলে গেল। এখন প্রায় হাফ ডজন লোকের জন্য চা করতে হবে তাকে। চা-বিস্কুট দিতে না দিতেই ডাবল ডিমের ওমলেট আর মিষ্টির অর্ডার এল। নির্মাল্য সম্প্রতি 'যুবক সঙ্ঘের' প্রেসিডেন্ট হয়েছে! সন্ধেবেলায় সেখানে গিয়ে তাস পেটায়। সিগারেট-গাঁজা খায়। অতএব প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে খালি মুখে ফেরানো যায় না সাঙ্গোপাঙ্গদের!

অবশেষে খেয়ে দেয়ে সিগারেট ফুঁকে ছেলেগুলো যখন বিদায় নিল, তখন ঋতিকার অলরেডি কুড়ি মিনিট লেট হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও সে ঝগড়া করার মুডে ছিল না। দু'-এক কথায় নিজের অসন্তুষ্টি জানিয়েই হয়তো অফিসের পথে বেরিয়ে যেত। কিন্তু তার মাথায় বাজ পড়ল যখন দেখল হ্যান্ডব্যাগে শুধু গোটা তিনেক দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো পড়ে আছে! দু'টো পাঁচশো টাকার নোট বেমালুম হাওয়া!

ঋতিকার মাথায় রক্ত চড়ে যায়! মাইনে পেয়ে প্রায় সব টাকাই সে সংসার খরচের জন্য মায়ের হাতে তুলে দেয়। নিজের জন্য শুধু হাজার টাকা রাখে। ওটাই তার সারা মাসের খরচ! এক হাজার টাকায় অনেক কষ্টে টেনেটুনে সারা মাস চালায় সে। ট্যাক্সিতে চড়ার বিলাসিতা করে না। বাসে, ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে অফিসে পৌঁছয়! দামি রেস্তরাঁয় খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হলেও চেপে রাখে। নিজের জন্য একটা পয়সাও বাড়তি খরচ করে না। পার্লারে যায় না। দামি লিপস্টিক বা দামি পারফিউম কেনে না। সস্তার জিনিসেই ম্যানেজ করে নেয়। বন্ধুরা তার কাছে জন্মদিনের ট্রিট চাইতে চাইতে এখন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুদের সামান্য এগরোল খাওয়াতে হলেও চিন্তায় পড়ে যায়। সারামাস কৃচ্ছ্রসাধন করে মাসের শেষে যে একশো-দু'শো টাকা বাঁচে, সেটুকু ব্যাঙ্কে জমায়। এমনকি নীলকে আজ পর্যন্ত একটা গিফটও দেয়নি। ঋতিকার সারা মাসের মূলধন মাত্র হাজার টাকা!

কিন্তু সেই এক হাজার টাকা তার ব্যাগে নেই!

অসম্ভব রাগে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, "নু-মু!... নি-ই-মু!"

নির্মাল্য আধখানা শেভ করা গাল নিয়ে এসে দাঁড়াল। ও গালে তখনও শেভিং ক্রিমের ফেনা। চিরাচরিত ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল, "কি হয়েছে? চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছিস কেন?"

"আমার ব্যাগ খুলেছিস তুই? এক হাজার টাকা নিয়েছিস?"

নির্মাল্য তেমনই নিরুত্তাপ গলায় বলে, "হ্যাঁ। ওরা চাঁদা চাইছিল। তাই...।"

"তাই একহাজার টাকা দিয়ে দিলি!" বিস্ময়ে, রাগে ঋতিকার চোখ লাল হয়ে যায়, "এক হা-জা-র টাকা চাঁদা দিয়েছিস!"

"আফটার অল আমি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। হাজারের কম দিলে প্রেস্টিজ থাকে না। ওসব তুই বুঝবি না।"

"মানে?" সে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? নোট ছাপার মেশিন আছে তোর বাড়িতে? না তুই ব্যাঙ্কের ওনার! পকেটে এক পয়সা নেই, অথচ বাবুয়ানি ষোল আনা। কে বলেছিল তোকে ফুটানি মারতে?"

"টাকার খোঁটা দিবি না!" নির্মাল্য গর্জে ওঠে, "মস্ত তো মাস গেলে কেটেকুটে হাতে বারো হাজার টাকা পাস! আমাদের ক্লাবে এমন সব ছেলে আছে যারা বারো হাজার টাকার মদ গিলে মুতে দেয়!"

"তাই?" ঋতিকা প্রায় তেড়ে যায়, "তবে তাদের কাছেই যা না। বল, মাস গেলে তোকে যেন অন্তত দু'বেলা খাওয়ার পয়সাটা মুফতে দেয়! এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই, বড় বড় কথা!" বলতে বলতে তার চোখে জল এসে যায়, "টাকা রোজগার করাটা কত কষ্টের সে ধারণা আছে তোর? বারো হাজার টাকায় পাঁচজনের সংসার কীভাবে চলে জানিস? প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা শুধু ওষুধেরই খরচ! তোলা কাজের লোকটাও পরের বছর থেকে হাজার টাকা মাইনে চাইবে! যাতে রান্নার লোক রাখতে না হয় জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও তোদের জন্য রান্নাবান্না করি। বাজারের ভারী মোটা ব্যাগটা রোজ সকালে টেনে আনতে কতটা কষ্ট হয় বুঝিস? একটা রিকশাও নিতে পারি না বাজে খরচের ভয়ে! আর তুই বাবুয়ানি করে বেড়াচ্ছিস!"

"ধুস শালা!" নির্মাল্য মুখ মুছে গামছাটাকে প্রায় ঋতিকার মুখেই ছুঁড়ে মারল, "আজ থেকে শা-লা তোর পয়সায় খাবই না। কি এমন করিস যে সবসময় কথা শুনতে হবে! নিজেকে ডিক্টেটর ভাবিস না কি! তোর কথাতেই চলতে হবে সবাইকে!"

"হ্যাঁ।" চোখে রক্ত আর জল নিয়ে তাকিয়েছিল সে, "যদি দিদির ঘাড়ে বসে

খেতে হয়, তবে কথা শুনতেই হবে। আর কথা শুনতে ভাল না লাগলে বেরিয়ে যা। নিজের ভাত নিজে রোজগার কর।"
"তাই করব।"
নিমু রাগে মসমস করতে করতে জুতো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল। পায়ের ধুপধাপ আওয়াজে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে গেল যে সে বেরিয়ে যাচ্ছে।
ভিতরের ঘর থেকে মা মড়াকান্না কেঁদে উঠলেন, "খেতে দিলি না! ওকে দু'মুঠো খেয়েও যেতে দিলি না তুই! ভাতের খোঁটা দিলি!"
"বেশ করেছি।" ঋতিকার মাথা থেকে তখনও রক্ত নামেনি, "ক্ষমতা নেই। শুধু পরের পয়সায় ফুটানি দেখায়!"
"পরের পয়সা!" মা উন্মত্তের মতো কোনওমতে বেঁকতে বেঁকতে নেমে এলেন বিছানা থেকে। আলমারি খুলে এ মাসে দেওয়া টাকার প্যাকেটটা ছুঁড়ে মারলেন ঋতিকার মুখে, "নিয়ে যা তোর টাকা! আমাদের কারওর দরকার নেই। আমরা না খেয়ে শুকিয়ে মরব, কিন্তু তোর টাকায় হাত দেব না। নিয়ে যা! কী এমন করেছিস আমাদের জন্য? কী এমন সুখে রেখেছিস যে এত টাকার রোয়াব! নিয়ে যা... যাঃ!"
ঋতিকা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে টাকার প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সত্যিই তো! কী করেছে সে ওদের জন্য! কতটুকুই বা করেছে! একটু পরেই বুঝতে পারবে কী করেছে! একটু পরেই নির্মাল্য বুঝতে পারবে খিদে কাকে বলে। একটু পরেই মা বুঝবেন টয়লেট সিট, বাতের তেল আর ওষুধগুলো না থাকলে কি হয়! তবু কেউ স্বীকার করবে না।
তার মনে পড়ে যায় নীলের নিষ্ঠুর কথাগুলো, "যতদিন তুমি নিঃশব্দে কাজ করে যাবে, ততদিন কেউ বুঝবে না যে আসলে তুমি ঠিক কি করছ! একবার নিষ্ঠুর হয়ে দেখো। একবার সব কাজ করা থামিয়ে দাও। তাহলেই দেখবে সবাই তোমার মর্যাদা বুঝছে!"
ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল। নীল জানে না নিষ্ঠুর হওয়াটা কত কঠিন! এই যে এই মুহূর্তে লাল রঙের চুলওয়ালা বড় লোকের ছেলেটা বড় বড় বুকনি মারছে, সে কি জানে যে মাম যদি পাপার ব্রেকফাস্ট তৈরি করে না দিত, জামাকাপড় টিপটপ করে সাজিয়ে না রাখত, পাপার ঔরসজাত সন্তানকে বুকে করে মানুষ না করত— তবে ঠিক কী হত! এখন বুঝছে হয়তো। কিন্তু স্বীকার করবে না!
সেই তীব্র রাগটা ফের দপ করে জ্বলে উঠেছে মাথার মধ্যে। সে রানাজীর দিকে তাকায়, "থ্যাঙ্কস ফর ইওর কো-অপারেশন। লাস্ট কোশ্চেন...।"
ছেলেটা বিরক্ত হয়ে বলল, "প্রসিড।"
"যখন তুমি হায়ার সেকেন্ডারিতে বা জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক করেছিলে, তখন কি তোমার মাম অলসো মেকিং ফান অব দ্যাট?" উত্তেজনায় অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক ইংলিশে প্রশ্নটা করে ফেলে ঋতিকা, "মা কি তোমার লেগপুলিং করেছিলেন? অথবা বাবা বলেছিলেন, "আমার ছেলে এবার মা-বাবার হাত ছেড়ে অন্যের নাড়ি টিপতে যাচ্ছে! বলা যায় না, বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় এডিশন হলেও হতে পারে।" বলেছিলেন কেউ? তোমার অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করেছিল? অ্যান্ড আর ইউ অলসো এনজয়িং দ্যাট?"
বোকার মতো তাকিয়ে থাকে ছেলেটা। যেন প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতেই পারছে না! ঢোঁক গিলে বলে, "দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যাচিভমেন্ট! আ গোল্ডেন অপর্চুনিটি! মাম অ্যান্ড পাপা ওয়াজ প্রাউড অফ মি! হোয়াই শুড দে...?"
"রাইট।" মুচকি হাসল ঋতিকা, "দেন হোয়াই বোথ অব ইউ আর মেকিং ফান অব হার পোয়েমস? ইট ওয়াস অলসো অ্যান অ্যাচিভমেন্ট ফর ইওর মাম। নো?"
রানাজী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে উঠতে পারে না! ঋতিকার দু'চোখ তখন জ্বলছে!



"বেশ করেছি।" ঋতিকার মাথা থেকে তখনও রক্ত নামেনি, "ক্ষমতা নেই। শুধু পরের পয়সায় ফুটানি!"

৫

"গোবিন্দ বোলো হরি, গোপাল বোলো, রাধারমণ হরি, গোপাল বোলো...।"
জেলের আলো-আঁধারি কুঠুরিতে বসে হঠাৎ মধুর কণ্ঠে নামগান শুনে ঋতিকা সচকিত হয়ে ওঠে। এমন পরিবেশে এমন সুরেলা গান শুনতে পাবে তা আশা করেনি। ছোট্ট অপরিসর সেলটায় একটা মাত্র কম পাওয়ারের বাল্ব মিটমিটিয়ে জ্বলছে। তার মৃদু আলোতে দু'জনের মুখ স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। তবু হয়তো আকস্মিকভাবে পাশের সেল থেকে গানের সুর শুনে ক্ষণিকের বিস্ময় ঋতিকার মুখে ছাপ ফেলেছিল। আড়চোখে তা লক্ষ্য করে 'খুক খুক' করে চাপা হাসি হাসলেন বিদিশা সেন।
"হাসছেন যে?"
বিদিশা সেন তখনও হাসছেন।
কোনওমতে হাসি চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, "ওই যে। তোমার নিরূপা রায় ভজন গাইছেনে!"
কথাটার মর্মার্থ তখনও বোঝেনি ঋতিকা। কিন্তু সে চুপ করে তাকিয়ে রইল বিদিশার দিকে। এতদিনে মোটামুটি মহিলার চরিত্র সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে। তিনি অনেক সময়ই সুর্বোধ্য কথা বলে ফেলেন। তারপর অবশ্য নিজেই আপনমনে সে হেঁয়ালির মর্মার্থ বলে দেন। তাই ঋতিকা তাকে সময় দিল।
"ভজনটা কে গাইছেন জানেন?" তার অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিদিশা নিজেই মুখ খুললেন, "পাশের সেলের আরেক কয়েদী। গৌরী কেজরিওয়ালা। আমার মতোই স্বামীহন্তা। তবে কারণটা সম্পূর্ণ আলাদা।"
"কি কারণ?"
"যে কারণটা ডিফেন্স কাউন্সিলর অনেক চেষ্টা করেও আমার ওপর চাপাতে পারেননি।" বিদিশা সকৌতুকে বলেন, "লম্পট স্বামীর অত্যাচার! ওঁর স্বামীর ক্যারেক্টার বলে কিছু ছিল না। পার্ফেক্ট উওম্যাইজার! ভদ্রমহিলা তা সত্ত্বেও সহ্য করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ওঁর স্বামী নিজের রিসেপশনিস্টকেই বাড়ি এনে তুলে খুল্লমখুল্লা বৃন্দাবন খুলে বসলেন, তখন আর সহ্য হল না! নিজের স্বামীর লাইসেন্সড বন্দুক দিয়ে দু'জনকেই নিকেশ করে দিলেন।" বলতে বলতেই হেসে ফেললেন তিনি।
ঋতিকা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বিদিশার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম একটা ট্র্যাজিক ঘটনায় হাসার মতো কী উপাদান পেলেন মহিলা!
"আশ্চর্য! স্বামীর লাম্পট্য সহ্য করতে পারলেন না! অথচ এখন সেই দেবতাকেই ভজনা করছেন, যিনি বহুনারীবল্লভ!"
হাসতে হাসতেই বললেন বিদিশা,

"মনুষ্যচরিত্র! বুঝলে? আমরা ভুলটাকে ভুল বলে চিনতে পারি ঠিকই। অথচ সেই ভুলের মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। বরং সেই ভুলটাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করি।"
ঋতিকা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, "আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছিল?"
"কি হয়েছিল?" সকৌতুকে বললেন বিদিশা।
"আপনিও কি কোনও ভুলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন?"
"উঁহু...।" তিনি মাথা নাড়ছেন, "ইনডিভিজুয়ালের কথা বলছি না। সব মানুষের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য। তোমার ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য নয়?"
ঋতিকার গা শিরশির করে ওঠে। বিদিশার চোখ দু'টো বড় তীক্ষ্ণ। দৃষ্টি নয়, যেন এক্স-রে রশ্মি! সে নিজেকে সামলে নেয়। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলে, "আচ্ছা, এখানে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আপনি তো ডি-লাক্স লাইফে অভ্যস্ত ছিলেন...!"
তিনি ঋতিকার কৌশলটা বুঝে ফেলে মৃদু হাসলেন, "আগে ডি-লাক্স লাইফে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন জেলের লাইফে অভ্যস্ত হয়েছি। মেয়েদের আর কিসের অভ্যাস ভাই? 'অভ্যাস' শব্দটা আমাদের ডিকশনারিতে থাকতে নেই। 'মানিয়ে নেওয়া' শব্দটা বরং অনেক বেশি জরুরি।"
"তবু?"
"সত্যি বলতে কি, এখানে আমার কিন্তু তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।" বিদিশা হাসতে হাসতেই বললেন, "আগে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই টেনশনে পড়তে হয় কী ব্রেকফাস্ট হবে! ছেলের বাবা পোচ ছাড়া খায় না। ছেলে আবার ওমলেট পছন্দ করে। ছেলের বাবা কফিতে কতটুকু দুধ খাবে, ক'চামচ চিনি খাবে—সুগার, প্রেশারের ওষুধ ঠিকমতো খেল কি না, ছেলের আবার দুধে ছোটবেলা থেকেই অ্যালার্জি—তার জন্য ফ্রুটজুস মাস্ট—এসব ভাবতে ভাবতেই সকাল পার হয়ে যেত। বাইশ বছরে অকেশন ছাড়া একদিনও সানরাইজ দেখিনি জানো?"
তার চোখ দু'টোয় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, "সেসব চিন্তা এখানে করতে হয় না। সকালবেলাটা নিজের মতো করে কাটাতে পারি। কখনও কখনও আপনমনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। কখনও রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ বলে সময় কাটাই। তারপর খাবার-টাবার খেয়ে সরকার বাহাদুরের দেওয়া কাজ করি। বাড়িতে একগাদা স্পাইসি খাবার খেতে হত। আমার কষ্ট হত। কিন্তু ছেলে আর স্বামী একগাদা ঝাল, তেল চপচপে খাবার ছাড়া খেতে পারত না। তাই ওদের মুখ চেয়ে স্পাইসি ফুডেই অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিলাম। তার সাইড এফেক্ট হিসেবে পেটের প্রবলেম, কোলাইটিস ধরেছিল। প্রায় বিকেলেই মাথা ব্যথা হত। এখন নুন-তেল কম দেওয়া খাবার খেয়ে বদহজম, অম্বলের রোগটা গেছে। কোলাইটিসের পাত্তাও পাচ্ছি না। শরীর অনেক ফুরফুরে লাগে। গদিওয়ালা বিছানায় শুয়ে স্পন্ডেলাইটিস ধরেছিল। এখন তক্তপোষে শুই। ফলস্বরূপ ঘাড় ব্যথা, কাঁধ ব্যথা হাওয়া। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে কবিতা লিখতে বা বলতে কেউ বারণ করে না। পুলিশগুলো রেগে যায় ঠিকই। কিন্তু কয়েদিদের কবিতা আওড়াতে বা লিখতে দেওয়া যাবে না, এমন কোনও আইন ভারতীয় সংবিধানে নেই।"
"এমন কোনও আইন কি আপনার বাড়িতে ছিল?"
ঋতিকার প্রশ্নটায় কাজ হল। বিদিশার মুখ থেকে হাসির রেশ মিলিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, "না। বাধা কেউ দিত না। তবে উৎসাহও দিত না। উলটে আমার কবিতা লেখাটা বাপ-ছেলের রসিকতার বিষয় ছিল। এখন ভাবি, দীর্ঘ বাইশ বছর যে লোকটার সঙ্গে কাটালাম সে লোকটা একদিনের জন্যও জানতে চাইল না, আমি কেমন কবিতা লিখি! একবারও কবিতা শুনতে চাইল না!"
তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "তাছাড়া পরে আর কবিতা লিখতে পারলাম কই! সংসারেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঘর সামলাব না কাব্য করব?"
"কিন্তু সে রাতে তো আপনি কবিতা শুনিয়েছিলেন। পার্টিতে সবাই আপনার কবিতার প্রশংসা করেছিল। তাই না?"
অন্যমনস্তভাবেই মৃদু হাসলেন বিদিশা, "হ্যাঁ। বহুদিন পরে কবিতার খাতাটা ঝেড়েঝুড়ে বের করেছিলাম। আমার আলমারির এককোণেই পড়ে ছিল। কি মনে হল, বের করে ফেললাম। বহুদিন পরে খাতাটায় চোখ বোলাতে বোলাতে মনে হচ্ছিল নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। যে মানুষটা নীরব সব কিছু সহ্য করে যায়, চুপচাপ সংসার করে, ঠিক তারই অন্তরের অন্য একটা রূপ লুকিয়ে আছে ওই খাতায়। তার আসল সত্তাটা কখন যেন নিজের অজান্তেই একের পর এক শব্দ সাজিয়ে নিজের কথা বলে গেছে। সে কথা অন্য কারওর নয়। সে কথা আমার। বলা ভাল, খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমি আমার আমিটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম! যে কারওর স্ত্রী নয়, কারওর মা নয়, মালকিন নয়... সে নিছক আমি!"
"তারপর?"
"তারপর আর কী?" তিনি সকৌতুকে বললেন, "পার্টিতে নিজেই সাহস করে কবিতা পড়লাম। সবাই খুব প্রশংসা করল! উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আমার স্বামীর এক প্রাক্তন কোলিগ তো বলেই বসলেন, 'বউদি! এসব কবিতা খাতাবন্দি করে রাখার জন্য নয়! পাবলিশ করে ফেলুন।' খুব আনন্দ হল। মনে হল, তক্ষুনি সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে ফের কবিতা লিখতে বসে যাই। দুনিয়া গোল্লায় যাক—শুধু আমি আর আমার কবিতার খাতাই সত্য! ফিলিংটা কেমন বলে তো? নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো।" বিদিশা আপনমনেই আবৃত্তি করলেন, "আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,/ কেমনে পশিল গুহার আঁধারে/ প্রভাত-পাখির গান।/ না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়ে উঠিল প্রাণ।"
ঋতিকাও বিড়বিড় করে বলে, " হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়/ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,/ বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়/ কোথায় কারার দ্বার।/ কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,/ চারি দিকে তার বাঁধন কেন?/ ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙ রে বাঁধন,/ সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,/ লহরীর পরে লহরী তুলিয়া/ আঘাতের পরে আঘাত কর।..."
বিদিশা নীরব দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার দৃষ্টিতে ম্লান বেদনা ঘনীভূত হয়ে আসছে। চোখটাও একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। তিনি সজোরে শ্বাস টানলেন। বড় বেদনার জায়গায় আঙুল রেখেছে মেয়েটা। এখন ভয় হয়, হয়তো আস্তে আস্তে হৃদয়ের গোপন কথাটাও জেনে ফেলবে সে।
"তারপর?"
"তারপর আর কী?" তিনি সকৌতুকে হেসে উঠলেন, "কবি হতে চেয়েছিলাম। হয়ে গেলাম খুনি। মজার ব্যাপার নয়?"
বিদিশা হাসছেন বটে, কিন্তু তার চোখ ছলছল করে উঠল। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঋতিকা।
"আপনি বলবেন না। তাই না?"
বিদিশা ঘাড় নাড়লেন।
"কেন?"
তিনি মুখ তুলে তাকালেন, "কারণ তুমি বিশ্বাস করবে না।"

"কেন করব না?" সে দৃঢ়স্বরে বলে, "বলেই দেখুন না।"
"না।" বিদিশার কণ্ঠে জেদ ফুটে ওঠে, "আমায় বিরক্ত করো না। আমি পারব না।"

“বেশ।” ঋতিকা হাল ছেড়ে দেয়, “শুধু এইটুকু বলুন যে এই দুর্ঘটনার পিছনে কি কবিতার কোনওরকম ভূমিকা আছে?”
বিদিশা মৃদু হাসলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, “পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো! বুঝলে?”

৬

নিজের সংকীর্ণ তক্তপোষে শুয়ে চোখ বুঁজলেন একশো বারো নম্বর কয়েদি, তথা বিদিশা সেন! তার বোঁজা চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছিল। সত্যি, কাউকে কি বলা যায়? নিজের কথা বলতে তো ইচ্ছে করে। কাউকে বিশ্বাস করে সবকিছু উগরে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করে না। তার ডিফেন্স কাউন্সিলরও যে কথা বিশ্বাস করেননি, সে কথা অন্য কেউ বিশ্বাস করবে কি করে?
আজও সেদিনটার কথা মনে পড়ে। কর্তার বিরাট অ্যাচিভমেন্টের খবরে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন তিনি। কাবাব থেকে শুরু করে বিরিয়ানি পর্যন্ত সব নিজের হাতে রেঁধেছিলেন। পার্টির সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিজেই করেছিলেন। ইচ্ছে করলেই গোটা পার্টিটা ছেড়ে দেওয়া যেত কোনও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হাতে। কিন্তু সে আয়োজনে জাঁকজমক থাকলেও আন্তরিকতা থাকে না। তাই একা হাতে সবকিছু সামলেছেন! অতিথিদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখেননি। সব দিক দিয়েই নিখুঁত ছিল পার্টি।
একটু রাত হতেই সরগরম হয়ে উঠল অনুষ্ঠান। অতিথিরা খাবার-পানীয়ের সঙ্গে বিনোদনও খুঁজছিলেন। কর্তা বেসুরো গলায় গোটা কয়েক কিশোরকুমারের গান গাইলেন। খানিকটা গাইলেন, খানিকটা ভুলে গেলেন! কখনও হুঁ হুঁ করে কখনও ‘নি... নি... না... না’ করে ভুলে যাওয়া কথাগুলো ম্যানেজ দিলেন! কখনও নিজেরই বেসুরো গানে হো হো করে হেসে উঠলেন। পার্টির স্পেশ্যাল গেস্ট মিঃ ব্যানার্জি পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, “মিঃ সেন,.... শশীকান্ত নয়, একা আপনিই আসর মাটি করার জন্য যথেষ্ট! বেসুরো গান আর সহ্য হচ্ছে না। মিসেস সেন, আপনি গান জানেন?”
বিদিশা লাজুক ভাবে মাথা নাড়লেন, “না, আমি গান জানি না।”
“তবে? নাচ?”
“নাঃ।”
“তবে?”
তিনি লাজুক ভঙ্গিতে জানালেন, “একসময় কবিতা লিখতাম...।”
“ক-বি-তা!” মিঃ ব্যানার্জি বিস্মিত ও অভিভূত, “আপনি কবি?”
“না। ঠিক কবি নই।” লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, “ওই শখ.... আর কি।”
“হয়ে যাক... হয়ে যাক।” মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ গলা মেলালেন, “এরশা-দ... এরশা—দ।”
তারপর? তারপরের মুহূর্তগুলো স্বপ্নের মতো মনে হয় তার। প্রথমদিকে নার্ভাস কাঁপা কাঁপা গলায় কবিতা পাঠ শুরু করলেন। শ্রোতারা স্তম্ভিত! ধ্বনি উঠল, “এনকোর... এনকোর!” তারপর একের পর এক... একের পর এক...! শ্রোতাদের তৃষ্ণা যেন মেটে না! উচ্ছ্বসিত হাততালিতে ভরে উঠেছিল বিদিশার সন্ধেটা! মনে হচ্ছিল, যেন পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে গোটা ঘরে! নিজেই বুঁদ হয়ে যাচ্ছিলেন নিজের মধ্যে! আনন্দে বুক ভরে উঠছিল। বিস্ময়ে, নিজেকে আবিষ্কার করার রোমাঞ্চে তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল!
“এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।”
পার্টির শেষে মিঃ ব্যানার্জি এগিয়ে এসেছিলেন ওর দিকে। সবার অভিনন্দন পেয়ে তখন রক্তিম মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বিদিশা। মিঃ ব্যানার্জি নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, “কবিতাগুলোকে এভাবে এতদিন ধরে অযত্নে কেন ফেলে রেখেছিলেন সে প্রশ্ন করছি না। বাট, ইউ মাস্ট পাবলিশ ইট। কখনও মনে হলে যোগাযোগ করবেন। আমার জানাশোনা ভাল পাবলিশার আছে।”
লজ্জায় ‘থ্যাঙ্কস’ শব্দটা উচ্চারণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন বিদিশা। ঢোঁক গিলে কোনওমতে মাথা নেড়েছিলেন। মানুষ যখন আচমকা আবিষ্কার করে ফেলে, একটা অজানা দরজা তার সামনে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে তখন সে নিজের মোহেই নিজে ডুবে থাকে। বিদিশাও তেমনই একটা আচ্ছন্নতায় ডুবে যাচ্ছিলেন! মনে হচ্ছিল, আজ একটা নতুন বিদিশার জন্ম হয়েছে। ওই তো, একটু দূরেই মুক্তির পথ! একটু এগোলেই মুক্তি পেয়ে যাবেন।
ভরপুর আনন্দে সেদিন রাতে কবিতার খাতাটা বহুদিন পরে ফের খুলে বসলেন তিনি। শব্দেরা তখন বুকের অভ্যন্তর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে ছন্দের গন্ধ! অন্ত্যমিলগুলো যেন তার প্রতীক্ষাতেই এতদিন পথ চেয়ে বসেছিল। আজ অতি আপনজনকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। শুনতে পাচ্ছেন, বাবা আর ছেলে মিলে তার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি মারছে। বিদিশা মৃদু হেসে এড়িয়ে গেলেন। অনেকদিন পরে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তার ভিতরের আসল মানুষটা আজ মুক্ত হয়েছে। আজ আর কারওর কটু কথা তার কানে ঢুকবে না! কবিতার ভিতরেই বুঁদ হয়েছিলেন তিনি, সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না। আচমকা খেয়াল হল গালের ওপর একটা উষ্ণ স্পর্শে! কর্তা এসে তার গালে হাত রেখেছেন। তার চোখের দৃষ্টিতে কামনা উপচে পড়ছে! আঙুলের ছোঁয়াতে রমণের ইচ্ছা স্পষ্ট।
আস্তে আস্তে বললেন বিদিশা, “আজ নয় প্লিজ। আজ আমি খুব টায়ার্ড।”
“কিন্তু আমার যে ইচ্ছে করছে।” পুরুষটি বললেন, “কতদিন আমরা ভালবাসি না। প্লিজ লেট মি লাভ ইউ!”
“আজ না।” তিনি প্রবল অনিচ্ছায় বলেন, “আই নো, ইউ লাভ মি। অ্যান্ড আই লাভ ইউ টু। লাভ মেকিংটা অন্যদিনের জন্য তোলা থাক না!”
“প্লিজ সোনা।” কর্তা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে বললেন, “ডোন্ট স্পয়েল মাই নাইট! কাম অন।”
“না। আমি টায়ার্ড!” লোকটাকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছেন বিদিশা, “তাছাড়া আমি কাজ করছি। ডিস্টার্ব কোর না।”
প্রত্যাখ্যাত হয়ে বোধহয় মানুষটার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। সরে গিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, “কি এমন রাজকার্য করছ তুমি? কতগুলো ছাইপাঁশ কবিতা লিখছ! কয়েকটা লোক জাস্ট



তার বোঁজা চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছিল। সত্যি, কাউকে কি কখনও বলা যায়?

ফালতু ফালতু হাততালি দিল, আর তুমিও বাড় খেয়ে নিজেকে এমিলি ব্রন্ট কিংবা এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ভাবতে শুরু করলে! কি দাম তোমার কবিতার! কে পড়বে! এই দ্যাখো...!”
বলতে বলতেই ছিনিয়ে নিয়েছেন তার কবিতার খাতাটা। বিদিশা বাধা দেবার চেষ্টা করতেই তাকে ঠেলে ফেললেন। আক্রোশে কবিতার খাতার পাতাগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি! বিদিশা চরম বেদনায় দেখলেন তার মুক্তির দরজা বন্ধ হয়ে গেল! ‘আমি’টা একরাশ জঞ্জালে পরিণত হচ্ছে! নিজের সবকিছুই তো দিয়ে দিয়েছেন এই লোকটাকে! এত দেওয়ার পরেও এই প্রতিদান!
বিদিশার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল! বাইশ বছর ধরে ঘর করার পরেও এই লোকটার কাছে তার কোনও মূল্য নেই! তার নিজস্ব সত্তার, স্বপ্নের কোনও মূল্য নেই? কি চেয়েছিলেন তিনি? সংসারের হাঁফ ধরে যাওয়া রুটিন থেকে সামান্য সময়ের জন্য মুক্তি! নিজের সামনে একা বসার স্বাধীনতা! সেটুকুও কেড়ে নেবে! তিনি এতই মূল্যহীন!
এত রাগ তার কখনও হয়নি! মাথার মধ্যে একটা রাক্ষস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! চোখের সামনে দেখলেন লোকটা কবিতার খাতা শতছিন্ন করে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল! যেন তার স্বাধীনতাকেই অবহেলায় ফেলে দিল বাইরে! কি পেয়েছে এরা! সারাজীবন ওদের ইশারায় নাচতে হবে! নিজেকে নিংড়ে দিতে হবে! নিজস্ব কিছুই থাকতে দেবে না...! শুধুই দিয়ে যাবেন...! পাওয়ার কিছু নেই...? কিছু চাওয়ার অধিকার নেই...?
তারপরের কথা স্পষ্ট মনে নেই বিদিশার! অসম্ভব পৈশাচিক ক্রোধ তার চেতনাকে লুপ্ত করে দিয়েছিল। সম্বিত ফিরল ছেলের চিৎকারে! বিস্মিত, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখলেন বিছানায় তার স্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ! আর তার হাতে একটা রক্তাক্ত হাতুড়ি...! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিদিশা! তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন। কাউকে মারতে চাননি। অথচ মেরে ফেললেন! নাঃ এর জন্য কোনও অনুতাপ নেই। কোনও পাপবোধ নেই! একটাই দুঃখ, কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করলেও সহানুভূতি জানাবে না...!
কিন্তু ঋতিকা? ওই সাংবাদিক মেয়েটি? তিনি আপনমনেই মুচকি হাসেন। মেয়েটার দু’চোখে বন্দিত্ব দেখেছেন। সংসারে বদ্ধ জীব। মনে মনে নিশ্চয়ই সেও মুক্ত হতে চায়। নয়তো ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’-এর এত লাইন থাকতে মেয়েটি ওই লাইনগুলোই আবৃত্তি করল কেন? তিনি বিড়বিড় করে ফের উচ্চারণ করলেন সেই শব্দগুলো—
“হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়/ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, / বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়/ কোথায় কারার দ্বারা।/ কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,/চারি দিকে তার বাঁধন কেন?/ ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙ রে বাঁধন,/ সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,/ লহরীর পরে লহরী তুলিয়া/ আঘাতের পরে আঘাত কর।...”
বলতে বলতেই হেসে উঠল বিদিশা। নেই, এ সংসারে কারওরই মূল্য নেই! যতই ধমক চমক দেখাক, আসলে সকলেই মূল্যহীন! একদিন ও মেয়েটাও বুঝবে, “পুলিশ, তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো।” তার এক কানাকড়িও বেশি নয়!
তার মুখে রহস্যময় একটা হাসি ভেসে ওঠে। হাসতে হাসতে আপনমনেই বললেন, “যতই ধরো, যতই করো— আসলে সবাই একশো বারো..., আসলে সবাই একশো বারো... আমার মতোই একশো বারো...!”

অলংকরণ: শুভম দে সরকার



বিলাসী বেকাল

নীল জলরাশি, দক্ষিণী আতিথেয়তা আর কয়েকদিনের নিরিবিলিতে অখন্ড বিশ্রাম। সংক্ষেপে এটাই কেরলের



একান্ত নিরিবিলিতে কয়েকদিনের নিসর্গযাপন। আর পটভূমিতে নীল জলরাশি, চিরসবুজ প্রকৃতির আলিঙ্গন আর কেরলের অলিখিত উষ্ণ অভ্যর্থনা। সংক্ষেপে এটাই কেরলের বেকাল বিচে তাজ হোটেলস গ্রুপের নতুন বিলাসগন্তব্য ভিভানতা। কয়েকটা দিনের ফুরসতে মনটা যদি নিসর্গবিলাসী হতে চায়, তাহলে অনেকেই দক্ষিণমুখী হতে চান। কেরলের এই নতুন ডেস্টিনেশনটি কিন্তু তাঁদের অনেকেরই মনে ধরবে। সারা বছরের মধ্যে জুন থেকে সেপ্টেম্বর এখানে বেড়াতে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময়।

সমুদ্রের হাওয়া, সেই হাওয়ায় দোল খাওয়া পাম গাছ, সবুজের ব্যাপ্তির মাঝে প্রায় ২৬ একর জায়গা জুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে কটেজ আর ভিলা। সবমিলিয়ে মোট ৭১টি ভিলা। আরবসাগরের উপরে এমন মনোরম পরিবেশের সঙ্গে ভাব জমাতে দু'দণ্ডও লাগবে না! ধুলোময়লা, ঘিঞ্জি, কংক্রিটের শহর ছাড়িয়ে সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা পরিবেশ মনটাকে নিমেষে খুশি করে দেয়। কেরলের কাসারাগোদ জেলার রেল স্টেশন থেকে ১৫ কিলোমিটারের ড্রাইভেই পৌঁছে যাবেন ভিভানতায়।

বেকাল বিচের ভিভানতা বাই তাজ। রাজকীয় অভ্যর্থনার সঙ্গে যেখানে রয়েছে ঘরোয়া আপ্যায়ন।

হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হালকা লাঞ্চ ও ড্রিংক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে আপনাকে। ড্রাইভের ক্লান্তি নিমেষে ভুলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে কপ্পিল নদী। হোটেলে পৌঁছেই মালুম হয়, বিলাসিতার সঙ্গে ঘরোয়া আতিথেয়তাই এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভিলা ও থাকার ঘরগুলি কেত্তুবল্লম হাউজবোটের নকশায় অনুপ্রাণিত, আর ভিতরের দেওয়ালজুড়ে চিত্রপোথি শিল্পের কারুকাজ। ভিলায় রয়েছে প্রাইভেট কোর্টইয়ার্ড, প্লাঞ্জ পুল, আউটসাইড রেন শাওয়ার, সোক টাব, সুইংগিং ডে বেড। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা এই আউটসাইড শাওয়ারের প্রেমে পড়ে যান। রাতে আলো ঝলমলে কোর্টইয়ার্ডকে আরও অনেক বেশি মায়াবি লাগে। প্রকৃতির অফুরান ভাণ্ডারে এই বিলাসবহুল আধুনিক রিসর্ট সত্যিই এক স্বপ্নিল ভাললাগা। থাকার জন্য রয়েছে নানারকম অপশন: কোনওটা 'সুপিরিয়র চার্ম রুম উইথ ব্যালকনি' তো, আবার কোনওটার নাম 'ডিলাক্স ডিলাইট রুম উইথ কোর্টইয়ার্ড'। রুমেই রয়েছে আন্তর্জাতিক ডিরেক্ট ডায়ালের সুবিধে, মিনি বার, চব্বিশ ঘণ্টার রুম সার্ভিস, স্যাটেলাইট চ্যানেল-সহ সব আধুনিক সুযোগসুবিধে। ১২৫ স্কোয়ার ফুটের প্রশস্ত টেরেসে ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে এরকম দক্ষিণী আতিথেয়তা উপভোগ করতে চাইবেন না, এরকম কেউ নেই! ডিলাক্স রুমের কোর্টইয়ার্ডে আউটডোর শাওয়ার ছাড়াও রয়েছে সুবেশী ঝরনা। কোনও কোনওটিতে রয়েছে প্লাঞ্জ পুল, ইনটেলিজেন্ট হোম প্যানেল সিস্টেম-সহ আরও অনেক কিছু। এছাড়া বিউটি সালঁ, ফিটনেস সেন্টার, ইনডোর গেমস, লাইব্রেরি, সাইক্লিং বা আর্চারির সুযোগ রয়েছে। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বেবিসিটিং, ডক্টর-অন-কল, এয়ারপোর্টে যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে। পুলের ধারে অলস একটা দিন কাটানো বা প্রণয়ীর সঙ্গে রোম্যান্টিক সন্ধে কাটানো—সব সুযোগই দিয়েছে তাজের ভিভানতা। তাজের ভিভানতা এককথায় গ্রামীণ আবহে আধুনিক ছোঁয়া।

রিসর্টে রয়েছে তিনরকমের ডাইনিং অপশন: ল্যাটিটিউড রেস্তরাঁ, আইভরি বার, বারবিকিউ বাই দ্য পুল। ল্যাটিটিউড এখানকার মাল্টিকুইজ়িন রেস্তরাঁ। পুলের ধারে ব্রেকফাস্ট বাফেও বেশ সুস্বাদু। কেরলোর কুইজ়িনের স্বাদ নিতে চাইলে

> হোটেলে পৌঁছেই মালুম হয়, বিলাসিতার সঙ্গে ঘরোয়া আতিথেয়তাই এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাজের ভিভানতা এককথায় গ্রামীণ আবহে আধুনিক ছোঁয়া।

এখানে হতাশ হবেন না মোটেও। এরসঙ্গে সিগনেচার ককটেলের মৌতাত আপনাকে দেবে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। রেস্তঁরার অ্যাম্বিয়েন্স, লাইভ কুকিং কাউন্টার, ইন্টিরিয়রে শিল্পের ছোঁয়া আর স্থানীয় খাবারের সুঘ্রাণ—সবমিলিয়ে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। রেস্তরাঁর বাইরে প্রাইভেট ডিনার চাইলে তার ব্যবস্থাও আছে। ব্যাকওয়াটার আর জিভা স্পায়ের মধ্যবর্তী সেতুতে (যাকে 'ব্রিজ অফ লাভ'ও বলা হয়!) প্রাইভেট ডিনার সেট আপের ব্যবস্থা রয়েছে।





বা মাছ ধরার মতো অবসরের অ্যাক্টিভিটিও করতে পারেন। মাছ ধরে টাটকা রান্না করেও খেতে পারেন! খোলা আকাশের নীচে ভোরের রোদ মেখে এক ঘণ্টার যোগাসন ক্লাসেরও ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ট্রেকিং বা কায়াকিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিরও ব্যবস্থা করা হয় রিসর্টের পক্ষ থেকে। সূর্য ডোবার মুখে প্রকৃতিবিলাসের জন্য কেরলের ব্যাকওয়াটারে হাউজ়বোটে ভাসার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে।

রিসর্টের বিলাসবহুল আবহ থেকে বেরোতে ইচ্ছে না করলেও, একটু অবসরে ঘুরে আসতে পারেন বেকাল ফোর্টে। হোটেল থেকে মাত্র আট কিলোমিটারের রাস্তা। অনেকে পিকনিক করতে এই জায়গাটিকে বেছে নেন। অবশ্য শুধু বেকাল ফোর্টই বা বলছি কেন! হোটেল থেকে দু'ঘণ্টার ড্রাইভে পৌঁছে যেতে পারেন থোনিকাদাভু নেচার ফার্মে। প্রকৃতি দু'হাত ভরে দিয়েছে এখানে।

এখানে যাঁরাই আসেন, তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারেন না। ফিরে আসার সময় তাই নিঝুম বিষণ্ণতা সকলকেই গ্রাস করে। আরও একবার ফিরে আসার ইচ্ছেও জাগে মনের মধ্যে। আসলে এই ক'টা দিনে তৃপ্তি হল না যে। কয়েকদিনের অবসর তো অনেক অপূর্ণ ইচ্ছেরই জন্ম দিয়ে গেল...



আর ঘুরেফিরে ক্লান্ত হয়ে গেলে খুঁজে নিতে পারেন জিভা গ্র্যান্ড স্পা-এর আশ্রয়। প্রায় ২৭০০০ স্কোয়ার ফুটের স্পা-তে আরামদায়ক মাসাজের সঙ্গে পেতে পারেন স্থানীয় ডাক্তারের কনসালটেশনও। অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ, সনাতম কেরালা আয়ুর্বেদ, বডি স্ক্রাব, বডি র‍্যাপ-সহ শরীর-মনকে সতেজ করে তোলার অনেক উপাদানই রয়েছে এখানে। রয়েছে বিশেষ ডি-স্ট্রেস প্যাকেজ, ডিটক্সিফিকেশন প্রোগ্রাম, যোগাসন। থাকা-খাওয়া তো হল, বিলাসবহুল এই রিসর্টে রয়েছে নানারকম অ্যাক্টিভিটির সুযোগ। কেরলের শান্তস্নিগ্ধ জলে বোটিং, রোয়িং

যোগাযোগ: ভিভানতা বাই তাজ—বেকাল, কেরল কপ্পিল বিচ, কাসারাগোদ, কেরল ৬৭১৩১৯
ফোন: ০৪৬৭৬১৬৬১২

সানন্দা আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০১৪



প্রচ্ছদকাহিনি আমরা সকলেই সুস্থ থাকতে চাই, সুন্দর থাকতে চাই। তার জন্য দরকার হেলদি খাওয়াদাওয়া। চটজলদি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর একগুচ্ছ রেসিপির সন্ধান রইল আপনাদের জন্য।

পার্শ্বরচনা রোজগারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছুতেই খরচ করতে পারেন না? ফলস্বরূপ সঞ্চয় একেবারেই হয় না — রোজগার ও খরচের মধ্যে ব্যালান্স আনতে রইল সঠিক ফিনানশিয়াল প্ল্যানিং।

রূপ মুখের খুঁত ঢাকতে মেক-আপ করার নানা নিয়মকানুন নিয়ে বিশেষ আলোচনা ও জরুরি টিপস।



শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক
সুচিত্রা ভট্টাচার্যর
এই মোহ মায়া

ফ্যাশন কাফতান, শাড়ি, ড্রেসের ডিজ়াইনার কালেকশন।

অন্দরমহল ভাইব্রেন্ট অন্দরসাজ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

স্বাস্থ্য নার্ভের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

বেড়ানো প্রকৃতির সান্নিধ্যে একান্তে সময় কাটাতে চাইলে বেড়িয়ে আসুন সমুদ্রের কোলে পরিষ্কার ঝকঝকে শহর পুদুচেরীতে কয়েকদিন।



সানন্দা জবানবন্দি

প্রায় বছর পাঁচেক আগে এক অজগাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করি। শহরের মেয়ে হয়েও ভিটেমাটির প্রতি টান অনুভব করায় শহরের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে গ্রামে শিক্ষকতা করতে যাই। সেখানে গিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকজনদের দেখে বুঝতে পারি আমার পুরনো গ্রাম এখনও কত পিছিয়ে আছে। আমারই স্কুলের এক ছাত্রীর বয়স যখন তেরো কি চোদ্দো, হঠাৎই একদিন শুনি যে ও আর স্কুলে পড়তে আসবে না। ওর বাবা-মা ওকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামের লোকেরা এতে একটুও অবাক হননি, কারণ এ ধরনের ঘটনা ওই গ্রামে আদৌ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই ঘটনা আমাকে যারপরনাই নাড়া দেয়। আমি সোজা ওই মেয়েটির বাড়িতে যাই, ওর বাবা-মাকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ওঁরা বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি। অবশেষে গ্রামের পুলিশ, রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হই। অনেকেই বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখালেও বিশেষ দু'-একজনের কাছ থেকে সাহায্য পাই। তাঁদের সহযোগিতায় বিয়ে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। এরপর মেয়েটির সঙ্গে তার বাবা-মা আর কোনও যোগাযোগ রাখেননি। তাঁর থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব আমি নিই। সুখের বিষয়, আমার প্রচেষ্টা সত্যিই সার্থক হয়। মেয়েটি এখন কলকাতায় নামী কলেজে পড়াশোনা করছে। এরপর থেকে ওই গ্রামে পড়াশোনার পাশাপাশি, মেয়েদের অধিকার রক্ষাতেও আমি সচেষ্ট। আর এই কাজ করে আমি নিজেও এক ধরনের স্যাটিসফ্যাকশন পাই।

বনানী সেন, *বাঁকুড়া*



SANANDA PARBONI 15 JANUARY 2014 REGISTERED KOL RMS/234/2013-2015,RNI NO.44046/86 INR 60.00